শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৪৬শ বর্ষ } পৌষ, ১৪০১ { ১১শ সংখ্যা



সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
উপ-সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ
—: কার্য্যালয় :—
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন: ৩৩-৮৯৭৩
২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার.

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি.এ, বি.টি. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত চৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

ষট্‌চত্বারিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

(শ্রীগৌরাব্দ ৫০৭ গোবিন্দ হইতে ৫০৮ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৪০০ ফাল্গুন হইতে ১৪০১ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৯৪ মার্চ্চ হইতে ১৯৯৫ ফেব্রুয়ারী।)

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অভক্তে মহদ্‌গুণ অসম্ভব	১১।৪১৮
আমি কি অত কথা বলতে পারি ?	১।১৪
আমাদের শাস্ত্রবিমুখতার কারণ কি ?	৭।২৫১, ৮।২৯০
আহার-শুদ্ধি	৯।৩৪৭
আশ্রিত	১০।৩৯৫
উদারতার প্রচ্ছন্নতায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনায় ভক্তিভ্রম	৪।১৪৭
ঐতিহাসিক সত্য সত্য নহে	২।৫৩
কার্ত্তিকব্রত, দামোদরব্রত, উর্জ্জব্রত ও নিয়মসেবা পালন [বিবরণ]	১০।৩৯১,১২।৪৬৫
কুঞ্জবিহার্য্যষ্টকম্ - শ্রীশ্রী	২।৪১
কুসুমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	১১।৪৩১
কৃপাবতার [কবিতা]	১০।৩৮৯
কেবলাদ্বৈতবাদীর ভক্তি	৯।৩২৯
গুরু-বৈষ্ণব-কৃপা—শ্রী	৩।১০৯, ৪।১৫৮
গুরু-পদাশ্রয়—শ্রী	৯।৩৩৯
গুরু-প্রাতঃবন্দনা—শ্রীশ্রী	১০।৩৭৮
গুরুতত্ত্ব—শ্রী	১১।৪২৩
গুরু-সেবক কুরেশ	১১।৪২৬
গৌরহরি ও শ্রীগুরুবন্দনা—শ্রী [কবিতা]	৫।১৮৯
"গৌরনাগরী"—অপসম্প্রদায়	১০।৩৮০
গৌরজন ও কর্ম্মবীর	১০।৩৮৫
গৃহস্থ ও গৃহমেধী	৮।২৯৫
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত [কবিতা]	৬।২৩৩
জন্ম ও মৃত্যু	৩।১০১
জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৩।১১৯
জগন্নাথদেব—শ্রীশ্রী	৬।২২৭
জন্মাষ্টমী [কবিতা]	৮।৩১৭
জন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	৯।৩৫৭

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
জীব-সেবা ও জীবে দয়া [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব]	১।১০
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৫।১৯৯
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবে—শ্রী [কবিতা]	৯।৩৪৪
দ্বাদশ-স্তোত্রম্—শ্রীমদ্	৩।৮১, ৪।১২১, ৫।১৬১, ৫।২০১, ৭।২৪১, ৮।২৮১, ৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১, ১২।৪৪১
ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি	২।৬৯, ৩।১১৩
"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"	২।৭৮, ৩।৯০, ৪।১২৯
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী—শ্রীশ্রী [বিজ্ঞাপন]	২।৫৬
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [বিবরণ]	২।৭৯
নবদ্বীপধামে নিয়মসেবা-ব্রত উদ্‌যাপন ও শ্রীগৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা—শ্রী [বিজ্ঞাপন]	৬।২৩৯
নন্দোৎসব [কবিতা]	৭।২৭০
নিশ্চয়তা	৮।৩১৪
পত্রিকার নববর্ষ-প্রবেশ—শ্রী	১।৩৫
পরমাত্মা ও জীবাত্মার কি সম্পর্ক ?	৫।১৬৯
পরলোকে শ্রীযুক্ত বাসুদেব নন্দী	১০।৩৯৮
প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।৪, ২।৪৩, ৩।৮৩, ৪।১২৩, ৫।১৬৩, ৬।২০৩, ৭।২৪৩, ৮।২৮৩, ৯।৩২৪, ১০।৩৬৪, ১১।৪০৪, ১২।৪৪৫
প্রভুপাদের হরিকথামৃত—শ্রীল	১।৮, ২।৪৬, ৩।৮৮, ৪।১২৭, ৫।১৬৬, ৬।২০৭, ৭।২৪৮, ৮।২৮৭, ৯।৩২৭, ১০।৩৭০, ১১।৪১০, ১২।৪৫৪
প্রার্থনা [কবিতা]	৩।১১২
বিনোদ-কুঞ্জ দর্শন—শ্রী [কবিতা]	৪।১৫৬
বিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা	৭।২৭২
বিশ্বভোক্তা	৮।৩০৪
বৈদিক ও অবৈদিক একত্ব	১।২২
বৈরাগ্য	৫।১৯১
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র]	১০।৪০০
ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব এবং প্রেম-প্রদীপ [বিজ্ঞাপন]	১২।৪৪৪
ভগবদ্‌গীতা-জয়ন্তী—শ্রীমদ্	১।২৮, ২।৫৯, ৩।৯৫, ৪।১৩৬, ৫।১৮৩, ৬।২১৫, ৭।২৫৯, ৮।৩০০

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভপ্রকট-বাসরে	২।৫৭
ভক্তপদধূলি ও ভক্তপদজল	২।৬৩
ভগবদ্দাস্য	২।৭৫
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব —শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র]	৮।৩১৯
ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের তিরোধান—শ্রীমদ্	১১।৪৩৩
ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি [কবিতা]	১১।৪৩৮
ভাগবত-সপ্তাহ-শ্রবণ-মহিমা ও পারায়ণ-বিধি [শ্রীমদ্]	১।১৮, ২।৪৯
ভোক্তাভিমানই বৈমুখ্য	১১।৪৪০
ভ্রান্তিবিলাসে চিদ্বিলাস ভ্রম	৪।১৫১
মহিমা-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা] শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে	১।২৭
মানবিকতা কাহাকে বলে ?	৬।২০৯
"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে"	৪।১৪২
'যথাযোগ্য ভোগ'	৫।১৯৮
রহস্য [কবিতা]	৩।১০০
রাধারমণ-জীউ—শ্রীশ্রী	৩।১০৬
রাসাদি লীলা শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় বা স্মরণীয় কিনা ?	৫।১৭৪, ৬।২২০
রাজা মুচুকুন্দের উক্তিই বাস্তবজ্ঞান	১০।৩৭২, ১১।৪১২
শচীসুষ্টকম্—শ্রীশ্রী	১।১
শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ	১।৩০
"সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্"	১২।৪৫৬
সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজ ও দ্বারকাধাম তীর্থাদি দর্শন [বিজ্ঞাপন]	৭।২৭৯
সাধুসঙ্গের বাধা	৯।৩৫৪
সেবা	৬।২৩৬, ৭।২৬৫, ৮।৩০৮, ৯।৩৩৪
"সেই চরণের পরশখানি"	৯।৩৪২
Life Story of Impersonalism (Mayavad) or Victory of Vaishnavism (Vaishnava-Vijaya) [বিজ্ঞাপন]	১।২৬
Statement about Shri Goudiya-Patrika	১।৪০

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকগণকে জানানো হইতেছে যে, শ্রীপত্রিকার আজীবন সদস্য গ্রহণ করা হইতেছে। যাঁহারা আজীবন সদস্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ১০০১৲ (এক হাজার এক) টাকা এককালীন বা এক বৎসরে চারিটী সমান কিস্তিতে দিয়া সদস্য হইতে পারেন। এ ব্যাপারে কার্য্যাধ্যক্ষের সহিত যোগাযোগ করুন।

বিনীত নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ,
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার

আজীবন সদস্যগণের তালিকা

১। শ্রীনিত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, তুলসীঘাটা, পোঃ নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)।

২। শ্রীশ্যামল কুমার মণ্ডল, লক্ষ্মীনাথপুর, পোঃ পুঁড়া (উত্তর ২৪ পরগণা)।

৩। ডাঃ পরিতোষ দেওয়ান, ৪, মুন্সিপাড়া লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৬শ বর্ষ | ১৬ গোবিন্দ, সঙ্কর্ষণ, ৫০৭ শ্রীগৌরাব্দ ২৯ ফাল্গুন, সোমবার, ১৪০০, ইং ১৪/৩/৯৪ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীশচীসূন্বষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুর গতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্য্যং রাধাপ্রিয়তরসখীবাপ্তুমিতঃ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈক-তনুভাক্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ॥ ১॥

যে হরি (শ্রীকৃষ্ণ) দর্পণগত আপনার নিরুপম শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিয়া প্রেয়সী সখী শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় আত্ম-মাধুর্য্যকে সর্ব্বতোভাবে আপনাতে অনুভব করিবার নিমিত্ত গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অহো! (কি আশ্চর্য্য!) যে প্রভু শ্রীমতী রাধিকার গৌরকান্তিদ্বারা স্বয়ং স্বীয় শরীরের সুন্দর গৌরবর্ণত্ব

স্বীকার করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ১ ॥

পুরীদেবস্যান্তঃ প্রণয়মধুনা স্নানমধুরো
মুহুর্গোবিন্দোত্থদ্বিশদ-পরিচর্য্যার্চ্চিতপদঃ।
স্বরূপস্য প্রাণার্ব্বুদ-কমল-নীরাজিতমুখঃ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ২ ॥

যিনি পুরীদেব অর্থাৎ শ্রীল ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর অন্তঃকরণস্থিত প্রেম-মধুতে স্নাত হইয়া তৎপ্রতি স্নেহবিশিষ্ট এবং গোবিন্দ-নামক কোন ভক্তকর্ত্তৃক মুহুর্মুহুঃ প্রকাশমানা নির্ম্মলা পরিচর্য্যাদ্বারা যাঁহার শ্রীচরণদ্বয় নিরন্তর সেবিত এবং শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর অসংখ্য প্রাণপদ্মদ্বারা যাঁহার শ্রীমুখ নীরাজিত হইয়াছিল, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ২ ॥

দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রি-দ্যুতিভিরভিতঃ সেবিততনুঃ।
মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজমধুর-নাসাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৩ ॥

যিনি পরমেশ্বর হইয়াও ভক্তশিক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং কৌপীন এবং তদুপরি অরুণবর্ণ বহির্ব্বাস ধারণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার আকৃতি অতিউচ্চ এবং সুমেরুপর্ব্বতের কান্তিকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত অর্থাৎ (যাঁহার গলিত সুবর্ণসদৃশ শরীরের শোভা দর্শন করিয়া সুমেরু আপন শরীরের সৌন্দর্য্যত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আপন কান্তিদ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তিকে সেবা করিয়াছে) এবং যিনি এইরূপ বেশ ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মধুর নামসমূহ অতি আহ্লাদে গান করিয়া ভক্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ৩ ॥

অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তি-নিপুণৈঃ
শ্রুতের্গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরস-ফলাং ভক্তিলতিকাম্।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনিগণ ভক্তি নিপুণতায়ও যাঁহার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই এবং শ্রুতিগণ যাঁহাকে অমূল্যরত্নের ন্যায় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং উজ্জ্বল প্রেমরস যাঁহার ফল—এমন ভক্তিলতা যিনি গৌড়দেশে অতি কৃপায়

বিস্তার করিয়া পরম কৃপালু হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ৪ ॥

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন-বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৫ ॥

হে মন ! যিনি আমার স্মরণ-পথে সর্ব্বদা বিদ্যমান গৌড়ীয়-জনগণকে সংসারের মধ্যে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া গণন-বিধিদ্বারা অর্থাৎ সংখ্যা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা "হরে কৃষ্ণ" এই প্রকার হরিনাম-কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন এবং যিনি গৌড়দেশীয় জনসমূহকে পিতার ন্যায় এইরূপ প্রিয়শিক্ষা উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ৫ ॥

পুরঃ পশ্যন্ নীলাচলপতিমুরুপ্রেম-নিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত-নিজদীর্ঘোজ্জ্বল-তনুঃ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভ-চরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৬ ॥

যিনি প্রণয়িগরুড়-স্তম্ভের চরমদেশে অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে সর্ব্বদা অবস্থান করত সম্মুখবর্ত্তী নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমসমূহদ্বারা ক্ষরিত নয়ন-নীর-নিকরে স্বকীয় দীর্ঘোজ্জ্বল তনু স্নপিত করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ৬ ॥

মুদা দন্তৈর্দষ্টা দ্যুতিবিজিত-বন্ধূকমধরং
করং কৃত্বা বামং কটি-নিহিতমন্যং পরিলসন্।
সমুত্থাপ্য প্রেম্না গণিত-পুলকো নৃত্যকুতুকী
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৭ ॥

যে অধরের কান্তিদ্বারা বন্ধূক (রক্তবর্ণ পুষ্প-বিশেষ) পরাজয় প্রাপ্ত হয়, সেই স্বীয় অধরকে দন্তসমূহদ্বারা আবরণ করত স্বীয় বামহস্ত কটিতটে অর্পণ করিয়া যিনি অপর দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক ভঙ্গিদ্বারা চালন করত হর্ষ-সহকারে নর্ত্তন-কৌতুকবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মাথুরবিরহিণী শ্রীরাধার ভাব হেতু যিনি অসংখ্য রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ৭ ॥

সরিত্তীরারামে বিরহ-বিধুরো গোকুলবিধো-
র্নদীমন্যাং কুর্ব্বন্নয়ন-জলধারাবিততিভিঃ।
মুহুর্মূর্চ্ছাং গচ্ছন্মৃতকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ॥ ৮॥

যিনি নদীর তীরস্থ উপবনে গোকুলবিধুর (কৃষ্ণচন্দ্রের) বিরহে ব্যাকুল হইয়া নয়ন জলধারা-সমূহে অন্য একটী নদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং যিনি বারম্বার মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ জনসমূহকে মৃতকের ন্যায় অচেতন করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ? ৮॥

শচীসূনোরস্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ
সদা দৈন্যোদ্রেকাদতিবিশদ-বুদ্ধিঃ পঠতি যঃ।
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতিকৃপাবেশবিবশঃ
পৃথু প্রেমাম্ভোধৌ প্রথিতরসদে মজ্জয়তি তম্॥ ৯॥

যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ-বুদ্ধি হইয়া দৈন্যাতিশয়-সহকারে স্বীয় অভীষ্টপ্রদ শ্রীশচী-নন্দনের এই অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রসের আস্বাদন-স্বরূপ বিস্তীর্ণ প্রেম-সমুদ্রে নিমগ্ন করেন ॥৯॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৪৮ পৃষ্ঠার পর]

৪৯। বিষয়িগণের স্বভাব কি ?

"বিষয়িগণ কৃষ্ণকথা শুনিতে বা বলিতে সময় পায় না। পুণ্যকর্ম্মই করুক, বা পাপ-কর্ম্মই করুক, বিষয়িগণ আত্মতত্ত্ব হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকে।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৫০। বদ্ধজীবের স্বভাব কি ?

"মেঘ যেরূপ দ্রষ্টার চক্ষুকে আচ্ছাদন করে, সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে না, তথাপি মেঘাচ্ছাদিত জড়চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি সূর্য্যকেই মেঘাচ্ছাদিত মনে করে, সেইরূপ বদ্ধজীবগণ নিজ-নিজ মায়িক-দোষাচ্ছাদিত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা গোকুল-সম্বন্ধেও মায়িকতা প্রত্যয় করে।" —ব্রঃ সং ৫।২

৫১। মন কি চেতন-বস্তু ?

"যে বৃত্তি জীবের সহিত সর্ব্বাবস্থায় না থাকে, তাহাকে নিত্যবৃত্তি বলা যায় না। সুতরাং মন ঔপাধিক-বৃত্তি-মাত্র। উপাধিকত্ব স্বীকার করিলে আত্মবৃত্তি কহা যায় না, অতএব মন কাজে-কাজেই প্রাকৃত হইতেছে। কিন্তু মন সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত অনেক প্রাকৃত পদার্থ-হইতে শ্রেষ্ঠ।" —তঃ সূঃ, ৩০ সূঃ

৫২। 'প্রাকৃত কাল' কাহাকে বলে ?

"জীবের মুক্তাবস্থায়ও প্রাকৃত কাল স্বীকার করা যায় না। কেবলমাত্র বদ্ধাবস্থায় সংযোগ, বিয়োগ, অস্তিত্ব ও কর্ম্ম—সমস্তই কালের অধীন, এরূপ প্রতীত হয়। অতএব বদ্ধজীবের প্রকৃতি-সম্বন্ধকেই 'প্রাকৃত কাল' বলা যায়।"

—তঃ সূঃ, ২৫ সূঃ

৫৩। চতুর্দ্দশ লোকের কোন্‌টীতে কাহার গতি হয় ?

"ফলকামনাযুক্ত পুণ্যকর্ম্মা গৃহীদিগের পক্ষে ভূ, ভুবঃ ও স্বঃ অর্থাৎ ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—তিনটী লোক প্রাপ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। সেই তিন লোকের উপরিস্থিত মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক—এই চারিটী লোক অগৃহী অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিদিগের প্রাপ্য। যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্মাচারী গৃহস্থ, তাঁহারাও মহর্লোকাদি লোক-চতুষ্টয়ে গমন করেন। সকাম হইলে সকলেই সেই সেই ধাম ভোগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারা তত্তৎকর্ম্ম-প্রাপ্যস্থানে ভোগ করিয়া কর্ম্মক্ষয়ান্তে মুক্ত হন। তন্মধ্যে যাঁহারা সম্যক্ বৈরাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা মহরাদি লোকে কর্ম্ম ভোগ করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মা যতকাল মুক্ত থাকেন, ততকাল তাঁহারাও মুক্ত থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের সকলেরই পুনরাবৃত্তি আছে।"

—বৃঃ ভাঃ, বঙ্গানুবাদ

৫৪। মূলতত্ত্বের সিদ্ধান্ত-বিষয়ে সমস্যা উপস্থিত হইলে কি কি প্রশ্ন উদিত হয় ?

"সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াও আমার মূলতত্ত্বের সিদ্ধান্ত হয় নাই, এই কথা মনে করিতে করিতে এই কয়েকটী প্রশ্নের উদয় হয়—আমি কে ? জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? ঈশ্বরের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? চরমেই বা আমার স্থিতি কোথায় ?" —চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

৫৫। জিজ্ঞাসু জীবের তিনটী মূল প্রশ্ন কি ?

"যে পুরুষের ভাগ্যক্রমে সেইরূপ বিবেক উদিত হয়, সে সহসা সেই সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে। তখন সেই নিবৃত্ত-পুরুষ জ্ঞান-

সাধনের জন্য আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন তিনটী জিজ্ঞাসা করেন—এই জড়-জগতের ভোক্তা-স্বরূপ **আমি কে**? এই যে বিপুল **বিশ্ব**—ইহাই বা **কি**? **বিশ্ব** ও **আমি**, আমাদের প্রকৃত **সম্বন্ধ কি**? —তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ২

৫৬। দেহধারী মনুষ্য কোন্ সময় স্বরূপতঃ বৈরাগী হয়?

"দেহধারী মনুষ্য-মাত্রই বিষয়ী। সদ্‌গুরু লাভ করিয়া যখন যিনি নির্ব্বিষয়-ভাব বাঞ্ছা করেন, তখন তিনি ক্রমে ক্রমে হৃদয়নিষ্ঠাকে বিষয়মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন, যখন তিনি সফল হন, তখন তিনি স্বরূপতঃ বৈরাগী হইতে পারেন।" —'বিষয় ও বৈরাগ্য', সঃ তোঃ ৪।২

৫৭। অণুচৈতন্য জীবগণ কোন্ সময় প্রেমের বন্যা উদয় করাইতে সমর্থ হয়?

"অখণ্ড অগ্নি হইতে যেরূপ অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গ-সমূহ হইয়া থাকে, অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ জীবসমূহ নিঃসৃত হয়। অগ্নির একটী একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ পূর্ণ অগ্নিশক্তি ধারণ করে, প্রতি জীবও তদ্রূপ চৈতন্যের পূর্ণ-ধর্ম্মের বিকাশ-ভূমি হইতে সমর্থ। (একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য-বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ বায়ু-সাহায্যে মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটী জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহাবন্যা উদয় করিতে সমর্থ হয়")। —জৈঃ ধঃ ২য় অঃ

৫৮। সুকৃত ও দুষ্কৃতের দশা কি?

"অন্তর্ম্মুখদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি ভাগ্যবন্ত, তাঁহারা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম লাভ করেন। আর যাঁহারা অতি ভাগ্যবন্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা কর্ম্ম-জ্ঞানমার্গে বহু দেব-আরাধন বা নির্ব্বিশেষ-অবস্থা আশা করেন।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৫৯। জীবের বন্ধন-দশাটী কি?

"জীবাত্মা শুদ্ধবস্তু, তাঁহার বন্ধন হয় না। মায়াতে মোহিত হইয়া মায়া হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গ-শরীরে যে আত্মাভিমান, তাহারই বন্ধন; সুতরাং জীবের বন্ধন সত্য নয়। জীবের আত্ম-বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্বরূপ-ভ্রম কেবল অর্থ-বিনা, অর্থ-দর্শন-মাত্র, স্বশিরচ্ছেদনাদির ন্যায় ভ্রম-মাত্র।" —'জীবতত্ত্ব' শ্রীভাঃ মাঃ ৭।২২

৬০। চিৎস্বরূপ জীবের জড়ীয় বৃত্তি-সমূহ কিরূপে প্রকাশিত হইল?

"চিৎস্বরূপ জীবের নিজ-বিশেষানুসারে 'আমি অমুক লক্ষণ ভগবদ্দাস' বলিয়া একটী শুদ্ধ অভিমান ছিল। সেই অভিমান জীবের চিদ্গত শুদ্ধ অহঙ্কাররূপ চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়াছিল। চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া হিতাহিত-বুদ্ধি

এবং চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আনন্দোপলব্ধি-স্থানরূপ শুদ্ধ বুদ্ধিও ছিল। অন্য পদার্থ ও অন্য জীব এবং পরমপুরুষ ভগবানকে বিষয় জানিয়া তাহাদের জ্ঞান ও ধ্যানোপযোগী মনও ছিল। জড়বদ্ধ হইলে সেই চিদ্গত বৃত্তিসমূহ জড়সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূলরূপে পরিণত হইয়া তত্তদ্বিষয়রূপ জড়ীয় ও অশুদ্ধ বৃত্তিসকল প্রকাশিত হইয়াছে।"　　—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

৬১। মুক্তজীবের মুক্ত-দশা এবং বদ্ধজীবের বদ্ধ-দশার পরস্পর পার্থক্য কি ?

"শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত জীবই—যিনি কখনই মায়াবদ্ধ হন নাই বা কৃষ্ণ-কৃপায় মায়িক জগৎ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তজীব এবং তাঁহার দশাই মুক্ত-দশা। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া অনাদি মায়ার কবলে যিনি পড়িয়া আছেন, তিনি বদ্ধজীব এবং তাঁহার দশাই সংসার-দশা।"　　—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

৬২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে তারতম্য কি ?

"অনুদিত-বিবেক নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। * * উদিত-বিবেক ব্যক্তিদিগের নামান্তরই—'বৈষ্ণব'।"　　—জৈঃ ধঃ ৩য় অঃ

৬৩। শুষ্কযুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসার স্বরূপ ও ফল কি ?

"জিজ্ঞাসু দুই প্রকার—একপ্রকার জিজ্ঞাসু কেবল শুষ্কযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসা করেন; অন্যপ্রকার জিজ্ঞাসু ভক্তির সত্তাকে বিশ্বাস করিয়া স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ বিচার করেন। শুষ্কযুক্তিবাদীর জিজ্ঞাসায় কখনই উত্তর দিবে না; কেন না, তাহার সত্য-বিষয়ে কখনই বিশ্বাস হইবে না। তাহার যুক্তি মায়াবদ্ধ, সুতরাং অচিন্ত্যভাব-বিষয়ে চলচ্ছক্তিরহিত। অনেক লাঠালাঠি করিয়াও তাহার কিছুমাত্র অবিচিন্ত্য-বিষয়ে লাভ হইতে পারে না। পরমেশ্বরে বিশ্বাস-পরিত্যাগই তাহার চরম ফল।"　　—জৈঃ ধঃ ৩৪শ অঃ

৬৪। জ্ঞানি-জীবন্মুক্ত ও ভক্ত-জীবন্মুক্তের বৈশিষ্ট্য কোথায় ?

"জ্ঞানমার্গীয় জীবন্মুক্তের ও ভক্তের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। জ্ঞানীদিগের এই দেহের প্রতি ঘৃণা এবং আর দেহপ্রাপ্তি না হয়, সেইজন্য চেষ্টা থাকে। ভক্তদিগের কৃষ্ণ-বিরহে সেইরূপ দেহে বিরাগ হয়, আবার কৃষ্ণ-দর্শনে দেহের সার্থকতা দৃষ্টি হয়। জ্ঞানীদিগের ভোগদ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হয়; কিন্তু ভক্তদিগের কৃষ্ণেচ্ছার উপর নির্ভরতা।"　　—'প্রয়োজন-বিচারঃ', শ্রীভাঃ মাঃ ১৭।২২

(ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

সর্ব্বদা বৈষ্ণবজন পরিবৃত হইয়া বাসই—নির্জ্জনবাস। সর্ব্বদা হরিকথা শুনিবার সুযোগ করিয়া লওয়া আবশ্যক। এইজন্যই তীর্থে বাস। আশ্রমান্তর গ্রহণ করিলে যে মঙ্গল হইবে, তাহা নহে। যিনি যেখানে আছেন সেখানে থাকিয়াই যদি তিনি হরি-ভজন করেন, তবেই মঙ্গল হইবে।

আমরা জগতে বেশীদিন থাকিব না। Warning bell পড়িয়া গিয়াছে, এই মুহূর্ত্তেই এই পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইতে পারে; সুতরাং সকলেরই ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া মুকুন্দের ভজন করা উচিত।

হরিসেবার জন্য কথা বলিতে বলিতে হরিনাম করিতে কিছু আপত্তি নাই, কারণ হরিনাম ও হরিসেবার কথা একই বস্তু। কিন্তু হরিকথার ছলনায় বিষয় কথা হইলে অসুবিধা হইবে। যদি আমরা মনে করি,—তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সত্যকথা বলিলে কেহ ভিক্ষা দিবে না, সেইরূপ পাপিগণের নিকট হইতে যেমন আমরা ভিক্ষা না চাই. যাহারা কিছুতেই সত্যকথা গ্রহণ করিবে না, সেইরূপ পাপিগণের কি সাধ্য আছে যে, তাহারা কৃষ্ণকে নৈবেদ্য প্রদান করিতে পারে? আর আমরাই বা কৃষ্ণের প্রকৃত নৈবেদ্য না হইলে তাহা গ্রহণ করিতে যাইব কেন?

যিনি ভগবদ্ অনুশীলন করেন, তিনি জগতের কোন বস্তুর ধার ধারেন না। তিনি বিষয়ী, ধনী, নামজাদা লোক—কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না, তিনি কেবল বাস্তব সত্যের আদর করেন।

জন্ম-নামক একজন যোষিৎ, ঐশ্বর্য্য-নামক আর একজন যোষিৎ, পাণ্ডিত্য-নামক তৃতীয়প্রকার যোষিৎ ও সৌন্দর্য্য-নামক চতুর্থপ্রকার যোষিৎ আছে। এই সকল যোষিৎকে গোপীজনবল্লভের সেবায় নিযুক্ত না করিলে ইহাদের কবলে পড়িয়া যাইতে হইবে। কৃষ্ণ যদি জীবকে দয়া করেন, তবেই হরিসেবা করা যায়। নতুবা মানুষের চৌদ্দপুরুষের সাধ্য নাই যে, এত হাঙ্গামা কাটাইয়া হরিসেবা করিতে পারে। হরিসেবা তামাসার কথা নয়।

হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নৈরন্তর্য্য না থাকিলে ভোগবিচার আমাদিগকে গ্রাস করিবে, আমরা প্রজল্পে মস্‌গুল হইয়া ধামবাসের বিচার হারাইব, গ্রামবাস করিয়া বসিব, নানা অসুবিধায় পড়িব। হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনই সাধন ও সাধ্য। কত ভাগ্যফলে গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে শ্রীধামে আসিবার সৌভাগ্য হয়; প্রজল্পেই যদি সময় কাটাই, তাহা হইলে এই সৌভাগ্যকে অবজ্ঞা করা হইল। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা

আলোচনা ও হরিসম্বন্ধীয় বিষয়ের অনুশীলন কর্ত্তব্য, ভগবৎপ্রসাদের অনুশীলনেই শ্রীমন্দিরের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

মানুষের মঙ্গল লাভ করিতে হইলে বিবেক বলিয়া একটা জিনিষের দরকার হয়। বিবেক দুই প্রকার—ভক্তিবিবেক ও অভক্তিবিবেক। ভক্তিদ্বারাই যে বিবেক উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা ভক্তিবিবেক, আর যে বিবেক উৎপত্তি লাভ করিবার দরুণ ভগবৎ-সেবায় ঔদাসীন্য উদয় হইয়াছে, তাহা অভক্তিবিবেক।

প্রাক্তন কর্ম্ম ও বাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হইতে পারে না। আরোহবাদিগণ কৃত্রিম যোগ-তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্যাবলম্বনের চেষ্টা করে, তাহাতে চিত্তের আত্যন্তিক স্থৈর্য্যলাভ হয় না। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও হরিলীলা আলোচনাদ্বারা যে স্বাভাবিক স্মরণের উদয় হয়, তদ্দ্বারাই আমাদের চিত্ত বশীভূত হইতে পারে। আমার হউক না শতভাবে চিত্ত অস্থির, যদি হরিপাদপদ্ম সেবার জন্য চিত্তের সেই গতি থাকে, তাহা হইলে চিত্ত কোথায় যাইবে? হরিসেবার জন্য সহস্র কামনা, অনুক্ষণ হরিসেবার জন্য লৌল্যই চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য। সঙ্গ কিসে হয়? কাণ দিয়ে। অন্যভাবে দুঃসঙ্গ হইয়া যাইতে পারে। কাণ দিয়াও দুঃসঙ্গ হইয়া যাইতে পারে, যদি শব্দব্রহ্মকে আড়াল করিয়া নিজের অহমিকা প্রবল করি।

সাধুর কার্য্য হইতেছে **Absolute**-এর **touch** (বাস্তব বস্তুর সংস্পর্শে)-এ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা থাকা। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক লোককে হরিকীর্ত্তনের **Subscriber** (গ্রাহক) করিবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। তাঁহার চোখ দিয়া, নাক দিয়া, কাণ দিয়া, সমস্ত দিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা ভোগ বা ত্যাগের কাজে নিযুক্ত না করিয়া হরিকীর্ত্তনের সেবায় সম্পূর্ণভাবে **subscribe** করুন—এই কথাই গৌড়ীয় মঠ বলিতে চাচ্ছেন। পরদুঃখদুঃখী হওয়া দরকার। জগৎভরা আত্মীয়স্বজনদের কোন নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা করিব, তাহা নয়। প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী সাধুর চিত্তবৃত্তি এই যে, একটা মানুষও যেন পালিয়ে না যায়—সেবার রাজ্য হইতে।

জীব-সেবা ও জীবে দয়া

['দরিদ্র-নারায়ণ'-শব্দ অযৌক্তিক, অবৈধ ও কল্পিত]

"জীব-সেবা" ও "জীবে দয়া" এই বিষয় দুইটীর পার্থক্য বোধ হয় অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। অধিকাংশ স্থলেই "জীব-সেবা" ও "জীবে দয়া"—এই বিষয়দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য-বিচারের অভাবে আমরা এক করিতে আর এক করিয়া বসি—'শিব' গড়িতে 'বানর' গড়িয়া থাকি। জগতে অনেকে "মনীষী", "উদারচেতা", "পরোপকারী", "সমাজবন্ধু", "বিশ্ববন্ধু" নামে পরিচিত হইবার বাসনা করেন, কিন্তু বস্তুবিচারের অভাবে তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্য পণ্ডশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। জগতের লোক যেরূপ দেহারামী ও স্ব-সুখ-বাঞ্ছায় মগ্ন, তাহাতে যদি কোন ব্যক্তিতে বিন্দুমাত্রও অপরের সেবা-প্রবৃত্তির চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাই পরম-প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে। 'পর-সেবা' জিনিষটী উত্তম, কিন্তু পরসেবা না হইয়া যদি "পর-ছলনা" হইয়া পড়ে, তাহা কখনও প্রশংসনীয় হইতে পারে না। "ছলনা"র উপর "সেবা"র 'লেবেল' ও 'ট্রেডমার্ক' লাগাইয়া বাজারে কোনপ্রকারে চালাইতে পারিলেই যে তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে "সেবা" শব্দ-বাচ্য হইবে, তাহা বিংশ-শতাব্দীর বিচারপরায়ণ সভ্য মানব-সমাজ কি একবার বিচার করিয়া দেখিবেন না ?

"পরসেবা", "পর-উপকার" প্রভৃতি কথার "পর"-শব্দে "শ্রেষ্ঠ" বা "পরমাত্মা বিষ্ণু" লক্ষিত হইলে পরমাত্মার সেবা বা শ্রেষ্ঠের সেবাই স্থিরীকৃত হয়। জীব "পর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইলেও অনর্থযুক্তাবস্থায় ত্রিগুণে আবদ্ধ—

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥" (ভাঃ ১।৭।৫)

ত্রিগুণাত্মক মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত অনাদি-বদ্ধ জীবের সেবা—অনর্থাবৃতাবস্থারই সেবা অর্থাৎ ভোগ-মাত্র। "সেবা"-শব্দের সহিত কয়েকটী বিষয় অবিচ্ছিন্নরূপে সংশ্লিষ্ট। প্রথমতঃ "সেবা" বলিতেই আদৌ ইহা বিবেচ্য যে, যে-বস্তুর প্রতি সেবা প্রযুক্ত হইবে, সেই বস্তুবিশেষ "সেব্য" বা "প্রভু"-তত্ত্ব কি না ; দ্বিতীয়তঃ "সেবা" বলিতে সেব্যের অনুকূল সুখসাধন ; তৃতীয়তঃ সেবকের অধিষ্ঠান।

ত্রিগুণাত্মক, অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব কি প্রভুতত্ত্ব ? অনর্থযুক্তের সুখসাধন কি মঙ্গলপ্রদায়ক ? আর সুখসাধনকারী সেবকেরই বা ঐরূপ কার্য্যে কি লাভ ? —এ তিনটী প্রশ্নের নিরপেক্ষ উত্তর দিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই যে,

"জীব-সেবা" বলিয়া কোন কথাই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। জীব কখনও প্রভুতত্ত্ব নহেন—"মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" মায়াবশের সেবায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণে সেব্যাভিমান, সেবকাভিমান ও সেবাভিমান, কোনটিরই সার্থকতা নাই। লম্পট, দস্যু, জুয়াচোর, গাধা, ঘোড়া, বৃক্ষলতা প্রভৃতির সেবা-কল্পনা—মায়াবশ জীবের ভোগমাত্র। সেইসকল বস্তু সেব্য বা প্রভুতত্ত্ব নহেন; মায়াবশ লম্পটকে পরস্ত্রী, দস্যুকে পরের অর্থাদি যোগাইতে পারিলে তাহাদের সুখসাধনরূপ সেবা বা 'ভোগ' হয় বটে, অর্থাৎ সেরূপ ভোগে দস্যু-লম্পটাদির প্রীতি হইলেও তাহাদের চিরকালের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য জীবের পীড়ন অনিবার্য্য। সুতরাং মায়াবশ জীবের সেবা বা ভোগ যতই মনোরম পোষাকে সুসজ্জিত থাকুক না কেন, তাহাতে জীবপীড়নই হইয়া থাকে। একটী মায়াবশ জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে গিয়া সেই জীব-বিশেষের অকল্যাণ এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে বহুজীবের পীড়ন হয়।

'জীব-সেবা' কথাটী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, জীবের বদ্ধত্ববিচারে 'জীবে দয়া' সম্ভব, এবং তাঁহার মুক্তত্ব-বিচারে 'বৈষ্ণব-সেবা' সম্ভব। **অনর্থযুক্ত বদ্ধাবস্থার প্রীতিসাধন প্রকৃতপক্ষে 'সেবা' শব্দবাচ্য হইতে পারে না;** তাহার প্রতি 'দয়া' করাই কর্ত্তব্য। **আবার মুক্তপুরুষের প্রতিও 'দয়া' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না,** তাঁহার 'সেবা' করাই কর্ত্তব্য। 'জীব-সেবা' কথাটি যুক্তিযুক্ত হয় না, পরন্তু 'শিব-সেবা', 'গুরু-সেবা' বা 'বৈষ্ণব-সেবা কথাটিই যুক্তিযুক্ত। গুরুবৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবাই কর্ত্তব্য,—মুক্তকুলের সেবা বা বদ্ধকুলের প্রতি দয়াই জীবের শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম।

মায়াবদ্ধ জীব 'প্রভু' বা 'সেব্যতত্ত্ব' নহেন,—বিচার শ্রবণ করিয়া অনেকে কপটতাক্রমে জীবকে সেব্যতত্ত্বরূপে সজ্জিত করিবার জন্য বাউল-মতের সহিত ন্যূনাধিক মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক **বদ্ধজীবকে 'নারায়ণ' বলিবার প্রয়াস করেন।** জীব-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ, অশ্ব-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়া ঐ সকল বাউল-মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ জীবের মায়াবদ্ধতাকেই মায়াধীশ-নারায়ণতত্ত্ব মনে করেন, এবং দেহ ও মন—এই জড়বস্তু-দ্বয়ের তোষণকেই 'নারায়ণ-সেবা' বলিয়া প্রচার করেন। **দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণ শব্দগুলি—সোনার পাথরবাটীর ন্যায় অযৌক্তিক ও অবৈধ।** জীবে 'নারায়ণ' বা 'ঈশ্বর' নাম সংযোগ করিলেই তিনি প্রভুতত্ত্ব হইতে পারেন না, বরং তাহাতে পাষণ্ডতাই হয়—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"যেই মূঢ় কহে 'জীব' 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম॥"

দরিদ্রত্ব নারায়ণত্ব নহে, তাহা নারায়ণত্বের অভাব। মৃগত্ব বা মনুষ্যত্ব মায়াধীশত্ব নহে, তাহা মায়াবশ্যতা। দরিদ্রের অন্তর্যামী, পশুর অন্তর্যামী, মানবের অন্তর্যামি-সূত্রে নারায়ণের নিত্য অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু দরিদ্রত্ব, পশুত্ব বা মানবত্বের প্রতীতিতে নারায়ণত্ব নাই। দরিদ্রত্ব, পশুত্ব ও মানবত্বরূপ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির বিক্রম দূরীভূত হইলেই অন্তর্যামী নারায়ণের বাস্তবসত্তা ও তদংশভূত শুদ্ধজীবাত্মস্বরূপ পরিদৃষ্ট হয়। 'গুরু' বা 'বৈষ্ণব' নারায়ণের বহিরঙ্গা-শক্তির বিক্রমে অভিভূত নহেন বলিয়া তিনি মুক্ত, শুদ্ধ ও নিত্য; তাঁহার নিত্য-সেবাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। তিনি সাধারণ জীব-শব্দবাচ্য নহেন। **যতক্ষণ বদ্ধজীব-দর্শন, ততক্ষণ তাঁহার প্রতি দয়াই কর্ত্তব্য, আর মুক্ত-দর্শনে সেবাই কর্ত্তব্য।** মহাভাগবতের গো-অশ্ব-খর-চণ্ডালে সর্ব্বত্র সম বা বৈষ্ণব-দর্শন, তিনি সকলকেই 'বৈষ্ণব' জানিয়া সেবা করিতে ব্যস্ত। তাঁহার দর্শন মায়াবাদী বা বাউলের 'দরিদ্র-নারায়ণ', 'মনুষ্য-নারায়ণ', 'মৃগ-নারায়ণ' প্রভৃতির ন্যায় জড়ে চিদারোপ বা কল্পনামাত্র নহে। তিনি জীবাত্মাকে নারায়ণ কল্পনা করিয়া মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক-বৃত্তি-পরিণত ব্যাপারের অনিত্য সেবা করেন না। তাঁহার সেব্য—নিত্য, সেবা—নিত্য এবং সেবকাভিমানও—নিত্য।

যাঁহারা 'জীব-সেবা' 'জীব-সেবা' বলিয়া চিৎকার করেন, যাঁহারা দরিদ্র-নারায়ণ, মনুষ্য-নারায়ণ, মৃগ-নারায়ণের সেবা কল্পনা করিয়া দুনিয়ার অনভিজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট মহাপরোপকারী ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাহা এইটুকু তলাইয়া দেখিলেই বিচারক-সম্প্রদায় ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু বিচারপরায়ণ মানব-সমষ্টির মনীষাকেও গতানুগতিক ন্যায় এরূপ নিস্তেজ করিয়া দেয় যে, তাঁহারাও ঐ সকল সাধারণ বিচারে ভ্রান্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীভাগবতধর্ম্ম জীব-সেবার কোন কথা বলেন নাই, শ্রীভাগবতের বাণী—**"শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের 'সেবা' কর এবং বদ্ধজীবে 'দয়া' কর।"** ভাগবত ভরতরাজার আদর্শের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, মহর্ষি ভরত মৃগ-জীবের বদ্ধতার সেবা করিতে গিয়া আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গলের পথে অন্তরায় আনয়ন করিবার শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। ভাগবত ঐরূপ জীব-সেবা নিরাস করিয়া মধ্যম ও উত্তম-ভাগবতের বিচার জানাইয়াছেন,—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"
"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"
"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্ত্তি॥"

মধ্যমাধিকারী উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের 'সেবা' করিবেন, তাঁহার সুখ-সাধনার্থ 'শুশ্রূষা' করিবেন, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে যাইবেন না, তাহাতে নিজের বা পরের কাহারও নিত্য উপকার বা মঙ্গল হইবে না। অতএব আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত আত্মার নিত্যবৃত্তি যে সেবা, উহার একমাত্র পাত্র—শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব অর্থাৎ মুক্ত, শুদ্ধ বৈকুণ্ঠ ভগবৎস্বরূপ ও তদ্রূপ-বৈভব**; জীব' বা 'প্রধান' নহে। আর স্বরূপবিস্মৃতি-জন্য বা দেহাত্মবুদ্ধি-নিবন্ধন দেহ ও মনের দ্বারা যে 'সেবা', উহা জড়েন্দ্রিয়-তর্পণমূলক ভোগেরই নামান্তর; উহার পাত্র ভগবানে বা তদ্রূপবৈভবে বিমুখ বদ্ধজীব এবং 'প্রধান'; শুদ্ধচেতন বৈকুণ্ঠ-বস্তু নহেন। তাদৃশ **কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখীকরণই তাহাদের প্রতি পরম 'দয়া'**।

'জীব-সেবা' কথাটি হইতে পারে না অর্থাৎ জীবের চিদিন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি অচিদাবৃত-চেতনের সুখ বা ভোগসাধনে কখনই নিযোজ্য নহে, পরন্তু নিখিল চিদচিদ্-বস্তুর ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর সেবা-সুখ সাধনেই উহাদের সর্ব্বক্ষণ নিয়োগ করিতে হইবে—ইহাই একমাত্র সত্য কথা। 'জীবে দয়া' আর 'বৈষ্ণব-সেবা' কথাই যুক্তিযুক্ত ও পরম মঙ্গলদায়ক। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই 'জীবে দয়া' ও 'বৈষ্ণব-সেবার' আদর্শ দেখাইয়াছেন। ভগবৎকথা-কীর্ত্তনে অনন্ত বদ্ধজীবের প্রতি অমন্দোদয়া দয়া হয় এবং কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য বা সেবা-বিধান করিলেই আমাদের আত্মার বৃত্তি পরিস্ফুট হইয়া থাকে। মহাপ্রভু স্বয়ং গ্রামে গ্রামে ভগবৎকথা প্রচার ও তাঁহার ভক্তগণকে প্রচারকরূপে সংস্থান করিয়া জীবের প্রতি অমন্দোদয়া দয়ার আদর্শ দেখাইয়াছেন; আবার অনুক্ষণ কীর্ত্তনপরায়ণ বৈষ্ণবগণের সেবার আদর্শ ও শিক্ষা দিয়াছেন আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাপ্রভুর শিক্ষা উল্লঙ্ঘন করিয়া আধুনিক মনোধর্ম্ম-জাত মতবাদে প্রমত্ত হইয়া যেন ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত না হই,—ইহাই সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। জীব-সেবার লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শুনিয়া যেন মায়াবাদী, বাউল, প্রাকৃত-সহজিয়া, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইয়া উৎপথগামী না হইয়া পড়ি। 'জীবে দয়া' ও 'বৈষ্ণব-সেবাই' আমাদের আদর্শ হউক,—**"জীবে দয়া", "নামে রুচি", "বৈষ্ণব-সেবন"—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক।**

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

আমি কি অত কথা বলতে পারি ?

কোন এক গ্রামে জনৈক ধনী বাস করিতেন। তাঁহার জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই চারিটীর কোনটীরই অভাব ছিল না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে কুসঙ্গ প্রভাবে চিত্ত কুৎসিত হওয়ায়, সৎসঙ্গ তাঁহার নিকট বিষবৎ মনে হইত। তিনি সর্ব্বক্ষণ অসদ্‌বার্ত্তাতেই তাঁহার জীবনাতিপাত করিতেন। বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার কুলক্ষণও তাঁহার চরিত্রে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে যৌবনকালে বিবাহাদি করিয়া যথেষ্ট পুত্র-কন্যা লাভ করিলেন। তখন উপরিউক্ত চারিটী মদে মত্ত হইয়া, পঞ্চ-মকার-সাধনকে জীবনের চরম কর্ত্তব্য জ্ঞানে ভোগানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করত কাষ্ঠকে ইক্ষুদণ্ড ভাবিয়া তাহার কুস্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এইপ্রকারে তাঁহার অমূল্য-জীবন বৃথা অতিবাহিত হইতেছিল। তাঁহার পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধি হইলে, পিতার ঐপ্রকার আচরণ তাঁহাদের নিকট মোটেই ভাল লাগিত না ; তাঁহারা পিতাকে অনেক সময় ভগবৎ-সেবা ও সাধুসঙ্গ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের কথায় তিনি বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করিতেন না। বোধ হয় পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলেই হইবে, পুত্রগণের স্বভাব বাল্যকাল হইতেই ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতিই আকৃষ্ট ছিল, তাই একদিনের জন্যও দুঃসঙ্গে পড়েন নাই। পিতার ঐ সকল ব্যবহার তাঁহাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করিত। তাঁহারা পিতার মঙ্গলের নিমিত্ত সতত চিন্তা করিতেন। এইভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইবার পর, তাঁহাদের পিতার মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যুকালে পার্শ্বস্থিত পুত্রগণ বলিতে লাগিলেন,—হে পিতঃ! একবার হরি বলুন ত'। কিন্তু যাহার জিহ্বা বাল্যকাল হইতে অসদ্বার্ত্তায় অতিবাহিত হইয়াছে, আসন্ন মৃত্যুকালে তাহার জিহ্বায় কি-প্রকারে মঙ্গলময় শ্রীহরির নাম উচ্চারিত হইবে? তখন নিজ পুত্রগণকে কম্পিত ও জড়িত ভাষায় বলিতে লাগিলেন,—"আমি কি অত কথা বল্‌তে পারি ?

এই আখ্যায়িকাটীর মধ্যে কি শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ অসদ্বার্ত্তায় রত ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচ্য। 'হরি' এই কথাটী মাত্র "আমি কি অত কথা বল্‌তে পারি" এই কথাগুলি বারটী অক্ষর ; তিনি এক নিমেষের মধ্যে বারটী অক্ষর বলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু 'হরি' এই দুইটী অক্ষর তাঁহার জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

শাস্ত্র বলেন,—

"অসদ্বার্ত্তা বেশ্যা বিসৃজ মতি-সর্ব্বস্বহরণীঃ।"

"কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন,　　অসদ্বার্ত্তা বলি জান,
সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।
শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া মতি,　　জীবের দুর্ল্লভ অতি,
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি' ॥"

কৃষ্ণবিষয় ছাড়া যে-সমস্ত বার্ত্তা ব্যবহৃত হয়। তাহাই অসদ্বার্ত্তা ; তাই শাস্ত্র অসদ্বার্ত্তাকে বেশ্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া বেশ্যা যে-প্রকার পর-পুরুষের মন হরণ করে, সেই প্রকার অসদ্‌বার্ত্তারূপ ভয়ঙ্করী বেশ্যাও জীবের সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-বিষয়িণী মতি নিমেষের মধ্যে হরণ করিয়া লয়। তখন 'হরি' এই শব্দদ্বয় তাহার জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না।

যিনি জীবমাত্রকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া দেহ, গেহ যথা-সর্ব্বস্ব হরণ করেন, তিনিই হরি ; এই প্রকার যথা-সর্ব্বস্ব হরণকারী হরি, পাছে ঐ ব্যক্তির সর্ব্বস্ব হরণ করেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণ-বিমুখিনী মায়া তাহার জিহ্বা-জড়িত করিয়া হরিনাম-গ্রহণে তাহাকে বিমুখ করিল।

অসদ্বার্ত্তায় রত ব্যক্তি আসন্ন-মৃত্যুকালে শ্রীহরির নাম বিস্মৃত হইয়া এইপ্রকার চিন্তা করিতে থাকে,—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা-বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৭।৫৭-৫৮)

হায় ! আমার বৃদ্ধ পিতা, মাতা, শিশু-সন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমাবিনা অনাথা ও দুঃখিতা হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিবে। এইপ্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তি পুত্র-কন্যাদিগকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধ' নামক তামস-যোনিতে প্রবেশ করে।

মানবগণ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সর্ব্বপ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে গর্ব্ব করেন, একটু ধীরচিত্তে বিচার করিলে দেখা যায়, মানবের ঐপ্রকার অভিমানের কানাকড়িও মূল্য নাই। কেননা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করিয়াও যদি হৃষীকদ্বারা হৃষীকেশের সেবা না হইল, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সমূহ সুবর্ণ-কঙ্কণের দ্বারা ভূষিত করিলেও যে-প্রকার তাহার শোভা হয় না, হৃষীক-পতির সেবাহীন ইন্দ্রিয়-সকলও ঠিক সেই প্রকার।

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।"

বিষ্ণুর কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করিতে হইবে, তাঁহাকে কখনও বিস্মৃত হইতে হইবে না। যখনই জীব বিষ্ণুর স্মরণ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া নিরন্তর মায়ার কীর্ত্তনে প্রমত্ত থাকেন, তখন মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসদ্বার্ত্তারূপ বেশ্যা তাহার সর্ব্বনাশ করে; ছদ্মবেশী মায়ার সুসজ্জিত সংসার-কারাগৃহে গৃহিণীর মুচকি হাসিমাখা নির্জ্জন আলাপ, বালকের সুললিত কোমল কণ্ঠে আধ-আধ বুলি, কনকের শ্রুতি-মধুকর শব্দ তাহার নিকট মধুবর্ষণ করিতে থাকে। তখন বাণীনাথের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, জড়-বাণীর সেবাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়।

বাণীনাথের স্মৃতির ফল—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং, জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ-বিস্তার করে। তাঁহার চরম-স্মরণে অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমভক্তি লাভ হয়।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলকে অনুক্ষণ স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। অনুক্ষণ অর্থাৎ "কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥" চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের গুণকীর্ত্তন ছাড়া ইতরবাক্যে যেন জীবন ব্যয়িত না হয়। যদি অনুক্ষণ ভগবৎ-স্মৃতি না হয়, তাহা হইলে অমঙ্গল অর্থাৎ প্রজল্প, অসদ্বার্ত্তারূপ যোষিৎসঙ্গ হইয়া যাইবে। জ্ঞান, বিজ্ঞানযুক্ত যে প্রেমভক্তি, তাহা লাভ হইবে না।

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে, ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বা সতী দার্দ্দুরিকেব সূত, ন চোপগায়ত্যুরুগায়-গাথা॥

(ভাঃ ২।৩।২০)

যে ব্যক্তির কর্ণ ভূরি-গুণ-সম্পন্ন শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করে না, তাহার কর্ণদ্বয় বৃথা ছিদ্র মাত্র। যে জিহ্বা শ্রীভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন করে না, সে জিহ্বা ভেক-জিহ্বাসদৃশ; আষাঢ়ের বারিবর্ষণে যখন নদ, নদী, পুষ্করিণীসমূহ জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন গহ্বরস্থিত অবোধ ভেক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 'গেঁয়র' 'গেঁয়র' শব্দে উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিতে করিতে তাহার শমনরূপ কালসর্পকে তাহার সন্ধান জানাইয়া দেয়; তখন সর্প সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ভেকের গহ্বরে প্রবেশ করত তাহাকে গ্রাস করিয়া নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। সেই প্রকার ভেকের ন্যায়, যে-সকল ব্যক্তি বিষয়-কোলাহলে মত্ত থাকেন তাঁহারা স্বেচ্ছায় কালরূপ মহানাগকে আহ্বান করিয়া বহুমূল্য জীবনকে বিসর্জ্জন করেন।

"কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ-চরিত, সুধাসার স্বাদুবিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে, সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম।"
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং, চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় ন নমতি যচ্ছির একদাপি, তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥
(ভাঃ ৬।৩।২৯)

যমরাজ যমদূতগণকে বলিলেন,—যাহার জিহ্বা ভগবদ্‌গুণগান করে না, যে-ব্যক্তির চিত্ত ভগবানের পাদপদ্মদ্বয় চিন্তা করে না, যাহার মস্তক ভগবানের পাদপদ্মে নত হয় না, সেইপ্রকার অসৎ ব্যক্তিকে আমার নিকট আনয়ন কর, তাহারাই আমার দণ্ড্য। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের বাণী-কীর্ত্তনে রত, তাঁহাদিগকে স্বয়ং যমও ভয় করেন। "কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥"

এই ইতর-ব্যোমের শব্দসমূহদ্বারা কোন প্রকারেই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। এই জগতের শব্দ আর শব্দীতে পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু পরব্যোমের যে শব্দ, সে শব্দ এই প্রকার সামান্য শব্দ নহে, তাহা শব্দ-ব্রহ্ম।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ॥

পরব্যোমের শব্দ আর শব্দীতে কোন পার্থক্য নাই। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'। নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি॥" ইহ জগতে শব্দের আদান-প্রদানেতেই যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি, দ্বেষ, হিংসা, স্নেহ, সম্মান ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে হইয়া থাকে। শব্দ মানুষকে বাতুল করিয়া তোলে। শব্দহীন ব্যক্তিকে মৃত বলে। অতএব শব্দই মূল। রুদ্ধদ্বার গৃহের অভ্যন্তরস্থিত নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে যেমন ইঙ্গিত কোন কার্য্য করিতে পারে না, একমাত্র শব্দের সাহায্যেই তাহাকে জাগান যাইতে পারে, তদ্রূপ বিষয়কলুষে কলুষিত-চিত্ত অসদ্বার্ত্তার, ক্রোড়ে নিদ্রিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে হইলে একমাত্র মঙ্গলময় শ্রীহরির নামই সম্বল। তাহা ব্যতীত আর কোন গত্যন্তর নাই। সেই মঙ্গলময় শ্রীহরির বার্ত্তা ষড়্‌বেগজয়ী মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ভগবানের নিজজন সাধুর নিকট হইতে শ্রবণ করিতে হইবে। সাধুর নিকট হইতে বাণীনাথের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিলে অসৎসঙ্গ দূরীভূত হইয়া যায়। তখন অসদ্বার্ত্তারূপ বেশ্যা তাহাকে মোহন করিতে সমর্থ হয় না; লজ্জিতাবস্থায় অপাশ্রিতভাবে অবস্থান করে মাত্র। তখন নাম গ্রহণের জন্য এই প্রকার আর্ত্তি হয়।—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।

চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ (বিদগ্ধমাধব ১।১২)

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না। দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (জিহ্বায়) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড পাইবার জন্য রতি বিস্তার করে। যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়। যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকেই বিজয় করে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া হরিকথা শ্রবণ এবং সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ নাম উচ্চারণ করিলে কালরূপ সর্প আর গ্রাস করিতে পারে না। কিন্তু হায়! কুকুরের লেজ যেমন সোজা করা যায় না, সেইপ্রকার সাধুগণ আমাকে যতই উপদেশ করুন না কেন, আমি উপরি-উক্ত পঞ্চ-মকার সাধনে রত হইয়া বলিয়া বসি— "আমি কি অত কথা বল্‌তে পারি?"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহ-শ্রবণ-মহিমা ও পারায়ণ-বিধি

[পাদ্মোত্তরখণ্ড হইতে অনূদিত]

শ্রীমদ্ভাগবত-কথামৃত কর্ণপুটে পান করিলে পুনরায় কাহাকেও গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। বায়ু-জল-গলিতপত্র ভোজনে কঠোর তপস্যা আচরণপূর্ব্বক যোগ-সিদ্ধিলাভ করিয়াও যোগিগণ যে গতি লাভে সক্ষম হন না, ভাগবত-শ্রবণ মাত্রই মনুষ্যের তাহা প্রাপ্তি হয়। এই পরম-পবিত্র ভাগবত-গাথা একবার মাত্র শ্রুত হইলেও পাপরাশি ভস্মীভূত হয়। পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধকালে ইহার পঠন-পাঠনের অনুষ্ঠান করিলে তল্লোকস্থ পিতৃ-পুরুষগণ পরম তৃপ্তি লাভ করেন। শ্রদ্ধার সহিত যে মানব ইহা নিত্যপাঠ করেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং তিনি ভগবদ্ধামে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরির সাক্ষাৎ সেবা লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং কৃষ্ণ-অবতার। যিনি ইহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পঠন ও শ্রবণ করেন, তিনি অনায়াসে গোলোক-গতিলাভে সক্ষম হন। এই ঘোর কলিকালে জীবগণকে কাল-সর্পের মুখগ্রাস হইতে শ্রীশুক-কথিত ভাগবত শাস্ত্রই একমাত্র পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলে ইহাতে লোকের রুচি হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত দুষ্ট মন শোধনের আর অন্য উপায় নাই।

দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞ, সাধ্যায়-যজ্ঞ ও জ্ঞান-যজ্ঞাদি সকাম-সাধন কর্ম্ম-বিসূচিকা-স্বরূপ ; কিন্তু শ্রীশুকাদি শ্রেষ্ঠ মুনিগণ যাঁহার পাঠক, সেই শ্রীমদ্ভাগবতালাপ সর্ব্বযজ্ঞসার। গভীর অরণ্যে সিংহের গর্জ্জনে যেরূপ শৃগাল পলায়ন করে, তদ্রূপ ভাগবত-বাণীর হুঙ্কারে কলির অশেষ দোষ বিনষ্ট হয়। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্-সার মন্থন করিয়া এই শাস্ত্রশিরোমণি আবির্ভূত হওয়ায় ইনি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে অত্যুত্তমরূপে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদানে সমর্থ। আম্রবৃক্ষের রসপুষ্ট হইয়া আম্রফল সুস্বাদু হইলেও যেরূপ সেই রস বৃক্ষাভ্যন্তরে লক্ষ্য করা যায় না, দুগ্ধমধ্যে যেরূপ ঘৃত লুক্কায়িত থাকে, ইক্ষুর মধ্যে যেরূপ শর্করা পরিব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ এই শ্রীভাগবত বেদোপনিষদ্ হইতে জাত হইলেও তদপেক্ষা স্বীয় বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন। এই গ্রন্থরাজ ভাগবত-পুরাণ বেদরূপ ব্রহ্মের সমান। ইনি ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রাণসঞ্চারপূর্ব্বক তাহাদের যথাযোগ্য স্থাপনের নিমিত্ত প্রকাশিত। বেদ-বেদান্তাদি বিমল সরোবরে সুস্নাত শ্রীব্যাসমুনি গীতা-মহাভারতাদি প্রণয়ন করিয়াও অজ্ঞানীর ন্যায় মনে শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া পরিতাপে মুহ্যমান হইলে 'চতুঃশ্লোকী ভাগবত' শ্রবণেই তাঁহার চিত্তের অশান্তি ও মোহ বিদূরিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতই জীবের নিখিল আশা পরিপূরণ করিতে সমর্থ এবং ইহাদ্বারাই অশেষ শোক-দুঃখ-জাড্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ভব-দুঃখ-দাবাগ্নিতে দহ্যমান জীবগণের অশুভনাশকারী ও সর্ব্বমঙ্গলবিধাত্রী, সুরসিক সজ্জনগণের এই ভাগবত-কথামৃতই একমাত্র প্রেয়বস্তু ও অবলম্বন।

শ্রীশুক-শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতের অপার মহিমা, তাহা শ্রবণমাত্রেই মুক্তি করতলগতা হয় এবং শ্রীহরি ভক্তের হৃদয়ে নিত্য স্থিতি লাভ করেন। অতএব এই অমূল্য ভাগবতী-কথা ধরাতলে জীবমাত্রেরই আশ্রয়ণীয়া ও সেব্যা। এই সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ দ্বাদশ-স্কন্ধযুক্ত ও অষ্টাদশ-সহস্র শ্লোক-সমন্বিত এবং শ্রীশুক ও পরীক্ষিত-বার্ত্তা ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ততদিন পর্য্যন্তই অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব এই সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিবে, যতদিন তাহার কর্ণপথে এই সুধাময় শুকশাস্ত্র প্রবেশ না করে। সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিকভেদে অনিত্য-ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি-প্রতিপাদক পুরাণাদি বিবিধশাস্ত্র-শ্রবণের আবশ্যকতা কি ? একমাত্র নির্গুণ ভাগবত-শাস্ত্রই সকলের মুক্তিদানপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতেছেন। যে গৃহে নিত্য ভাগবত-কথা, আলোচিত হয়, সে গৃহ তীর্থ-স্বরূপ, ইহাতে গৃহস্থের যাবতীয় পাপক্ষয় হয়। সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ, শত বাজপেয় যজ্ঞ শুকশাস্ত্রের নিকট ষোড়শকলার এক কলার তুল্যও নহে। যতদিন পর্য্যন্ত মানবগণ একচিত্তে ভাগবত শ্রবণ না করেন, তদবধিই তাহাদের দেহে পাপ অবস্থান করে।

গঙ্গা, গয়া, কাশী, প্রয়াগাদি তীর্থ কখনও শুকশাস্ত্রের তুল্য নহে। যিনি পরাগতি লাভে ইচ্ছুক, তিনি এই শাস্ত্রের শ্লোকার্দ্ধ অথবা শ্লোকপাদ নিত্য স্বমুখে কীর্ত্তন করুন। বেদাদির প্রণবরূপ ওঁকারধ্বনি, বেদমাতা গায়ত্রী, পুরুষ-সূক্ত-মন্ত্র, ত্রয়ীবেদ, শ্রীভাগবত-পুরাণ, দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র, প্রয়াগাদি-ধাম, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, সুরভি-মাতা, একাদশী-তিথি, তুলসী, অধোক্ষজ বিষ্ণু—প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সমস্তে পৃথক্ তত্ত্বের কল্পনা করেন না। যিনি যথাযথ অর্থের সহিত প্রতিদিন নিয়মিত-ভাবে এই ভাগবত-গ্রন্থ পাঠ করান, তাঁহার কোটি জন্মকৃত পাপরাশি নষ্ট হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। **নিত্য শ্রীভাগবত পঠন, শ্রীহরি-চিন্তন, তুলসী-সেবন ও ধেণু-পোষণ—ধীমান্ বৈষ্ণবের কৃত্য।** অন্তিম-সময়ে এই শুক-শাস্ত্র শ্রবণে শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া শ্রোতাকে বৈকুণ্ঠ-গতি প্রদান করেন। এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র স্বর্ণ-সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বৈষ্ণবকে দান করিলে দাতা অবশ্যই ভগবল্লোকে শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ করিবেন।

জন্মাবধি যে শঠ কখনও শুকশাস্ত্র-সুধা পান করে না, চণ্ডাল-গর্দ্দভসম সে বৃথা দেহভার বহন করে; তাহার জন্ম অকারণ এবং তাহার মাতার গর্ভধারণও বৃথা। ভাগবত-কথা যাহার কর্ণে প্রবেশ করে না, সেই পাপী জীবচ্ছব বা জীবন্মৃত, সে নরপশু-তুল্য, দেবগণ তাহাকে ধিক্কার প্রদান করেন। কোটীজন্মকৃত সুকৃতিবলেও শ্রীমদ্ভাগবত-কথা লাভ হয় না, ইহা এজগতে সুদুর্ল্লভ। হে ধীমান্ মানব! অতএব ভাগবত-বাণী বিশেষ মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর। ইহাতে দিন, তিথি, বারের নিয়ম নাই, এই কথাসার সর্ব্বদাই গ্রহণ কর। সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে রত হইয়া এই ভাগবত-কথা শ্রবণ কর্ত্তব্য। এই ঘোর কলিকালে ম্রিয়মাণ, আতুর, পতিত, স্খলিত, অবশ ও অসমর্থ মানবের পক্ষেও শ্রীশুকদেব-গোস্বামী বিশেষ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। মনোবৃত্তি জয়, নিয়মাদি পালন, দীক্ষাদিতে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে সপ্তাহ-শ্রবণ-বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক নিত্য মাঘমাসে শ্রবণে যে ফল, শুকদেব-আদেশে ভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণেই সেই ফল লাভ হইবে। **কলিযুগের অবশীভূত মন, রোগ, ক্লেশ, ক্ষীণ পরমায়ু ইত্যাদি বহু দোষ দর্শনপূর্ব্বক তিনি সপ্তাহ-শ্রবণের বিধান করিয়াছেন।** যোগ, যাগ, সমাধিতে যাহা লাভ হয় না, ভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণেই তাহা লভ্য হয়। ব্রত, তপ, ধ্যান, তীর্থাদিকে পরাভবপূর্ব্বক এই সপ্তাহ-শ্রবণ-বিধি সিংহের ন্যায় হুঙ্কার করিতেছেন।

কর্ম্ম-জ্ঞানাদিকে তুচ্ছ করিয়া এই সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি ভাগবতগাথা ভুক্তি-মুক্তি-সাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতর উদ্ধব ভক্তগণের নিমিত্ত আরও কিছুদিন ধরাধামে

প্রকট থাকিবার অনুরোধ জানাইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপ্রাকৃত তেজ ভাগবত-গ্রন্থে সঞ্চারিত করিয়া স্ব-ধামে গমন করেন এবং বাঙ্ময়ী-মূর্ত্তিতে ভাগবত-সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট হন। ইহার সেবনে, শ্রবণে, পঠনে ও দর্শনে অশেষ দুঃখ ও পাপ বিনষ্ট হয়। এইজন্য এই সপ্তাহ-শ্রবণ-বিধি অন্য সকল সাধনকে তিরস্কৃত করিয়া কলিকালে একমাত্র পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত হইয়াছে। দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্ভাগ্য, পাপ-প্রক্ষালন এবং কাম-ক্রোধাদি জয়ের ইহাই একমাত্র সহজ উপায় ও অবলম্বন। দেবগণও যাহাতে মোহিত হন, সেই সুদুস্তজ্যা বিষ্ণু-মায়া হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহ-শ্রবণ-যজ্ঞই জগতে অনুষ্ঠিত ও কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। পরব্রহ্মাত্মক এই ভাগবতের মহিমা বর্ণনাতীত। সুবক্তা, সুশ্রোতা যদি ইহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের সমান গুণ লাভ করেন। অন্য কোন ধর্ম্ম-গ্রহণের প্রয়োজন কি? ভাগবত-ধর্ম্মই জীবের পরম-ধর্ম্ম।

শ্রীভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণের অপূর্ব্ব ফল শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে। মূঢ়, শঠ, পশু-পক্ষী, বিবিধ জীবাদি ইহাদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া উত্তম গতি লাভ করে। কলিযুগে নরলোকে এইরূপ চিত্তশুদ্ধিকর পাপরাশি-বিনাশক সুপবিত্র ভাগবত-গাথা কোথায়ও সুলভ নহে। যে-সকল মানব সদা পাপকর্ম্মে রত, দুরাচার, উন্মার্গগামী, ক্রোধাগ্নিদগ্ধ, কুটিল, লম্পট, তাহারা সপ্তাহ-যজ্ঞে শুদ্ধ হয়। সত্যহীন, পিতৃ-মাতৃ-নিন্দুক, তৃষ্ণাকুল, দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বিরোধী, দাম্ভিক, মাৎসর্য্যপরায়ণ, হিংসক, তাহারাও এই যজ্ঞে পবিত্র হইবে। পাতক, অতিপাতক মহাপাতকাদি উগ্র পাপলিপ্ত ছল-ছদ্মবেশী, ক্রূর, ব্যভিচারপরায়ণ, ব্রহ্মস্ব-অপহরণকারী, নির্দ্দয়, ভূত, প্রেত, পিশাচাদিও এই সপ্তাহ-যজ্ঞে ত্রাণ লাভ করে। শঠ, হঠকারী, কায়মনোবাক্যে পাপাচরণকারী, পরদ্রব্যাহরণপুষ্ট, মন্দ, দুরাশয় মনুষ্যও কলিতে শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ-পারায়ণ-যজ্ঞের দ্বারা মুক্ত হইবে।

জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সহিত ভক্তিদেবীকে শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে সংস্থাপিত করায় ইহাই গ্রন্থ-সম্রাট্‌রূপে জগতে বিখ্যাত। ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত বশীভূত বলিয়া এই শাস্ত্র-শিরোমণি উভয়েরই বিশেষ প্রিয়। যাহারা দারিদ্র-দুঃখ-জ্বরে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত, মায়া-পিশাচিনীদ্বারা ক্লিষ্ট এবং যাহারা সংসার-সমুদ্রে পতিত, এই ভাগবত-গাথা তাহাদের অবশ্যই আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করেন। দুর্জ্জয় কলিযুগে এই ভাগবতী-বার্ত্তা ভবরোগ-বিনাশিনী। হে সজ্জনগণ! তীর্থযাত্রাদি পরিশ্রমের কি প্রয়োজন? কৃষ্ণপ্রিয়া সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী ভক্তি-মুক্তি-প্রাপিকা এই শুকশাস্ত্র-রসকথা অবিরত শ্রবণ করুন। শ্রীযমরাজ স্বীয় দূতগণকে এইরূপ

আদেশ দান করেন,—ভাগবত-কথা-মত্ত যাঁহারা, তাঁহারা বৈষ্ণব, আমি তাঁহাদের শাস্তা নহি, উহাঁদিগকে দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু যাহারা অসার সংসারে বিষয়-বিষে প্রমত্ত, ক্ষণার্দ্ধের জন্যও শুককথামৃত পানপূর্ব্বক নিজ কল্যাণ বরণ করে না, কুৎসিত কথায় ও কুপথে কালযাপন করে, তাহারাই আমার দণ্ড্য।

শ্রীশুক-মুখোচ্ছিষ্ট হওয়ায় ভাগবতের এই প্রপক্ক ফল অমৃত স্বাদযুক্ত হইয়াছে। এই কথামৃত কণ্ঠে ধারণকারীর সদ্য গোলোকগতি লাভ হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবত পরমগুহ্য, সর্ব্বসিদ্ধান্তসার, নিখিল-শাস্ত্র-শিরোমণি; বিশ্বমাঝে এই কথামৃত হইতে সুনির্ম্মল বস্তু অন্য কিছুই নাই। হে সাধো! আত্যন্তিক মঙ্গলের নিমিত্ত দ্বাদশ-স্কন্ধ-সমন্বিত এই শ্রীমদ্ভাগবতামৃত অবিরত পান করুন। শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমীপে নিয়মিত ভক্তিযুক্ত হইয়া সম্যক্ বিধিপালনপূর্ব্বক এই শ্রীভাগবত-শাস্ত্র পাঠ বা ইহার সপ্তাহ-পারায়ণ করিলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই জগতে কোন বস্তু অপ্রাপ্য থাকে না অর্থাৎ তাঁহাদের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

বৈদিক ও অবৈদিক একত্ব

যদ্যপি 'বিদ্' ধাতু চারিপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়, তথাপি জ্ঞানই ইহার মুখ্য অর্থ। অন্য তিন অর্থই জ্ঞানের সাপেক্ষ। জ্ঞানহীন ব্যক্তির বস্তু-সত্তার কোনই অনুভব হয় না। বস্তুর যাবতীয় সদ্গুণ বা দুর্গুণ জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির নিকটই সার্থকতা প্রকাশ করে; জ্ঞানহীনের নিকট করে না।

'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্যের সার্থকতা চেতনের নিকট। অচৈতন্য বা জড়-সত্তায় ইহার কোনই সার্থকতা নাই। চেতন এবং জড় উভয় সত্তাতেই একত্ব সম্ভবপর হইলেও চিত্তত্বেরই মহত্ত্ব বা সার্থকতা। জড় একত্ব হেয় ও নিরর্থক। ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম—এই পঞ্চভূতাত্মক বস্তু মূলতঃ মায়া বা মিথ্যা। মায়ার বিলাস যতই উন্নত বা অবনত হউক, তাহা মিথ্যা, নিরর্থক ও অপ্রশংসনীয়। চিদ্বিলাসই নিত্য, সত্য এবং সার্থক। সুতরাং জড়বিলাস-দূরীকরণদ্বারা সত্যকে লাভ করা যায় না, মিথ্যাই লভ্য হইয়া থাকে।

শরীর বা দেহ একটী জড় বস্তু। যদ্যপি সকল জীবদেহই মূলতঃ এক মায়া-শক্তিতত্ত্ব, তথাপি তাহার বৈশিষ্ট্যরূপ ভিন্নতা বর্ত্তমান। মিথ্যা বা মায়ারই

প্রকাশ—দুগ্ধ এবং গরল। দুগ্ধ সেবনে শরীর পুষ্ট হয়, গরল সেবনে শরীর নষ্ট বা ধ্বংস হইয়া থাকে। এই কার্য্যকারিতা অস্বীকার করিলে মিথ্যাত্ব প্রকাশ পায়। সবই এক বলিয়া একত্ব-প্রচারও তদ্রূপ নিরর্থক ও অমঙ্গলজনক সকল মনুষ্য শরীরের রক্ত একই প্রকার লালবর্ণযুক্ত। তথাপি বহুক্ষেত্রেই সাক্ষাদ্ভাবে তাহা অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। রোগীকে রক্তদানকালে তাহার পরিচয় ভালভাবেই উপলব্ধ হয়। যে-কোন রক্ত ডাক্তারবাবুরা অঙ্গীকার করেন না। **Matching** না হইলে অগ্রাহ্য করেন না কি? সুতরাং সেক্ষেত্রে 'সবই এক'—বাক্যের সার্থকতা কোথায়? দ্রব্যের স্থূলত্বই কেবল আদরণীয় নহে, তাহার গুণই আদরণীয় ও সার্থক। 'মনুষ্য' বলিলেও, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জাতি হইতে তাহার ভিন্নতা প্রকাশ পায়; একতা প্রকাশ পায় না। ইহাতে কি জাতিভেদ স্বীকৃত হয় না? এমন কি এক মনুষ্যজাতিতেও তাহাদের দেহগত, বর্ণগত, আকারগত, ভাষাগত, কর্ম্মগত, গুণগত ও স্বভাবগত সর্ব্ববিধ ভেদ বর্ত্তমান। সর্ব্বত্রই স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়-ভেদ বর্ত্তমান। তথাপি একত্ব স্থাপন-চেষ্টা নিরর্থক ও অসত্য হয় না কি? প্রত্যেক বস্তুই তাহার স্বজাতীয় বস্তুর সহিত পরস্পর গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবগত ভেদ রক্ষা করে। তজ্জন্যই একজাতীয় বস্তুর মধ্যেও গুণবিচারে তাহার আদর বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। স্থূল দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টী পরিষ্কাররূপে বোধগম্য হইবে।—দুগ্ধের জন্য গাভী ক্রয় করা আবশ্যক। সকল গাভীই একজাতি বলিয়া যে-কোনও গাভী ক্রয় করিলেই চলিবে কি? পরন্তু গাভীটীর লক্ষণ, বর্ণ, স্বাস্থ্য, দুগ্ধপ্রদানক্ষমতা, স্বভাব, বয়স, ভোজন ও মলপরিমাণ প্রভৃতি গুণাগুণ বিচার করা হয়। তদ্রূপ মনুষ্যজাতি এক হইলেও, যে-কোন মনুষ্যকে নেতা করা হয় না কেন? তাহার গুণ, কর্ম্ম, স্বভাব, যোগ্যতা প্রভৃতি বহুবিধ গুণদ্বারাই মনোনীত হয়েন। সুতরাং 'সবই এক'—বাক্যের সার্থকতা কোথায়? পক্ষান্তরে যে কোনও মনুষ্যকে নেতারূপে গ্রহণ করিলে পরিণামে বিফলতা লভ্য হয় না কি? অতএব জাতি-বিচারে কেবলমাত্র আকারই যথেষ্ট নহে, তাহার গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবাদির বিচারকে প্রাধান্য দেওয়াই সার্থকতা। জাতপাতহীন একত্ব স্থাপনদ্বারা প্রকৃত একতা বা সাম্য সম্ভবপর নহে। গুণানুসারে তাহার শ্রেষ্ঠত্বকে কেহই রোধ করিতে পারে না। এই গুণানুসারেই রাজা-প্রজা ভেদ। ভদ্রাভদ্র, বিদ্বান-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্ব্বল, সাধু-অসাধু—এবম্বিধ ভেদসমূহ গুণবিচারে স্বতঃই বা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। বলপূর্ব্বক অনধিকারীকে দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত করিলে পরিণামে অশুভ অবশ্যম্ভাবী।

স্বভাব বা গুণকে পরিবর্ত্তিত না করিয়া উচ্চ বলিয়া অভিমান করিলে তাহা মিথ্যা অভিমানই হয়। হরিভজনের গুণ অর্জ্জন না করিয়া হরিজন সাজিয়া

ভগবানের প্রীতিবিধান হয় না। ইহা ভ্রষ্টাচার ও সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা-ব্যঞ্জক হইয়া থাকে। এরূপ হরিজন ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির সেবাস্থলে তাঁহার বিগ্রহে লগুড়াঘাত করত তাঁহাকে খণ্ডিত করিয়া থাকে। ইহাই সাজা-হরিজন প্রচলনের মর্ম্মান্তিক ফল ও ব্যভিচার। এই প্রকার হরিজন কালাপাহাড় হইতেও ভয়ঙ্কর। —ইহাই অবৈদিক একত্ব। প্রকৃত মহাত্মাগণ কখনও ইহা আদর বা প্রচলন করেন না। তাঁহাদের বিচার—'শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং ন অশাত্যুপানহম্।'

ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর সর্ব্বত্র অবৈদিক একত্ব বর্ত্তমান। তত্তদ্দেশীয় সমাজ-ব্যবস্থা দুর্ব্বল ও অধোমুখী। ভোগবাদপর তাহাদের সমাজ-ব্যবস্থায় জাতপাতের বালাই না থাকিলেও একত্ব বা সাম্যের অভাব তীব্ররূপে বর্ত্তমান। ধন-রূপাদি-মূলক বৈষম্যজনিত অশান্তি হইতে তথায়ও নিস্তার নাই। তৎপ্রদেশে আহার-নিদ্রা-ইন্দ্রিয়তর্পণকে লক্ষ্য করিয়াই সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। বাস্তব কল্যাণ কি, তাহা তাহাদের অজ্ঞাত। ইন্দ্রিয়সুখই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া তাহাদের বিচার। তজ্জন্য নিজ ও অন্যের প্রচুর পরিমাণে ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুকূলেই সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। তদ্দেশে ঈশ্বরোপাসনা বলিয়া যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও নিজ জড়েন্দ্রিয়তর্পণমূলক। **'Oh God! give me my daily bread'** এবং মৎকৃত পাপরাশি হইতে আমাকে নিস্তার কর—ইহাই তাহাদের ঈশ্বর স্বীকৃতি বা তদুপাসনা। ঈশ্বরবস্তুকে করুণাময়, শক্তিমান্, জ্ঞানবান্ বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার অহৈতুকী সেবা, তাঁহার প্রতি মমত্ব ও প্রিয়তমত্ব-বিচার তাহাদের বুদ্ধির অগম্য। যীশু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে ঈশ্বরকে কেহ সাকার কেহ বা নিরাকাররূপে স্বীকার করেন। মহম্মদীয় ধর্ম্মে উপাস্যের রূপের বা আকারের ধারণা অত্যন্ত আপত্তিকর ও বিরোধব্যঞ্জক। শাক্যসিংহবুদ্ধ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে অহিংসাকে পরম বলিলেও ঈশ্বরবস্তুর স্বীকার নাই; শূন্যবাদই তাহাদের অভিমত। এই প্রকার ধর্ম্মচিন্তা সমগ্র বিশ্বে প্রধানতঃ প্রচলিত। লোকায়িত ধর্ম্মের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই সমস্ত ধর্ম্ম পরোপকার ও অহিংসাকে কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিলেও হিংসাকে ভিত্তি করত তাহাদের প্রতিষ্ঠা। তাহাদের একত্বও হিংসামূলক ও ভোগমূলক। প্রকৃত সেবা বা প্রেমমূলক বিজ্ঞানের প্রকাশ তাহাতে লক্ষিত হয় না।

যে ধর্ম্মের দ্বারা একত্ব ও নানাত্ব পরম উপাদেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত তদ্বিষয়ক বিজ্ঞান একমাত্র বৈদিক ভারতে প্রচলিত। এই ভারতেই সেই মূলবস্তু কখনও স্বয়ং, কখনও অংশকলা বিভাগে আত্মপ্রকাশ করত বিশ্বকে ধন্য করিয়া থাকেন। ভারত ব্যতীত পৃথিবীর অন্যত্র এবম্বিধ সৌভাগ্যের প্রকাশ লক্ষিত হয় না। সেই

মূলবস্তুর মৌলিক ধর্ম্মজ্যোতিকে তমোরাশি আচ্ছন্ন করিতে নিত্যপ্রয়াস করিয়া থাকে। তজ্জন্যই আলো-আঁধারের খেলা চলিতেছে। তজ্জন্যই অভয়বাণী—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

সেই প্রেমঘন মূর্ত্তিরই শ্রীমুখনিঃসৃতবাণী—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ।" সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের প্রকাশে একত্ব বা সাম্য নাই। স্বতঃ বা নিত্যই ইহারা ভেদযুক্ত। আহার-বিহার, ক্রিয়া-কর্ম্ম, আচার-বিচার, রুচি-নিষ্ঠা, কথাবার্ত্তা, মতি-গতি সর্ব্ব ব্যাপারেই সকলের মধ্যে একত্ব প্রকাশ পায় না। এবম্বিধ স্বভাবজাত গুণকর্ম্মভেদে তাহাদের পরিচয় স্বতঃই ভিন্ন হয়। ভারতীয় বর্ণভেদ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—গুণত্রয়ের প্রকাশানুসারেই ব্যবস্থিত। কর্ম্মযোগ্যতা, শিক্ষাপটুতা, যুদ্ধদক্ষতা প্রভৃতি সকলগুণেই প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রধান বলিয়া যাহাকে লক্ষ্য করা হয়, তাহা এই গুণত্রয়ের মধ্যে সমভাবে প্রকাশ পায় না। যথা—

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥

এই গুণত্রয়ের প্রাবল্যানুসারেই মনুষ্যগণ সৎ ও অসৎকর্ম্মপ্রিয় হইয়া থাকে। তাহাদের গতি বা পরিণাম কখনই একপ্রকার হইতে পারে না।

গণিতশাস্ত্রে উর্দ্ধগ ও নিম্নগ লঘুকরণ নামীয় একজাতিকরণ পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয়। টাকা, আনা পয়সা যুক্ত রাশিদ্বয়কে ভাগ দিতে হইলে ভাজক ও ভাজ্য উভয়কে টাকা অথবা পয়সায় পরিণত করিতে হয়। পরন্তু রাশিদ্বয় উভয়ক্ষেত্রে একজাতি হইলেও জাতিমূল্য বিচারে পয়সা হইতে টাকা জাতির শ্রেষ্ঠত্ব। একটী টাকার মূল্য একটী পয়সার মূল্যের একশতগুণ। তদ্রূপ সমাজকে সত্ত্বগুণে উন্নীত করত একত্ব স্থাপন করিলে পরম মঙ্গলজনক হয়, কিন্তু তমোগুণে অনায়াসে একত্ব স্থাপিত হইলেও সমাজের অধোগতি সাধিত হয়। সমাজ সত্ত্বগুণে উন্নীত হইলে পারমার্থিক সৌভাগ্য লাভ করে তামসিক একত্বে পরমার্থভ্রষ্ট হইয়া নরকাদি দুঃখযোগ্য হইয়া পড়ে। বৈদিক একত্বদ্বারা মানব-সমাজ ভগবদ্ভক্তিজনিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু প্রেম লাভ করে, আর তামসিক একত্বে অধোগমনপূর্ব্বক নরকে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে। ইহাই "উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ" বাক্যের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ। ভারত ব্যতীত অন্যদেশীয় জাতপাতহীন সমাজব্যবস্থায় এরূপ পরমমঙ্গলের অবকাশ নাই। অন্যদেশীয় একত্বে মুক্তি বা পরমাত্মসিদ্ধিলাভেরও বিচার নাই। লোকায়তিক বিচারই অন্যত্র প্রধান

ও প্রবলরূপে পরিদৃষ্ট হয়। ভারতীয় পণ্ডিত ইহারই সমালোচনায় বর্ণন করিয়াছেন,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকোবিশেষো ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ॥

আর্য্যঋষিগণ সমাজব্যবস্থায় অনুদার ছিলেন না। উচ্চবর্ণ-ব্যঞ্জক গুণ নিম্ন বর্ণে এমন কি অন্ত্যজবর্ণেও প্রকাশ পাইলে প্রকাশিত গুণানুসারেই তাহার বর্ণ-নিরূপণের ব্যবস্থা বা বিধান প্রদান করিয়াছেন।—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥
"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।"

গৌতম ঋষি বহুচারিণী জাবালিপুত্র সত্যকামকে উপনয়ন সংস্কার প্রদান করত তাঁহাকে বেদে অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

অধিকারযোগ্য হওয়ায় গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীগণকেও বেদাধিকার ও সন্ন্যাসধর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছিল। এবম্বিধ দৃষ্টান্ত সনাতন ধর্ম্মে সঙ্কীর্ণতাবাদের খণ্ডন করে না কি? শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে নামাচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত করিয়া বৈদিক একত্বের সুদীপ্ত পরিচয় প্রদান ও মহত্ত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সংরক্ষণ করিয়াছেন। পরন্তু উদারতার আবরণে অযোগ্যতাকে প্রশ্রয় দিলে সর্ব্বক্ষেত্রে অশুভ বা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

———

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামি-বিরচিত
'মায়াবাদের জীবনী'র ইংরাজী সংস্করণ

LIFE STORY
OF IMPERSONALISM (MAYAVAD)
OR
VICTORY OF VAISHNAVISM
(VAISHNAVA VIJAYA)

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

পরমারাধ্যতম

সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী

মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে

মহিমা-কুসুমাঞ্জলি

স—সর্ব্বসদ্‌গুণ মোর প্রভুর ভূষণ।
দ্—দয়া করি' বিতরিছ শুদ্ধভক্তি-ধন॥
গু—গুরুরূপে শিক্ষা-দীক্ষা দিছ শিষ্যগণে।
রু—রুষ্ট নাহি হৈলে কারো দ্রোহ-আচরণে॥
শ্রী—শ্রীকৃষ্ণ-কৃপামূর্ত্তি, রাধার নিজজন।
শ্রী—শ্রীল ভকতিপ্রজ্ঞান-প্রেষ্ঠ মহাত্মন্॥
ম—মহাভাগবতোত্তম, মানদ-অমানী।
দ্—দশদিকে প্রচারিছ শ্রীগৌরাঙ্গ-বাণী॥
ভ—ভব-ভয়হারী প্রভু, ভকতি-ভাণ্ডারী।
ক—কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী-অভক্ত বর্জ্জনকারী॥
তি—তিলকাদি চিহ্নধারী ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী।
বে—বেদান্তাদি শাস্ত্র-জ্ঞানে মুগ্ধ বিশ্ববাসী॥
দা—দাসীভাবে নিরন্তর সেবিছ শ্রীহরি।
ন্ত—অন্তরের ভাব তব বুঝিতে না পারি॥
বা—বাহ্যজ্ঞান নাহি থাকে হরিকথা-কালে।
ম—মরমী ভকত তুমি,—সর্ব্বলোকে বলে॥
ন—নব্য-ধর্ম্মমতগুলি করিলে খণ্ডন।
গো—গোপ্যনিধি গৌর-প্রেমে ডুবালে ভুবন॥
স্বা—স্বাগত জানায় সবে যাও যবে যথা।
মী—মীমাংসা করিছ শাস্ত্র-বিবাদ সর্ব্বথা॥
ম—মহা-কারুণিক তব মহিমা অপার।
হা—হাজার হাজার পাপী করিলে উদ্ধার॥
রা—রাতুল চরণ তব সাধনের সার।
জ—জন্মে জন্মে দিও তব সেবা-অধিকার॥

জয় শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথি।
শ্রীগুরু-পূজায় আজি হইয়াছি ব্রতী॥
ভক্ত-কাছে এ' তিথির মহিমা অদ্ভুত।
শ্রীগুরু-কৃপায় মিলে গোলোক-সম্পদ্॥
শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে শ্রীনন্দ মহান্।
গৃহের ধন-সম্পদ বিপ্রে কৈলা দান॥
তেমতি আজিকে গুরু-আবির্ভাব-দিনে।
গুরুদেব কৃপা-সম্পদ দেন ভক্তগণে॥
অতি গোপ্য সুদুর্ল্লভ শ্রীগুরু-করুণা।
ইহা পেলে আর কিছু অলভ্য থাকে না॥
পতিতপাবন প্রভু পরম দয়াল।
এ অধমে কর কৃপা জানিয়া কাঙাল॥
এ কুসুমাঞ্জলিসহ লহ মোর নতি।
জন্মে জন্মে তব পদে থাকে যেন মতি॥

শ্রীগুরুপূজা-বাসর
ইং তাং ৬।১।১৯৯৪
৯ নারায়ণ, শ্রীগৌরাব্দ ৫০৭

শ্রীগুরু-কৃপাপ্রার্থী দাসাধম—
—শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী
গ্রাম—বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-জয়ন্তী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৭ পৃষ্ঠার পর]

৪। অন্তর্য্যামী—পরমাত্মা। এবার তিনি সকল জীবকে কৃপা করিবার জন্য অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু হৃদয়ে প্রবেশ করিলে কি হইবে? স্বরূপভ্রান্ত যে আমরা, নিজেকেই জানি না, চিনি না, কাজেই তিনি হৃদয়ে থাকিলেও, তাঁহাকে জানিব, চিনিব, ধরিব কেমন করিয়া? তাই তিনি হাতে হাতে ধরা দিবার জন্য হৃদয় হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—এই যে, তোমার প্রেমের আস্পদ সম্মুখে, এখন তুমি আমাকে ভালবাস।

৫। অর্চ্চাবিগ্রহ—শ্রীমূর্ত্তি। প্রেমিক ভক্ত প্রেমনেত্রে হৃদয়ে শ্রীহরির যে মূর্ত্তিদর্শন করেন, তাহাই জগতের মঙ্গলের জন্য বাহিরে প্রকাশ করেন, তাহাকেই

শ্রীবিগ্রহ কহে। শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা এক নহে। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানাশ্রিত ব্যক্তিগণ যে মূর্ত্তিপূজা করেন, তাহা সব পৌত্তলিকতা। আর অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত জ্ঞানাশ্রিত হরিভক্তগণ যে মূর্ত্তিপূজা করেন, তাহাকে শ্রীবিগ্রহসেবা বলে। কাজেই হরিভক্তগণ কখনই পৌত্তলিক নহেন। শ্রীবিগ্রহকে জনসাধারণ জড়বস্তু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী সাধক—গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকায়, তিনি বিগ্রহকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজার্চ্চন করেন। বিগ্রহ জড়বস্তু না হইলেও জড়বৎই তাঁহার প্রথম অনুভব হয়। সেই সাধক সাধন করিতে করিতে যখন মধ্যমাধিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার নিকট সেই বিগ্রহ জড়বৎ দর্শন না হইয়া, মনোময় বা মনোরম বিগ্রহরূপে দর্শন ও তাহাতে প্রেম হইতে থাকে। ঈশ্বরে প্রেম, উত্তমের সেবা, সমানে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও বহির্ম্মুখকে উপেক্ষা, এইসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইনি স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ (গীঃ ২।৫৫)। তারপর সেই সাধক ভজন করিতে করিতে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যখন উত্তমাধিকার প্রাপ্ত হন, তখন সেই প্রেম গাঢ় হইয়া প্রেমাস্পদ বিগ্রহকে নিজের প্রাণবল্লভরূপে দর্শন হয় এবং সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে আদান-প্রদানও হয়। অর্চ্চাবতারের অলৌকিক লীলাতে ভারত পরিপূর্ণ।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে,—"বৈদিক যুগে মূর্ত্তি পূজার প্রচলন ছিল না, বা বেদে মূর্ত্তিপূজা নাই।" এ কথা সত্য নহে, সৃষ্টির আদিযুগ হইতেই এই মূর্ত্তিপূজা চিরপ্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার পুত্র মনু, মনুর পুত্র উত্থানপাদ, উত্থানপাদ পুত্র ধ্রুব। এই ধ্রুবকে শ্রীনারদ গোস্বামী দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন এবং তাঁহাকে ইষ্টমূর্ত্তির রূপের বর্ণনা করিয়া বলেন, তুমি এই মূর্ত্তির ধ্যান করিবে ও পুষ্প-তুলসী দিয়া পূজার্চ্চন করিবে (ভাঃ ৪র্থ স্কন্ধ)। ধ্রুব ছয়মাসে সিদ্ধিলাভ করেন অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরির দর্শন লাভ হয়। শ্রীহরি কহিলেন,—ধ্রুব! তুমি বর গ্রহণ কর। ধ্রুব কহিল, —হে প্রভু! আপনার পাদপদ্মসেবা ছাড়া আমি আর অন্য কোন বর চাহি না। শ্রীহরির আদেশে ধ্রুব বহু বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং সেই দেহেই ধ্রুবকে নিত্যধামে শ্রীহরি স্থান প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে।

উপনিষদের শ্লোক বা বেদের মন্ত্রাদিতে—উপাসতে, ভজেৎ, যজেৎ, পশ্যন্তি, ভজন্তি প্রভৃতি শব্দ বহু প্রয়োগ রহিয়াছে। মূর্ত্তি সম্বন্ধে ২।১ টী প্রমাণ এখানে দেওয়া হইল।

"প্রতিমে স্তোমমদিতির্জগৃভ্যাং সূনুং ন মাতা হৃদ্যং সুবেশম্" (ঋগ্বেদ ৫।৩।৪২ সূঃ)। "কাসীৎপ্রমা কিং প্রতিমা কিং নিদানং আজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ" (ঋগ্বেদ ৮।১৮।৩)। উপরিউক্ত দুইটী মন্ত্রেই "প্রতিমা"-শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যাজ্ঞিক-সম্প্রদায়ে যে ব্যাখ্যাই প্রচলিত থাকুক না কেন, পুরাণাদিতে

"প্রতিমা"-শব্দ এই বেদ হইতেই গৃহীত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থে "প্রতিমা" শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

"অশ্মা চ মে মৃত্তিকা চ মে গিরিখণ্ড মে পর্ব্বতাশ্চ মে সিকাতাশ্চ মে বনস্পতয়শ্চ মে হিরণ্যঞ্চ মে অপশ্চ মে শ্যামং চ মে লৌহঞ্চ মে সীসঞ্চ মে ত্রপু চ মে যজ্ঞেন কল্পতাম্" (যজুর্ব্বেদ ১৮।১৩)। প্রস্তর, মৃত্তিকা, গিরি, পর্ব্বত, বালুকা, বৃক্ষ, সুবর্ণ, জল, লৌহ, সীসা ও রাং দ্বারা আমার মূর্ত্তি রচনা করা হউক। "সংবর্চ্চসা পয়সা সন্তনুভিরগন্মহি মনসা ··· সংশিবেন" (যজুর্ব্বেদ ৮।১৬)। সুবর্ণাদিদ্বারা, রঞ্জন-জলদ্বারা একাগ্রচিত্তে রচিত শোভন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহিত ভগবানের মূর্ত্তি। "সহস্র প্রতিমাং বিশ্বরূপম্" (যজুর্ব্বেদ ১৩।৪১)। পরমেশ্বরের বহুবিধ প্রতিমা। "ত্রহ্মশ্মানমাতিষ্ঠাশ্মা ভবতু তে তনূঃ" (অথর্ব্ববেদ ২।৩।৪)। এই প্রস্তরে তুমি এস, এই পাষাণ তোমার শরীর হউক। বেদ সংহিতার এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া, তৎপরে পুরাণাদির সহিত মিলাইতেছি। "শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥" (ভাঃ ১১।২৭।১২) "পাষাণ, বৃক্ষ, লোহা, লেপ্যা, লেখ্যা, বালুকা, মনোময়, মণিময়—এই আটপ্রকারে ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া থাকেন।" "মথুরা মণ্ডলে যস্তু জম্বুদ্বীপে স্থিতোঽপি বা।" (**ক্রমশঃ**)

—শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দ্বিবিধ পথ। আমাদের যাহা ভাল লাগে তাহাই প্রেয়ঃ, আর যাহাতে আমাদের বাস্তবিক মঙ্গল বা ভাল হয় তাহাই শ্রেয়ঃ। এতদুভয়ের মধ্যে স্বতন্ত্রতার অবস্থান। স্বতন্ত্রতাই দুই প্রকার চিন্তাস্রোতের উদয় করায়। প্রেয়ঃ আপাত-প্রীতিকর হইলেও পরিণামে দুঃখকর, কিন্তু শ্রেয়ঃ আপাত-দুঃখকর হইলেও পরিণামে মঙ্গলকর। ভগবানের সেবাই—'শ্রেয়ঃ' আর স্ত্রী-পুত্র-ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কাম্যবস্তু—'প্রেয়ঃ'। এই দুইটী পরস্পর পৃথক্। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তাঁহারই ভববন্ধন মোচন হয়, আর যিনি প্রেয়ঃ কামনা করেন, তিনি পরম প্রয়োজন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভববন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকেন। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উপনিষদে উল্লেখ রহিয়াছে,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ঃ হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে॥
(কঠ ১।২।২)

"শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটীই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণ ঐ দুইটীর তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া একটী—মুক্তির কারণ, অপরটী বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন। তাঁহারা প্রেয়ঃ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ করেন। আর অবিবেকী—মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'যোগ' অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও 'ক্ষেম' অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ—এতদুভয়াত্মক প্রেয়ঃকে প্রার্থনা করেন।" অতএব দেখা যাইতেছে, প্রেয়ঃপন্থায় মৃত্যু (সংসার) জয় করা যায় না, শ্রেয়ো-বিচার গ্রহণ করিলেই মৃত্যু জয় করা যায়।

ভক্তিপথের পথিকগণ শ্রেয়ঃপন্থী ও নিষ্কাম, প্রেয়ঃপন্থী বিষয়িগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী; তজ্জন্যই ভক্তসঙ্গই মঙ্গলকর। শ্রেয়ঃপন্থার মূল তাৎপর্য্য—কৃষ্ণসুখানুসন্ধান অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর বাঞ্ছা। আর প্রেয়ঃপন্থার মূল তাৎপর্য্য—স্বসুখান্বেষণ অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিপর ভোগবাঞ্ছারূপ কামুকতা। তাহা বেশ্যার বৃত্তি। তাহা হইতে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশারূপা ব্যাঘ্রীর কবলতাই সর্ব্বনাশ সাধিকা কার্য্য। বদ্ধ দুষ্ট জীব আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের লালসায় কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া অশুদ্ধ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দূষিত বৃত্তি ও বস্তুকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যুর দিকে প্রবল বেগে ধাবিত হয়। প্রেয়ঃপন্থিগণ শ্রীব্যাসদেবের অনুসরণ করেন না। কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থিগণ মহাজনের পথ অবলম্বন করেন। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'—ইহাই শ্রেয়ঃপন্থীর বিচার। শ্রেয়ঃপন্থিগণ—শ্রৌতপন্থী অর্থাৎ অবরোহবাদী, আর প্রেয়ঃপন্থী—অশ্রৌতপন্থী অর্থাৎ আরোহবাদী।

প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ—এই দুই পন্থায়ই আনন্দলাভ করা যাইতে পারে। ভগবৎ-সেবা-বৈমুখ্য অবলম্বন করিয়া জড়রসে প্রমত্ত হইয়া যে আনন্দলাভ হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং তাহার ভবিষ্যৎও অন্ধকার ও অত্যন্ত দুঃখাবহ। জড়ানন্দে মত্ত থাকিলে আধ্যক্ষিকতাই কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় মনে হয়। প্রেয়ঃপন্থায় আনন্দ-লাভের যে দোষ, তাহা কৃষ্ণানুরাগের পন্থায় ক্ষালিত হয়। যেখানে শ্রেয়ঃ সেখানে নিষ্কপট ভগবৎসেবা, সেখানে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েরই আনন্দ। শ্রেয়ঃকে বাদ দিয়া প্রেয়ের দিকে প্রধাবিত হইলেই জীবনে চরম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। তখন জীব অসুরস্বভাববিশিষ্ট হইয়া ভগবানের সুখানুসন্ধানে উদাসীন থাকিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণে প্রমত্ত হইয়া 'মূর্খ মাছির গুড় খাইতে গিয়া প্রাণত্যাগের' ন্যায় অকালে জীবনের যবনিকা টানিয়া আনে। জীব কর্ত্তৃত্বধর্ম্মবলে যে কর্ম্মের

আবাহন করেন এবং তাহাতে যে রসের উদয় হয়—তাহা বর্জ্জন করিতে শ্রেয়ঃ-পন্থিগণ উপদেশ করিয়াছেন। শ্রেয়ঃপন্থিগণ নৈসর্গিকী নিত্যা প্রীতিচেষ্টার বশে ভগবৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সেবার জন্য যত্নবিশিষ্ট হইয়া হৃদয়ে বাস্তব রসের প্রাকট্য করান এবং তাঁহারা রজস্তমঃ ত' দূরের কথা, সত্ত্বগুণের ভাল কথা পর্য্যন্ত বাদ দিয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন।

"অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভ" অর্থাৎ "অপ্রিয় হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ।" শ্রেয়ের কথা শুনিবার লোক অনেক পাওয়া যায় না। দুই চারিজন পাওয়া যাইলেও তাহা শুনিয়া অনেকে উপলব্ধি করিতে পারে না। আর শ্রেয়োবিষয়ের তত্ত্ববিদ্‌ও সুদুর্ল্লভ। প্রেয়ের কথা সকল সময়েই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর, কিন্তু শ্রেয়ঃকথা সকলসময়ে প্রেয়ের ন্যায় প্রাকৃত হৃৎকর্ণরসায়ণ নাও হইতে পারে। প্রেয়ের শ্রোতা সর্ব্বদাই নিজেন্দ্রিয়-তর্পণকর কথা বক্তার মুখ হইতে শুনিতে চাহেন, কিন্তু শ্রেয়ঃপন্থী আপাততঃ অরুচিকর হইলেও নিরপেক্ষ সত্য শুনিবার জন্য সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব। লোকের অপ্রিয় হইবে বলিয়া নিরপেক্ষ সত্যকথার কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিলে শ্রৌতপন্থাকেই পরিত্যাগ করিয়া অশ্রৌতপন্থাকে আশ্রয় করা হয়। এইক্ষেত্রে সত্যস্বরূপ ভগবানে বিশ্বাস না থাকিবার ফলে আমাদের 'অবৈদিক-নাস্তিক' উপাধি লাভ হয়। যে নিরপেক্ষ সত্যের পূজারী নয় সেরূপ অনন্তকোটী বক্তা অবিদ্যার সাগরে হাবুডুবু খাইয়া আপনাদিগকে পণ্ডিত ও সব-বুঝ্‌দার মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের দ্বারা জগতের কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। কিন্তু নির্ভীক ব্যক্তির সত্যকথা শতশত জন্ম পরে হইলেও কেহ না কেহ ইহার নিগূঢ় সত্য অবশ্যই উপলব্ধি করিবে। গুরুদেব—'শ্রেয়ঃপন্থী', তিনি কখনও 'প্রেয়ঃপন্থা' স্বীকার করেন না। তাঁহার গুরুর নিকট হইতে তিনি যেরূপ সত্যপথে বিচরণ করিবার শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে বলেন। কিন্তু আজকাল সর্ব্বত্রই 'প্রেয়ঃপন্থী' গুরুর ছড়াছড়ি হইতে দেখা যায়। এই গুরুব্রুবগণ শিষ্যের আত্যন্তিক মঙ্গলের কথা চিন্তার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন যোগানে ব্যস্ত থাকিয়া তাঁহাদের ঘোর সর্ব্বনাশ করেন—ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। এতৎপ্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'শ্রীহরিকথামৃতে' বলিয়াছেন,—"গুরুকে কেহ যদি বলেন, গুরুদেব! আমি মদ খাইতে চাই। গুরু যদি শিষ্যকে তাহাতে প্রশ্রয় না দেন, তবেই ত' আমরা 'আমার মনের রুচিকর বস্তু দিলেন না' বলিয়া তাঁহাকে গুরুপদ হইতে খারিজ করি। আর যিনি আমার ঐরূপ ইন্দ্রিয়যজ্ঞে ইন্ধন প্রদান করিতে পারেন, আমরা তাহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া থাকি। আমরা অনেক সময় গুরু করি—মঙ্গল বা শ্রেয়ের জন্য নহে, আমাদের প্রেয়োলাভের জন্য। গুরু-

করণ কার্য্যটা বর্ত্তমানকালে একশ্রেণীর লোকের মধ্যে নাপিত-ধোবা রাখার ন্যায় একটা লৌকিক বা কৌলিক ধারা, আর একশ্রেণীর মধ্যে একটা ফ্যাসন্।" শ্রীল প্রভুপাদ অন্যত্র ভগবৎসেবাবিমুখ প্রেয়ঃপন্থিগণের সঙ্গ পরিত্যাগের উপদেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"যাঁরা নিরন্তর ভগবৎসেবা করেন এবং অপরকে ভগবৎ-সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন, তাঁরাই প্রকৃত সাধু। আর যিনি তা না করেন, অন্য কিছু উপদেশ দেন, তিনি দুঃসঙ্গ। যাঁরা প্রেয়ের কথা বলে আমার মন হরণ করেন, তাঁদিগকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, নতুবা বিপদ হয়ে যাবে —সর্ব্বনাশকর সংসারই ভাল লাগবে—প্রেয়ঃপন্থী হয়ে যেতে হবে।"

যেক্ষেত্রে শ্রেয়ঃই প্রেয়ঃ, সেইক্ষেত্রে ভগবৎসেবাই প্রীতির বস্তু

শ্রেয়ের আশ্রয়কারী ব্যক্তিই ভগবৎপাদপদ্মলাভের অধিকারী। যেখানে শ্রেয়ঃই প্রেয়ঃ হয়, সেখানে ভগবৎসেবা ছাড়া আর কিছুই কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত হয় না। শ্রেয়ঃকামী কর্ম্মফলভোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা না করিয়া ভগবানের অহৈতুকী সেবাই প্রার্থনা করেন। মায়ার অধীনে যে স্বসুখানুসন্ধান, তাহাতে সর্ব্বনাশকর প্রেয়ের প্রলোভন রহিয়াছে, ইহাতে শ্রেয়ের কোন কথা নাই। ভক্তিই 'শ্রেয়ঃ'—ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভক্তিই 'প্রেয়ঃ'—এই কথাটি বিশেষভাবে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। যাহাদের প্রেয়োবিচারে ভক্তি নাই, তাহারাই শ্রেয়োহীন হরিবিমুখ-অবৈষ্ণব। মানবজাতির অন্যাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানে প্রেয়োবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়তর্পণে বিনোদন। যাহাদের স্বরূপে অবস্থিতি নাই অর্থাৎ যাহারা বর্ণাশ্রম-বিচারে, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি পুরুষার্থ-বিচারে অবস্থিত আছেন, তাহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা বঞ্চিত এবং পরম-মুক্ত বিচারে অবস্থিত নহেন। অন্যথারূপ অবস্থিতিকালেই মনুষ্যের কৃষ্ণেতর রূপ-দর্শন-স্পৃহা উদিত হয়, তাহা 'শ্রেয়ঃ' নহে, উহা মোক্ষাদি নিজ লাভেচ্ছার প্রকারভেদ প্রাকৃত প্রেয়েরই প্রকার বিশেষ। এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার 'উপদেশামৃতে'র মধ্যে বলিয়াছেন,—"তোমার প্রেয়ঃপথ একটা, আমার প্রেয়ঃপথ আর একটা—এইরূপ অভক্তিবিনোদ-চেষ্টা হতে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবকুলকে রক্ষা করেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ আংশিক বস্তুর বিনোদ—অভক্তির বিনোদের কথা জগতে প্রচার করেন নাই। তোমার বিনোদন-কার্য্যে ভক্তি থাকুক, আমার বিনোদন-কার্য্যের বস্তু—অভক্তি, এরূপ বিচারে যাঁরা ধাবিত, সেইসকল চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর বিচারও ভক্তিবিনোদের বিচার নহে। অভক্তি ও ভক্তি কখনও এক নহে,

কৃষ্ণের বিনোদ ও মায়ার বিনোদ—এক বস্তু নহে। ভক্তির পূর্ণ বিনোদন ব্যতীত ভক্তিবিনোদের অন্য কোন বৃত্তিতে প্রীতি নাই।"

শ্রেয়ঃপন্থা প্রত্যেক জীবমাত্রেরই আশ্রয়িতব্য হওয়া উচিত

আমরা যে রকম সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি, তজ্জাতীয় চিন্তাস্রোত বা রুচিতেই আমাদের ঝোঁক হওয়া স্বাভাবিক। শ্রেয়ের কথা আমাদের নিকট বড়ই বিরুদ্ধ, অশ্রুতপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটীকে ভালরূপে জানিয়া কোন্‌টীর দ্বারা বন্ধন হয় এবং কোন্‌টীর দ্বারা সংসার হইতে মুক্তি হয়, তাহা বিচার করেন। ধীর ব্যক্তি আপাত-প্রীতিকর বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া পরিণামে যাহা মঙ্গলজনক, সেইরূপ বস্তুকেই বরণ করেন। শ্রেয়ঃপন্থা আশ্রয় করিলে নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর কর্ম্ম-জ্ঞানকাণ্ড আমাদিগকে আর বিষের ভাণ্ডে লোভী করাইয়া নানা যোনি ভ্রমণ ও কদর্য্য ভক্ষণাদি করাইয়া জীবন ছারখার করাইতে পারে না। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ যাহারা শ্রেয়ঃপন্থা চান, তাহাদিগকে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রৌতবাণী' শ্রবণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি যে-সকল জাগতিক বস্তু লাভ করিতে পারে নাই, তাহা লাভ করিবার জন্য প্রচেষ্টা এবং যাহা লাভ করিয়াছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রণিপাত করিয়া প্রেয়ঃকেই প্রার্থনা করে। অন্ধ-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে অন্ধ যেরূপ গন্তব্যস্থলে যাইতে পারে না, তদ্রূপ যে-সকল মনুষ্য অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে বুদ্ধিমন্ত ও পণ্ডিত মনে করিয়া থাকে, সেই সকল কুটিলচিত্ত মূঢ়ব্যক্তিও আপাত-প্রীতিকর বস্তুতে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গ-নরকাদিতে ভ্রমণ করে, অভীষ্টস্থানে যাইতে পারে না বা কাহাকেও প্রকৃত পথ দেখাইতে পারে না। ঐ সকল মোহগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় সাধন বা আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। ঐ সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই পৃথিবী ব্যতীত অন্য কোন পরলোক ও বাস্তব সত্য নাই, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

অনেক সৌভাগ্যের ফলে আমরা অনিত্য অথচ দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি। আমাদের জীবনের সময় যাহার যতটুকু রহিয়াছে, উহার এক মুহূর্ত্তও বিষয়কার্য্য অর্থাৎ জাগতিক কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া শ্রেয়ঃপথে অর্থাৎ হরিভজনে নিযুক্ত করা উচিত। খট্টাঙ্গ রাজা জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্তকাল, অজামিল মাত্র মৃত্যুকালটি হরিভজনে নিযুক্ত করিয়া অভীষ্টলাভ করিয়াছিলেন। আমরা বলিতে পারি, এই পার্থিব জগতে আমাদের অনেক কর্ত্তব্য বাকী রহিয়াছে,

কিন্তু "বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ" অর্থাৎ অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সব জন্মেই করা যাইবে, কিন্তু জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য শ্রেয়ের পথে চলা অর্থাৎ হরিভজন এই মনুষ্যজন্ম ছাড়া আর অন্য কোন জন্মে সুসম্পন্ন হইবে না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীপত্রিকার নববর্ষ-প্রবেশ

মঙ্গলাচরণমুখে আশ্রয়-বিষয়-বিগ্রহের কৃপা-প্রার্থনা

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়-গুরু-বৈষ্ণববর্গের প্রতি দণ্ডবৎ-প্রণতি-রূপ মঙ্গলাচরণের পর শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪৬শ বর্ষারম্ভের শুভসূচনা করিতেছি। আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়-বিগ্রহের অহৈতুকী কৃপা-প্রার্থনার দ্বারা সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন ও সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য নববর্ষারম্ভে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করি।

সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন আরাধনার সঙ্কল্প

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীই আমাদের নিত্যোপাস্য এবং আমরা তাঁহাদের নিত্যোপাসক। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই আমাদের নিত্যোপাসনা। নবধা ভক্তির মুখ্যাঙ্গ—কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিযাজনই আমাদের একমাত্র ব্রত জানিয়া তদনুষ্ঠানে শ্রীগৌরসুন্দর ও তন্নিজজনগণের কৃপাভিক্ষাই বিশেষ সহায়-সম্বলরূপে প্রতিষ্ঠিত হউন। শ্রীনাম-সকীর্ত্তনে অধিকতর উৎসাহ সেবাচেষ্টাকে প্রাণস্পর্শী ও উৎসবময়ী করিয়া তোলে। সুতরাং শ্রীনামই আমাদের জীবন-ধন-প্রাণ-স্বরূপ।

সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সাধন-ভজন-নিষ্ঠা

শ্রীভগবানই আমাদের নিত্যপতি। শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে নিত্যপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ করাইয়া দেন। তজ্জন্য শ্রীগুরুদেবকে 'সম্বন্ধ-জ্ঞানদাতা' বলে এবং উক্ত সম্বন্ধজ্ঞানই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান-নামে প্রসিদ্ধ। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে ভগবদ্ভক্তগণ সেবার উদ্দেশ্যেই সবকিছু করিয়া থাকেন এবং উহা ভক্ত্যঙ্গরূপেই পরিগণিত হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ভক্ত অন্তর-নিষ্ঠার সহিত ভগবৎপ্রীতির বা সেবার উদ্দেশ্যেই সবকিছু অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর জড় বিষয়ী ব্যক্তি নিজ প্রাকৃত সুখ-সুবিধার জন্যই সকল কার্য্য করিয়া কর্ম্ম-বন্ধনে নিপতিত হন।

সুতরাং সম্বন্ধ-জ্ঞানই ভগবৎসেবায় অনুকূল এবং সম্বন্ধবিহীন অবস্থাই সেবা বা ভক্তির প্রতিকূল। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদের সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। পরে অভিধেয় বা কর্ত্তব্য-নির্ণয়। সম্বন্ধ ব্যতীত অভিধেয় নির্ণয় হয় না, আবার অভিধেয় যাজন ব্যতীত সম্বন্ধ-জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয় না। পরে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। সর্ব্বতোভাবে নিজস্বার্থ বা নিজসুখ-বাঞ্ছা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎপ্রীতির অনুষ্ঠানই ভক্ত-জীবনের মূল-মন্ত্র বা প্রয়োজন।

পার্থিব বস্তুর বিনিময়ে শ্রীনাম-মন্ত্রাদি-প্রদান নামাপরাধ ও আম্নায়-বিরোধি-বিচার

যিনি ধন-অর্থাদি প্রাপ্তির আশায় অশ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে হরিনাম বা দীক্ষা দান করেন, তাঁহাকে হরিনাম-মন্ত্র-বিক্রয়ী বলে। তিনি তুচ্ছ বিনিময়ের জন্য অমূল্য রত্ন নষ্ট করিয়া স্বয়ং ভজন হইতে বিচ্যুত হন। গুরুব্রুব ও শিক্ষাভিমানী মায়াবাদি-প্রাকৃতসহজিয়া-সঙ্গে অসৎ-সিদ্ধান্ত লইয়া অধর্ম্মোচিত উপদেশ দান করেন। তাহারা পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরদোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের দ্বারা উপেক্ষিত হন। যাঁহারা শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-আম্নায় মুখে স্বীকার করিয়াও, পূর্ব্ব-মহাজন-স্বীকৃত ভাগবত-গুরুপরম্পরা অস্বীকার করেন এবং কল্পিত-পরম্পরা প্রচার করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সারস্বত-গৌড়ীয়-বিরোধী-মতাবলম্বী। যতদিন তাঁহাদের 'অসাম্প্রদায়িক' ভেদবুদ্ধি প্রবল থাকিবে, ততদিন আত্মপ্রসাদ (মানসিক শান্তি) লাভ করিতে পারিবেন না।

সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন অন্যাভিলাষিগণ অনাশ্রিত, সুতরাং সাধনে অনধিকারী

কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষিগণ 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র মুখ্যার্থ বুঝিতে না পারায় 'মায়াবাদী' হইয়া পড়েন। 'আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার'—এইরূপ একনিষ্ঠ বিচার না থাকিলে কখনই গৌর-কৃষ্ণের উপাসনা সম্ভব হয় না। 'আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে ?'—এইরূপ একনিষ্ঠা ভক্তি যাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান, তাঁহারই পক্ষে বাস্তব উপাসনা সম্ভব। সমর্পিতাত্ম ব্যক্তিই ভগবৎ-প্রীতির বাস্তব স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। যাহাদের কৃষ্ণপ্রীতি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা নাই, তাহারা জাগতিক নানাবিধ কার্য্য—দেশ-সেবা, মনুষ্য-সেবা, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি জীব-সেবার আবাহন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরু-পাদপদ্ম ও গৌর-কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আমার অন্য কোন কৃত্য নাই,—ইহাই ভজন-চতুর বুদ্ধিমানের বিচার।

সেবা বা উপাসনার ক্ষেত্রে মাৎসর্য্যাদির কোন স্থান নাই

'কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু, আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস', তাঁহার শতকরা শতভাগ সেবা আমারই কর্ত্তব্য। 'আমি পূর্ণসেবায় অসমর্থ হইলে, সে-ক্ষেত্রে যদি অপর কেহ সামর্থ্যলাভ করেন অর্থাৎ নিজেও সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারিব না, অন্যে করিলেও তাহা সহ্য হইবে না'—এইরূপ বিচার সেব্যের প্রতি সেবকের প্রীতিমূলক সেবাধর্ম্ম নহে, উহা মৎসরতারই নামান্তর। শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণপ্রীতি-বিধানে সর্ব্বতোভাবে সমর্থা বলিয়া চন্দ্রাবলী বা শৈব্যার কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে মাৎসর্য্য দেখিয়া বৃষভানুনন্দিনী বা তাঁহার গণ কখনই উহা বহুমানন করিতে পারেন না। শ্রীরাধা-রাণীর গণে গণিত হইতে পারিলেই পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণসেবা-লাভে সামর্থ্য আসে এবং তাহাই সেবা-সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্য-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তথায় জড়ীয় ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্য-পরশ্রীকাতরতার কোন অবকাশ নাই। যেদিন আমি আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা দূরে পরিহারপূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিধানে তৎপর হইব, সেইদিনই আমার মুকুন্দপ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ে কৃষ্ণকথা-শ্রবণদ্বারা বাস্তব কর্ণবেধ-সংস্কার লাভ হইবে। তখনই শ্রুত-বিষয়ে অনুকীর্ত্তন ও তৎপ্রভাবে স্মরণের সুষ্ঠুতা অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি ও পরে বস্তুসিদ্ধি লাভে সমর্থ হইব।

উন্নতাধিকারীর স্বাভাবিক ভজন-প্রচেষ্টা নিম্নাধিকারীর অনুকরণীয় নহে

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই সর্ব্বোত্তম এবং উন্নতোজ্জ্বলরসে আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্ব্ববেদান্তসার পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত "অনুগ্রহায় ভক্তানাম্", "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" প্রভৃতি শ্লোকদৃষ্টে অনেকে মনে করিতে পারেন—ভগবান্ যে গোলোকগত অপ্রাকৃত রাসাদিক নিগূঢ় লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা বোধহয় অধিকার-নির্ব্বিচারে সকলেরই আলোচ্য ও শ্রবণ-কীর্ত্তনীয়। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ পরদুঃখদুঃখী মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস পূর্ব্বেই অধিকার-লঙ্ঘনের আশঙ্কনা করিয়া রাসপঞ্চাধ্যায়-শেষে "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু" শ্লোকের দ্বারা অনধিকারীর পক্ষে শ্রীভগবানের মধুর-রসাত্মক লীলাদি আচরণ করা দূরের কথা, মনে মনেও চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। টীকাকারগণ ও বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ সকলেই উক্ত বাক্য সমর্থন করিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়াশ্রেণী হাটে-ঘাটে-মাঠে উন্নতোজ্জ্বল-রসতত্ত্ব আলোচনামুখে নৃত্য-কীর্ত্তনাদিদ্বারা নিজদিগকে ও জনসাধারণকে অধঃপাতিত করিতেছেন, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে সদ্‌বুদ্ধি দান করুন।

নিরীশ্বর জড়বাদিগণের অবদান—তাৎকালিক ও অকিঞ্চিৎকর

আধ্যক্ষিক পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ মনে করেন, প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধিবলে তাঁহারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের স্বরূপ অবগত আছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা কেহ কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই শুদ্ধভক্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা এতদূর দাম্ভিক যে, প্রামাণিক মৌলিক শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা শ্রবণের পর বলেন, সকলেই স্ব-স্বমতে ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারেন; শাস্ত্রীয় অর্থ লইবার প্রয়োজন নাই। এইসকল ব্যক্তির সদ্ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ না থাকায়, স্বকৃত নবীন-প্রণালীমতে চলিতে গিয়া কোনদিনই শুদ্ধভক্তির সন্ধান বা আস্বাদন পান না। তাঁহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন নীতিকে ভয়শূন্য ও কর্ত্তব্যপূর্ণ মনে করেন; কিন্তু ঈশ্বর না মানিলে প্রাকৃত নৈতিক বিধানও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। প্রেম-প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা মনোবিজ্ঞান, প্রীতি-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন করুন না কেন, কেবল পণ্ডশ্রম করিয়াছেন মাত্র। তাঁহারা দাম্ভিক হইয়া স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করিয়াছেন; জগতের উপকার দূরে থাকুক, তাঁহারা অভাবিক জনসাধারণকে নিরীশ্বর-নির্নৈতিক-রূপে চিহ্নিত করিয়া তাঁহাদের সমূহ অকল্যাণকামী হইয়াছেন,—ইহাই সেশ্বর-নৈতিক পূর্ণবিকচিতচেতন নিত্যমুক্ত মহাত্মগণের অভিমত।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের যাবতীয় অনুষ্ঠান—অনিত্য ও আত্মকল্যাণের পরিপন্থী

মায়াবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য্য, কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্তগণ ও জ্ঞানকাণ্ডীয় বৌদ্ধগণকে নির্ব্বিশেষ বেদান্ত ভাষ্য রচনাদ্বারা বৈদিকধর্ম্মের নামে অবৈদিক কাল্পনিক মতবাদে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। অবশ্য স্বয়ং শ্রীশম্ভু ভগবদাদেশ পালনের নিমিত্ত শঙ্করমূর্ত্তিতে জগতে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণ 'সোঽহম্'-বিচারে আপনাদিগকে 'ব্রহ্ম' মনে করিয়া 'নারায়ণ' বলিয়া প্রচার করেন। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ বিবর্ত্তবাদী সন্ন্যাসিগণকে 'নারায়ণ' বলিয়া প্রণামাদি করিলেও, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ঐরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন, সন্ন্যাসী চিৎকণ কিরণসদৃশ জীবতত্ত্ব, তাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ নহেন; সুতরাং তাঁহাদের 'নারায়ণ' বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয়; ইহা অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক। সাত্বত-স্মৃতিতে শ্রীমূর্ত্তি-শ্রীবিগ্রহ, ত্রিদণ্ডি-যতিগণকে নমস্কারের যে রীতি-প্রথা, তাহা ভগবদধিষ্ঠানরূপ সমদর্শনকে কেন্দ্র করিয়াই প্রদত্ত হইয়াছে। নিরাকারবাদী, মায়াবাদী, শূন্যবাদী, বহ্বীশ্বরবাদী,

পঞ্চোপাসকী, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী যে দেবতারই পূজা করুন ও দ্রব্যাদি অর্পণ করুন, মায়াবাদ-নিষ্ঠাদোষে উহা গৃহীত হয় না। মায়াবাদীর ভগবৎসেবা, শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্তব-স্তুতি সকল বিফলতায় পর্য্যবসিত হয়। নাস্তিক নানাদেবৈকসেবিগণের উপাসনা মন্ত্রজপ, দীক্ষা-শিক্ষা, সেবা-পূজাদি কোনরূপ মুখ্যফল দান করে না; কারণ ভক্তির স্বরূপ এবং আশ্রয়-বিষয়কে মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া ধারণা করে। বিষ্ণু-কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও বহুব্যক্তি প্রকাশ্যে ও পরোক্ষভাবে নির্ব্বিশেষবাদী। শুদ্ধভক্তির বিরোধী আউল, বাউল, সহজিয়া, দরবেশাদি অপসম্প্রদায়ও ন্যূনাধিক মায়াবাদ-দুষ্ট। প্রাকৃতাপ্রাকৃত বস্তুর পার্থক্য না বুঝিয়া যাহারা যত্রতত্র উন্নতোজ্জ্বল-রসকথা আলোচনায় আগ্রহী, তাহারাও অনধিকারী, নির্ব্বিশেষবাদী এবং মায়াবাদী।

বর্ত্তমান নাস্তিক্য-সমাজের অধোগতি ও তৎপ্রতিকারে আহ্বান

বর্ত্তমান বিশ্বে, বিশেষতঃ ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমিতে, সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সস্তার রাজনীতি, স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদ প্রবেশ করায় সাধারণ মনুষ্য-গোষ্ঠী আজ বিভ্রান্ত ও দিশেহারা। ধর্ম্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে অধর্ম্মেরই তাণ্ডব চলিতেছে; কলির তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া মনে হইতেছে, একটা বিরাট বিপ্লব ও আশু ধ্বংস অনিবার্য্য শ্রেণীহীন-সংগ্রামের নামে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুবিধাবাদীর দল নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য শান্তিকামী মনুষ্য-সমাজকে বিপথে চালিত করিতেছেন। তাহারা পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য, মনান্তর, মতান্তর সৃষ্টি করিয়া স্ব-স্ব স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত। ন্যায়-নীতি-আদর্শের ধারক-বাহক যে সনাতন আত্মধর্ম্ম, তাহা বর্ত্তমান বৃথা-সমালোচকগণের অপ্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা কতকগুলি মামুলী শব্দ—'মৌনবাদ', 'সাম্প্রদায়িক', 'সমন্বয়', 'ধর্ম্মনিরপেক্ষ' প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিয়া নিজদিগকে পরমোদার নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক বলিয়া জাহির করিতে চাহিতেছেন। সনাতন আর্য্য-ঋষিগণ ও মৌলিক শাস্ত্রাদির যুক্তি-সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করিলেই তাহাদের খুব বাহাদুরি হইল, মনে করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহা সংরক্ষণের লক্ষণ নহে, সমূহ ক্ষয়, ক্ষতি, ধ্বংসেরই পূর্ব্বাভাস। তজ্জন্য আমরা বিশ্বের সুধী সজ্জনগণকে ইহার প্রতিকার ব্যবস্থার জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছি।

পরিশেষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ ও শ্রীনৃসিংহদেবের অহৈতুকী কৃপা-প্রার্থনাপূর্ব্বক আমাদের নগণ্য ক্ষুদ্র বক্তব্য সমাপন করিতেছি। ভগবদিচ্ছাই জয়যুক্ত হউন্।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e. once in month.
3. Printer's Name—Tridandi Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital,— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./Swami B. V. Acharyya
Signature of Publisher.

Dated—28. 2. 94

———

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৬শ বর্ষ | ১৮ বিষ্ণু, কারণোদশায়ী, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ৩১ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৪০০, ইং ১৪/৪/৯৪ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকম্

[শ্রীমদ্‌-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্‌]

নমঃ শ্রীকুঞ্জবিহারিণে

ইন্দ্রনীলমণি-মঞ্জুল-বর্ণঃ ফুল্লনীপ-কুসুমাঞ্চিত কর্ণঃ।
কৃষ্ণলাভিরকৃশোরসি হারী সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী॥ ১॥

ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় অতি-মনোহর যাঁহার বর্ণ, বিকসিত কদম্ব-কুসুমদ্বারা যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত, যাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার শোভা পাইতেছে, সেই পরমসুন্দর কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক॥ ১॥

রাধিকা-বদনচন্দ্র-চকোরঃ সর্ব্ববল্লববধূ-ধৃতিচৌরঃ।
চর্চ্চরী-চতুরতাঞ্চিত-চারীচারুতো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ২ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রের চকোর-স্বরূপ, যিনি নিখিল ব্রজরমণীর ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়া থাকেন এবং যিনি চর্চ্চরী-তালে সুন্দর নৃত্য-কৌশল বিস্তার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ২ ॥

সর্ব্বতঃ প্রথিত-কৌলিকপর্ব্ব-ধ্বংসনেন হৃত-বাসব-গর্ব্বঃ।
গোষ্ঠ-রক্ষণকৃতে গিরিধারীলীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৩ ॥

যিনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত গোপদিগের ইন্দ্রপূজারূপ কৌলিক-পর্ব্বের ধ্বংসহেতু অতি ক্রুদ্ধ দেবরাজের গর্ব্বহরণ ও গোষ্ঠ রক্ষার জন্য গোবর্দ্ধন-ধারণ করিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৩ ॥

রাগমণ্ডল-বিভূষিত-বংশীবিভ্রমেণ মদনোৎসব-শংসী।
স্তূয়মান-চরিতঃ শুকশারী-শ্রেণিভির্জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৪ ॥

সমূহ রাগ-রাগিণী-বিভূষিত বংশীর মধুরস্বরে যিনি প্রেয়সীবৃন্দের প্রতি মদনোৎসব ঘোষণা করিতেছেন এবং বংশী-রব শুনিয়া অনুরক্ত শুক-শারীগণ যাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিতেছে, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৪ ॥

শাতকুম্ভ-রুচিহারি-দুকূলঃ কেকিচন্দ্রক-বিরাজিত চূলঃ।
নব্যযৌবন-লসদ্ব্রজনারীরঞ্জনো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৫ ॥

যাঁহার পীতাম্বর সুবর্ণের কান্তি অপেক্ষাও উজ্জ্বল, যাঁহার চূড়া ময়ূরপুচ্ছে বিরাজিত এবং যিনি নবযৌবনে সুশোভিত ব্রজনারীগণের চিত্তরঞ্জনে তৎপর, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৫ ॥

স্থাসকীকৃত-সুগন্ধি-পটীরঃ স্বর্ণকাঞ্চি-পরিশোভি-কটীরঃ।
রাধিকোন্নত-পয়োধর-বারীকুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৬ ॥

সুগন্ধি চন্দনাদিদ্বারা যাঁহার অঙ্গ অনুলিপ্ত, স্বর্ণময় কাঞ্চীদ্বারা যাঁহার কটিদেশ সুশোভিত এবং যিনি শ্রীরাধিকার উন্নত বক্ষোজরূপ হস্তিবন্ধন-শৃঙ্খলে কুঞ্জর-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৬ ॥

গৈরধাতু-তিলকোজ্জ্বল-ভালঃ কেলিচঞ্চলিত-চম্পক-মালঃ।
অদ্রি-কন্দর-গৃহেষভিসারী সুভ্রুবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৭ ॥

যাঁহার ললাট গৈরিক ধাতুদ্বারা তিলকাঙ্কিত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহার বক্ষঃস্থলে বিলাসময়ী চম্পকমালা দোদুল্যমান হইতেছে, গোপাঙ্গনাগণের সহিত অদ্রি-কন্দররূপ সঙ্কেত-স্থানে যিনি গমন করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৭ ॥

বিভ্রমোচ্চল-দৃগঞ্চল-নৃত্যক্ষিপ্ত-গোপললনাখিল-কৃত্যঃ।
প্রেমমত্ত-বৃষভানু-কুমারী-নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৮ ॥

যিনি স্মরবিলাসে চঞ্চল-কটাক্ষপাতদ্বারা গোপ-ললনাদিগের নিখিল কার্য্য বিদূরিত করিয়াছেন এবং যিনি প্রেমোন্মত্ত বৃষভানুসুতা শ্রীরাধিকার চিত্তরঞ্জনে রসিক নায়ক-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৮ ॥

অষ্টকং মধুর-কুঞ্জবিহারি-ক্রীড়য়া পঠতি যঃ কিল হারি।
স প্রযাতি বিলসৎ পরভাগং তস্য পাদকমলার্চ্চন-রাগম্ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণলীলাময়ী অতিমধুর ও মনোহর এই পদ্যাষ্টক যিনি পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পূজনে বিলক্ষণ অনুরাগ লাভ হয় ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৭ পৃষ্ঠার পর]

৬৫। মনের দ্বারা কি চিজ্জগদ্-দর্শন হয় ?

"মায়াবদ্ধ যতক্ষণ,　　থাকেত' জীবের মন,
জড় মাঝে করে বিচরণ।
পরব্যোম জ্ঞানময়,　　তাহে তব স্থিতি হয়,
মন নাহি পায় দরশন ॥"

—যামুনভাবাবলী ৭।১, গীঃ মাঃ

৬৬। বুদ্ধিমান্ ও শোচ্য কে ?

"যিনি সংসারকে চিনিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্; যিনি সংসারের চক্রে পড়িয়া থাকেন, তিনিই শোচ্য ॥"　　—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

৬৭। সাধুর সংসার ও মায়ামুগ্ধের সংসার কি এক ?

"সাধুদিগের সংসার ও মায়ামুগ্ধ জীবের সংসারে বিশেষ ভেদ আছে; সংসার বাহিরে দেখিতে একই রকম, কিন্তু ভিতরে যথেষ্ট ভেদ ॥"　　—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

৬৮। অর্থী ও পরমার্থীর ভেদ কোথায় ?

"অর্থীর ও পরমার্থীর কোনপ্রকার বাহ্য-ভেদ নাই, কেবল অন্তর্নিষ্ঠার ভেদ-মাত্র।"　　—'পরমার্থী কে ?', সঃ তোঃ ৪।১

৬৯। একমাত্র ভোক্তা কে ? জীব কি ভোক্তা নহে ?

"জীব কখনও জীবের ভোক্তা নয়; সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

১০। ভক্তিহীন, অথচ গুণী পুরুষের জীবনের কি কোন মূল্য নাই?

"কৃষ্ণভক্তিহীন সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবেরও জীবন বিফল।"

—'সদ্‌গুণ ও ভক্তি', সঃ তোঃ ৫।১

১১। মুক্ত ও বদ্ধ-দশায় পার্থক্য কি?

"মুক্তাবস্থায় আমরা চিৎস্বরূপ; বদ্ধাবস্থায় আমরা চিদাচিদাভাস-স্বরূপ। মুক্তাবস্থায় আমাদের বৈকুণ্ঠরস সেব্য; বদ্ধাবস্থায় তাহাই আমাদের অনুসন্ধেয়।"

—প্রেঃ প্রঃ ৯ম পঃ

১২। মুক্তাবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' অভিমান কিরূপ?

"মুক্ত-অবস্থায় 'আমি' ও 'আমার' অভিমান সমস্তই চিন্ময় ও নির্দ্দোষ।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

১৩। জীবের চিদ্দেহ-স্ফূর্ত্তি ও সিদ্ধ-পরিচয় কিরূপে লাভ হয়?

"জীব শুদ্ধ চিৎকণ। জীবের চিৎস্বরূপগত একটী সিদ্ধ চিদ্দেহ আছে। সেই নিজ শুদ্ধ-সত্ত্ব ভুলিয়া মায়াবদ্ধ কৃষ্ণাপরাধী জীব জড়াভিমানে ঔপাধিক জড়দেহে মত্ত হইয়া আছেন। সদ্‌গুরু-কৃপায় জানিতে পারিলে স্বীয় সিদ্ধ-পরিচয়-লাভই পরম সহজ বস্তু।"

—'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

১৪। চিদ্দেহের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কিরূপ?

"মায়িক স্বভাববশতঃ লোকে আপনাকে 'পুরুষ' জ্ঞান করে শুদ্ধ চিৎস্বভাবে কৃষ্ণের পুরুষ-পরিকর ব্যতীত সকল জীবই স্ত্রী। চিদ্‌গঠনে বস্তুতঃ স্ত্রী-পুরুষ-চিহ্ন না থাকিলেও হ্লাদিনী শক্তির কৃপায় স্বভাব ও দৃঢ় অভিমানবশতঃ যে কেহ ব্রজবাসিনী হইবার অধিকার লাভ করিতে পারেন।"

—জৈঃ ধঃ ৩২শ অঃ

১৫। কৃষ্ণ, মায়া ও জীবের উপমাস্থল কি? জীবের বন্ধন কেন হইয়া থাকে?

কৃষ্ণ চিদানন্দ-রবি, মায়া তাঁর ছায়া-ছবি,
জীব তাঁর কিরণাণুগণ।
তটস্থ-ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে,
মায়া তারে করয় বন্ধন॥"

—নঃ মাঃ ৭ম অঃ

১৬। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিত্য-সিদ্ধ কেন?

"দুগ্ধের সহিত জল মিলিত করিলে অপরে তাহাতে ভেদ দেখিতে পায় না।

কিন্তু হংস উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরকে নীর হইতে পৃথক্ করে, তদ্রূপ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে যে-সকল জীব প্রলয়কালে পরতত্ত্বে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হন, ভক্তসকল গুরুবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক সদ্য সেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়া দিতে পারেন।" —তঃ মুঃ ৮২

৭৭। জীব ও ঈশ্বরে একাকার হয় না কেন ?

"দুগ্ধে দুগ্ধ মিলাইলে এবং জলে জল মিলাইলে মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে ঐক্য হয় না ; কেন না, মিলিত দুই বস্তুর পরিমাণ কম হয় না, সেই প্রকার ধ্যানযোগে জীব-সকল পরম পুরুষে বিলীন হইয়াও ঐক্য প্রাপ্ত হয় না,—এরূপ বিমলমতি পণ্ডিত-সকল বলিয়া থাকেন।" —তঃ মুঃ ৮৩

৭৮। জীব কি ব্রহ্ম হইতে পারে না ?

"সমুদ্র তরঙ্গ বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ ; কিন্তু তরঙ্গ কখনই সমুদ্র নয়। চিৎকণ জীবগণ ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না।"

—তঃ মুঃ ১০

৭৯। ভাগ্যবান্ ও দুর্ভগের লক্ষণ কি ?

"যে-কালে ঈশ্বর যেই কৃপা বিতরয়।
ভাগ্যবান্ জন তাহে বড় সুখী হয়॥
দুর্ভাগা-লক্ষণ এই জান সর্ব্বজন।
নিজ-বুদ্ধি 'বড়' বলি' করয়ে গণন॥"

—নঃ মাঃ, ১ম অঃ

৮০। দেহাসক্তি পরিত্যাজ্য কেন ?

"The flesh is not our own alas !
The mortal frame a chain ;—
The soul confined for former wrongs
Should try to rise again !!"

—Saragrahi Vaishnava

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

দশাপরাধশূন্য হইয়া নাম গ্রহণ করিলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে। যাহাদের আত্মবিদের প্রতি অকপট সেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলে ভগবদ্‌বৈমুখ্য গর্হণের প্রবৃত্তি হয়, তৃণাদপি সুনীচ ভাব আসে। সম্যক্ কীর্ত্তন উপাধিযুক্ত নহে। সম্যক্ কীর্ত্তনদ্বারা শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন হয়।

বদ্ধজীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য বৈষ্ণবসেবা। অবৈষ্ণবতা থেকে পৃথক্ থা'কতে হ'বে। যাঁর অবৈষ্ণবতা-বৃত্তি এসেছে, সে একথা বু'ঝতে পা'রবে না। হরিভক্তের সঙ্গ না ক'রলে হরিভক্তি হ'বার সম্ভাবনা নাই। হরিভক্তের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন, হরিনাম-কীর্ত্তন সম্ভব হ'বে।

কুকুরে-শিয়ালে খেয়ে ফেলে যে দেহটা, তা'তে যে-পর্য্যন্ত আত্মবুদ্ধি থা'কবে, সেকাল পর্য্যন্ত আত্মমঙ্গল সুদূরপরাহত। বদ্ধজীবের দুটো দেহ, স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহ। তা'দের স্থূল দেহ শিয়াল-কুকুরে খেয়ে ফে'লতে পারে। বহির্ম্মুখ জীবকে যখন অপরাধ ও পাষণ্ডতা আক্রমণ করে, তখন তা'দের সূক্ষ্ম দেহটা অসুরে খেয়ে ফেলে। সর্ব্বতোভাবে শরণাগত নিষ্কপট ব্যক্তিগণে ভগবানের দয়া প্রদত্ত হয়। অহংমম-ভা'বের বর্ত্তমানে কখনই ভগবানের কৃপালাভের সম্ভাবনা নাই।

নরকগমনের জন্য যদি কাহারও ইচ্ছা থাকে, তা'হলে সে বৈষ্ণববিদ্বেষ করুক। বর্ত্তমান কালের কদর্থিত বৈষ্ণবধর্ম্মের ধারণার হস্ত হ'তে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিচায়াকাঙ্ক্ষীদিগকে—অন্ততঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য প'ড়ে গে'ছে—নিজের ভজন ছে'ড়ে দিয়েও এ কর্ত্তব্য পালন ক'রতে হ'বে। কেউ গৌরসুন্দরের নিষ্কপট আনুগত্য ক'রছেন না, শ্রীরূপের কথা শু'নছেন না; কেউ ব'লছেন,—থিওসফিষ্ট থা'কব, কেউ ব'লছেন,—স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসক থা'কব, কেউ ব'লছেন,—চিজ্জড়সমন্বয়বাদে থা'কব, তা'হলে বারোয়ারীর ইন্দ্রিয়োৎসবে যোগদান করা যা'বে। কেউ ব'লছেন ঐকান্তিকতা একঘেয়ে ব্যাপার। তা'তে ইন্দ্রিয়ের উদ্দামপ্রবৃত্তি, স্বৈরিণীবৃত্তি রক্ষা হ'তে পারে না; কেউ ব'লছেন—ভাগবতব্যবসায়ী থা'কব, মন্ত্রব্যবসায়ী থা'কব, নির্জ্জন ভজনের নামে প্রচ্ছন্ন কনককামিনীপ্রতিষ্ঠায় অষ্টকালীয় লীলার স্মরণ ক'রব ইত্যাদি ইত্যাদি। গৃহী বাউলসম্প্রদায় জগতের যে কি ক্ষতি ক'রছেন,

বলা যায় না। তা'রা পঞ্চোপাসকের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত প'ড়ছেন, তাই ভাগবতের তাৎপর্য্য জানতে পা'রছেন না। অলক্ষে পূতনা যেরূপ ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল, গৌড়ীয় মঠের প্রচারে সেরূপ সব অগৌড়ীয় ধ্বংস হ'য়ে যা'বে।

যদি আমরা দাম্ভিক হইয়া পড়ি, তাহা হইলে সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হইবে। ভগবানকে যে-প্রকার ভক্তি করিতে চাই, ভগবদ্ভক্তের চরণে যদি তাদৃশী ভক্তির উদয় না হয়, তাহা হইলে আমরা অপদার্থ হইয়া গেলাম—জীবন বৃথা হইয়া গেল। ভক্তি আশ্রয় করিয়া যদি দাম্ভিক হই,—শুধু ভগবানের পূজা করিয়া ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা হইবে—ভক্তিতে বিতৃষ্ণা আসিয়া সমস্ত অমঙ্গল বরণ করিতে হইবে। ভগবদ্ভক্তের অনুগমনই মঙ্গলের পথ; তাঁহার সকল ব্যবস্থাই আদরের। আমাদের জন্মজন্মান্তর হউক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের ধূলি হইয়া শ্রীরূপানুগ গদ্ধতির অনুগমন করিতে পারি। আমি অযোগ্য—এই বিচার যদি স্বতঃ পরতঃ আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের শোভা লক্ষ্য করিতে পারিব। এখানে আমরা ভগবান্‌কে দেখিতে পাই না। ভগবানকে যাঁহারা সেবা করেন, সেই ভক্তবৃন্দ কৃপা করিয়া আমাদিগকে দর্শন দান করেন।

নিজকে 'বৈষ্ণব' বুদ্ধি করিয়া লোক নরকগামী হয়; সখী-ভেকিগণ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সম্প্রদায় বলিয়া নিজদিগকে খুব জাহির করিলেও সহজিয়ামাত্র। বাবাজী মহারাজের ভজন কুটীরে অনেকগুলি ভেকধারী বাবাজী মহারাজের অনুকরণ করিত। তাহারা বাবাজী মহারাজের উপদেশ না শুনিয়া আলস্যপরায়ণ হইয়া লক্ষনাম গ্রহণ করিবার ছলনায় হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবারূপ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। লক্ষনাম গ্রহণের পূর্ব্বে সাধকজীবের গুরুবৈষ্ণবসেবৈকলক্ষ্য হওয়া দরকার। যাহারা মিথ্যাকথা ও পাপাচরণ বজায় রাখিতে চায়, যাহারা সেখানে পরস্ত্রী সম্ভাষণ করে, যাহারা ঠাকুর সেবার ছলনায় বিষয়ীর বিষয়-বিষ্ঠা সংগ্রহ করে, যাহারা সামান্য **Ethical principle** পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারে না, শ্রীচৈতন্যের কৃপাদ্বার তাহাদের জন্য চিরতরে 'মানা' হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা হরিভজনেচ্ছু তাঁহাদের পক্ষে বিষয়ী এবং ঘোষিতের দর্শন অপেক্ষা বিষভক্ষণ করিয়া মরিয়া যাওয়া ভাল। সচ্চরিত্র হইয়া গুরুবৈষ্ণবের অনুসরণ না করিলে কনিষ্ঠাধিকার পর্য্যন্তও পৌছান যায় না।

যাঁ'রা বলে—ব'সে ব'সে মালা টা'নবো হরিকথা কীর্ত্তন ক'রবো না; কীর্ত্তন

ক'রতে গেলে লোকে ব'লবে—দ'লো লোক, সুতরাং ভগবৎকথা প্রচার না ক'রে শয়তানীর কথা প্রচার হ'তে দেব, তা'রা—বাস্তবিকই নিজে ভোগ ক'রবো, খা'বো-দা'বো নরকে যা'ব—এই বিচারবিশিষ্ট, ভক্তিরহিত হ'য়ে যে-সব প্রস্তাব আসে, সেগুলি অবিবেচনার কথা। সে-সব চুকে যা'বে বলদেবের মুষ্টির আঘাতে। ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজনীয়, তা'তেই উৎসাহবিশিষ্ট হওয়া দরকার।

নামের ভজন ও অর্চ্চার অর্চ্চন এক নয় কিন্তু এক তাৎপর্য্যপর। অর্চ্চনকারী অর্চ্চন ক'রতে ক'রতে নাম-ভজনের অধিকার লাভ ক'রবে।

প্রাক্তন কর্ম্ম ও বাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হ'তে পারে না। আরোহবাদিগণ কৃত্রিম যোগ, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের যে স্থৈর্য্য-বিধানের চেষ্টা করে, তা'তে চিত্তের আত্যন্তিক স্থৈর্য্য লাভ হয় না। হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও হরিলীলা আলোচনার দ্বারা যে স্বাভাবিক স্মরণের উদয় হয়, তদ্দ্বারাই আমাদের চিত্ত বশীভূত হ'তে পারে। আমরা কৃত্রিমভাবে চিত্ত স্থির ক'রবার পক্ষপাতী নই। হোক না কেন চিত্ত শতভাবে অস্থির, যদি হরি পাদপদ্মসেবার জন্য চিত্তের সেই গতি থাকে, তা'হলে চিত্ত কোথায় যা'বে? হরিসেবার জন্য সহস্র কামনা, অনুক্ষণ হরিসেবার জন্য লৌল্যই চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য।

যিনি নিবৃত, পরমানন্দে অবস্থান যাঁ'র, তাঁ'র হরিকথা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। সর্ব্বক্ষণই হরিকথা, নিদ্রাকালেও হরিকথা, জাগ্রতকালে আরও হরিকথা। এমন কোন্ মূঢ় আছেন, যিনি হরিকথা পরিত্যাগ ক'রে ইতর কথায় নিবিষ্ট থা'কবেন?

আমাদের চিত্তদর্পণে ভোগ ও ত্যাগরূপ অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাগ্রহিতা ও ত্যাগাগ্রহিতার ধূলিরাশি জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে সঞ্চিত র'য়েছে। বৈকুণ্ঠনাম শ্রবণে সেই-সকল ধূলি বিদূরিত হ'তে পারে। কর্ম্মজ্ঞান-যোগ-ব্রতাদির চেষ্টাদ্বারা চিত্তদর্পণের ধূলি পরিমার্জ্জিত হয় না।

অধোক্ষজ ভগবান্ আমাদের জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নন। অক্ষজ প্রবৃত্তি হ'তে পৃথক হ'তে পারা যায়—একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণের দ্বারা। গুরুপাদপদ্ম শ্রৌত-পথ লঙ্ঘন ক'রে জগতে যেরূপ চ'লছে, সেভাবে কখনও হরিনাম কীর্ত্তন হয় না। হরিনাম বদ্ধজীবদ্বারা কীর্ত্তনীয় নহেন। মুক্তকুলের বাণী শ্রবণে সেবোন্মুখতা উপস্থিত হ'লে হরিনাম জিহ্বাতে উদিত হন।

শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহ-শ্রবণ-মহিমা ও পারায়ণ-বিধি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২২ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহ-শ্রবণ-পারায়ণ-বিধি

শ্রীমদ্ভাগবতের এই সপ্তাহ-শ্রবণ-যজ্ঞ বিশেষ আয়াস-সাধ্য ও ব্যয়বহুল। প্রচুর বিত্ত সংগ্রহপূর্ব্বক দৈবজ্ঞকে আনাইয়া শুভক্ষণ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ—এই ছয় মাস প্রশস্ত কাল। এই ছয় মাসে ভাগবত-কথা আরম্ভ হইলে শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষে বিশেষ মোক্ষ-সাধক হয়। ইহার মধ্যে কোন মাসে অসুবিধা হইলে তাহা পরিত্যাজ্য। ভদ্রা, দগ্ধা, ব্যতীপাত, বৈধৃতি আদি নিন্দিত যোগ ও কাল পরিত্যাগপূর্ব্বক চন্দ্র-তারাশুদ্ধ-দিনে, শুভতিথি ও শুভবারে কথা-শ্রবণ-যজ্ঞ আরম্ভ হইলে বিশেষ ফলদায়ক হইয়া থাকে। উৎসাহী লোকের সহায়তায় ব্রতী দেশে দেশে যত্নপূর্ব্বক বার্ত্তা প্রেরণ ও প্রচার করিবেন। 'এই স্থানে ভাগবত-কথা হইবে'—এইরূপ বলিয়া স্ত্রী-শূদ্র-নির্ব্বিশেষে অচ্যুতকীর্ত্তন-পরায়ণ ও হরিকথা-পিপাসু সকলকেই আহ্বান করিবেন। দেশে দেশে বিরক্ত-বৈষ্ণব ও সঙ্কীর্ত্তনে উৎসুক জনগণের নিকট নিমন্ত্রণ-পত্রাদি প্রেরণ করিবেন। পত্রাদি এইরূপভাবে লিখিতে হইবে,—"এস্থানে সপ্তরাত্র যাবৎ সুদুর্ল্লভ সজ্জন-সভার আয়োজন করা হইয়াছে। তাহাতে অপূর্ব্ব কথা-রস-বন্যা প্রবাহিত হইবে। হে রসিক, প্রেমিকগণ! আপনারা শ্রীমদ্ভাগবতামৃত পানের নিমিত্ত অবশ্যই কৃপাপূর্ব্বক আগমন করিবেন। ইহাতে যদি সম্পূর্ণ অবকাশ না হয়, তবে অন্ততঃ একদিনের নিমিত্তও যে কোন-প্রকারে ভাগবত-কথা ও সাধুসঙ্গের সুদুর্ল্লভ সুযোগ গ্রহণ করিবেন।" এইরূপ বিনীত আহ্বানে সকলকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান কর্ত্তব্য।

তীর্থে, বনে, গৃহে অথবা সুবিস্তীর্ণা ভূমিতে ভাগবত-কথা-যজ্ঞের স্থান নির্ব্বাচন কর্ত্তব্য। অতঃপর ভূমির শোধন, মার্জ্জন, লেপন ও গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা উক্ত স্থান মণ্ডিত করিতে হইবে। পঞ্চদিন পূর্ব্বেই বিস্তীর্ণ আসনাদি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। উক্ত স্থানের চারিদিকে কদলী-বৃক্ষ রোপণপূর্ব্বক এক সুউচ্চ মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। পত্র, পুষ্প, ফল, দল ও চন্দ্রাতপদ্বারা উহা সুসজ্জিত এবং চতুর্দ্দিকে ধ্বজাদি স্থাপনদ্বারা উহার শ্রীবৃদ্ধি প্রয়োজন। বেদিকার

উপর বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত সাতটী স্থান রক্ষা করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে আসন দিবার পর বক্তার নিমিত্ত আসন প্রদান কর্ত্তব্য। বক্তা বা পাঠক উত্তরমুখী এবং শ্রোতৃমণ্ডলী পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিবেন। যদি বক্তা পূর্ব্বমুখে উপবেশন করেন, তবে শ্রোতাগণকে উত্তরমুখে বসিতে হইবে। ইহাতে অসুবিধা হইলে যে কোন দিকে উপবেশন বিধেয়, তবে পাঠক ও শ্রোতার মধ্যস্থলই পূর্ব্বদিক বলিয়া জানিতে হইবে।

পণ্ডিত সজ্জনগণই দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক শ্রোতার উদ্দেশ্যে ভাগবত-কথা আলোচনার অধিকারী। **ত্যাগী, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, বদান্য, বেদশাস্ত্র-পারঙ্গত, দৃষ্টান্ত-ব্যাখ্যা-কুশল, নিস্পৃহ, ধীর, বক্তা, পণ্ডিত, ভগবদ্ভক্তই পাঠকরূপে গৃহীত হইবেন।** বহু ধর্ম্মযাজী, ভ্রান্ত, স্তৈণ, পাষণ্ডবাদী পণ্ডিত হইলেও শুকশাস্ত্র ভাগবত-পাঠে তিনি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। বক্তার পার্শ্বে পণ্ডিত, সংশয়চ্ছেত্তা ও ভ্রম-সংশোধনে পটু সজ্জনকে স্থান প্রদান করিতে হইবে। বক্তা ব্রতাচরণের পূর্ব্বদিনে যথাবিধি ক্ষৌরকর্ম্মাদি সমাপন করিবেন এবং যেদিনে ব্রত তাহার অরুণোদয়ে শৌচ-স্নানাদি অন্তে সংক্ষিপ্তভাবে নিত্য সন্ধ্যা-বন্দনাদির অনুষ্ঠান করিবেন। বিঘ্ন-বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিভাবে গণপতি ও তদারাধ্য শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিবেন। অতঃপর চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এক মনোহর মণ্ডল রচনাপূর্ব্বক শ্রীহরিকে তথায় স্থাপন করত কৃষ্ণ-মন্ত্রোচ্চারণদ্বারা যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন। পরে প্রদক্ষিণ, নমস্কার-পূজান্তে ভক্তিযুক্তচিত্তে তাঁহার স্তুতি করিবেন,—হে করুনানিধে! দীন আমি সংসার-সাগরে মগ্ন। আমাকে কর্ম্মমোহ-কুম্ভীরে গ্রাস করিয়াছে। আমায় কৃপাপূর্ব্বক এই ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করুন্। অতঃপর ভক্তিভাবে বিশেষ যত্ন-সহকারে বিধিপূর্ব্বক ধূপ-দীপাদি নানা উপহারে শাস্ত্র-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা সমাপন করিবেন। পরে প্রসন্নচিত্তে বিবিধ স্তব-স্তুতিপূর্ব্বক গ্রন্থরাজকে নমস্কার করিবেন,—হে পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত! তুমিই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। এই ভব-সাগর হইতে মুক্তির নিমিত্ত আমি তোমাকে কাণ্ডারীরূপে বরণ করিয়াছি। হে কেশবস্বরূপ! তুমি আমার মনোরথ নির্ব্বিঘ্নে সফল কর; আমি তোমার দাস, তুমিই আমার সম্বল—এইরূপ দীনবাক্য উচ্চারণ করিবেন।

অতঃপর ব্রতী বক্তাকে বস্ত্র-ভূষণাদি দ্বারা পূজার পর তাঁহাকে স্তব করিবেন,—আপনি শ্রীশুক-স্বরূপ লোক-প্রবোধনে বিশেষ পারদর্শী এবং সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ। আপনি দয়া-প্রকাশে আমার অজ্ঞান বিনাশ করুন্। ব্রতী নিজহিতার্থে কথারম্ভের পূর্ব্ব হইতে উহার সমাপ্তিকাল সপ্তরাত্রাবধি নিয়মসকল যথাশক্তি পালনে যত্ন করিবেন। অতঃপর ব্রতী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ, কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতির যথাযোগ্য পূজার

পর শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিবেন। লোকচিন্তা, ধনচিন্তা, গৃহচিন্তা, পুত্রচিন্তাদি পরিহারপূর্ব্বক শ্রীভাগবত-কথায় শুদ্ধচিত্তে একনিবিষ্ট হইলে ব্রতী উত্তম ফল লাভ করিবেন।

সুধী পাঠক সূর্য্যোদয় হইতে কথা আরম্ভ করিয়া সার্দ্ধ-ত্রিপ্রহরাবধি উত্তমরূপে স্পষ্ট-ভাষায় ধীরকণ্ঠে পাঠ করিবেন। মধ্যাহ্ন-সময়ে ঘটিকাদ্বয় অর্থাৎ ৪৮ মিনিট ভাগবত-পাঠের বিরামকাল। এই সময়ে বৈষ্ণবগণ হরিকীর্ত্তন করিতে থাকিবেন। মল-মূত্রবেগ নিয়মণের জন্য অল্পাহারই সুখাবহ জানিয়া কথা-শ্রবণব্রতী দিনে একবারমাত্র ভগবৎপ্রসাদ ভোজন করিবেন। সমর্থ হইলে সপ্তরাত্র উপবাস-পূর্ব্বক, নচেৎ ঘৃত অথবা দুগ্ধপান করিয়া সুখে হরিকথা শ্রবণ করিবেন। ফলাহারও করিতে পারেন, অথবা একাহারী হইতে পারেন—শ্রবণের নিমিত্ত যাহা সুখসাধ্য, তদ্রূপ আচরণ কর্ত্তব্য যদি ভাগবত শ্রবণকালে আলস্য না আসে তবে ভোজনও উত্তম, আবার শ্রবণে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে উপবাসও বিধেয় নয়। কথাব্রতী শ্রবণান্তে প্রত্যহ ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিশয্যা-গ্রহণ ও বৃক্ষপত্রে ভোজন করিবেন। তিনি ডাল, মধু, তৈল, গুরুপাক অন্ন, ভাবদুষ্ট, পর্য্যুসিত, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ অন্নাদি বর্জ্জন করিবেন; কাম, ক্রোধ, মদ, মান, মাৎসর্য্য, লোভ, দম্ভ, মোহ, দ্বেষাদি পরিহার করিবেন; বেদ, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ গুরু, গো, ব্রতী, নারী, রাজা, মহজ্জন—ইহাঁদের প্রতি কখনও কটাক্ষ বা নিন্দাদি করিবেন না; রজস্বলা, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, পাতকী, সাবিত্রীপতিত, দ্বিজদ্বেষী কিংবা বেদবাহ্য লোকের সহিত আলাপ করিবেন না; সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, সারল্য, নম্রতা এবং উদারতা পালন ও প্রদর্শন করিবেন।

দরিদ্র, ক্ষয়ী, রোগী, ভাগ্যহীন, পাপী, পুত্রহীন, অপুষ্পা, বন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা, মৃতসুতা, গর্ভস্রাব-ব্যাধিযুক্তা সকলেই সযত্নে সপ্তাহ-শ্রবণ করিলে মুক্তির অধিকারী হন। এইরূপ বিধিমতে অত্যুত্তমা এই দিব্য কথা শ্রবণে কোটীযজ্ঞসম অক্ষয় ফল লাভ হয়। এইরূপ বিধি আচরণপূর্ব্বক ব্রতী ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন। ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জন্মাষ্টমীর ন্যায় এই ব্রত পালন করিবেন; **অকিঞ্চন ভক্তের নিমিত্ত এই সপ্তাহ-শ্রবণ-ব্রত উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে প্রদত্ত হয় নাই, কারণ শান্ত নিষ্কাম বৈষ্ণবগণ স্বয়ং পবিত্র-স্বরূপ, তাঁহাদের দর্শনেই পবিত্রতা লাভ হয়।**

এইরূপ সপ্তাহ-পারায়ণ যজ্ঞান্তে ব্রতী বিশেষ ভক্তিপূর্ব্বক গ্রন্থ ও বক্তাকে পূজা করিবেন; এবং তাঁহাদিগকে প্রসাদ ও তুলসী মালা প্রদান করিবেন। যজ্ঞান্তে মৃদঙ্গ-করতালযোগে 'জয়' শব্দ, 'নমঃ' শব্দ ও শঙ্খধ্বনিপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন করিবেন।

যদি প্রধান শ্রোতা গৃহত্যাগী হন তবে তদুদ্দেশ্যে অপরদিনে বাচনাদি কর্ত্তব্য, আর যদি তিনি গৃহস্থ হন তবে কর্ম্মশান্তির নিমিত্ত হোমাদি বিধেয়। দশম-স্কন্ধের প্রতি শ্লোকোচ্চারণে ক্ষীর, মধু, ঘৃতাদি-সংমিশ্রিত অন্নের দ্বারা বিধিমতে সমাহিতচিত্তে গায়ত্রী উচ্চারণপূর্ব্বক গায়ত্রীময় শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্যে হোমকার্য্য করিতে হইবে। ফলপ্রাপ্তি-আশায়-হোমকার্য্যে অশক্ত ব্যক্তিকে হোমাবশেষ বস্তু বিতরণ করিবেন। হোমানুষ্ঠানে ন্যূনতা ও আধিক্যাদি নানা দোষ ও ছিদ্র নিবারণোদ্দেশ্যে ভক্তিযুক্ত হইয়া 'বিষ্ণুসহস্রনাম' পাঠ কর্ত্তব্য। পরে মধু ও পায়সাদিসহ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। দক্ষিণাসহ সুবর্ণ-ধেনু অর্পণ এবং অপর প্রার্থিগণকে ধন-অন্নাদিদানে পরিতুষ্ট করিবেন। যদি সামর্থ্য থাকে তবে বার তোলা সুবর্ণ-নির্ম্মিত সিংহাসন নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার উপর গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত স্থাপনান্তে, দক্ষিণাদিসহিত আবাহনাদি বিবিধ উপচার ও বস্ত্র-ভূষণ-গন্ধদ্রব্যাদিদ্বারা বক্তা বা পাঠককে পূজা করিয়া, উহা তাঁহাকে প্রদান করিবেন। সপ্তাহ-শ্রবণ-বিধি এইরূপ যত্নে পালন করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া ইহা শুভফল প্রদান করেন। এই সপ্তাহ-পারায়ণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মানব ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-ধিকারী পঞ্চম-পুরুষার্থ লাভান্তে ভগবদ্ধামে নীত হন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে কলিযুগের ত্রিশ বৎসর গত হইবার পর **ভাদ্রমাসের শুক্ল-পক্ষীয় নবমী তিথিতে** শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট ভাগবত কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। পরীক্ষিত মহারাজের সপ্তদিন শ্রবণান্তে দুইশত বর্ষ অতীত হইলে পুনরায় **আষাঢ়ীয় শুক্লপক্ষের নবমীতে** গোকর্ণ ধুন্ধুকারীর নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তাহ-শ্রবণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞান্তে ত্রিশ বর্ষ অতীত হইবার পর **কার্ত্তিকের শুক্লা-নবমী-তিথিতে** সনকাদি চতুঃসন শ্রীনারদের নিকট সপ্তাহ-যজ্ঞে ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

ঐতিহাসিক সত্য সত্য নহে

ইতিহাসকে বেদ বলা হয়। বেদ পরম সত্য, যেহেতু ইহা ভগবানের নিশ্বাস-স্বরূপ, কোনও জীবকর্ত্তৃক সৃষ্টবস্তু নহে। সুতরাং ইতিহাস বেদ হইলে তাহাও পরম সত্য। বৃহদারণ্যকবাক্য—"এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্-যদৃগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদোঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্", নারদীয়ে—"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদঃ সমুপবৃংহয়েদিতি", শ্রীমদ্ভাগবতে—"ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শন", "ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।"—এই ইতিহাস কখনও মিথ্যা নহে; পরন্তু বর্ত্তমানকালে বিদ্যালয়াদিতে যে ইতিহাসের শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে তাহাতে শাস্ত্রবাক্য অবিশ্বাস্য, অগ্রাহ্য এবং মিথ্যাবিচারে পরিত্যজ্য হইতেছে।

রামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছেন—এই যুক্তিকে অবলম্বন করত রামায়ণ বা রামচন্দ্র কল্পনা, সত্য নহে বলিয়া তথাকথিত বিদ্বৎ-সমাজেরও অভিমত হইতেছে। গঙ্গা নদীবিশেষ, তাহাকে ভীষ্মজননী বলা মিথ্যা। সূর্য্য, যম প্রভৃতি দেবতাগণ পঞ্চপাণ্ডবের পিতা। সূর্য্য জলন্ত অগ্নিপিণ্ড, তাহাতে জীবের অস্তিত্ব অবিশ্বাস্য—ইত্যাকার বিচারে শাস্ত্রীয় বাণীরূপ ইতিহাসকে অবিশ্বাস করা কি মিথ্যা হয় না? মায়াবিমূঢ় জীব সক্ষম নহে বলিয়া মায়াতীত, ত্রিকালদর্শী, সত্যদ্রষ্টা, করণাপাটবাদি দোষরহিত ভগবানের অবতারগণকেও অক্ষম বিবেচনা করা মূঢ়তা। তাঁহারা দিব্যদর্শনে ধ্যানযোগে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব ও তদীয় লীলা যাহা নিত্যবর্ত্তমান, তাহা বর্ণন করিলে মিথ্যাবর্ণন হয় না। পরন্তু তাঁহাদের রচনা পরবর্ত্তিকালে বর্ণে বর্ণে সত্যরূপে প্রকাশ পাওয়ায় তাহার অত্যন্ত মাহাত্ম্য ও সত্যতাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সনকাদি ঋষিগণকে "অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ" বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। তাঁহারা জলন্ত সূর্য্যলোক এবং অন্য যে কোনও লোকে গমনাগমন করেন। জীবকে "সর্ব্বগ" বলা হইয়াছে। 'নৈনং দহতি পাবকঃ" বলায় সূর্য্যলোক গমন করিলে তাহা দগ্ধ হয় না। বরুণ-লোকেও তাহাদের পচন হয় না। সর্ব্বলোকেই জীব বাসযোগ্য। ভূতপ্রেত-শরীরও অনেকেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া গয়াদিতে পিণ্ডদান করত নিস্তার পাইতেছেন এবং কেহ কেহ তাহাদের বাণী সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহারা ভূতপ্রেতাদি শরীরকে মিথ্যা বা কল্পনা বলেন না। তাঁহারা শাস্ত্রবাণীকে সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন।

গ্রহনক্ষত্রাদির গতাগতি ও তাহার শুভাশুভবিচার এখনও সত্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে। সেই জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারেই বর্ত্তমানে শুভাশুভ কাল নির্ণীত হইতেছে।

আত্মাকে চক্ষুদ্বারা দর্শন করা সম্ভবপর নহে বলিয়া চার্ব্বাক মতানুবর্ত্তী হইলে কি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়? পিতার জন্মদানকার্য্যকে সন্তান চক্ষুদ্বারা দর্শন না করিলেও জন্মদাতা পিতাকে সন্তানের অস্বীকার করা চলিবে কি?

শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন স্বর্গলোক, বরুণলোক, যমলোক প্রভৃতি গমন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ ইহা স্বীকার করেন কি? সুতরাং তাঁহাদের ইতিহাস কিরূপে সত্য হইবে? তাঁহারা হয়ত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনকে স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের অলৌকিক কার্য্যকে স্বীকার করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ, কালীয়দমন, বিষ ও অগ্নিপান, বিনা অস্ত্রশস্ত্রে অসুর নিধন, ত্রিভুবনমানসাকর্ষী বেণুবাদন, রাসলীলাদি অলৌকিক ক্রীড়াকে বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না এবং তাহা সত্য বলিয়া বর্ণন করেন না। পরন্তু শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও অলৌকিক কার্য্যাদি অদ্যাপি ভারতের পৃষ্ঠদেশে খোদিত ও নামাঙ্কিত থাকিয়া সত্যের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। শুধু তাহাই নহে—অগণিত ভারতবাসী প্রচলিত প্রথায় তত্তৎ লীলামাহাত্ম্য স্মরণ-মহোৎসব (anniversary) ও পরিক্রমণাদি (circumambulation) দ্বারা সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণ করিতেছেন। এতৎসত্ত্বেও বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ এই সত্যকে আদর করেন না। ইহা কি ভারতের দুর্ভাগ্য নহে? পক্ষান্তরে যীশুখ্রীষ্ট এবং মহম্মদাদি ধর্ম্মপ্রচারকদিগের আবির্ভাবাদি ঘটনাবলী ইতিহাসে সসম্মানে স্থানলাভ করিয়াছে পরিদৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান ইতিহাস হইতে পক্ষপাত দোষরহিত নির্ম্মল ও সরলমতি শিশু ও বালক-বালিকাগণ যে শিক্ষালাভ করে তাহাতে তাহারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া যায়; পরবর্ত্তিকালে তাহাদের সেই ধারণা পরিবর্ত্তন করা সুকঠিন হইয়া থাকে। মানবজাতি আদিতে অজ্ঞ ও নানাভাবে অনুন্নত ছিলেন। তাঁহারা ধাতুপাত্রাদির ব্যবহার জানিতেন না; লৌহশিল্পেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল না, তজ্জন্য প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতেন। বস্ত্রাদি-বয়নকার্য্যেও অজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহারা বল্কলাদি ও মৃগাদির চর্ম্ম পরিধান করিতেন। গৃহাদি নির্ম্মাণ জানিতেন না বলিয়া তাঁহারা পর্ব্বতগুহায় ও বনজঙ্গলে বাস করিতেন। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করত অগ্ন্যুৎপাদন করিতেন—ইত্যাদি ইতিহাসদ্বারাই কি আদিকালের বাস্তব ধারণা আমরা পাইয়া থাকি? আমাদের আদিপুরুষগণ কি সত্যই সর্ব্ব অজ্ঞতার আকর ছিলেন? বর্ত্তমানকালের গভীর অরণ্যবাসী জাতিকে কি আমাদের আদি পুরুষ

বলিতে হইবে? আমরা কি নাগা, কুকী, মিকির প্রভৃতির বংশধর? কশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষি-গোত্রপরম্পরা কি মিথ্যা? মনুসংহিতারচনাকারী মনু কি বানর ছিলেন?

বর্ত্তমানকালের বিদ্যালয়াদিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক-বালিকারা বানর হইতে মনুষ্য-জাতির উৎপত্তি বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তব সত্য তাহা নহে। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নরদেহের স্রষ্টা। তিনি তাঁহার চার মুখ হইতে সর্ব্বজ্ঞানাকর বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বংশধরগণকে বেদশিক্ষা দিয়াছিলেন।—'ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ স্বয়ম্ভুব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা, স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।' সুতরাং আদিতেই মানবজাতি বেদজ্ঞ হওয়ায় তাঁহারা ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যাদি সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক উন্নতি বলিয়া যাহা গর্ব্বের বিষয় হইয়াছে, তৎসমুদায়ও আমাদের আদিপুরুষদের অধিগত বিদ্যার প্রেরণা।

কালের গতিতে সকল সৃষ্টবস্তুতে ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পাইতেছে। সত্যাদিযুগে মানবগণ চতুর্দ্দশ বা ততোধিক সংখ্যক হস্ত পরিমিত উচ্চ শরীরবিশিষ্ট ছিল। কলির প্রথম সন্ধ্যাতেই ইহা অবিশ্বাস্য হইয়াছে। কলির অন্ত্যভাগে মনুষ্য অতি ক্ষুদ্রাকার হইবে। তৎকালে সত্যযুগের সকল ঘটনা ও গুণাবলী তাহাদের অবিশ্বাস্য হইবে—ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। বর্ত্তমানে আমরা যদি ১৫।২০ হস্ত উচ্চতাযুক্ত কোন মানবকে দর্শন করি, আমরা নিশ্চয়ই ভীত হইয়া মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইব। পরশুরাম, হনুমান, বিভীষণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতিকে দর্শন করিলে আমাদের কি অবস্থা ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়—তুষার-মানবের পদচিহ্ন দর্শন করত কেহ কেহ সংজ্ঞাহীন হইয়া থাকেন। সুতরাং কালের প্রবাহে প্রাচীনতা অবিশ্বাস্য হইলেও তাহা মিথ্যা হয় না।

অসতো সত জায়ত—এই বাক্যের সত্যার্থ জ্ঞাত না হইলে মিথ্যা অর্থকেই সত্য বলিয়া ধারণা হয়। ইহা অসৎকারণবাদকে সমর্থন করে না, পরন্তু তাহাকে নিরস্ত করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" বস্তুতঃ—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" বাক্যদ্বারা অসৎকারণবাদ খণ্ডিত হয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি"—এই উপনিষদ্ মন্ত্রের তাৎপর্য্যই সূত্রকার তাঁহার দর্শনে প্রকাশ করিয়াছেন। অসৎকারণবাদ, শূন্যবাদ, জড়বাদ, পরমাণুবাদ, শক্তিবাদ প্রভৃতির অনুপযোগিতা প্রকাশ করিতে "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ম্ লব্ধানন্দী ভবতি" মন্ত্রটী ব্রহ্মকেই কারণরূপে প্রকাশ করে। ক্লীবব্রহ্মও প্রকৃত শাস্ত্রতাৎপর্য্য নহে। ব্রহ্মে সর্ব্বকারণত্ব

বর্ত্তমান। সর্ব্ব সদ্‌গুণও ব্রহ্মেই বর্ত্তমান। গুণহীনতা, অজ্ঞতা, মূঢ়তা প্রভৃতি তাঁহারই মায়াশক্তিতে ব্যতিরেকভাবে বর্ত্তমান। "ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত, ন প্রতীয়েত চাত্মনি তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ" শ্লোকে ইহাই পরিস্ফুট। বিদ্যা-অবিদ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞান বস্তুে অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও জ্ঞানকে অজ্ঞান বা অজ্ঞানকে জ্ঞান বলা চলে না। সুতরাং আদিতে অজ্ঞ ও বিজ্ঞ উভয়বিধ মানবই সৃষ্টিলাভ করিয়াছে ও তাহাদের পরম্পরা ভিন্নভাবে চলিতেছে। ব্রহ্মার প্রথম পুত্রগণ চতুঃসনাদি মূর্খ ছিলেন না, পরম বিদ্বান ছিলেন। প্রজাপতি দক্ষের ও কশ্যপাদির পুত্রগণও অজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহাদিগকেই গোত্র-পারম্পর্য্যে আদি বলিয়া শাস্ত্রের বা সত্য-ইতিহাসের অভিমত।

'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি'—বাক্যানুসারে আর্য গণের সংসর্গে অনার্য্যগণ যেরূপ আর্য্যত্ব লাভ করিতে পারে, তদ্রূপ অনার্য্য সংসর্গক্রমে আর্য্যগণ অনার্য্যত্ব লাভ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান ভারতের পরিবর্ত্তনকে সুষ্ঠুভাবে বিচার করিলে তাহাই অনুভূত হয়। শাস্ত্ররূপ আর্য্যবাণীতে বর্ত্তমান ভারতের বিশ্বাস বিনষ্ট হওয়ায় অনার্য্য সংসর্গে অনার্য্যবৃত্তি দৈহিক ভোগ ব্যতীত সেব্যসেবকরূপ সত্যতা লোপ পাইয়াছে। "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্, তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্"—কঠোপনিষদের এই বাণীকে বর্ত্তমান ঐতিহাসিক তথা শিক্ষিত অনেকেই সত্য বলিয়া বিচার করেন না। শান্তির জন্য সকল দেশে সকল বুদ্ধিমান্ মনুষ্যই প্রবল প্রচেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু শাস্ত্ররূপ সত্য-ইতিহাসকে মিথ্যাজ্ঞান করায় কেহই সফলকাম হইতেছেন না। "নেতরেষাম্" বাক্যের সত্যতাই প্রকাশ পাইতেছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

ও

পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী

['শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্', 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্—প্রমাণখণ্ডঃ', 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা' (শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর—দ্বাদশ তরঙ্গ ও পারশিষ্ট-সহ), 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ'-সহ)

আগ্রহী ব্যক্তিগণ শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

পরমারাধ্যতম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

৯৬তম বর্ষপূর্ত্তি শুভপ্রকট-বাসরে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

(১)

একদা গোবিন্দ কৃষ্ণতৃতীয়া তিথিতে।
কৃষ্ণেচ্ছায় উদিত যিনি এই পৃথ্বীতে॥
যাঁ'র নাম "শ্রীকেশব গোস্বামী ঠাকুর"।
তাঁ'র পূত পাদপদ্ম বন্দি নিরন্তর॥

(২)

মায়াবদ্ধ জীবগণে করিতে উদ্ধার।
কৈশোর বয়সে যিনি ত্যজিলা সংসার॥
গুরু যাঁ'র "শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী"।
তাঁ'র পাদপদ্মে সদা জানাই প্রণতি॥

(৩)

শ্রীগুরু-সেবক মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তম।
গুরু-গত-প্রাণ যিনি 'কুরেশের' সম॥
গুরু-দত্ত "কৃতিরত্ন"-বর্য্য নাম যাঁ'র।
তাঁ'র সম তাঁ'র বড় ভক্ত নাহি আর॥

(৪)

বৌদ্ধশাস্ত্র হ'তে যিনি স্থাপিলা প্রমাণ।
'অবতার'-বুদ্ধ নহে শুদ্ধোধন-সন্তান॥
বৌদ্ধশাস্ত্র-যুক্তি রাশি যাঁ'র আবিষ্কার'।
বৈষ্ণব-সমাজে তিনি ভরসা সবার॥

(৫)

একদা 'হিন্দু সাধু-নিয়ন্ত্রণ আইন'।
'বিল' রূপে লোকসভায় হয় উত্থাপন ॥
যাঁ'র আপত্তি পেশে 'বিল' হয় প্রত্যাখ্যাত।
তিনি 'বিশ্ব-গুরু' রূপে সর্ব্বত্র বন্দিত ॥

(৬)

বেদান্তের নাম-পরভাষ্য প্রণয়ণে।
অক্ষয় সুকীর্ত্তি প্রভু রাখিলা ভুবনে ॥
বেদান্তের ভক্তি-ব্যাখ্যা করিতে প্রচারণ।
'বেদান্ত সমিতি' তিনি করিলা স্থাপন ॥

(৭)

জয় জয় চিদ্‌বিজ্ঞানী, বিশ্বগুরুবর।
গোলোকবিহারী-প্রেষ্ঠ, সর্ব্বগুণাকর ॥
আশ্রিত-পালক, সদা ভকত-বৎসল।
এমন দয়াল নাথ জগতে বিরল ॥

(৮)

জয় বাঞ্ছাকল্পতরু পতিতপাবন।
ভক্তিপথ বিঘ্নরাশি কর বিনাশন ॥
সাধন-সম্পদ-সার তোমার চরণ।
প্রণমি' তোমার দাস্য যাচি অনুক্ষণ ॥

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
২ গোবিন্দ, ৫০৭ গৌরাব্দ
ইং ২৮।২।১৯৯৪

কৃপা-প্রার্থী—
— শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী
বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-জয়ন্তী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩০ পৃষ্ঠার পর]

'যোঽর্চ্চয়েৎ প্রতিমাং মাঞ্চ স মে প্রিয়োত্তরো ভুবি।' (অথর্ব্ববেদান্তর্গত গোঃ তাঃ উপনিষৎ)। মথুরামণ্ডলে অবস্থিত অথবা জম্বুদ্বীপের যে কোন স্থানে থাকিয়া যিনি প্রীতির সহিত প্রতিমারূপে আমার অর্চ্চন করেন, জগত্তিতলে তিনি আমার প্রিয়তর হন। সনাতনধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহসেবা যে নিত্য, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দর্শনে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন কিছুই বুঝিতে পারে না, সেই প্রকার সাধক ব্যতীত অর্চ্চাবতারের অলৌকিকত্ব জনসাধারণ বুঝিতে পারেন না।

স্ফোটবাদ – অর্থাৎ নাদব্রহ্মই শব্দাকারে, শব্দই আবার রেখাকারে ব্যক্ত। রেখা সমষ্টিতে অক্ষর, অক্ষর সমষ্টিতে বাক্য, বাক্য সমষ্টিতে হিতোপদেশ, হিতোপদেশ হইতে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। রেখা হইতে চারিপ্রকার লেখপ্রণালী বিশ্বে প্রচারিত,—১। ব্রাহ্মী (বাম হইতে দক্ষিণে), ২। খরোষ্টি (দক্ষিণ হইতে বামে), ৩। সান্‌কী (উপর হইতে নীচে) এবং ৪। পুষ্করাষদী (নীচ হইতে উপরে)। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মী লেখপ্রণালী শ্রেষ্ঠ, তার মধ্যে দেবভাষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুগভীর সূক্ষ্মবিচারে উক্ত রেখাই প্রণবের বা নাদব্রহ্মের অক্ষরাত্মক অর্চ্চা বা মূর্ত্তি। কাজে কাজেই সমগ্র বিশ্বই যে মূর্ত্তিপূজক, তাহাতে সন্দেহ কি? এই জ্ঞান বা বিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিখরে আরোহন করিলেও তিনি যেমন রেখার ভজন পরিত্যাগ করিতে পারেন না, শিষ্যকে (ছাত্রকে) পাঠ শিক্ষা করাইতে বা জ্ঞান প্রদান করিতে রেখা ব্যতীত অসম্ভব, সেই প্রকার শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীহরি, সেইজন্য সাধক ও সিদ্ধভক্ত উভয়েই শ্রীবিগ্রহসেবা (মূর্ত্তিপূজা) কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অবশ্য এখানে জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে,—রেখাবিদের নিকট রেখা শিখিতে হইবে, নতুবা সারাজীবন রেখা টানিলেও জ্ঞান লাভ কখনই হইবে না। সেই প্রকার মহতের আনুগত্য ব্যতীত কখনই শ্রীবিগ্রহসেবা লাভ হইবে না। নিজে নিজে কল্পনা করিয়া মূর্ত্তিপূজা করিলে, তাহা পৌত্তলিকতা হইয়া যাইবে, শ্রীহরির কৃপা কখনই লাভ হইবে না।

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪)। আরও দেখ, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়, ভক্তযোগিগণ এই অব্যক্ত আত্মাকে (পরমাত্মাকে) ভক্তি, ধ্যান, একাগ্রতা ইত্যাদিদ্বারা আরাধনাকালে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান।

বেদান্তের এই সূত্রটিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, সেইজন্য তাঁহার একটী নাম অধোক্ষজ (শ্রীকৃষ্ণ)। অধোক্ষজ শব্দের অর্থ—"অধঃকৃতং অতিক্রান্তং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ।"

বিশ্ববিদ্যালয় যত বিশ্বমধ্যে আছে।
তাহাতে মানব যে জ্ঞানের কাচকাচে॥
অক্ষজ বলিয়া তাহা বলে বিজ্ঞজন।
অক্ষজ-শব্দের অর্থ শুন দিয়া মন॥
অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত যত বর্ণ হয়।
বর্ণে বর্ণ মিলি যত শব্দ রচয়॥
সেই শব্দে হয় যত জ্ঞানের বিকাশ।
অক্ষজ বলিয়া তাহা কহে মুনি ব্যাস॥
এই জ্ঞানের উপরে যিনি হন বর্ত্তমান।
অধোক্ষজ নাম তাঁ'র ভাগবত প্রমাণ॥
ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানে না পাই তাঁহাকে।
তাঁর প্রদত্ত "বুদ্ধিযোগে" ভজহ তাঁহাকে॥ (গীঃ ১০।১০)
প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ আর অপরোক্ষ জ্ঞানে।
শ্রীহরির লীলাতত্ত্ব না পাই সন্ধানে॥
অধোক্ষজ জ্ঞান আর অপ্রাকৃত জ্ঞানে।
শ্রীহরির লীলাতত্ত্ব জানে বুধ জনে॥

কাজেই পরমেশ্বর জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও আরাধনাকালে ভক্তের নিকট তিনি প্রত্যক্ষিভূত হন অর্থাৎ কল্যাণময় 'তনু' (মূর্ত্তি) প্রকট করেন, (কঃ উঃ ১।২।২৩, মুঃ উঃ ৩।২।৩) শ্রুতি-স্মৃতি হইতে ইহা জানা যায়। আরাধনা বা সেবাকে ভক্তি কহে। 'ভজ্ ধাতুঃ সেবায়াম্' সেবা অর্থে সেব্যের প্রীতিবিধান বুঝায়। নিজের প্রীতিকামনা থাকিলে—অর্থাৎ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ (ব্রহ্মনির্ব্বাণ ও কৈবল্যমুক্তি) প্রভৃতি তাহা আর ভক্তি শব্দবাচ্য হইবে না। ভক্তির মধ্যে আবার কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, যোগমিশ্রা ভক্তি প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া শুদ্ধভক্তি। এই শুদ্ধভক্তির দ্বারাই কেবলমাত্র পরমেশ্বরের কল্যাণময়রূপ দর্শন লাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্তি বা উত্তমাভক্তি :—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৫৩, মাধ্বভাষ্যধৃত মাঠর শ্রুতি)।

এই সূত্রে "সংরাধন"-শব্দে সম্যক্ আরাধনা বুঝায়। সম্যক্ আরাধনা কি? অর্থাৎ সেই শুদ্ধভক্তির মধ্যে আবার বৈধীভক্তি অতিক্রম করিয়া ও বৈকুণ্ঠের চতুর্ব্বিধ মুক্তি—সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্য, তাহা অতিক্রম করিয়া, পরাভক্তির দ্বারা (শ্বেঃ শ্বঃ উঃ ২।২৩), রাগভক্তির দ্বারা 'সা পরাণুরক্তিরীশ্বরে" (শাঃ ভঃ সূঃ ১।২) প্রেমভক্তির দ্বারা—'সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা চ" (নাঃ ভঃ সূঃ), "প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ" (শতপথ ব্রাহ্মণ), "ত্বং রসেৎ ত্বং ভজেৎ" (গোঃ তাঃ উঃ), সেই আনন্দময় বা প্রেমময়ের কল্যাণময় মূর্ত্তিসকলের মধ্যে (রাম, নৃসিংহ, বামন, নারায়ণ প্রভৃতি) কল্যাণতমরূপটি (ঈঃ উঃ ১৫, ১৬) গোলোক বা গোকুল-বৃন্দাবনে যুগলিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবালাভ হইয়া থাকে।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে আনন্দের একটা ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে এই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তস্বর্গ, ইন্দ্রপদ, শিবের পদ, ব্রহ্মার পদ, মুক্তজীবাত্মার আনন্দ এবং শেষে ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। আরোহপন্থায় (নিজচেষ্টা) প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানকে সম্বল করিয়া যাঁহারা অভিযান করেন, তাঁহাদের বাক্য ও মন এই ব্রহ্ম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে, অর্থাৎ ব্রহ্মের উপরে কি আছে? (সাগীর প্রশ্ন) তাহা তাঁহারা জানিতে সমর্থ হয় না।

আর যাঁহারা আরোহপন্থা পরিত্যাগ করিয়া অবরোহপন্থায় (শরণাগতি পথে) অধোক্ষজজ্ঞান ও অপ্রাকৃত জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া অভিগমন করেন, তাঁহারা ভগবান্ শ্রীহরি এবং তাঁর ভক্তের কৃপায় জানিতে পারেন যে ব্রহ্মানন্দ হইতে পরমাত্মানন্দ অধিক। ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ উত্তমপুরুষ বা পুরুষোত্তম একল বাসুদেব পরমাত্মার দর্শনে অধিক আনন্দ। ক্রমমুক্তিতে সাধক এই জগতে থাকিয়া, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির দ্বারা সপ্তস্বর্গের সুখভোগ করিয়া, মুক্তির দরজায় পৌঁছান। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দ্বারা সাধক মুক্তিলাভ করত ব্রহ্মানন্দ সুখানুভব করেন। যোগমিশ্রা ভক্তির দ্বারা সাধক পরমাত্মা এই বাসুদেবের দর্শনে অপার আনন্দানুভব করেন। এই দর্শনকারী আত্মারাম মুনিঋষিগণ শান্তরসে শ্রীহরির ভজনা করিয়া থাকেন। আবার পরমাত্মানন্দ হইতে শুদ্ধভক্তির দ্বারা চিল্লীলামিথুন শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের সেবায় অধিক আনন্দলাভ করেন। এই সেবাকারী ভক্তগণ দাস্যরসে শ্রীহরির ভজনা করিয়া থাকেন। তাহাপেক্ষা সীতারামের সেবায়

অধিক আনন্দ। তাহাপেক্ষা প্রেমভক্তির দ্বারা দ্বারকাপতির সেবায় অধিক আনন্দ। তাহাপেক্ষা মথুরাপতির সেবায় অধিক আনন্দ। তাহাপেক্ষা রাগ-ভক্তির দ্বারা শ্রীনন্দনন্দন বা যশোদানন্দন দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ।

বৈকুণ্ঠে—শ্রীনারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি বিগ্রহগণের সেবাকারী ভক্তগণ আড়াই প্রকার রসে সেবা করিয়া থাকেন। শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্য, দাস্যরস প্রধান। গৌরবসখ্য—ছোট ও বড়তে যে সখ্য অর্থাৎ সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা জ্ঞান থাকায় সখ্যরসের পূর্ণ বিকাশ হয় না। বৈকুণ্ঠে—কেবল ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মাধুর্য্যমূর্ত্তি শ্রীদ্বারকাপতি। মাধুর্য্যপূর্ণ ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি শ্রীমথুরাপতি এবং কেবল মাধুর্য্যপূর্ণ মূর্ত্তি শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। যশোদানন্দন শ্রীশ্যামসুন্দরে মুখ্য পঞ্চরস ও গৌণ সপ্তরস—এই দ্বাদশরস পরিপূর্ণভাবে বর্ত্তমান। আবার শান্তরস অপেক্ষা দাস্যরসে অধিক আনন্দ। দাস্যরস অপেক্ষা সখ্যরসে অধিক আনন্দ। বৃন্দাবনে বিশ্রম্ভসখ্য অর্থাৎ সখারা কৃষ্ণের কান্ধে চড়ে ও কৃষ্ণকে নিজ কান্ধে চড়ায়, কোন গৌরববুদ্ধি নাই, তুমি আমি সমান জ্ঞান। সখ্যরস অপেক্ষা বাৎসল্যরসে অধিক আনন্দ। বাৎসল্যরস অপেক্ষা মধুর রসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ। আবার স্বকীয়া হইতে পরকীয়াতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম আনন্দ বর্ত্তমান। সখী-গণের আনুগত্যে বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল সেবালাভই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম আনন্দ। ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আনন্দ আর নাই। এই সেবালাভই জীবের চরম সৌভাগ্য এবং ইহাই বেদান্তের ও সর্ব্বশাস্ত্রের সারশিক্ষা বা তাৎপর্য্য বলিয়া জানিতে হইবে।

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং শাস্ত্র কোটিভিঃ।
জীবঃ নিত্যঃ হরের্দাসঃ প্রীতিস্তস্য প্রয়োজনম্॥"

মাত্র অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা আমি কোটি কোটি শাস্ত্রের বা নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এবং অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি। জীব নিত্য, সনাতন বস্তু এবং শ্রীহরির সেবক। পঞ্চমপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই সকল জীবের পরম প্রয়োজন।

শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত চূড়ামণিগণের দ্বারা এই শ্লোকটি অভিনন্দনযোগ্য। এত অল্পকথায় নিখিল শাস্ত্রের সারশিক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

ভক্তপদধূলি ও ভক্তপদজল

ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্ত-অবশেষ—এই তিন মহাবলের সেবা বিশেষ যত্নের সহিত করিতে সকল শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। এই তিনের সেবা হইতেই জীবের চরম প্রয়োজনীয় দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ সুলভ হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রহিয়াছে,—

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত-অবশেষ—তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

ভক্তপদধূলি! তাহার কেন এতই মাহাত্ম্য? সমগ্র বিশ্বে আরও ত' কতই না ধূলিকণা ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। কই, সেইগুলির কোন গুরুত্ব ত' কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। যদিও ইহজগতে সন্তান পিতা-মাতার, কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগ্নী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-ভগ্নীর ও লঘুজন গুরুজনের পদধূলি মঙ্গলের নিমিত্ত গ্রহণ করিবে, এই রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। এইক্ষেত্রে গুরুজন লঘুজনের পদধূলি গ্রহণ করিলে তাহা নিন্দিত ও নীচ কর্ম্ম বলিয়া সমাজে গণ্য হয়। কিন্তু শাস্ত্রের বিচারে ভক্ত বয়সে কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ যাহাই হউক না কেন, তাঁহার পদধূলি প্রকৃত কল্যাণের নিমিত্ত প্রত্যেক জীবমাত্রেরই আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করা উচিত। তাই জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধুন্ধুকারী কনিষ্ঠভ্রাতা গোকর্ণের, মহারাজ পরীক্ষিৎ পুত্রতুল্য ষোড়শ বৎসরের যুবক শুকদেব গোস্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া ভক্তপদধূলির মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব 'আসামহো চরণরেণু'-শ্লোকে ব্রজগোপীগণের পদধূলি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অন্যের কা কথা, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন (ভাঃ ১১।১৪।১৬)—"অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রি রেণুভিঃ।" অর্থাৎ "হে উদ্ধব! আমি ভক্তের চরণধূলির দ্বারা ভক্তিপ্রাপ্ত করাইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করিব বলিয়া ভক্তের অনুগমন করিয়া থাকি।" এই বিশেষ কলিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণের পদরেণু গ্রহণ করিয়া 'ভক্তিলাভের নিমিত্ত যে ইহা একান্ত আবশ্যক', তাহা বিশ্বসাধকগণকে শিক্ষা দিয়াছেন, "সবার চরণধূলি লয় বিশ্বম্ভর" (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত)।

শ্রীবৈষ্ণবের পাদপদ্ম পৃথিবীস্থ জীবগণের পরম সম্পত্তি-স্বরূপ। বৈষ্ণব চরণকে অবনীর সুসম্পদ বলা হইয়াছে,—"ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সুসম্পদ।" যেহেতু ধরণীর অলঙ্কারস্বরূপ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণস্পর্শে পৃথিবীর সমস্ত অমঙ্গল বিদূরিত হইয়া যায়। বৈষ্ণবের পদাশ্রয় করিলে জীবের সর্ব্ববিধ বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে মহামতি বিদুর শ্রীমৈত্রেয় মুনিকে বলিয়াছেন,—

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥

"হে মুনে! আপনার ন্যায় সাধুগণের চরণ-সেবাদ্বারা কি না লাভ হয়? তদ্দ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরিস্থ মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে স্বতঃই প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে, যদ্দ্বারা সংসার-দুঃখ অনায়াসে দূরীভূত হয়।"

প্রতিজন্মে অমোঘ-সাধক বৈষ্ণবের পদধূলি এবং তাঁহাদের আত্মীয়তা কামনা করিতে যাইয়া শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—"প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি। নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি।" ভক্তিপ্রাপ্তি বা ভজনানুভব-বিষয়ে বৈষ্ণবপদরজের অসাধারণ মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেই একবাক্যে বিঘোষিত হইয়াছে। মহতের পদরজে অভিষেক ব্যতীত ভগবানে মতি হয় না। শাস্ত্র বলেন,—কি তপস্যা, কি বৈদিক ক্রিয়া, কি অন্নদান, কি পরোপকার, কি বেদাধ্যয়ন, কি জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা—এসব দ্বারা ভগবানে মতির উদয় হয় না। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ, সেবা ও আশ্রয়দ্বারাই তাহা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকাতে লিখিয়াছেন,—"নিষ্কিঞ্চনানাং নিরস্ত-বিষয়াভিমানানাং মহত্তমানাং পাদরজোঽভিষেকং যাবৎ ন বৃণীত প্রীত্যা ন ভজেৎ, তাবৎ দুরাশয়ানাং মতিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্ঘ্রিং ন স্পৃশতি ন প্রাপ্নোতি। মহদনুগ্রহাভাবাৎ ন তত্ত্ব নিশ্চয়ঃ নাপি মোক্ষস্তেষাম্। ভগবদ্ভক্ত-কৃপাবিশেষমন্তরেণ ন মোক্ষেচ্ছা-নিবৃত্তিঃ, ন চ তাং বিনা মর্ত্তেভগবচ্চরণারবিন্দ স্পর্শনমপি। অভিষেক-শব্দেন মহৎপদরজসঃ সর্ব্বতীর্থময়ত্বং সূচ্যতে।" এই প্রসঙ্গে সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ৫।১৩।১২) মহাভাগবত জড়ভরত মহারাজ রহূগণের প্রতি বলিয়াছেন,—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

"হে মহারাজ রহূগণ! মহৎগণের পদরজঃদ্বারা অভিষিক্ত না হইলে তপস্যা, বৈদিককর্ম্ম, অন্নাদিদান, গৃহাদিনির্ম্মাণার্থ পরোপকার, বেদাভ্যাস অথবা জল,

অগ্নি বা সূর্য্যের উপাসনা প্রভৃতি অপর কোন সাধনার দ্বারাই ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজও (ভাঃ ৭।৫।৩২) তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুর প্রতি বলিয়াছেন,—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

"যে-পর্য্যন্ত বিষয়াভিমানশূন্য মহদ্‌গণের শ্রীচরণধূলিদ্বারা অভিষেক না হয়, সে-পর্য্যন্ত বিশ্বমানবের মতি শ্রীভগবচ্চরণকে স্পর্শ করিতে পারে না অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে কাহারও মতি জাত হইতে পারে না। যদ্দ্বারা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মনিষ্ঠা মতির দ্বারা নিখিল অনর্থ স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া যায়।" পরীক্ষার নিমিত্ত ভৃগুমুনি নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করিলে শ্রীনারায়ণ ভৃগুমুনিকে বলিয়াছিলেন,—

এই যে তোমার শ্রীচরণচিহ্নধূলি।
বক্ষে রাখিলাঙ আমি হই কুতূহলী ॥
লক্ষ্মীসঙ্গে নিজ-বক্ষে দিল আমি স্থান।
বেদে যেন 'শ্রীবৎস-লাঞ্ছন' বলে নাম ॥
(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৫৬-৫৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে উপরোক্ত পয়ারের প্রতিধ্বনি,—

অহ্যাহং ভগবন্ লক্ষ্ম্যা আসমেকান্তভাজনম্।
বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮৯।১১)

বৈষ্ণবের পদধূলি মস্তকের ভূষণ করিলে অর্থাৎ মস্তকে ধারণ করিলে দেহের আর কোনও বেশভূষার পরিপাট্য আবশ্যক হয় না। তাই শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়' গাহিয়াছেন,—

বৈষ্ণব চরণ রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত।

জগতের নরনারী যেমন দেহকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য অতি সযত্নে ভূষণাদি ধারণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ স্বীয় আত্মাকে অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত অতি সযত্নে বা ভক্তিভরে বৈষ্ণব-চরণরেণুতে নিষেবণ করিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বৈষ্ণব চরণরেণুদ্বারা দেহকে ভূষিত করিতে উপদেশ করিয়াছেন,—

বৈষ্ণব চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় ॥ (শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

'যাহা হৈতে অনুভব হয়' অর্থাৎ বৈষ্ণব চরণরেণুদ্বারা দেহ ভূষিত হইলে সাধ্য-সাধন-বিষয়ে বা সম্বন্ধাভিধেয় জানিয়া প্রয়োজন-বিষয়ে সাধকের অনুভব বা অভিজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। 'মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ, অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়।' অর্থাৎ বৈষ্ণবচরণরেণুকে দেহের ভূষণ করিলে বা পরম শ্রদ্ধাভক্তির সহিত সর্ব্বার্থ-সাধকজ্ঞানে বৈষ্ণবচরণরেণু দেহে বা মস্তকে ধারণ করিলে, নিরন্তর সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য লাভ হয় এবং অনুক্ষণ সাধুসঙ্গে ভজন সুমার্জ্জিত হয়। সাধুসঙ্গের আনুষঙ্গিকফলেই অজ্ঞান ও অবিদ্যা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণরজে অভিষিক্ত না হইলে ভগবানে রতিমতির উদয় হইতেই পারে না—ইহা সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। নিত্যস্নানের দ্বারা যেমন দেহ-মন পবিত্র হয় বা সুস্থ থাকে, তদ্রূপ ভক্তিকামী সাধক নিত্য বৈষ্ণবের শ্রীচরণরজ অঙ্গে মাখিয়া তাঁহার ভজনবিগ্রহকে পবিত্র ও সুস্থ রাখেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বৈষ্ণব পদধূলির প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।

'কেলি'-শব্দ প্রয়োগের দ্বারা মহানন্দে বা মনের সুখে উহা সেবন করিতে হইবে, ইহা বুঝা যাইতেছে। তাহাতে যেন লেশমাত্র ঘৃণা, লজ্জা বা সঙ্কোচাদির উদয় না হয়।

ভক্তপদধূলির ন্যায় ভক্তপদজল গ্রহণও শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিমান্ লোকের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। জাগতিক লোক কাহারও পাদধৌত জল গ্রহণ করিতে অত্যন্ত ঘৃণাবোধ করেন এবং তাহা অসামাজিক ও নোংরা কার্য্য বলিয়া নাসিকাও কুঞ্চন করেন। অথচ সেই পাদধৌত জল যদি কোন ভক্তের হয়, তবে তাহা অত্যন্ত উপাদেয় ও গ্রহণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহাতে হেয়াংশের কোন লেশমাত্রই থাকিতে পারে না—ইহা সকল শাস্ত্রের সারকথা। ভক্তিভরে বৈষ্ণবের পাদোদক সেবনের ন্যায় বলিষ্ঠ প্রেমের সাধনা আর কিছুই নাই। বৈষ্ণবের চরণামৃত পানে পরম নিষ্ঠাবান্ শ্রীকালিদাস নীলাচলে অন্যের অলভ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণামৃত তাঁহার সাক্ষাতেই তিন অঞ্জলি পান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে স্বীয় অধরামৃত নিজ সেবক গোবিন্দদ্বারা প্রদান করিয়াছিলেন। 'ভক্তপদজল'-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

যেষাং পাদ-রজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবী-জলং।
নার্ম্মদং যামুনঞ্চৈব কি পুনঃ পাদয়োর্জলং ॥ (স্কন্দপুরাণ)

"যাঁহাদের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত হইলে অর্থাৎ উহা মস্তকে ও দেহে ধারণ করিলে, গঙ্গা, নর্ম্মদা ও যমুনা-স্নানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাদের পদ-জল বা চরণামৃত পান করিলে যে কি ফল লাভ হয়, তাহা আর কে বলিতে সক্ষম হইবে ?" এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভাগবতেও পাওয়া যায়,—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ ক্ষুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥

"যাঁহাদের স্মরণমাত্রেই লোকের গৃহ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া যায়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও আসনাদি দ্বারা যে কি হইবে তাহা কি বলিব ?" জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু লোকশিক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণুতত্ত্ববেত্তা অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা জগতে জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছায় ঔষধরূপে নিজপ্রিয় বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

"এইমত কত পথ আসিতে আসিতে।
আর দিন জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে ॥
প্রাকৃত-লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর ॥
মধ্য-পথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে।
শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে ॥
পথে রহি' করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর,—হেন ইচ্ছা তাঁ'র ॥
তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।
'সর্ব্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক-পানে ॥
বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে ॥
বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।
সেইক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নাহি জ্বর ॥"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১৬ ২২)

মহাপ্রভুর আচরণ অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত মূর্খ সহজিয়া-সম্প্রদায়ের শিষ্যব্রুবগণ যে গুরুব্রুবগণের পদধূলি গ্রহণ ও পাদধৌত জল পান করেন, তাহা অশুভের আকর ও অত্যন্ত নিন্দার্হ। এইপ্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রভুপাদ চৈঃ ভাঃ আদি ১৭।১৬-২২ পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"প্রভুর অচিন্ত্য গূঢ়লীলার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া প্রাকৃত মূর্খ সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রায়শঃ জাতিসামান্য বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইয়া রাক্ষস বিপ্রের জড় পাদোদক পান করিয়া বসেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১১।৩৫) 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং'—এই বিচার-বিধি লঙ্ঘন করিয়া যাহারা সর্ব্বব্রাহ্মণ-গুরু-বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিয়া জ্ঞান করে, অবৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং শূদ্রতাকে বৈষ্ণবতা বলিয়া ভ্রান্ত হয় তাহাদিগের নিত্য মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত প্রভুর ভক্তবিপ্রপাদোদক-পান লীলা সুমতি উদয় করাইবে। অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণগণই ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের সেবা করিতে সমর্থ, পাপিষ্ঠ শূদ্র তমোগুণের প্রাবল্য নিবন্ধন সর্ব্বদাই ব্রহ্মসূত্রহীন, সুতরাং ঈশসেবা-বিমুখ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অনাত্মদেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত মনোধর্ম্মী নহেন। তিনি সঙ্কীর্ণ, খণ্ডিত ভোগ্য জড়দ্রব্যে বিমূঢ়মতি হন না। ধর্ম্মশাস্ত্রকার অত্রি বলেন,—"ব্রহ্মতত্ত্বং জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। সচৈব তেন পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥" সুতরাং এইরূপ পশু-বিপ্রের পাদোদক পান করিলে সাধারণ বিচার-বিমূঢ় অজ্ঞ জীব সঙ্গে সঙ্গে পশুত্ব লাভ করে।

তীর্থজলের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব-পদজলের মাহাত্ম্যের নিকট কিছুই নহে। বৈষ্ণবের পদজলদ্বারা সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকায়' গাহিয়াছেন,—

বৈষ্ণব চরণ জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।

* * * *

তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীনারায়ণও ভৃগুমুনিকে বলিয়াছেন,—

পুনীহি সহলোকং মাং লোকপালাংশ্চ মদ্গতান্।
পাদোদকেন ভবতস্তীর্থানাং তীর্থকারিণা॥ (ভাঃ ১৯।৮৯।১০)

"আপনার পাদোদক প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহকেও বিশুদ্ধ করে, আপনি তাদৃশ পাদোদকদ্বারা আমাকে, এই বৈকুণ্ঠলোককে এবং আমার আশ্রিত লোকপালগণকে পবিত্র করেন।" শ্রীচৈতন্যভাগবতে উপরোক্ত শ্লোকের প্রতিধ্বনি,—

এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল।
তীর্থেরে করয়ে তীর্থ হেন সুনির্ম্মল॥

যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।
যত লোকপাল সব আমার সহিতে॥
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।
অক্ষয় রহিয়া রহু তোমার চরিত্র॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৫৩-৫৫)

বৈষ্ণবগণের পাদুকাকেও অবলম্বন ও নমস্কার করিলে জীবের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। তাই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বৈষ্ণবের পাদুকাকে নমস্কার করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

ভগবদ্ভক্তপাদাব্জ পাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলমুত্তমম্॥

"যাঁহাদের সঙ্গলাভই জগতের শ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য সেই ভগবদ্ভক্তগণের চরণপদ্মের সংলগ্ন পাদুকাকেও আমার নমস্কার।" পদ্যাবলীতে পাওয়া যায়,—

জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

"কেহ জ্ঞানকে কেহ বা কর্ম্মকে অবলম্বন করেন। কিন্তু আমরা শ্রীহরির দাসগণের পাদুকা অবলম্বনকারী।" অতএব বৈষ্ণবের পাদপদ্ম অভয় ও সর্ব্বশুভের আকর, তাহা আশ্রয় করিলে জীবের কখনও কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি

(পূর্ব্বভাগ)

শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দময় রসঘন পূর্ণবস্তু। দ্বারকায় তিনি পূর্ণ, মথুরাতে পূর্ণতর এবং ব্রজগোকুলে তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে পূর্ণতমরূপে নিত্য প্রকাশিত ও বিরাজিত। অদৃশ্য, পরিদৃশ্য যাবতীয় প্রপঞ্চসমূহের তাঁহাতেই উৎপত্তি, নিষ্পত্তি এবং ব্যাপ্তি।

পূর্ণবস্তু সম্বন্ধে ধারণাটা কিন্তু একটু অন্যরকম, সেটা সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির অতীত, এটা আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত বিষয় নয়। তেমনই ভগবান্ বলিলেই সত্য, সুন্দর, পবিত্র, মঙ্গলময় ইত্যাদি যত ভাল ভাল বিশেষণ আমাদের জানা আছে সবগুলি মনে আসিয়া যায়। আরও যতই সুন্দর সুন্দর বিশেষণ দেওয়া

যাক না কেন, কখনও কোনদিনই কোন বিশেষণই শ্রীভগবানের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না, কিন্তু শ্রীভগবানকে শুধুমাত্র ভাল বলিলে তাঁহার পূর্ণত্বের হানি করা হয়। তিনি একদিকে যেমন সুন্দর, অপরদিকে তেমন ভয়ঙ্কর ; একদিকে যেমন সরল, অপরদিকে তেমন কুটিল ; একদিকে উদার, অন্যদিকে চরম কৃপণ ; একদিকে প্রেমিক, অপরদিকে নির্দ্দয়-নিষ্ঠুর। একদিকে চরম সাহসী, অন্যদিকে চরম ভীত ; একদিকে নিদারুণ অভিমানী, অন্যদিকে একেবারে পথের কাঙাল। একদিকে চরম আসক্ত, অপরদিকে অতলস্পর্শী বৈরাগ্যবান্। একদিকে চরম শান্ত, অপরদিকে দুরন্ত—চঞ্চল ; একদিকে নবীন, অন্যদিকে প্রবীণ। এইভাবে তাঁহার অনন্ত গুণাবলীর দুইটী দিকই সর্ব্বদা যুগপৎ অসমোর্দ্ধভাবে বিদ্যমান।

তাই একদিকে যেমন তাঁহার একটী লোমকূপের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান, তেমনই আবার প্রতি অণু-পরমাণু এমনকি ইলেকট্রন, নিউট্রন, প্রোটন্, আল্‌ফা, বিটা ও গামা, রশ্মির মধ্যেও তঁহার অনন্তলীলার অনন্ত অস্তিত্ব বিদ্যমান।

শ্রীভগবানের অজস্র গুণরাশিকে প্রধানতঃ দুইটী দিকে ভাগ করা যায়—একটী Positive, অপরটী Negative ; একটী সত্ত্ব, অপরটী তমঃ ; একটী আলো, অপরটী অন্ধকার ; একটী দৈবী ; অন্যটী আসুরিক দিক। দৈবীভাবাপন্ন সাধু প্রকৃতির জীবগণ শ্রীভগবানের হাস্যালোকিত দিকটিতে বাস করেন, আর ঈর্ষাপরায়ণ পরদ্বেষী, হিংসুক, কামুক প্রভৃতি আসুরিক ভাবসম্পন্ন জীবগণ ভগবানের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটিতে বাস করেন। এই উভয় দিক এবং উভয় প্রবৃত্তিসম্পন্ন জীবও নিত্য বর্ত্তমান। সাধু-স্বভাবের কাজ হইল—জগৎকে আরও সুন্দর করা, আর আসুরিক শক্তির কাজ হইল—সমস্ত সুন্দরকে ধ্বংস করা, অপবিত্র করা। তাই ইহারা শ্রীভগবানের রাজ্যের ময়লা বা মলস্বরূপ।

এই ময়লা বা মল আবার পূর্ণত্বের একটী অপরিহার্য্য অংশ ; কিন্তু মাঝে মাঝে যখনই এই মলের অংশ বেশী হইয়া যায়, তখনই স্বাভাবিক ভারসাম্য হারাইয়া যায়। আর সেই ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য শ্রীভগবানকে ময়লার ওজন ও গভীরতা অনুযায়ী বিভিন্ন সাজে ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি হস্তে প্রায়ই হাজির হইতে হয়। এইভাবে তিনি তাঁহার রাজ্যে বারবার স্থিতাবস্থা ফিরাইয়া আনেন, আর অসুরগণ বারবার সেইগুলিকে ধ্বংস করিবার অপচেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়।

শ্রীগীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ইহাদের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে :—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া-ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতি শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ ৩॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানঃ চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪॥
দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ভারত! নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে একান্তনিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা বর্জ্জন, সর্ব্বভূতে দয়া, নির্লোভতা, মৃদুতা, অকার্য্য প্রবৃত্তিতে লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, জিঘাংসারাহিত্য এবং অনভিমানতা—এই ছাব্বিশটী গুণ বা বৃত্তি দৈবীসম্পদমুখে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিগণের হইয়া থাকে।

হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞানতা এইগুলি আসুরী সম্পদমূলে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে।

দৈবীসম্পদ মোক্ষের হেতু এবং আসুরী সম্পদ বন্ধনের কারণ বলিয়া জানিবে।

এই অসুরগণের সম্বন্ধে গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ৭ম হইতে ২০ শ্লোক পর্য্যন্ত ইহাদের লক্ষণ আরও বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা :—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
*　　*　　*
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৭॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভা নাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ২০॥
*　　*　　*

ইহারা স্বয়ংই আপনাকে পূজ্য মনে করিয়া আত্মশ্লাঘাকারী, অবিনয়ী এবং ধনজাত-মানবলে গর্ব্বিত হইয়া দম্ভ-সহকারে নামমাত্র যজ্ঞদ্বারা অবিধিপূর্ব্বক আমার ভজন করে।

ইহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বদেহে এবং পরদেহে চিদংশরূপে অবস্থিত আমার দ্বেষ করে এবং ব্রহ্মবাদী সন্মার্গগামী মহাত্মাদিগের গুণসমূহে দোষারোপ করে।

আমি আমার এইসকল দ্বেষপরায়ণ ক্রূরকর্ম্মা নরাধমদিগকে সংসারে আসুরী যোনিতেই অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি।

হে কৌন্তেয়! ঐসকল মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরীযোনি প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আবার একই সঙ্গে ১২শ অধ্যায়ে ১৩-২০ শ্লোকে তাঁহার প্রিয় ভক্তের লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন, যথা :—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।

* * *

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখ-দুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

অর্থাৎ যে ভক্ত প্রিয়লাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতেও দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভাশুভ পরিত্যাগী—এইরূপে ভক্তিমান্ যিনি, তিনিই আমার প্রিয়।

যিনি শত্রু ও মিত্রে সমজ্ঞান, মান ও অপমানে, শীত ও গ্রীষ্মে এবং সুখ ও দুঃখে সমান আসক্তিহীন, নিন্দা ও স্তুতিতে সমজ্ঞান, মৌনী, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানবিহীন ও স্থিরমতি—এইরূপ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

যাঁহারা উক্তরূপ ধর্ম্মে অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, মৎপরায়ণ সেইসকল ভক্ত আমার প্রিয়।

যে কোন পূর্ণ জিনিসের মধ্যে ঐ দুইটী দিকই বর্ত্তমান থাকিবে। ধরা যাক্, একটী সুন্দর বাড়ী। যাহাতে সুন্দর সুন্দর সমস্ত কামরা, বারান্দা, সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র সমেত লন্, উঠান, বাগান সবকিছুই বর্ত্তমান, কিন্তু ঘর-দুয়ার নোংরা হইবে বলিয়া সেখানে রান্নাঘর নাই এবং অপবিত্র বলিয়া সেখানে কোন

Bathroom, Toiletroom এবং কোনরকম পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত রাখা হয় নাই, কারণ ইহাতে নাকি বাড়িটির সৌন্দর্য্যের হানি হইবে। এই বাড়ীটিকে কি এতৎসত্ত্বেও একটী আদর্শ সুন্দর বাড়ী বলা যাইবে, না কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ সেখানে বাস করিতে পারিবে ?

সম্পূর্ণ বাড়ী বলিতে সেখানে সব কিছুই থাকিবে নিজস্ব জায়গামত। Drain, Dustbin, Bathroom, Toiletroom, Kitchenroom একাধারে সমস্তই প্রয়োজন। Toiletroom chamber Drain, Dustbin এইগুলি সমস্ত অন্ধকার দিকের ব্যাপার ; তাই এইগুলিকে চোখের আড়ালে রাখিতে হইবে, কারণ অন্ধকারের কাজ অন্ধকারেই সারিতে হয়। সর্ব্বসমক্ষে তাহাদের আনিতে নাই। আবার ইহাতে যখন মল অধিক জমিয়া যায়, তখন তাহা আবার বিভিন্ন-ভাবে পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সংস্কার করিবার পদ্ধতিও আবার বিভিন্ন ধরণের মলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ।

মলের একটী স্বাভাবিক বৃত্তিই হইল—ইহা স্বতঃই আসিয়া উদিত হয়—আমন্ত্রণের-নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে না। পরিষ্কার করা হইলেও আবার স্বাভাবিক ভাবেই ইহা জমিয়া যাইবে। ইহার স্বভাবই হইল সমস্ত কিছু সুন্দরকে কলুষিত করা।

শরীরের প্রধান অংশ হইল মস্তক, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কর্ত্তব্য হইল সমস্ত-রকম ভাবে মস্তককে সাহায্য করিয়া চলা। ইহাতে সকলেরই যথোচিত অস্তিত্ব বজায় থাকে। কিন্তু এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যখন মস্তক সাজিবার দুর্ব্বাসনা জন্মে, তখনই সমস্ত রকম গোলযোগ, অশান্তি, উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও তখন মলবৎ পরিত্যাজ্য। কোন দেহী যদি তাহার মলকে তাহার নিজস্ব শরীরের অংশ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন এবং নিজের গায়ে মাখিয়া বসিয়া থাকেন তবে সেই স্বাধীনতা তাঁহার আছে, কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক ভদ্রলোকগণ দুর্গন্ধে তাঁহার নিকটে আসিবেন না এবং ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন।

শরীরে কঠিন ব্যাধি থাকিলে উৎকৃষ্টতম পথ্য সেবন করিলেই বা কি হইবে ? তেমনই বড় বড় শ্লোক মুখস্থ করিয়া অত্যুচ্চাঙ্গের আলোচনা করিলেও মলাধিক্যের দুর্গন্ধের প্রভাবহেতু তাহা কলুষিত-প্রায় হইয়া যাইবে।

ইহারা এতই দুর্ভাগা যে, মহাভাগবতের একান্ত সন্নিকটে থাকিয়াও বঞ্চিত হয় এবং ঐহিক লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা লইয়াই মত্ত থাকে। যদিও ইহারা পরমার্থ কি, তাহা বোঝেও না, ফলতঃ প্রয়োজনও বোধ করে না। অনেকে আবার

মহাভাগবতের অনুকরণে ব্যর্থ প্রয়াসী হয় এবং অপস্বার্থের জন্য মহাভাগবতকেও ঈর্ষা করিয়া নরকে পতিত হয়, তাহা বুঝিতেও পারে না।

শ্রীগীতার ১৮শ অধ্যায়ে ইহাদের সম্বন্ধে শ্রীভগবানের গূঢ়তম নির্দ্দেশ,—

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

অর্থাৎ হে অর্জুন! তুমি এই গীতার্থ তত্ত্বধর্ম্মানুষ্ঠানবিহীন, গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিহীন, সাধনহীন অথবা শ্রবণে অনিচ্ছুককে বলিবে না, আবার আমার অসূয়াকারীকে কদাচ বলিবে না। তাহার পরই বলিতেছেন :—

যো ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

অর্থাৎ যিনি এই পরমগুহ্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, তিনি আমাতে পরম ভক্তিলাভ করিয়া নিঃসন্দেহে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন।

একটী শরীরের প্রধান মল যেমন পূরীষ, তারপর মূত্র, ঘর্ম্ম, থুথু, কফ, কেশ, কীট, নখ, ময়লা প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত মল প্রতিনিয়ত জাত হইতেছে, ধর্ম্মীয় জগতেও তদ্রূপ ক্রমানুসারে বিভিন্ন মল আসিতেছে। শ্রীভগবান্‌ও তজ্জন্য মলের ওজন এবং গুরুত্বানুযায়ী মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি অনন্তরূপে আবির্ভূত হইয়া বা তাঁহার বিশেষ শক্তিকে প্রেরণ করিয়া ঐ সকল মল দূরীকরণের পর সদ্ধর্ম্মের সংস্থাপন করেন।

সনাতন ধর্ম্ম তথা বৈষ্ণব ধর্ম্মও মাঝেমধ্যে এমনভাবে মলাচ্ছন্ন হয় যে, ইহার প্রকৃত কোন অস্তিত্ব আছে বলিয়াই মনে হয় না। এই প্রকার এক ক্রান্তিক্ষণে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সমস্ত মলকে বিদূরিত করিয়া আবার ইহাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁহার অকটের কিছুদিন পরেই আবার বৈষ্ণবধর্ম্ম যথারীতি মলাচ্ছন্ন হইয়া যায়। তখন শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আবির্ভূত হইয়া ইহার সমস্ত অপসিদ্ধান্তরূপ মল অপসারিত করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ প্রকাশ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর কিছুদিন যাইতে না যাইতেই সাম্প্রতিককালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে এতই মলাধিক্য ঘটিয়াছে যে সারস্বত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের যে বিশেষ নীতি ও আদর্শ, তাহা প্রায় একপ্রকার চাপা পড়িতে চলিয়াছে। অতিসত্বর কঠোর হইয়া সমস্ত দুর্ব্বলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ইহার প্রতিকার না করিলে ভবিষ্যতে শ্রীগৌড়ীয় আদর্শের আর কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া

পাওয়া যাইবে না। এই মন্তব্যে যাঁহারা সুস্থ সরল বৈষ্ণব, তাঁহাদের সুস্থ আবহাওয়ায় বাঁচিবার আশায় প্রাণে আনন্দের শিহরণ জাগিবে। তাঁহারা ইহাতে সুস্থ মনের শান্তি ও আকুল প্রাণের স্বস্তি খুঁজিয়া পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মলাংশে যাহারা মলস্বরূপ তাহাদের চরম গাত্রদাহ উপস্থিত হইবে এবং বিরূপ মন্তব্য করিয়া দল বাঁধিবার অপচেষ্টা করিবে। সে যাহাই হউক, আমরা শ্রীভগবানের এই কথায় আশাবন্ধ রাখিয়া বসিয়া থাকিব :—"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

— শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

ভগবদ্দাস্য

প্রাকৃত জগতে প্রভু ও দাসের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, অপ্রাকৃত রাজ্যে দাস ও প্রভু এরূপ ধরণের নহেন। এ জগতে দাসত্ব অত্যন্ত ঘৃণ্য ও হীন বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু সুখময় রাজ্যে তাহা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ ও সুখদ। এ জগতে প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, আর পরজগতে সকলেই সেবা-ধর্ম্মযুক্ত থাকিয়া ভগবানের সুখের জন্য যত্নপর।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান ও সকলের অদ্বিতীয় প্রভু, আর অন্য সকলে কি স্বাংশ, কি বিভিন্নাংশ—অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের দাস বা দাসী, সেবক বা সেবিকা। সকলেই কৃষ্ণের স্বজন বা সেবক। এই দাসগণ ভগবানের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। প্রভু ও দাস উভয়ে উভয়ের সুখ-বিধানের জন্য উদ্‌গ্রীব। ভক্তগণ যেমন কৃষ্ণপরতন্ত্র, কৃষ্ণ ও সেইরূপ ভক্তপরতন্ত্র। ভগবান্ এই দাসগণকে আত্মা হইতেও প্রিয়তর দেখেন এবং নিজাপেক্ষাও অধিক সম্মানের আসন প্রদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবৎপূজা অপেক্ষা ভক্তপূজা শ্রেষ্ঠ। ভক্তপূজা বাদ দিয়া ভগবানের পূজা হয় না। ভগবানের নিত্যসঙ্গী ভক্তগণই সকলের সকল সেবা ভগবৎপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। তাঁহারা নিজে কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না।

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥ (ভাঃ ১১।১৯।২১)

হে উদ্ধব! সম্যগ্‌রূপে আমার পরিচর্য্যায় রতগণ অপেক্ষা যিনি আমার ভক্তের পূজা ও পরিচর্য্যা করেন, সর্ব্বভূতে আত্মরূপী আমাকে উদ্দেশ করিয়া সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন, আমি তাহাকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত জ্ঞান করি।

ভগবানের ভক্তগণ সকলেই মহৎ। উহারা সকলের উর্দ্ধে সর্ব্ববিধ সম্মানের সহিত সর্ব্বলোকে সর্ব্বদা পূজিত হন। অল্প ভাগ্যে ভগবানের দাস হওয়া যায় না। আচার্য্য-ভৃত্যাভিমান সহজে জাগে না। গুরু-[illegible]কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান্ হওয়া যায় না। দাসের প্রভুসেবাই যে একমাত্র ধর্ম্ম, নিরন্তর নিষ্কপট সেবায় নিযুক্ত থাকাই যে দাসের একমাত্র প্রতিষ্ঠা, এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে অপর বস্তুর জন্য লালায়িত হইলে ভজন-প্রতিবন্ধক জড়প্রতিষ্ঠা আসা যে স্বাভাবিক, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। শাস্ত্র বলেন,—

অল্প করি' না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান।
আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

হরি ও গুরু হইতে ভক্তগণের পৃথক্ অবস্থান নাই। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সুখেই তাঁহাদের সুখ, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাতেই ভক্তের প্রতিষ্ঠা। তাঁহারা পৃথগ্‌ভাবে সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাহাতে তাঁহারা সুখী হন না; পরন্তু তাহা দুঃখ বলিয়া জানেন। দাস্যে যে কি আনন্দ, তাহা তাঁহারাই জানেন। কৃষ্ণদাস-অভিমানেই তাঁহাদের গৌরববৃদ্ধি। তাহাতে কেহ খর্ব্বিত বা হীন হন না। এই কৃষ্ণদাস্যই সকলের সর্ব্বোত্তম পদ, চরম উন্নতি ও পরম খ্যাত। বিভিন্নাংশ জীবের কা কথা, স্বাংশ চিদ্‌বৈভববিস্তার বৈকুণ্ঠজনগণও কৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ করিতে লালায়িত, তাঁহারা কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণভক্তাভিমানেই কৃতার্থ। যাঁহারা সখ্যাদি রসের অভিলাষী তাঁহারাও দাস্যভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়া ধন্য হন। সকল শক্তির মূলাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণানন্দিনী শ্রীবৃষভানুজাও দাসী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণদাস্যে এত মাহাত্ম্য, এত মধুরিমা, এত আনন্দ। সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্বের আকর বলদেবপ্রভুও নিজেকে কৃষ্ণদাস ভাবনা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁ'র পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ' সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান॥
তাঁ' সবার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হইতে সকলাংশে পরম-অধিকা॥

তেঁহো যাঁ'র দাসী হইয়া সেবেন চরণ।
যাঁ'র প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥
দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥
আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁ'র ভাব শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্যাদিময়॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা॥
সহস্রবদন যেঁহো শেষ সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো, সর্ব্বদেব-অবতংশ॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব – 'মুই কৃষ্ণদাস'॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণগুণলীলা গায়, নাচে নিরন্তর॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করায়॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য, জগত-ঈশ্বর।
আর যত—সব, তাঁ'র সেবকানুচর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব – তাঁহার কিঙ্কর॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁ'র দাস।
যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ॥ (চৈঃ চঃ আদি ষষ্ঠ)

ভগবদ্দাস্য ব্যতীত গতি নাই। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই তাহা লাভের জন্য যত্ন করা উচিত। ভগবান্‌কে সর্ব্বক্ষণ মনে না রাখিতে পারিলে আমাদের শান্তি নাই। ভগবান্ পরমভোক্তা, ভোগেই তাঁহার সুখ; ভোগেই তাঁহার বিরতি, ক্লান্তি বা নির্ব্বেদ নাই। ভক্তগণ ভগবৎসেবক। তাঁহাদেরও ভগবৎ-সেবায় বিরতি, ক্লান্তি বা নির্ব্বেদ নাই। তাই তাঁহারা ভগবৎসেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এ জগৎ দুঃখময়। দুঃখ না থাকিলে আমাদের ভগবৎ-স্মরণ হয় না। সুতরাং এই দুঃখ ভগবানের অসীম দয়ার পরিচায়ক। এই সকল

কথা উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। যতদিন আমরা সাধনরাজ্যে বর্ত্তমান থাকিব, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের বৈধমার্গে বিষ্ণুর আরাধনা অবশ্য কর্ত্তব্য; নতুবা শ্রেয়োলাভ অসম্ভব। গুরু-বৈষ্ণবের অনুগত থাকিয়া অণুক্ষণ প্রতি বস্তুকে নিজের সেব্য বা সেব্যের প্রিয়জ্ঞানে অবনত মস্তকে কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত রাখিলে বিষ্ণুস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"

মহাভারত বলেন,—সুখ বা শান্তিলাভের উপায় ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম-তত্ত্ব গুহাতে নিহিত আছে অর্থাৎ গোপনীয়রূপে রহিয়াছে। করুণাময় মহাজনগণের কৃপা অবলম্বনে এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সকলে আমরা সুখ চাই। সুখই আমাদের প্রয়োজন। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি নির্ধনী, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি চোর, দস্যু-মাতাল, কি গৃহস্থ কি ত্যাগী, সকলেরই কাম্য বা উদ্দেশ্য এক—দুঃখ-নিবৃত্তি এবং সুখ প্রাপ্তি। প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সকলের এক। কিন্তু আমরা সুখ লাভের প্রকৃত উপায় জানি না বলিয়া প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারি না। এখানে সংসারে ধন, সম্পত্তি, সম্মান, আহার, বিহার প্রভৃতিতে যাহা সুখ আছে, তাহা ক্ষণস্থায়ী অনিত্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—মস্তকের ভার স্কন্ধে লইলে সাময়িকভাবে যেরূপ ভারের লাঘব হয় বা সুখ বোধ হয়; কণ্ডুয়নের দ্বারা যে সুখ হয় তাহার পরে জ্বালা হইয়া থাকে, সংসারের সুখও এইরূপ। অথবা শ্রুতি সুখ—শুনিতে সুখ।

এইজন্য শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ (গীতা ৫।২২)

হে কৌন্তেয়! বিষয়জাত যে ভোগসুখ তাহা দুঃখেরই হেতু; কেন না তাহা আদি ও অন্তযুক্ত অর্থাৎ অনিত্য। অতএব বিবেকিগণ তাহাতে তৃপ্ত হন না।

সেইজন্য প্রকৃত সুখ লাভের উপায় কি, ইহাই আমাদের আলোচ্য।

শাস্ত্র বলেন,—ধর্ম্মের দ্বারাই প্রকৃত সুখ লাভ হইবে, ধর্ম্মই সুখ বা শান্তি লাভের মূল বা উপায়। রামায়ণে শ্রীবাল্মীকি বলিয়াছেন,—

ধর্ম্মাদর্থ-প্রভবতি ধর্ম্মাৎ প্রভবতে সুখম্।
ধর্ম্মেণ লভতে সর্ব্বং ধর্ম্ম সারমিদং জগৎ॥

(শ্রীরামায়ণ অরণ্যকাণ্ড ৯।৩০)

ধর্ম্মের দ্বারা অর্থ, সুখ এবং সকল বস্তুই লাভ হয়। এইজন্য জগতের মধ্যে সারবস্তু একমাত্র ধর্ম্ম। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

ভগবানের আবির্ভাব-ক্ষেত্রকে ধাম বলে। শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগ-রসবিগ্রহ। তিনিই আবার বিপ্রলম্ভ বিগ্রহরূপী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু। তাঁহার আবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপকে তজ্জন্য ধাম বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের আবির্ভাব-ক্ষেত্র বা ধাম পরিক্রমা করিলে জীবের সংসার-মুক্তি ও ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপধাম অভিন্ন ব্রজধাম। ব্রজের যাবতীয় রসের বিলাস নবদ্বীপেই পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। তদুপরি ঔদার্য্যবিচারে ব্রজধাম অপেক্ষা বদ্ধজীবের নিকটে ইহা অতীব কৃপাময়। তজ্জন্য এই ধাম-পরিক্রমার বিধান শাস্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রেমময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুকে সঙ্গে লইয়া এই ধামের যাবতীয় লীলাস্থলী দর্শন ও তত্তৎ স্থান-মাহাত্ম্য বর্ণনমুখে পরিক্রমা করিয়াছিলেন। তাহারই কিছুদিন পরে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও রামচন্দ্র প্রভু ঈশান প্রভুকে আশ্রয় করিয়া এই ধাম পরিক্রমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে বেশ কিছুকাল অতীত হইলে ধামের লীলাস্থলী লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান করেন। তখন মহাপ্রভুরই নিজ শক্তি শুদ্ধভক্তির ভগীরথ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর ইচ্ছায় জগতে প্রকটিত হইয়া ধামের লুপ্তস্বরূপ পুনঃ প্রকাশ করেন এবং ধাম-পরিক্রমার বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন।

তাঁহারই মনোভীষ্ট পূরণকল্পে তাঁহারই নিজজন জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জগতে প্রকটিত হন এবং মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের নানাবিধ আবিলতা, অপসিদ্ধান্ত ও অনাচার বিদূরিত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমস্বরূপ সুধী ব্যক্তিদিগের নিকট

প্রকাশ করিয়া জগতের পরম মঙ্গল বিধান করেন। তিনি বিপুল সমারোহে অনুগত শিষ্য, ভক্ত ও শ্রদ্ধালু জনগণকে লইয়া এই নবদ্বীপধাম-পরিক্রমার আদর্শ স্থাপন করিয়া জীবের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

তাঁহার অপ্রকটের পর পুনরায় এই ধামপরিক্রমা লুপ্ত হইয়া যায়। সেইকালে তাঁহারই একনিষ্ঠ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শহর নবদ্বীপে "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি" নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক স্বীয় নির্ভীকতা ও মহত্ত্বের পরিচয়-স্বরূপে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের যাবতীয় আচার-প্রচার ও বিচার সুসংরক্ষণ করত পুনরায় শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা করেন। সম্পূর্ণ কপর্দকশূন্য অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়াও তাঁহার এই সকল সেবা ক্রমশঃ সর্ব্বোত্তমরূপে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। তদবধি তাঁহার অধঃস্তনগণ তাঁহারই কৃপাশীর্ব্বাদকে নির্ভর করিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা করিয়া আসিতেছেন এবং বর্ত্তমানকালে তাহা সর্ব্বোত্তম স্থান অধিকার করিয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে ৮ই চৈত্র ১৪০০ (ইং ২২।৩।৯৪), মঙ্গলবার হইতে ১৪ই চৈত্র (ইং ২৮।৩।৯৪), সোমবার পর্য্যন্ত নবদ্বীপধাম-পরিক্রমার সূচনানুসারে সমগ্র ভারত এবং বহির্দেশ হইতে ন্যূনাধিক দশ সহস্র সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ, গৃহস্থ, সজ্জন ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ এই পরিক্রমায় যোগদান করিয়া পারমার্থিক কল্যাণলাভে ধন্য হইয়াছেন। সমাগত পরিক্রমাকারিগণের অবস্থান ও প্রসাদাদির দায়দায়িত্ব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে নির্ব্বাহিত ও পরিচালিত হইয়াছে। সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শারিরীক অসুস্থতাহেতু যদিও অনুপস্থিত ছিলেন তথাপি তাঁহার শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদে এই পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে ও পরম মঙ্গলময়রূপে সুসম্পন্ন হওয়ায় সকলেই নিজেকে পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিয়াছেন। পরমপূজ্যপাদ সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের আনুগত্যে ও পরিচালনায় ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ পরমোৎসাহে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিয়া এই অনুষ্ঠানটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

পূর্ব্বপ্রকাশিত ও মুদ্রিত নিমন্ত্রণ-পত্রানুসারে যথাযথভাবে শ্রীধামের নয়টী দ্বীপ ভক্তগণ পরিক্রমা করিয়া পরমানন্দ ও ভক্তির অধিকারী হইয়াছেন।

এই ভক্ত্যনুষ্ঠানে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা যাঁহারা সহযোগিতা করিয়াছেন সমিতির নগণ্য সেবকসূত্রে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণবচরণে তাঁহাদের প্রাপ্তব্য প্রেমভক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

—নিজস্ব সংবাদ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৬শ বর্ষ | ২০ মধুসূদন, বাসুদেব, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ | ৩১ বৈশাখ, রবিবার, ১৪০১, ইং ১৫/৫/৯৪ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(১)

বন্দে বন্দ্যং সদানন্দং বাসুদেবং নিরঞ্জনম্।
ইন্দিরাপতিমাদ্যাদি-বরদেশ-বরপ্রদম্॥ ১॥

যিনি ব্রহ্মপ্রমুখ বরদেশ্বরগণের প্রতিও বরপ্রদ এবং নিখিল লোকের বন্দনীয়, সেই কমলাপতি সদানন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীবাসুদেবকে বন্দনা করি॥ ১॥

নমামি নিখিলাধীশ-কিরীটাঘৃষ্ট-পীঠবৎ।
হৃত্তমঃশমনেঽর্কাভং শ্রীপতেঃ পাদপঙ্কজম্॥ ২॥

আমি ভক্তগণের হৃদয়-তিমির-বিনাশনে সূর্য্যপ্রতিম শ্রীহরিপাদপদ্ম-যুগলকে প্রণাম করি। নিখিল লোকপালগণ প্রণামকালে নিজ নিজ কিরীটের অগ্রভাগ-দ্বারা উক্ত শ্রীপাদপদ্ম-যুগলের পীঠ বা আসনকে সম্যগ্‌ভাবে ঘর্ষণ করেন ॥ ২ ॥

জম্বুনদাম্বরাধারং নিতম্বং চিন্ত্যমীশিতুঃ।
স্বর্ণমঞ্জরী-সংবীতমারূঢ়ং জগদম্বয়া ॥ ৩ ॥

জগদীশ্বর শ্রীহরির নিতম্বদেশ সৌবর্ণ-বসনাবৃত, স্বর্ণমঞ্জরী-পরিবেষ্টিত এবং জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবী-কর্ত্তৃক আরূঢ়রূপে চিন্তনীয় ॥ ৩ ॥

উদরং চিন্ত্যমীশস্য তনুত্বেঽপ্যখিলম্ভরম্।
বলিত্রয়াঙ্কিতং নিত্যমুপগূঢ়ং শ্রিয়ৈকয়া ॥ ৪ ॥

তাঁহার উদরভাগ তনু (সূক্ষ্ম), অথচ বিশ্বম্ভর, ত্রিবলি-চিহ্নযুক্ত এবং একমাত্র শ্রীদেবীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতরূপে ধ্যেয় ॥ ৪ ॥

স্মরণীয়মুরো বিষ্ণোরিন্দিরাবাসমীশিতুঃ।
অনন্তমন্তবদিব ভুজয়োরন্তরং গতম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিষ্ণুর বক্ষোদেশ ইন্দিরাদেবীর আবাসস্থলীরূপে চিন্তনীয়। উহা স্বরূপতঃ অনন্ত বা অসীম হইলেও ভুজযুগলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সসীমের ন্যায় প্রতীয়মান ॥ ৫ ॥

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধরাশ্চিন্ত্যা হরের্ভুজাঃ।
পীনবৃত্তা জগদ্‌রক্ষা-কেবলোদ্‌যোগিনোঽনিশম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীহরির ভুজ-চতুষ্টয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বিভূষিত, পীন (স্থূল) ও সুগোলাকার এবং জগতের রক্ষারূপ একমাত্র কৃত্যে নিরন্তর নিযুক্তরূপে স্মরণীয় ॥ ৬ ॥

সন্ততং চিন্তয়েৎ কণ্ঠং ভাস্বৎ-কৌস্তুভ-ভাসকম্।
বৈকুণ্ঠস্যাখিলা বেদা উদ্‌গীর্য্যন্তেঽনিশং যতঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীহরির কণ্ঠদেশ সমুজ্জ্বল কৌস্তুভমণিরও সমুদ্ভাসক এবং উহা হইতে নিরন্তর নিখিল বেদরাশি উচ্চারিত হইতেছে, ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করিবে ॥ ৭ ॥

স্মরেচ্চ যামিনীনাথ-সহস্রামিতকান্তিমৎ।
ভবতাপাপনোদোদ্যং শ্রীপতের্ম্মুখ-পঙ্কজম্ ॥ ৮ ॥

কমলাপতির শ্রীমুখকমল-সহস্রচন্দ্রের অতুলকান্তিযুক্ত ও ভবসন্তাপ-বিনাশন এবং নিখিল-লোক-প্রশংসনীয়রূপে ধ্যান করিবে ॥ ৮ ॥

পূর্ণানন্দ-সুখোদ্ভাসি মন্দস্মিতমধীশিতুঃ।
গোবিন্দস্য সদা চিন্ত্যং নিত্যানন্দ-পদপ্রদম্ ॥ ৯ ॥

ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের মন্দহাস্য অদ্বিতীয় পূর্ণসুখের উদ্ভাসক এবং নিত্যানন্দ-ধামপ্রদ, ইহা সর্ব্বদা চিন্তা করিবে ॥ ৯ ॥

স্মরামি ভবসন্তাপ-হানিদামৃত-সাগরম্।
পূর্ণানন্দস্য রামস্য সানুরাগাবলোকনম্॥ ১০ ॥

পূর্ণানন্দ-স্বরূপ জগদভিরাম শ্রীহরির অনুরাগময় অবলোকন-ভঙ্গী আমি স্মরণ করিতেছি। উহা ভব-সন্তাপ-নাশন অমৃতসিন্ধু-স্বরূপ॥ ১০ ॥

ধ্যায়েদজস্রমীশস্য পদ্মজাদি-প্রতীক্ষিতম্।
ভ্রূ-ভঙ্গং পারমেষ্ঠ্যাদি-পদদায়ি বিমুক্তিদম্॥ ১১ ॥

শ্রীহরির ভ্রূ-ভঙ্গ পারমেষ্ঠ্যাদি ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই প্রদান করে বলিয়া ব্রহ্মাদি লোকপালগণও তাঁহার প্রতীক্ষা করেন। ঈদৃশ ভ্রূ-ভঙ্গ নিরন্তর ধ্যান করিবে॥ ১১ ॥

সন্ততং চিন্তয়েঽনন্তমন্তকালে বিশেষতঃ।
নৈবোদাপুর্গৃণন্তোঽন্তং যদ্‌গুণানামজাদয়ঃ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার গুণরাশি কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই, আমি সেই অনন্তকে নিরন্তর, বিশেষতঃ অন্তকালে চিন্তা করি॥ ১২ ॥

প্রশ্নোত্তর

জড়জগৎ

১। জড়-জগৎ কি বস্তু?

"জড়-জগৎ চিজ্জগতেরই বিকৃত প্রতিফলন। * * আদর্শে যাহা সর্ব্বোত্তম, প্রতিফলনে তাহা সর্ব্বাধম; আদর্শে যাহা অত্যন্ত নিম্নস্থ, প্রতিফলনে তাহা উচ্চস্থ। মুকুরে প্রতিফলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিপর্য্যয়-ভাব বিচার করিলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।"　　—জৈঃ ধঃ ৩১শ অঃ

২। জড়-জগতের কি স্বতন্ত্র সত্তা আছে?

"জড়-জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, ইহা চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন-মাত্র। আদর্শে যে-সকল সংস্থান, ভাব ও প্রক্রিয়া শুদ্ধ ও শিবস্বরূপ, সেই সমস্তই এখানে অমঙ্গলরূপে প্রতিফলিত হইতেছে। যে-যে ধর্ম্ম সেখানে আশ্রয়রূপে নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে, সেই সেই ধর্ম্মের প্রতিফলন এখানে পুণ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত। যে-যে ধর্ম্ম তথায় ব্যতিরেক-রূপে মঙ্গল বিধান করিতেছে, সেই সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিত হইয়া এখানে অমঙ্গল প্রসব করিতেছে এবং পাপরূপে গণিত।"　　—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।১

৩। জড়-জগৎ কি মিথ্যা ?

"মায়িক জগৎ মিথ্যা নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছায় এই জগৎ সত্য। কিন্তু এই জগতে প্রবিষ্ট হইয়া যত প্রকার মায়িক 'আমি' ও 'আমার' করিতেছি, তাহাই মিথ্যা। জগৎকে যাঁহারা 'মিথ্যা' বলেন, তাঁহারা মায়াবাদী, সুতরাং অপরাধী।

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

৪। জড়-জগৎ কেন মিথ্যা নহে ?

"যদি এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে 'মিথ্যা' বল, তাহা হইলে ইহাতে অর্থ-সাধন-ক্রিয়া কিরূপে হইত ? ঘটে জল আনয়ন করিলে অনেক কার্য্য সিদ্ধ হয়। ঘটকে তুমি মিথ্যা বলিতে পার না, কেবল নশ্বর বলিতে পার। তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান জগৎ অর্থ-সাধক হওয়ায় মিথ্যা হইতে পারে না " —তঃ মুঃ ১০২

৫। জগৎ মিথ্যা না হইয়াও নশ্বর কিরূপে ?

"এই বিশ্ব সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহা নিত্য সত্য—এরূপ বলিলে তর্কহত হইয়া ব্যভিচার উদয় হয়। আবার এই বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ইহাকে **'নিতান্ত মিথ্যা' বলিলে তর্কহত মিথ্যা কথা হয়।** অতএব **'এই বিশ্ব সত্য হইয়াও নশ্বর'—এই কথা বলিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়।** চিন্তামণি যেরূপ স্বর্ণাদি প্রসব করে, তদ্রূপ পারমেশ্বরী শক্তিও এই নশ্বর জগৎকে প্রসব করিয়াছেন। —'প্রমাণ-নির্দ্দেশ', শ্রীভাঃ মাঃ ১।৫

৬। সংসারে আসক্তি মঙ্গলদায়ক কি ?

"সংসার' 'সংসার' ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল ॥
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা ক'রি' বৃথা দিন যায় ॥

—'নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি' ৪, কঃ কঃ

৭। জড়-জগতে ভোগের মূল্য কি ?

"ইন্দ্রিয়-তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই,
সেও সুখ অভাব-পূরণ।
যে সুখেতে আছে ভয়, তাকে 'সুখ' বলা নয়,
তা'কে 'দুঃখ' বলে বিজ্ঞ-জন ॥"

—'নির্ব্বেদ লক্ষণ উপলব্ধি' ৩, কঃ কঃ

৮। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র ও জীবের ইন্দ্রিয়-সমূহ কিরূপে সৃষ্ট হয় ? জীবগণই বা কি ?

"চিদৈশ্বর্য্য-প্রধান পরব্যোমে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীনারায়ণ বিরাজমান। তাঁহার ব্যূহগত মহা-সঙ্কর্ষণও শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহাংশ। তিনি চিচ্ছক্তি-বলে একাংশে সৃষ্টিকালে চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যসীমা-রূপা বিরজায় নিত্য শয়ন করিয়া দূরস্থিতা ছায়া-রূপা মায়া-শক্তির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তৎকালে সেই চিদীক্ষণ স্বরূপাভাসরূপ দ্রব্যশক্তিময় প্রধানপতি রুদ্ররূপী শম্ভু নিমিত্তাংশ মায়ার সহিত সঙ্গ করেন; কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিদ্বলরূপ মহাবিষ্ণু-প্রভাব ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং শিবশক্তিরূপা মায়া ও প্রধানগত উপাদান, এতদুভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় কৃষ্ণাংশ অর্থাৎ কৃষ্ণাংশ-সঙ্কর্ষণের অংশরূপ মহাবিষ্ণু আদ্যাবতাররূপে অনুকূল হইলেই মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহাবিষ্ণুর অনুকূলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, তন্মাত্র ও জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অংশ-সমূহই জীবরূপে উদিত।"　　—ব্রঃ সং ৫।১০

চিজ্জগৎ

১। চিজ্জগৎ কি অসম্পূর্ণ?

"বৈকুণ্ঠের ভাণ্ডার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, নিত্যপ্রেমাস্পদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া জীবদিগকে সততই আহ্বান করিতেছেন।"

—কৃঃ সং ৯।৫

২। 'ব্রজ' কি? 'ব্রজ'-শব্দের অর্থ কি?

"মায়িক-জগৎস্থিত জীবের চিদ্বিভাগে বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বের আবির্ভাবের নাম—'ব্রজ'; ব্রজ-শব্দ—গমনার্থ-সূচক।"　　—কৃঃ সং ৫।২

৩। বৈকুণ্ঠ কি খণ্ড ও সসীম-তত্ত্ব?

"সদ্ভাবেঽপি বিশেষস্য সর্ব্বং তন্নিত্যধামনি।
অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ-স্বরূপং প্রকৃতেঃ পরম্॥

বিশেষ ধর্ম্মকর্ত্তৃক নিত্যধামের যে বৈচিত্র্য স্থাপিত হইয়াছে, তাহা নিত্য হইলেও সমস্ত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বটী অখণ্ড-সচ্চিদানন্দস্বরূপ; যেহেতু তাহা প্রকৃতির পর-তত্ত্ব; অর্থাৎ দেশ-কাল ও ভাবের দ্বারা প্রাকৃত তত্ত্ব-সকল খণ্ড-খণ্ড হইয়াছে, পরতত্ত্বে সেরূপ সদোষ-খণ্ড-ভাব নাই।"　　—কৃঃ সং ১।১০

৪। চিজ্জগৎ-সম্বন্ধে বর্ণনা কি জড় হইতে গৃহীত ও কল্পিত?

"চিচ্ছক্তিনির্ম্মিতং সর্ব্বং যদ্বৈকুণ্ঠে সনাতনম্।
প্রতিভাতং প্রপঞ্চেঽস্মিন্ জড়রূপমলান্বিতম্॥

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাঁহারা এরূপ বৈকুণ্ঠ-ভাব প্রথমে বর্ণন করেন,

তাঁহারা জড়ভাব-সকলকে চিৎতত্ত্বে আরোপ করিয়া পরে কুসংস্কারদ্বারা তাহাতে মুগ্ধ হন এবং পরে ঐসকল সংস্কারকে কূটযুক্তিদ্বারা উক্তপ্রকারে স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠ ও ভগবদ্বিলাসের বর্ণন, সমস্তই প্রাকৃত। এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল তত্ত্বজ্ঞানাভাব-বশতঃই হয়। যাঁহারা গাঢ়রূপে চিৎতত্ত্বের আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা কাজে-কাজেই এরূপ তর্ক করিবেন ; কেননা, মধ্যমাধিকারীরা তত্ত্বের পার না পাওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সংশয়াক্রান্ত হইয়া সংস্কৃতি ও পরমার্থের মধ্যে দোদুল্যমান-চিত্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ যে-সকল বিচিত্রতা জড়-জগতে পরিদৃশ্য হয়, সে-সকল চিজ্জগতের প্রতিফলন-মাত্র। চিজ্জগৎ ও জড়-জগতে বিভিন্নতা এই যে, চিজ্জগতে সমস্তই আনন্দময় ও নির্দ্দোষ এবং জড়-জগতে সমস্তই ক্ষণিক-সুখ-দুঃখময় ও দেশ-কাল-নির্ম্মিত হেয়ত্বে পরিপূর্ণ। অতএব চিজ্জগৎ-সম্বন্ধে বর্ণন-সকল জড়ের অনুকৃতি নয়, কিন্তু ইহার অতি বাঞ্ছনীয় আদর্শ।"

—কৃঃ সং ১।২৯

৫। চিজ্জগতের লীলাপীঠ ও কৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রভৃতি কি কাল্পনিক-জড়,—না চিন্ময় ?

"চিদ্ব্যাপারই মূল-পদার্থ ; বিশেষ ও বিচিত্রতা তাঁহাতে নিত্যবর্ত্তমান ; তদ্দ্বারা কৃষ্ণের চিন্ময় রূপ, চিন্ময় নাম, গুণ ও লীলা প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধ-চিদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট ও মায়া-সম্বন্ধ-রহিত জনের পক্ষেই সেই লীলা আস্বাদনীয়া। চিদ্ধাম, চিচ্ছক্তি-প্রকাশিত চিন্তামণি গঠিত লীলা-পীঠ এবং কৃষ্ণ-বিগ্রহ—সমস্তই চিন্ময়।"

—ব্রঃ সং ৫।৩২

৬। চিজ্জগৎ কোন্ বস্তুদ্বারা গঠিত ? চিজ্জগতের কল্পবৃক্ষ, কামধেনু প্রভৃতি কি দান করে ?

"মায়াশক্তি যেরূপ জড়-পঞ্চভূত দিয়া জড়-জগৎ গঠন করেন। চিচ্ছক্তি তদ্রূপ চিদ্বস্তুরূপ চিন্তামণি দিয়া চিজ্জগৎ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধারণ চিন্তামণি অপেক্ষা গোলোকের ভগবদাবাস-গঠন-সামগ্রীরূপ চিন্তামণি অধিকতর দুর্ল্লভ ও উপাদেয়। সাধারণ কল্পবৃক্ষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে, আর কৃষ্ণাবাসে কল্পবৃক্ষগণ প্রেমবৈচিত্র্যরূপ অনন্ত ফল দিয়া থাকেন। সাধারণ কামধেনুগণ দোহন করিবামাত্র দুগ্ধ দেয়, আর গোলোকের কামধেনুগণ সর্ব্বদা শুদ্ধভক্ত-জীবগণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবৃত্তিকারক চিদানন্দস্রাবী প্রেমপ্রস্রবণ রূপ দুগ্ধ-সমুদ্র ক্ষরণ করে।"

—ব্রঃ সং ৫।২৯

৭। চিদ্ধামের জড়জগতে অবস্থিতি ও জড়স্পর্শাভাব কি জীব-বুদ্ধির অন্তর্গত ?

"চিদ্ধাম কিরূপে ত্রিপাদ-বিভূতিময় হইয়াও নিকৃষ্ট একপাদ বিভূতিরূপ জড়-জগতে অবস্থিতি লাভ করেন, তাহা—জীবের ক্ষুদ্রচিন্তা ও বুদ্ধির অতীত এবং কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব-পরিচায়ক। গোকুল—চিন্ময়ধাম; সুতরাং তিনি প্রপঞ্চোদিত হইয়াও কোনপ্রকারেই জড়দেশ-কালাদি দ্বারা কুণ্ঠিত হন না, পরম বৈকুণ্ঠতত্ত্বরূপে অবিকুণ্ঠাবস্থায় বিরাজমান।"　　—ব্রঃ সং ৫।২

৮। সমস্ত গোকুলোপকরণই কি গোলোকে বর্ত্তমান?

"নাগর-নাগরীগণের বিচিত্র ভেদ, তত্তৎ জনের রস-বিচিত্রতা, ভূমি, জল, নদী, পর্ব্বত, গৃহদ্বার, কুঞ্জ ও গাভী প্রভৃতি সমস্ত গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিতভাবে গোলোকে আছে; কেবল জড়বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের তৎসম্বন্ধে যে জড়-প্রতীতি, তাহা গোলোকে নাই।"　　—ব্রঃ সং ৫।৩৭

৯। চিজ্জগৎ ও জড়-জগতের ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

"ভূত ও ভবিষ্যৎশূন্য শুদ্ধ বর্ত্তমান কালই চিদ্ধামে বিরাজমান। ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভেদে যে জড়দেশের পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদ, তাহা চিদ্ব্যাপারে নাই। সুতরাং যে-সকল ধর্ম্ম জড়-জগতে মায়িক-দেশ-কালাবচ্ছিন্ন-বুদ্ধিতে বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তাহা অবিরুদ্ধভাবে চিজ্জগতে উপাদেয়রূপে বর্ত্তমান।"　　—ব্রঃ সং ৫।৩৩

১০। ঐশ্বর্য্যময় চিজ্জগতে কৃষ্ণের রমণ কিরূপ?

"কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময়-চিজ্জগতে আত্ম-শক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া-বুদ্ধিতে রমণ করেন।"　　—ব্রঃ সং ৫।৩৭

১১। গোলোকে কৃষ্ণ কাঁহাদের সহিত কি বুদ্ধিতে রমণ করেন?

"গোলোকে আত্ম-শক্তিকে শত সহস্র গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া স্বকীয়-বিস্মৃতি-পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নিত্য রমণ করেন?　　—ব্রঃ সং ৫।৩৭

১২। বিভিন্ন রসের ভক্তগণ চিজ্জগতে কি কি স্থান লাভ করেন?

"রস-বিচারে ভক্তি-ভাব—পঞ্চ প্রকার অর্থাৎ শান্ত, দাস্য সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার। সেই সেই ভাবে আরূঢ় ভক্তগণ তদুচিত কৃষ্ণ-স্বরূপে নিয়ত সেবা করিয়া চরমে তদুচিত প্রাপ্য-স্থান লাভ করেন। সেই রসানুরূপ চিৎস্বরূপ, তদুচিত মহিমা, তদুচিত সেবা-পীঠরূপ আসন, তদুচিত গমনাগমনরূপ যান এবং স্বীয় রূপ-সমৃদ্ধিকারী চিন্ময় গুণ-ভূষণসকল লাভ করেন। যাঁহারা শান্ত-রসের অধিকারী, তাঁহারা শান্তিপীঠরূপ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ধাম; যাঁহারা দাস্যরসের অধিকারী, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যগত বৈকুণ্ঠ-ধাম; যাঁহারা শুদ্ধ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের অধিকারী, তাঁহারা বৈকুণ্ঠোপরিস্থিত গোলোক-ধাম লাভ করেন।"　　—ব্রঃ সং ৫।৩৬

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। গুরুসেবা করিতে হইবে; কিন্তু কোন অবস্থায়ও তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। গৃহকে মঠ করিতে হইবে কিন্তু মঠকে গৃহে পরিণত করিতে হইবে না।

কুলীন-গ্রামবাসীর প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"যাঁহার মুখে একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব।" এই কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে অনেকে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজাদির নামাপরাধকে শুদ্ধভাবে নাম গ্রহণের সহিত সমান মনে করেন। ইহাও একটী সাধারণ ভ্রম। মহাপ্রভু ভাগবতের বাণীই প্রচার করিয়াছেন। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য" শ্লোকটী ভাগবতের। সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন যে, চরিত্রহীন লোকের মুখে কখনও শ্রীনাম উচ্চারিত হন না। বৈষ্ণবসেবা শিক্ষা প্রদানের জন্যই তাঁহার মহাবদান্য-লীলা। নামাপরাধকে শ্রীনামকীর্ত্তনের সহিত এক করিতে হইবে না। দশটী নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া শ্রীনাম করিবার উপদেশ শ্রীমন্মহাপ্রভু দিয়াছেন। সাধুর নিন্দ প্রথম নামাপরাধ। অসাধুকে সাধুর আসনে বসাইলে সাধুর অবমাননা করা হয়; ফলে নামাপরাধ হইয়া যায়। একবার যাঁহার মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হন, তাঁহার চরিত্রহীনতা থাকিতে পারে না। নামের আভাসেই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তিনটীর কোনওটী অন্তঃকরণে থাকিলে শুদ্ধনাম একবারও জিহ্বায় উচ্চারিত হন নাই জানিতে হইবে।

যাঁহারা বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত উভয়েই অসাধু।

কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার কবল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীনাম উচ্চারিত হন। বদ্ধ অবস্থায় নির্জ্জন-বাসের ছলনায় মনে মনে যে ব্যভিচার উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাতে শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায় না। বদ্ধদশায় নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় কৃত্রিম লীলা-স্মরণে লোক অসুবিধায় পড়ে—ব্যভিচারী হইয়া যায়। কৃষ্ণভজনে কৃত্রিমতার স্থান নাই।

হরিকীর্ত্তন করা অর্থদ মানব জন্মের একমাত্র প্রয়োজন। মৃত্যুর শেষনিশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎসেবা প্রবৃত্তি হ্রাস করা কাহারও উচিত নহে। নির্জ্জন ভজনের-ছলনায় সর্ব্বদা অলস জীবন-যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য

আনয়ন করাও হরিকীর্ত্তনে বাধা দেওয়া, তাহা আবশ্যক নহে। প্রচ্ছন্ন ভোগের অভিসন্ধিতে কুটীরবাস জন্ম-জন্মান্তরের জন্য স্থগিত রাখিয়া এই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

এই জগৎ চিদ্ধামেরই বিকৃত প্রতিফলন। চিদ্ধামের একজন সেব্য, সকলেই তাঁহার সেবক। আর অচিজ্জগতে সেব-সেবকের সংখ্যা বহু। চিদ্ধামে সেব্য-বস্তুর সুখতাৎপর্য্যই সেবকের স্বার্থ।

সেই চিদ্ধামের বিকৃত প্রতিফলন এই অচিজ্জগতের প্রাণী বহু সেব্য ও বহু সেবকরূপে বিরাজিত। এই স্থানে সেবক ও সেব্যের স্বার্থ পরস্পর ভিন্ন। এখানে সেবক নিজের সুখের বিঘ্নকর হইলে সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে অর্থাৎ এককথায় এই স্থানের সেব্য ও সেবকের নিত্যত্ব নাই; এই স্থানে সব ব্যভিচার। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকে নিজের স্বার্থের জন্য। পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ এক নহে। পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে নিজের ভোগ ও ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য। এখানে যতবড় সতী স্ত্রী বা যত বড় নীতিপরায়ণ স্বামী হউন না কেন, দেহ ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকা নিবন্ধন তাহাদের চেষ্টা ব্যভিচারময়। আত্মধর্ম্ম ব্যতীত কোথাও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এখানে পুত্রের প্রতি পিতামাতার যে স্নেহ, পুত্রের পিতামাতার প্রতি যে শ্রদ্ধা তন্মধ্যেও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যে পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধ, শুদ্ধ সেবকসম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

যেখানে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন একটী মাত্র শক্তিমত্তত্ত্ব বা বিষয়তত্ত্ব, যেখানে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই, সেখানে ব্যভিচার হইতে পারে না। সেখানে বিষয় এক, শক্তি অনন্ত।

শ্রীকৃষ্ণ অংশী, শ্রীমতী অংশিনী। অংশী অবতারিস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ পুরুষাদি অবতারগণকে বিস্তার করেন, তদ্রূপ অংশিনী শ্রীমতী রাধিকা লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও ব্রজাঙ্গনাগণকে বিস্তার করেন।

গোলোকে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণই বিষয় ও অনন্তকোটী জীবাত্মা তাঁহার আশ্রয়। আশ্রয়গণ কিছু বিষয় হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় বস্তু নহেন। তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞান বিষয়েরই আশ্রয়। বস্তুত্বে এক ও শক্তিতে বহু, ইহাই বিষয় ও আশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। অক্ষজবাদিগণ এই বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বুঝিতে অসমর্থ। নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের নিকট বিষয় ও আশ্রয়গণের স্থান নাই। শ্রীল নরহরিতীর্থ বংশীয় বিশ্বনাথ কবিরাজ "সাহিত্যদর্পণ"-নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা এইরূপ সুষ্ঠুভাবে বলিতে পারেন নাই। এমন কি, কাব্যপ্রকাশ বা

ভরতমুনিও একথা বলিতে অসমর্থ হইয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের লেখনীতে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বয়জ্ঞান বিষয়তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন। অনন্তকোটী জীবাত্মা আশ্রয়তত্ত্বে অবস্থিত থাকিলেও মূল আশ্রয়তত্ত্ব পাঁচটী। মধুররসে বৃষভানুনন্দিনী, বাৎসল্যরসে নন্দ-যশোদা, সখ্যে সুবলাদি, দাস্যে রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদি, শান্তরসে গো, বেত্র, বেণু, বিষাণ প্রভৃতি। শান্তরসে সঙ্কুচিত-চেতন চিত্তত্ত্ব গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু, কদম্ববৃক্ষ, কদম্ব-বৃক্ষের ছায়া, যামুনসৈকত প্রভৃতি অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর সেবা করিতেছেন।

যাঁহাদের জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর আদৌ নাই, তাঁহারা এইসকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। শ্রীল রূপপাদ ইহা দেখাইবার জন্য বিষয় ত্যাগের অভিনয় করিয়া "শুষ্ক রুটি চানা ও এক এক বৃক্ষতলে এক একদিন বাস" প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রীতে "ভোগ-ত্যাগে"র আদর্শ প্রদর্শন করিয়া এই সকল কথা বুঝিবার যোগ্যতা ও অধিকার প্রচার করিয়াছেন।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭৯ পৃষ্ঠার পর]

শ্রুতিও বলেন,—"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকেধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি ধর্ম্মেণ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।"

(তৈত্তিরীয় শ্রুতি)

ধর্ম্ম সমগ্র বিশ্বের আশ্রয়স্বরূপ, জগতে ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে সকলে বিশ্বাস করে, অনুরক্ত হয়। ধর্ম্মের দ্বারা পাপ নষ্ট হয়, ধর্ম্মের দ্বারাই সকল জগৎ প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

ধর্ম্মহীন জীবন কখনও সুখের নহে। তিনি কখনও সুখী হইতে পারেন না। কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত, অথবা কি রাষ্ট্রগত ধর্ম্মব্যতিরেকে কাহারও কল্যাণ সম্ভব নহে।

দুর্য্যোধনের ন্যায় নাস্তিক যাহারা তাহারা ইহা অনুভব করিতে পারিবেন না। তাহাদের পরিণাম ভয়ঙ্কর। অধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্য বেশী সময় থাকে না। মনু তাহার স্মৃতিগ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"অধর্ম্মেনৈধতে তাবন্নরো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততো সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অর্থাৎ অধর্ম্মের দ্বারা হয়ত' প্রথমতঃ অনেক উন্নতি দেখা যাইবে, সাময়িক

সুখভোগ লাভ করিবে, শত্রুকে দমন করিবে, কিন্তু পরিণামে সমূলে বিনষ্ট হইবে। এইজন্য মাতা গান্ধারী দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন,—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" অর্থাৎ যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়।

শাস্ত্র আরও বলেন,—"জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।' অর্থাৎ যাহাদের পক্ষে জনার্দ্দন শ্রীহরি, সেই পাণ্ডুপুত্রগণেরই জয়।

ধর্ম্মের নামে নানাবিধ অন্যায় অত্যাচার ব্যভিচার দেখা যাইতেছে বলিয়া অথবা নানা মুনির নানা মত দেখিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া বা ধর্ম্মের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করা কখনও বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ইহাতে দেশের বা দশের কাহারও কল্যাণ বা শান্তি হইবে না। বাজারে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী আছেন বা নানাবিধ ভেজাল বা নিম্নমানের বস্তু আছে বলিয়া বাজার উঠাইয়া দিবার প্রয়াস সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। বাজারের আমূল সংস্কার করা অথবা ভাল লোকের নিকট ভাল জিনিষ দেখিয়া শুনিয়া ক্রয় করা দরকার। তদ্রূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধেও প্রকৃত সাধু মহাত্মার নিকট শ্রবণ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যাহার উদ্দেশ্য মহৎ করুণার মূর্ত্তি শ্রীভগবান্, প্রকৃত সাধুসঙ্গপ্রদান করিয়া তাহার সর্ব্ববিধ কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেনই।

সুখ, শান্তি বা কল্যাণলাভের একমাত্র মূল—ধর্ম্ম। ধর্ম্মই সুখ বা শান্তির জনক।

এখন প্রশ্ন - সুখের মূল যখন ধর্ম্ম, ধর্ম্মের মূল কি ?

এ বিষয়ে সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হইবে ঈশ্বর-বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় জগদ্গুরু শ্রীনারদ ধর্ম্মের মূল সম্বন্ধে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিয়াছেন,—

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি॥ (ভাঃ ৭।১১।৭)

সর্ব্ববেদময় ভগবান্ হরিই ধর্ম্মের মূল ও সর্ব্ববেদবেত্তাদিগের স্মৃতি বা প্রমাণ-স্বরূপ। এই ধর্ম্মের দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয় অর্থাৎ জীব সুখী হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন,—

ধর্ম্মস্য মূলংকারণং প্রমাণঞ্চ হি নিশ্চিতং ভগবানেব যতঃ সর্ব্ববেদেতি। তদুক্ত্যা বিনা ধর্ম্মা নৈব সিদ্ধ্যন্তীতি ভাবঃ। স্মৃতং স্মৃতিঃ তদ্বিদাং সর্ব্ববেদময়-ভগবদ্বিদাম্। ভক্তিরহিতো ধর্ম্মস্তু অগ্রাহ্য এব তেন শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতম্॥ ইতি

যাজ্ঞবল্ক্যোক্তেঃ। "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চাপি সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥" ইতি মনূক্তেরপি সকাশাৎ ধর্ম্মমূলং হি ভগবানিতি নারদোক্তিরেব শ্রেয়সী। যদুক্তং নারসিংহে—"সনকাদয়ো নিবৃত্তাখ্যেতে চ ধর্ম্মে নিয়োজিতাঃ। প্রবৃত্তাখ্যে মরীচ্যাদ্যা মুক্ত্যৈকং নারদং মুনিম্॥" ইতি নারদস্যৈব তেভ্য উভয়েভ্যঃ শ্রৈষ্ঠং সর্ব্বধর্ম্মসারবিজ্ঞত্বঞ্চ ধ্বনিতম্।

ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্ববেদময়—সকল বেদের প্রতিপাদ্য। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ।" অর্থাৎ সকল বেদের আমিই একমাত্র প্রতিপাদ্য। হরিবংশ বলেন,—

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের আদি, মধ্য ও অন্ত্য সর্ব্বত্রই একমাত্র শ্রীহরিই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

শ্রীহরিই ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান বা মূল বলিয়া যেখানে শ্রীহরি, সেখানেই ধর্ম্ম, সেখানেই সুখ। এই তিনটী এক সঙ্গেই থাকিবে একটীকে বাদ দিয়া আর একটী থাকিতে পারে না। সুতরাং যেখানে ভগবান্, ভগবৎসম্পর্ক বা তৎ-সন্তোষ বিধান নাই, সেখানে প্রকৃত ধর্ম্মও নাই, মঙ্গল বা সুখও নাই। তাই পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণম্
তস্মৈ সুভদ্র শ্রবসে নমো নমঃ॥ (ভাঃ ২।৪।১৭)

তপস্বী, দানী, যশস্বী, যোগী, বেদজ্ঞ এবং সদাচারপরায়ণ কেহই সুভদ্রশ্রবা শ্রীহরির পাদপদ্মে স্ব স্ব কর্ম্ম অর্পণ না করিয়া অর্থাৎ তৎসম্পর্ক রহিত হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হয় না, সুখী হইতে পারে না। সেই ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

জগদ্গুরু শ্রীনারদের উক্তিতেও আমরা পাই,—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ (ভাঃ ১।৫।১২)

কর্ম্মবাসনাশূন্য নির্ম্মল জ্ঞানও যদি অচ্যুত ভাববর্জ্জিত হয় অর্থাৎ হরিভক্তি

রহিত হয়, তাহা হইলে তাহা মঙ্গলদান করিতে সমর্থ হয় না। হরিভক্তিরহিত জ্ঞানের যখন এই অবস্থা, তখন নিষ্কাম কর্ম্ম বা সকাম কর্ম্ম যে ভগবৎপাদপদ্মে অর্পিত না হইলে মঙ্গল দান করিতেই পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য শাস্ত্র বলেন,—

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥
প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

বেদগানের পূর্ব্বেও "হরি ওঁ" উচ্চারণ করিয়া বেদগান করা হয়। অতএব যাঁহাকে বাদ দিলে ধর্ম্ম, মঙ্গল বা সুখ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না, সেই নিত্যানন্দময় জগদীশ্বর শ্রীহরির আরাধনাই সুখলাভেচ্ছু আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম নহে কি? তাই জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৮৭।২৭) টীকায় বলিয়াছেন,—

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি॥

বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া তপস্যাই করুন, পর্ব্বত হইতে পড়িয়া দেহত্যাগই করুন, বহু তীর্থ ভ্রমণই করুন, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুন, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই করুন, তথাপি শ্রীহরির সেবা ব্যতীত কেহই সংসারে দুঃখ বা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না, নিত্যসুখ লাভ করিতে পারেন না। গীতায় শ্রীভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥ (গীঃ ৭।১৪)

এই দৈবী গুণময়ী আমারই শক্তি মায়া দুরতিক্রমণীয়া, তথাপি যাহারা একমাত্র আমাকেই ভজনা করিবে, তাহারাই এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবে অর্থাৎ চিরসুখী হইতে পারিবে।

ভগবান্ আরও বলিতেছেন,—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ (গীতা ১০।৮)

আমি সমগ্র বিশ্বের কারণ, আমা হইতে সকল কিছুর প্রবর্ত্তন হয়—ইহা জানিয়া বিবেকী ব্যক্তিগণ প্রীতিসহকারে আমাকে ভজন করেন।

শাস্ত্রে আমরা আরও দেখিতে পাই,—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচনঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

ভগবান্ শ্রীহরি সমস্ত দেবেশ্বরেরও অধীশ্বর। অতএব তিনিই সর্ব্বদা আরাধ্য, কিন্তু ব্রহ্মরুদ্রাদি অন্যান্য দেবতাগণকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না।

আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রানি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥
(পদ্ম-স্কন্দ ও লিঙ্গপুরাণ)

সকল শাস্ত্র আলোচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্ব্বক ইহাই সুনিশ্চিত হইয়াছে —সর্ব্বদা ভগবান্ নারায়ণই ধ্যেয় অর্থাৎ আরাধ্য।

ভগবান্ শ্রীহরিই সকলের আরাধ্য, সর্ব্বকারণের কারণ, অখিল কল্যাণ প্রদাতা, স্নেহ দয়ার সমুদ্র। তিনি আমাদের নিত্য পিতা, নিত্য প্রভু, তিনি আমাদের গতি, ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা), প্রভু (নিয়ন্তা), সাক্ষী (শুভাশুভ দ্রষ্টা), নিবাস (আশ্রয়), শরণ (রক্ষক), সুহৃৎ (হিতকর্ত্তা)। (গীতা)। তাই শ্রীহরির পাদপদ্মের আরাধনা বা সেবাই আমাদের সকলের মূল ধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, পরমধর্ম্ম। অন্যান্য যাবতীয় কর্ম্ম বা কর্ত্তব্য সেই মূল কর্ত্তব্য ভগবদারাধনার অনুকূলে বা অবিরোধেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। পতিব্রতা স্ত্রীর যেমন স্বামীর সেবা, অনুসরণ বা আনুগত্যই মূল কর্ত্তব্য বা মূল ধর্ম্ম, অন্যান্য যাবতীয় কর্ত্তব্য তাহার অনুকূলে বা অবিরোধেই হইয়া থাকে। রাজার যেমন প্রজাপালনই প্রধান ধর্ম্ম, অধ্যাপকের যেমন অধ্যাপনাই মূল কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম, যেহেতু তিনি অধ্যাপক, ছাত্রের যেমন অধ্যয়নই প্রধান কর্ত্তব্য, অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি সেই মূল কর্ত্তব্যের অনুকূলে বা অবিরোধেই বিহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীহরিই আমাদের নিত্য পিতা, নিত্য প্রভু ও আরাধ্য বলিয়া তাঁহার সেবাই আমাদের সকলের প্রধান বা পরম ধর্ম্ম। এইজন্য শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, —"সর্ব্বষামদুপাসনম্" অর্থাৎ সকলের আমার উপাসনাই মূলধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে দেখা যায়—একদা নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের যজ্ঞস্থলে রোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবাঃ সূত সহসা তথায় সমাগত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক যোগ্য আসনে উপবেশন করাইয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, —মহাশয়, আপনি মহাভারতাদি ইতিহাস, পুরাণসমূহ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আপনি সকল বেদজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ বেদব্যাসের ও অন্যান্য মুনিগণের অতি প্রিয়পাত্র। গুরুবর্গ স্নেহশীল প্রিয় শিষ্যকে শাস্ত্রের গোপনীয় রহস্য বলিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের কৃপায় আপনার অবিদিত কিছু

নাই। আপনি উক্ত শাস্ত্রসমূহের মধ্যে জীবের পক্ষে যাহা শীঘ্র ফলপ্রদ ও একান্ত কল্যাণকর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট বর্ণন করুন।

মহাত্মন্! এই কলিযুগে মনুষ্যের আয়ু প্রায়ই অতি অল্প, তাহারা অলস, মন, বুদ্ধি, রোগাদি সহস্র বিঘ্ন তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া থাকে। এদিকে বহু সংখ্যক শাস্ত্রে নানাপ্রকার কর্ম্ম করিবার উপদেশ আছে। [অনন্তপারং কিল শব্দ-শাস্ত্রং স্বল্পং তথায়ুর্ব্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ] সুতরাং যাহা সকল শাস্ত্রের সার, সকলের মঙ্গলপ্রদ এবং চিত্ত যাহাতে সুপ্রসন্ন হয়, তাহাই সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন। (**ক্রমশঃ**)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-জয়ন্তী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬২ পৃষ্ঠার পর]

শাস্ত্রের দ্বারা জ্ঞাতব্যবিষয় চারিটী—পরমেশ্বর, জীব ও জগৎ এবং জীব কি উপায়ে পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারে। সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া গীতা অতি সুস্পষ্টভাবে সেই পরমেশ্বরকে জানাইয়া দিলেন যে—শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর। এখন "শক্তিপরিণাম" অর্থাৎ জীব ও জগৎ সম্বন্ধে বলা হইতেছে। "জন্মাদস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২). যতঃ- যাঁহা হইতে অস্য—এই জগতের, জন্মাদি—উৎপত্তিস্থিতি ও বিনাশ সাধিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। (এই সূত্রে শক্তিপরিণামবাদে ব্রহ্মধিকারী হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় শিষ্যব্রুব গুরুকে বাচাইবার জন্য বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন)। ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে একটী সাধারণ প্রাকৃতবস্তু স্পর্শমণি অবিকৃত থাকিয়া যদি স্বর্ণ প্রসব করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর অবিকৃত থাকিয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না, এই অতি সাধারণ জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার নাই। মাকড়সার মত মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া পরে প্রলয়ে আকর্ষণ করিয়া সব নিজের মধ্যে রাখেন তিনি।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥" (তৈঃ উঃ ৩।১।১)। যাঁহা হইতে এই প্রাণীসকলের জন্ম হয়, যাঁহাদ্বারা তাঁহাদের পালন কার্য্য সাধিত হয় এবং প্রলয়ে প্রাণিসকল যাঁহাতে প্রবেশ লাভ করেন, তিনিই ব্রহ্ম। এই বিষয়টি গীতা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—

ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ (গীঃ ৯।১০)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠানবশতঃ প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকে এবং এই হেতু বশতঃই জগৎ এইরূপে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়। ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজঃ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ) এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত (গীঃ ৭।৪)। পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতি "অপরা" অর্থাৎ জড়া বলিয়া নিকৃষ্টা। হে মহাবাহো! ইহা হইতে বিভিন্না জীবরূপা (চেতনময়ী) আমার পরা প্রকৃতি অবগত হও; যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া আছে (গীঃ ৭।৫)। সমস্ত ভূতই এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা জানিবে। আমি প্রকৃতিসমান্বিত সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও সংহারের একমাত্র কারণ (গীঃ ৭।৬)।

গীতায় তিনটী শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। চিচ্ছক্তির ত্রিবিধ প্রকাশ—শ্রী, ভূ ও লীলা শক্তি। এই লীলাশক্তিই "যোগামায়া" (গীঃ ৭।২৫)। স্বরূপশক্তিকে শ্রুতিতে সবল শক্তি বলা হইয়াছে। "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে সবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে" (ছাঃ উঃ ৮।১৩।১)। সেই ব্রহ্মের রূপ শ্যামবর্ণ, শক্তি সবল। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

(শ্বেঃ শ্বঃ উঃ ৬।৮)

সেই ভগবানের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই। কোন বস্তুই তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক রূপে দৃষ্ট হয় না। তিনি অবিচিন্ত্য শক্তির আধার। তাঁহার সেই অবিচিন্ত্য শক্তির নাম পরাশক্তি। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী পরাশক্তি, জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হ্লাদিনী) ভেদে ত্রিবিধ।

ভগবান্ নিত্যস্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির দ্বারা চিজ্জগৎ গোলোক বৈকুণ্ঠধাম প্রকাশ করিয়াছেন। চেতনময়ী বিভিন্না জীবরূপা প্রকৃতি অর্থাৎ তটস্থাখ্য জীবশক্তির দ্বারা জৈবজগৎ (নিত্যধাম ও দেবীধামের মধ্যবর্ত্তি-স্থানের নাম তটস্থ)। কারণবারিতে শায়িত মহাবিষ্ণুকর্ত্তৃক তথা হইতে অনন্তজীবের প্রকাশ। তট্ অর্থাৎ জল ও স্থলের মধ্যবর্ত্তী রেখাকে তট্ বলে। জীব উভয়দিকে যাইতে সমর্থ, যাঁহারা নিত্যধামে যায়, তাঁহারা নিত্যমুক্ত পার্ষদ। আর যাঁহারা ভোগপিপাসু হইয়া দেবীধামে আসে, তাঁহাদিগকে বদ্ধজীব বলা হয়। শ্রীহরির ভজনপ্রভাবে মুক্ত হইয়া তাঁহারাও নিত্যধামে গমন করিতে

পারেন। জীব শ্রীহরির অংশ, (গীঃ ১৫।৭) সন্তান বা সেবক (গীঃ ৯।৮), জীব সনাতন বস্তু (গীঃ ১৫।৭)। আর অষ্টধা অপরাপ্রকৃতি অর্থাৎ জড়াশক্তি বা মায়াশক্তির দ্বারা এই দেবীধাম সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবীধাম বা জড় জগতের চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ নিত্যধামকে প্রকাশ করিতে পারে না (গীঃ ১৫।৬), কঃ উঃ ২।২।১৫, মুঃ উঃ ২।২।১১, শ্বেঃ শ্বঃ উঃ ৬।১৪। সকামকর্ম্মিগণ ও জড়বিজ্ঞান এই দেবীধাম অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন।

এখন জীব সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—"ভেদব্যপদেশাচ্চ" (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৫)। ভেদোল্লেখ হেতুও আনন্দময় শব্দে জীবকে বুঝায় না, পরমাত্মাকেই বুঝায়। ভেদের উল্লেখ থাকায়ও, জীব জ্ঞাতা, পরমাত্মা জ্ঞেয়, এইরূপ ভেদের উল্লেখ থাকায়ও জীব দ্যুলোকির আয়তন নহে। এই সূত্রটি দুইবার উল্লেখ থাকায় সূত্রকর্ত্তা ভেদবাদী, ইহা সুস্পষ্ট। জীব অণু, পরমাত্মা বিভু, এইজন্য নিত্যভেদ। জীবাত্মা চেতন, এবং পরমাত্মাও চেতন, সেইজন্য অভেদও বটে। ইহাকে বলে—"অচিন্ত্যভেদাভেদ"।

জীবের স্বরূপ—

কেশাগ্র শতভাগস্য শতাংশ সাদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতোঽহিচিৎকণঃ॥ (শ্রুঃ)
বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয় ইতি চাহপরাশ্রুতি॥ (শ্রুঃ)
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সঃ চানন্ত্যায় কল্পতে॥ (শ্বেঃ শ্বঃ উঃ ৫।৯)
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন॥ (গীঃ ১৫।৭)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অণুঅংশ সনাতন (ত্রিকালে যাহা সমভাবে বর্ত্তমান থাকে) জীবসকল। তিনি জীবের বা জগতের পিতা, কর্ম্মফলবিধাতা, গতি, ভর্ত্তা, প্রভু বা স্বামী। (গীঃ ৯।১৭-১৮) জীব জন্মায় না, মরে না, কাটে না, ভেজে না, শুকায় না ইত্যাদি (গীঃ ২।২০-২৪)। জীব যখন আত্মদেহে বা পার্ষদদেহে অবস্থান করে, তখন ঐ অবস্থা লাভ করে, যেমন—প্রহ্লাদের দেহ। জীব অণুত্বপ্রযুক্ত মায়ার দ্বারা বশযোগ্য এবং পাপপুণ্য আশ্রয় করিতে পারে। (বেঃ মাধ্ব ভাঃ ধৃত গৌপায়ণ শ্রুঃ) জীব স্বতন্ত্র হইলেও ঈশ্বর পরতন্ত্র, নিরঙ্কুশ নহে। (গীঃ ১৮।৬১)। নির্ম্মল জীবাত্মার উপর মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম আবরণ এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমাত্মক স্থূল আবরণ পড়িয়াছে। জীব দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া ভোক্তার অভিমানে কর্ম্মচক্রে পতিত হইয়াছে।

(গীঃ ৩।২৭)। জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, ঈশ্বর কর্ম্মফল প্রদান করেন। (মুঃ উঃ ২।৩।১-২ ; শ্বেঃ শ্বঃ উঃ ৪।৬-৭)। জীব পিতৃদ্রোহিতা করিবার জন্য পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত, মায়ার কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া কর্ম্মচক্রে, জন্ম মৃত্যুমালায়, ত্রিতাপ জ্বালায় নিষ্পেষিত হইতেছে। জীব আবার ঈশ্বরে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইলে, তাঁহার কৃপায় দুঃখ-কষ্টপূর্ণ এই দেবীধাম অতিক্রম করিয়া পরাশান্তি ও শাশ্বতস্থান অর্থাৎ নিত্যধাম নিত্যকালের জন্য লাভ করিতে পারে (গীঃ ১৮।৬২)। যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, আর্ত্তি নাই ও উদ্বেগাদি প্রভৃতি কিছুই নাই। "ন যত্র রোগঃ ন শোকো" সেই শ্রীকৃষ্ণের সেবালাভ করিতে হইলে বা পরব্রহ্মের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষভাবে জানিতে হইলে শ্রীগুরুর নিকট অভিগমন করিতে হয়।

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ (মুঃ উঃ ১।২।১২)
তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীঃ ৪।৩৪)

তদ্বিজ্ঞান জানিবার জন্য সমিৎ (উপায়ণ) হস্তে, শ্রোত্রিয়—শব্দব্রহ্মে পারঙ্গত এবং ব্রহ্মনিষ্ঠম্—পরব্রহ্মে নিষ্ণাত এই প্রকার শ্রীগুরুর নিকট গমন করিবে। প্রণিপাত—গুরুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবে, সেবার দ্বারা সন্তোষ বিধান করিবে এবং তত্ত্ববস্তুকে জানিবার জন্য পরিপ্রশ্ন করিবে। তিনি তোমার মঙ্গলের জন্য উপদেশ প্রদান করিবেন। গুরুকুলে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিতে হয়। বিদ্যা—বিদ্-ধাতুঃ—জানা, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, রসব্রহ্ম, আনন্দময় ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে হইবে। বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা।

"তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদো বদন্তি —পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।" অথ পরা—"যয়া তদক্ষর-মধিগম্যতে" (মুঃ উঃ ১।১।৪-৫), "যয়া তদধোক্ষজমধিগম্যতে" (গ্রন্থকার), "য স হরির্ব্বেদিতব্যম্" (মধ্বাচার্য্য)। অপরাবিদ্যা—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ইতি। অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি ভগবানকে জানা না যায়, তাহাকে অপরা বিদ্যা কহে। পরাবিদ্যা—যাহাদ্বারা অক্ষরব্রহ্মে অভিগমন করা যায়, তাহাকে পরাবিদ্যা কহে। যাহাদ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অভিগমন করা যায়, তাহাকে পরাবিদ্যা

কহে। (গ্রন্থকারের এই সূত্রটি বৈদান্তিক পণ্ডিত চূড়ামণিগণের দ্বারা অভিনন্দন-যোগ্য) যেহেতু—অক্ষর ব্রহ্ম জীবের চরমগতি নহে, তথা হইতেও জীবকে আবর্ত্তন করিতে হয় (গীঃ ৮।১৬)। অপরাবিদ্যায় যাহাকে জানা যায় না, সেই অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিলে জীবকে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না (গীঃ ৮।১৬)। বিদ্যারও সমাপ্তি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে "বিদ্যা ভাগবতাবধি।" যাহাদ্বারা শ্রীহরিকে জানা যায়, তাহাকে পরাবিদ্যা কহে।

অপরাবিদ্যায় বা জড়বিদ্যায় এক হইতে এক বিয়োগ করিলে অবশেষ কিছুই থাকে না। কিন্তু পরাবিদ্যায় বা ব্রহ্মবিদ্যায় এক হইতে এক বিয়োগ করিলে অবশেষ একই থাকে। পূর্ণ হইতে পূর্ণ নির্গত হইলে পূর্ণই অবশেষ থাকে।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ (ঈঃ উঃ ও বৃঃ আঃ উঃ)

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান জীবের ইন্দ্রিয়জাত। কাজেই ইহাকে অপরাবিদ্যা বলা যায়। অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত জ্ঞানকে পরাবিদ্যা বলা হয়।

১। প্রত্যক্ষজ্ঞান—পৃথিবী সম্বন্ধে অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা এই জগতের বস্তু লইয়া যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করি, ইহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কহে।

প্রশ্ন :—আমি প্রত্যক্ষবাদী বা জড়বাদী। যাহা দেখি তাহা মানি, যাহা দেখি না তাহা মানি না। ভগবানকে দেখাইতে পারেন? ওসব ধর্ম্মের ভণ্ডামি মানি টানি না। বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র সব আষাঢ়ে গল্প মাত্র। ধর্ম্ম—অন্ধবিশ্বাস।

উঃ—বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র যদি আষাঢ়ে গল্প হয়, তাহা হইলে তোমার পিতাও ত' আষাঢ়ে গল্প। যাহাকে দেখ নাই, অন্যের কথা শুনিয়া অন্যকে বাবা বলিয়া ডাকিতেছ, কাজেই তুমি ভণ্ড চূড়ামণি এবং অন্ধবিশ্বাসী। তুমি ভগবানকে দেখিতে চাহিয়াছ, ভগবানকে আমি দেখাইতে পারি। আমার সঙ্গে আইস, এই কলিয়ারীর খাদে নামিয়া ১০০০ ফুট নীচে চলিয়া যাও, সমস্ত আলোগুলি নিভাইয়া দাও, এখন তুমি ভগবানকে দেখ। দেখিতে পাইতেছ? (ক্রমশঃ)

—শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

রহস্য

মার্ত্তণ্ডের অন্তরালে প্রচণ্ড তামস।
সেবাভোগময় রাজ্য বিভুর বৈভব॥
উত্থানে সংলগ্ন সদা পতনের রীতি।
জীবন-মরণ দুঁহে বিনিময় গতি॥
দিবারাত্র, শীত-গ্রীষ্ম, মিলন-বিচ্ছেদ।
সৃষ্টিময় দৃষ্ট হয় নাহি পরিচ্ছেদ॥
চমৎকার, হাহাকার, করে আলিঙ্গন।
অণুত্ব, আনন্ত, তব ক্রীড়ার অঙ্গন॥
ধন্যবাদ, অপবাদ, অদ্ভুত সৃজন।
মিলনে জ্বলন অতি পরম শোভন॥
বিপরীত দুই তত্ত্ব সর্ব্বত্র মিলিত।
অবাধিত তবু নহে কেন সঙ্কোচিত॥
নীতিধর্ম্ম-শ্রীবিগ্রহে চৌর-অপবাদ।
ভয়-ভীতি স্বরূপের ভয় মহাবাধ॥
বাল যতিরাজ বলি, কালিন্দী ঘোষয়।
লম্পট, কামুক খ্যাতি তাহাও শোভয়॥
বিচিত্র বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম তোমাতে আশ্রিত।
শিরে ধরি' প্রিয়াপদ স্ত্রৈণে কৈলে প্রীত॥
অমানী মানদ ধর্ম্ম বোধগম্য হয়।
প্রেমময় বিচিত্রতা দুর্ব্বোধ্য নিশ্চয়॥

—শ্রীসব্যসাচী ব্রহ্মচারী
বড়বহরকুলি, বর্দ্ধমান

জন্ম ও মৃত্যু

এই বিশাল বিশ্বে কালের অভ্যন্তরে অহর্নিশ জন্ম-মৃত্যু রহস্যের এক বিরামহীন অভিনব খেলা চলিতেছে। অজ্ঞানান্ধ জীবসমূহের প্রত্যেকেই 'সুখ-দুঃখাত্মক' এই খেলার এক একজন খেলোয়াড়। জীব জানে না, কবে এই খেলা শুরু হইয়াছিল; আর কবেই বা ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তথাপি তাঁহারা এই উদ্দেশ্যহীন খেলায় মাতিয়া রহিয়াছে। কালপ্রভাবে দীপশিখা, জলস্রোত ও বৃক্ষস্থ ফলসমূহের যেরূপ অবস্থা হইতেছে, সেইরূপ জীবগণের বয়স, অবস্থা প্রভৃতিরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহা বদ্ধজীবগণ চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াও যেন দেখিতে পায় না। এই প্রসঙ্গে ভগবান্ উদ্ধবকে ভাগবতে (ভাঃ ১১।২২।৪৩) বলিয়াছেন,—"হে উদ্ধব! অলক্ষ্যগতি কালপ্রভাবে প্রতিক্ষণই শরীরসমূহ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে, পরন্তু কালের সূক্ষ্মত্বহেতু বদ্ধজীবগণের দ্বারা তাহা লক্ষিত হয় না।" পরিণামশীল ধর্ম্ম এই বিশ্বে অবস্থিত বলিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি—এই চতুর্ব্বিধ সমস্যা জড় অস্তিত্বকে সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত করিতেছে। ধনৈশ্বর্য্যের সঞ্চয় অথবা অর্থ নৈতিক উন্নতির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা 'বালির বাঁধ' দিয়া বন্যার জল আটকাইবার চেষ্টার ন্যায় বৃথা।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া জড়কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"মরিতে চাহি না এই সুন্দর ভুবনে।" ইহার উত্তরে অপর এক প্রাকৃত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত গাহিয়াছেন,—"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে?" বাস্তবিক কথা! মৃত্যু জন্মের যমজ ভাই—আজ হউক আর শতবর্ষ পরে হউক, মানুষকে মরিতে হইবেই হইবে। তাই মহাত্মা বসুদেব মহারাজ খলমতি কংসকে বলিয়াছেন,—

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর! দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥ (ভাঃ ১০।১।৩৮)

"হে বীর! যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের দেহের সহিত মৃত্যুরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। অদ্যই হউক অথবা শতবৎসর পরে হউক দেহধারীর মৃত্যু অবধারিত—ইহা অন্যথা হইবার নহে।" মোহ ও অজ্ঞানের নিমিত্তই অনিত্য শরীরের বিনাশে মানুষের শোকের উদয় হয়। জন্মের পূর্ব্বে এই ভূতময় শরীর অনুপলব্ধ থাকে। জন্মের পরে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শরীরের উপলব্ধি হয়, কিন্তু মরণান্তে পুনরায় এই শরীরের অনুপলব্ধি হইয়া থাকে। জন্ম হইতে মৃত্যু

পর্য্যন্ত কাহারও জীবন এক অবস্থায় থাকে না। বদ্ধজীবের নয়টী অবস্থা—(১) নিষেক, (২) গর্ভবাস, (৩) জন্ম, (৪) কৈশোর, (৫) কৌমার (৬) যৌবন, (৭) প্রৌঢ়ত্ব, (৮) জরা ও (৯) মৃত্যু। জীব দৈবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলানুসারে দেহপ্রাপ্ত হইবার জন্য পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। দশমাস মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে দুরূহ যন্ত্রণা ভোগ করিবার পরে ভূমিষ্ঠ হইলে সুকুমার শিশু পরনির্ভরশীল হইয়া পরের অনুগ্রহ-দ্বারা পুষ্টিলাভপূর্ব্বক কমণীয় কান্তি-বিশিষ্ট কিশোরতা প্রাপ্ত হয়, তারপর অচিরেই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া কৌমার বয়স অতিক্রমপূর্ব্বক বল-বিক্রম-সম্পন্ন যুবকাকার ধারণ করে। কালে আবার সেই যুবক প্রৌঢ়দশা সমাপ্ত করিয়া পলিতকেশ, দন্তবিহীন ও শক্তিশূন্য বার্দ্ধক্যদশা লাভ করে। বৃদ্ধাবস্থায় নানাপ্রকার জরা ও ব্যাধির আক্রমণে জর্জ্জরিত হইয়া জীব অন্তিমে মমতাময় জড়দেহকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

স্বাভাবিক কারণে মানুষের মনে এক সনাতন প্রশ্নের উদয় হয়, "দেহনাশের পর জীবের গতি কি হয়? মরণের সঙ্গে সঙ্গেই কি সব ফুরাইয়া যায়? না চিতাভস্মের পরেও জীবের কিছু অবশিষ্ট থাকে?" অর্থাৎ 'Survival of man' কি সত্য কথা? অথবা 'The grave is but his goal'. অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল,—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। (কঠ ১।২০)

"মৃত্যুর পরে মনুষ্যের কি হয়? কেহ বলেন অস্তি, কেহ বলেন নাস্তি। কেনই বা মনুষ্যদেহ ধারণ করে? এই সন্দেহের মীমাংসা কি?" বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে (৩।২।১৩) আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন,—"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য……ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতি?" এই প্রশ্নের উত্তরে জড়বাদীরা বলেন,—"আর কি হইবে? নাস্তিত্ব হয় (annihilation)।" কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—"জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে অর্থাৎ জীবাতিরিক্ত দেহেরই মৃত্যু হয়, জীব কিন্তু মৃত্যুহীন।" আর্ত্তভাগের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, "—যদ্ যথা অহি-নির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীত, এবম্ এব ইদং শরীরং শেতে অথায়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণঃ (বৃহঃ ৪।৪।৭) অর্থাৎ যেমন সাপের খোলস মৃত ও পরিত্যক্ত হইয়া বল্মীকে পড়িয়া থাকে, তেমনই এই শরীর জীবাতিরিক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু জীব? জীব—অশরীর, অ-মৃত ও আত্মা।"

আত্মার সহিত অপূর্ব্ব দেহেন্দ্রিয়াদি সংযোগকে জন্ম বলা হয়, আর প্রাপ্ত স্থূলদেহ ত্যাগের নামই মৃত্যু। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নিমিত্তই জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হয়। মরণই মানবের শেষ কথা নহে, মৃত্যুর পরে কর্ম্মানুসারে আবার দেহলাভ হইবে। কর্ম্মগুণ আশ্রয় করিয়া মন্দবুদ্ধি জীব কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও বা নপুংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কর্ম্মদোষে কখনও দেবতা, কখনও মনুষ্য, কখনও ব্রাহ্মণাদি সৎ-যোনি, কখনও কুক্কুরাদি অসৎ-যোনি, কখনও বা তীর্যক-যোনি লাভ করে। সর্প, চৌর, অগ্নি, বিদ্যুৎ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি প্রভৃতি নিবন্ধন হইতে জীব যে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহা তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মেরই ফলভোগ। এই প্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভাগবতে (ভাঃ ১২।৬।২৫) পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—"হে রাজন্! স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মনিবন্ধনই জীবের জীবন, মরণ ও লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কেহ জীবের সুখ-দুঃখপ্রদাতা নহে।" ধান্যাদিবীজ বপন করিলে তাহাতে কখনও বীজান্তর উৎপন্ন হয়, কখনও হয় না (কখনও বা তাহার অঙ্কুরোৎপাদন শক্তিই নষ্ট হইয়া যায়)। ভগবন্মায়াপ্রেরিত প্রাণিগণ কখনও পুত্রাদিরূপে পিতা দিতে জন্মলাভ করে, কখনও করে না, কখনও বা হরিভজনের প্রভাবে তাঁহাদের জন্মই নিবৃত্তি হইয়া যায়, সুতরাং বিনশ্বর শরীরের বিনাশে কাহারও শোক করা উচিত নহে। জীবিতকালে যেরূপ শরীরের অবস্থান্তর ঘটিয়া বাল্য-কৈশোর পৌগণ্ডাদি বিভিন্ন পরিবর্ত্তনতা লক্ষিত হয়, মৃত্যুর পরও তদ্রূপ দেহান্তর-লাভ এক পরিবর্ত্তনতা মাত্র জানিতে পারিলে, কাহারও মৃত্যুতে ভীত হওয়া বা শোক প্রকাশ করার কোন কারণ থাকে না।

কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত মায়াবদ্ধ জীবকে যে জন্ম-মৃত্যুর মালা পরিয়া ভবচক্রে ঘুরপাক খাইতে হয়, ইহা সুনিশ্চিত। তাই জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য মোহমুদ্গরে বলিয়াছেন,—"যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।' মরণাদি অপরিহার্য্য-বিষয়ে শোকাকুলিত হওয়া কখনও কোন মানুষের কর্ত্তব্য নহে। এই প্রসঙ্গে গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ (গীতা ২।২৭)

"যেহেতু জন্ম হইলেই মরণ নিশ্চিত এবং মরণ হইলে জন্ম নিশ্চিত, সেইহেতু এইরূপ অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করা উচিত নহে।" এই শ্লোকের টীকায় বৈষ্ণব ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন,—"এখন তার্কিকদিগের মতও বিচার কর। যদি জন্ম হইলেই কর্ম্মক্ষয়ে নিশ্চয় মরিতে হয় এবং মরণ

হইলে কর্ম্মফল ভোগ করিবার কারণ আবার নিশ্চিত জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলেও এমত অপরিহার্য্য বিষয়ে শোকাকুলিত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। শোকদ্বারা চালিত হইলে তাকিক অপেক্ষাও তুমি হীন হইবে" বিধির নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করিবার ক্ষমতা কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও নাই। দেহ-গেহ-কলত্রাদির মায়া ছাড়িয়া সবাইকে একদিন চলিয়া যাইতে হইবে, ইহার অন্যথা নাই। তাই শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়,—

মৃত-শিশু-প্রতি প্রভু বলেন বচন।
শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি' যাও কি কারণ??
শিশু বলে,—"প্রভু, যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার??"

সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্য শোকের কারণ মায়ামোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যাজ্ঞবল্ক্য বৃক্ষের সহিত জীবের উপমা দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"যথা বৃক্ষো বনস্পতিঃ তথৈব পুরুষোঽমুষা (বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮।১) অর্থাৎ যেমনই বৃক্ষ অক্ষয়, তেমনই জীব অব্যয়।" বৃক্ষ অঙ্কুরিত, পল্লবিত, বিটপিত, পুষ্পিত ও ফলিত হয়—তারপর মাটিতে তিরোহিত হয়। কিন্তু তথাপি বৃক্ষ একেবারে বিনষ্ট হয় না—বীজরূপে রক্ষিত থাকে। সেই বীজ হইতে প্ররোহ হয়, আবার পল্লব বিটপ, পুষ্প ও ফল উদ্ভূত হয়—বীজগর্ভ ফল। বৃক্ষ-বীজ, বীজ-বৃক্ষ অনাদি হইতে অনন্তপ্রকার এই পর্য্যায়-ধারায় আবির্ভাব ও তিরোভাব চলে। তাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

যদ্ বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ।
মর্ত্ত্যঃ স্বিৎ মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলান্প্ররোহতি॥ (বৃহ ৩।৯।২৮।৪)

বৃক্ষের এই যে বারংবার 'প্রেত্য-সম্ভব' অর্থাৎ পুনরুদ্ভব, তাহার নিদান ঐ বীজ। "ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষঃ অঞ্জসা প্রেত্য সম্ভবঃ" (বৃহ ৩।৯।২৮।৫)। জীবের যে পুনরুৎপত্তি, বারংবার ঐরূপ জন্ম ও মৃত্যু, তাঁহার নিদান কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"কর্ম্ম হৈব তৎ.....পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন (বৃহ ৩।২।১৩)।" জীবের পুনরুৎপত্তির নিদান কর্ম্ম—জন্মে জন্মে অনুষ্ঠিত ভাবনা, বাসনা, চেষ্টনা (Thoughts, Desires, Actions) ঐ কর্ম্মই জন্মজন্মান্তরের বীজ। কোন বৃক্ষকে যদি সমূলে উৎখাত করা হয়, তবে যেমন তাহা হইতে বৃক্ষান্তর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ কোন জীবের কর্ম্মমূল যদি নিঃশেষে উৎসারিত হয়, তবে তাহার 'পুনর্জ্জন্ম' কিরূপে হইবে। তখন জীব জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইয়া ভগবানের অভয় পাদপদ্ম লাভ করিবে।

কালাধীনত্ব বা নশ্বরতা আত্মার ধর্ম্ম নহে। উহা অনাত্মপ্রতীতি হইতেই অনাত্ম ভূমিকায় প্রকাশিত। অগ্নি যেরূপ দারু অবলম্বন করিয়া প্রকটিত ও অপ্রকটিত হয়, তদ্রূপ জীব কর্ম্মবশে জন্ম ও মৃত্যুর বশীভূত রূপে পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে জীবের জন্ম-মরণাদি নাই। দারুর অন্তরস্থিত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া যেরূপ দারুকে দহন ও নাশ করে, তদ্রূপ ভোগ্যকর্ম্মের বিচার হইতে ভোক্তার উৎপত্তি ও বিনাশ সিদ্ধ হয়। যিনি বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি এবং বিপাকহেতু তাঁহার বিনাশ দর্শন করেন, সেই দ্রষ্টা পুরুষ যেরূপ বৃক্ষ হইতে ভিন্ন বস্তু, সেইরূপ শরীরের জন্মমৃত্যুদর্শী পুরুষও শরীর হইতে পৃথক্। মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ হয় না; যেহেতু জীবাত্মা অবিনাশী, জড়দেহ বিনাশশীল। জীবাত্মা ছয়প্রকার বিকাররহিত অর্থাৎ নিত্য। তাঁহার জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ নাই। তিনি (আত্মা) সর্ব্বদেহে থাকিয়াও অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন হইয়াও নিত্য নতুন। 'মৃত্যু' অর্থে দেহের নাশ, আত্মা জনমমরণহীন, আত্মার পক্ষে জন্ম অর্থ দেহগ্রহণ এবং মৃত্যু অর্থ দেহত্যাগ বা দেহান্তর-প্রাপ্তি। দেহান্তর-প্রাপ্তি অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র, বিনাশ নহে।

ব্যক্ত জগতের প্রাণিগণ পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তাঁহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। নিত্যবদ্ধ জীব অর্থাৎ অচিদ্‌বিলাসরত জনগণ নিজেদের নিত্যমুক্ত অবস্থার কথা আলোচনা করিতে না পারিয়া আপনাদিগকে পরিবর্ত্তন-যোগ্য পিণ্ডবিশেষ জ্ঞান করেন। জগতে বাঁচিয়া থাকাটাই তাঁহাদের নিকট বড় বলিয়া অনুভূত হয়। প্রবাদবাক্যে পাওয়া যায়,—Coward die many times before their death অর্থাৎ যে ভীরু, সে জীবন্মৃত, বাঁচিয়া থাকা ও টিকিয়া থাকা এক নহে।" হরিভজন ব্যতীত কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকা নিরর্থক। সেইপ্রকার 'বাঁচা' টিকিয়া থাকারই অনুরূপ। সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুর অধীনতা-গ্রস্ত কোন্ প্রাণী ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রগণেরও সেবনীয় শ্রীকৃষ্ণ চরণ-কমলের আরাধনা না করিয়া থাকে? যাঁহারা নিত্যকাল ভগবৎ-সেবায় নিজাধিষ্ঠান সংরক্ষণ করেন, তাঁহারা পরিবর্ত্তনশীল মরণের নিকট ঋণী নহেন। অতএব সাধুগুরুর আনুগত্যে শ্রীহরিভজন ব্যতীত জীবের জনম-মরণমালা ছিন্ন করিবার অন্য কোন উপায় নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রী শ্রীরাধারমণ-জীউ

ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণ-জীউর শ্রীপাট প্রকট করেন। ইনি ব্রজলীলায় শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী। কোন কোন মহাজন তাঁহাকে কৃষ্ণলীলার শ্রীগুণমঞ্জরীও বলিয়া থাকেন। ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীল বেঙ্কটভট্টের পুত্র শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী। ইনি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর আজ্ঞাক্রমে এই শ্রীঅর্চ্চাসেবা প্রকাশ করেন। শ্রীরাধারমণজীউ শ্রীগোপালভট্টের প্রাণধন।

১৪৫৫ শকাব্দের পর শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু ভারতের উত্তরপ্রদেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের জন্য গমন করেন। হরিদ্বারের নিকট সাহারাণপুর-জেলায় 'দেববন্দ্য'-নামে এক গ্রামের প্রান্ত দিয়া শ্রীগোপালভট্ট প্রভু যখন গমন করিয়াছিলেন, তখন সেইস্থানে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সেইগ্রামে 'গৌড়-ব্রাহ্মণ'-নামক শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বংশের বাস ছিল। সেই ব্রাহ্মণের মধ্যে এক গৃহস্বামী শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আনয়নপূর্ব্বক অতিথি সৎকার করেন এবং তাঁহার ভাবী প্রথম সন্তানটী শ্রীগোপালভট্টের নিকট সমর্পণ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু উত্তরপ্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে গণ্ডকী-নদী হইতে দ্বাদশটী শালগ্রাম সংগ্রহ করিয়া আনেন। একদিন শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু শ্রীযমুনায় স্নান সমাপনপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে স্বীয় ভজন-কুটীরে প্রত্যাগমন করিলে দেখিতে পান,—তাঁহার কুটীরের দ্বারে একটী বালক বসিয়া রহিয়াছে; পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন,—'দেববন্দ্য'-গ্রামে যে ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, উক্ত বালক তাঁহারই পুত্র শ্রীগোপীনাথ। পরে কয়েকজন শ্রেষ্ঠী শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর ভজনকুটীরে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের উপযোগী সেইসকল বসন-ভূষণ শ্রীশালগ্রাম কিরূপে পরিধান করিবেন, ইহা চিন্তা করিতে করিতে শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু রাত্রিযাপন করেন। রাত্রি প্রভাত হইলে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী দেখিতে পাইলেন—দ্বাদশটী শালগ্রামের মধ্যে একটী শালগ্রাম ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম, দ্বিভুজ মুরলীধর, মধুর ব্রজকিশোর শ্যামরূপে প্রকটিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে শ্রীল গোপালভট্টের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিবর্গকে আহ্বান করিয়া শ্রীবিগ্রহের অভিষেক মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। ১৪৪২

খৃষ্টাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা-তিথিতে এই অভিষেক মহামহোৎসব সম্পন্ন হইল। গোস্বামিগণ ঐ শ্রীবিগ্রহকে 'শ্রীরাধারমণ'-নামে অভিহিত করিলেন। 'দেববন্দ্য' গ্রামের ব্রাহ্মণবালক শ্রীগোপীনাথ ক্রমে পরিণতবয়স্ক হইলে শ্রীল গোপালভট্ট প্রভু তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহারই উপর শ্রীরাধারমণের সেবাভার অর্পণ করিলেন। ইনিই পরে শ্রীগোপীনাথ পূজারী গোস্বামী নামে খ্যাত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদামোদর দাসও ক্রমে দেববন্দ্য-গ্রাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোপীনাথের কৃপাভিষিক্ত হইলেন। শ্রীগোপীনাথ কোন দার পরিগ্রহ করেন নাই। শ্রীদামোদর দাস সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। তাঁহারই তিনপুত্র—শ্রীহরিরাম, শ্রীমথুরারাম ও শ্রীহরিরাম। ইঁহাদের বংশের হস্তে বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণের সেবা ন্যস্ত আছে। শ্রীগোপালভট্ট শ্রীরাধারমণের সেবার জন্য এক মণ গম ও একটী বৃষের বিনিময়ে যে-সমস্ত ভূমি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাকেই 'ঘেরা' বলা হয়।

'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে শ্রীরাধারমণ-বিগ্রহের সেবা সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

'শ্রীরাধারমণ'-মূর্ত্তি অতি মনোহর।
ভাগ্যবন্ত জনের সে নয়নগোচর॥
প্রকট-প্রসঙ্গ শুন, কহিয়ে কিঞ্চিৎ।
শ্রীরাধারমণ ভট্ট গোস্বামি-বিদিত॥
শ্রীগৌরাঙ্গদেব আজ্ঞা দিল গোস্বামীরে।
শালগ্রাম হৈতে তুমি দেখিবে হরিরে॥
গৌরাঙ্গ-আদেশ ভট্ট শ্রীরূপে প্রকাশে।
রূপ গোস্বামীহ তবে কহে প্রেমাবেশে॥
শ্রীগোবিন্দদেব হন সর্ব্বস্ব তোমার।
তথাপি পৃথক্ সেবা কর—ইচ্ছা তাঁ'র॥
তবে কতদিন পর শালগ্রাম হৈতে।
আপনি প্রকট হৈলা লোকের বিদিতে॥
কে বুঝিতে পারে শ্রীগোস্বামীর আশয়।
হৈলা কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী ভুবনবিজয়॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদন-মোহন।
ক্রমে এ তিনের মুখ, বক্ষ, শ্রীচরণ॥
তিনপ্রভু একত্র দর্শন এক ঠাঞি।
ঐছে পরিপাটী পূর্ব্বে চিন্তিল গোঁসাই॥

সনাতন গোস্বামী, ভূগর্ভ আদি যত।
শ্রীরাধারমণ-সেবা দেখি' উল্লসিত॥
শ্রীবৈশাখমাসে পূর্ণিমা-শুভক্ষণে।
শ্রীরাধারমণ বসিলেন সিংহাসনে॥
শ্রীরাধারমণ ভট্টগোপালের প্রাণ।
তাহা বিনা শয়নে-স্বপনে নাহি আন॥
শ্রীরাধারমণ-শোভা পিয়ে দেহ ভরি'।
শ্রীগোপালভট্ট গুণ—অনঙ্গমঞ্জরী॥
রাধারমণরূপে-গুণে মত্ত হৈয়া।
নানা পুষ্পবেশ করে অনুমতি পাঞা॥
সেবায় পরমানন্দ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
শ্রীগৌরচন্দ্রের সেবা সদা পড়ে মনে॥
হইয়া বিহ্বল ভাসে নেত্রের ধারায়।
ঘন ঘন শ্রীরাধারমণ পানে চায়॥

এই শ্রীরাধারমণজীউ এক সময় শ্রীগৌরমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুকে দর্শন দিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

গোপালের প্রেমাধীন শ্রীরাধারমণ।
শ্রীগৌরসুন্দর-মূর্ত্তি হৈলা সেই ক্ষণ॥
নবীনবয়স বেশ ভুবন মাতায়।
মূরছে মদনমূর্ত্তি কোটী রূপের ছটায়॥
শোভা নিরখিতে হিয়া আনন্দে উথলে।
কি দেখিনু—বলিয়া পড়য়ে মহীতলে॥
বিপুল পুলক, আঁখি জলে ভাসি' যায়।
শ্রীরাধারমণ-গোরাচাঁদ গুণ গায়॥
শ্রীগোপালভট্টের যে অভিলাষ মনে।
শ্রীরাধারমণ পূর্ণ করেন ক্ষণে ক্ষণে॥
জগতে বিদিত অতি নিরুপম রীতি।
শ্রীরাধারমণ গোপালের প্রাণপতি॥

———

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপা

কৃষ্ণভক্তি উদয়ের মূল কারণ সাধুসঙ্গ। শ্রদ্ধা বা প্রীতি থাকিলেই সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়। এই প্রসঙ্গ নিরন্তর প্রভু সুখানুসন্ধান-স্মৃতিময়। যিনি শুশ্রূষু হইয়া শ্রদ্ধার সহিত সাধুর সঙ্গ ও সেবা করেন, সাধুর কৃপাসঙ্গ-প্রভাবে তাঁহার ভগবৎকথায় রুচির উদয় হয়। শ্রদ্ধা ও শুশ্রূষার উদয়ের কারণও সাধুসঙ্গ। কার্য্যব্যপদেশে তীর্থভ্রমণ অনেকের হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যিনি সুকৃতিমান্ ও দুরন্তাপরাধশূন্য, তাঁহার সম্বন্ধেই তীর্থভ্রমণকারী অথবা তীর্থবাসকারী সাধুর দর্শন-স্পর্শন-সম্ভাষণাদি-লক্ষণ সেবাসঙ্গ সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও সাধুর কথা শ্রবণে অভিলাষরূপ ফল প্রদান করে। তবে দুরন্ত অপরাধ থাকিলে সাধুতে সাধু-বুদ্ধি হয় না।

মহৎ-সাধুর অর্থাৎ সিদ্ধভক্তের কৃপাসঙ্গের প্রভাব সর্ব্বাধিক। প্রেমভক্তদিগের কৃপা করিবার শক্তি অসীম। অপরাধফলে অত্যন্ত বহির্ম্মুখ অর্থাৎ সঙ্কোচিত ও আচ্ছাদিত চেতনাবস্থাপ্রাপ্ত কেহ কেহ কেবল মহতের সংস্পর্শ ও তৎপাদরজ-প্রাপ্তিদ্বারা শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হইয়াছেন। অত্যন্ত পতিতাধমকেও মহাভাগবতোত্তম কৃপাপূর্ব্বক শক্তিসঞ্চার করিয়া কৃষ্ণভজনে অধিকার দিতে পারেন। শ্রীপ্রহ্লাদ ও ব্যাধ শ্রীনারদ গোস্বামীর কৃপায় শ্রীভগবানে স্বাভাবিকী তীব্র রতি লাভ করিয়াছিলেন। ভাবভক্ত-মহতের সঙ্গপ্রভাবে সাধকভক্তের অতিশীঘ্র সাধনাবস্থা অতিক্রম করিয়া ভাবাবস্থা-প্রাপ্তি হয়। সাধুসঙ্গে সাধন-দ্বারাই সাধারণতঃ জীবের ভাবাবস্থা প্রাপ্তি হয়। প্রসাদজ-কৃপাসঙ্গ-প্রভাবে অত্যন্ত নিম্নাধিকারীরও ভাবাধিকার-প্রাপ্তি অত্যন্ত বিরল হইলেও অসম্ভব নহে। শ্রীভগবানের ও প্রেমসিদ্ধভক্তগণের অচিন্ত্যশক্তি ও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতাই ইহার একমাত্র হেতু।

সাধুসঙ্গই সর্ব্বপ্রধান ভক্তিপ্রদ সুকৃতি। চতুরশীতি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন হরিরসগলিত সাধুর দর্শন লাভ হয়, তখনই জীবের মায়াবন্ধনে আবদ্ধ থাকিবার কু-অভিসন্ধি তিরোহিত হয়, সংসার বাসনার হেয়তা-তুচ্ছতা-অনুপাদেয়তা ও বোকামি স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়। তখন সাধুসঙ্গপ্রাপ্ত ব্যক্তি কৃষ্ণভজন না করিয়া মায়াভজন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন,—"কেন বা ভজিনু মায়া, করে হায় হায়।" তবে প্রীতি বা শ্রদ্ধার সহিত দর্শনদ্বারাই সাধুসঙ্গের প্রকৃত সুফল লাভ হয়। অশ্রদ্ধার সহিত সাধু দর্শন করিলে অধঃপতন ও মায়াবন্ধনই ঘটিয়া থাকে।

সাধুসঙ্গ করা অর্থ সাধুর শ্রীচরণ আশ্রয় করা—সাধুর হওয়া—সাধুর অন্তরে প্রবেশ করা। সাধুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বনিয়ামকত্ব প্রীতির সহিত স্বীকার করিয়া সাধুর অনুগমনে রুচিযুক্ত হওয়ার নামই সাধুসঙ্গ। সাধুর স্বতন্ত্রতার উপর কোনপ্রকারে হস্তক্ষেপ করিবার অভিসন্ধিদ্বারা সাধুর চরণে অপরাধই হইয়া থাকে। প্রাক্তন দুষ্কৃতি ও অপরাধের ফলেই সাধুসঙ্গে অরুচিরূপ মন্দভাগ্যের দোহাই দিয়া সাধুসঙ্গ হইতে বিরত থাকা উচিত নহে। শ্রদ্ধার সহিত সাধুর সেবা না করিয়া কেবল অসৎসঙ্গ করার দরুণই মন্দভাগ্যের উদয় হইয়াছে। এখন আর ইতস্ততঃ করিয়া বহুমূল্য সময় নষ্ট না করিয়া অকপট শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে সাধুরই সঙ্গ ও সেবা করিতে হইবে, তবেই সৌভাগ্যের উদয় হইবে। "অথ সাধবঃ সর্ব্বাত্মনা সেব্যাঃ"—ইহা আম্নায়বাণী।

অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের পরাঙ্মুখ মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ সাধুর কৃপাব্যতীত কখনও অন্তর্ম্মুখী অর্থাৎ ভগবদুন্মুখী হইতে পারে না। জীবের গঠনে বৈমুখ্য নাই, কিন্তু বিমুখ হওয়ার—মায়াপ্রবণ হওয়ার যোগ্যতা আছে। জীবের গঠনে—স্বভাবধর্ম্মে ভক্তিই আছে। জীব তাহার স্বভাবধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করিয়াছে—কৃষ্ণবিমুখ হইয়া মায়াপ্রবণ হইয়াছে। তাঁহার এই বৈমুখ্যটী প্রাগ্-ভাবজাতীয়। প্রথম হইতেই তাহার বৈমুখ্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভ হইলে তাহা আর থাকিবে না। তখন সাধুর কৃপায় সে স্বাভাবিক ভক্তিধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবে; আর পুনরায় তাহার বৈমুখ্য বা মায়াবন্ধন হইবে না। শ্রীভগবান্ কেন মায়াদ্বারা জীবকে আবদ্ধ করিয়া শাস্তি প্রদান করেন—এরূপ প্রশ্ন করা উচিত নহে। মায়াবদ্ধতার যাবতীয় অনুপাদেয়তা কেবল মায়াতীত সচ্চিদানন্দলীলাময়ের লীলাবিলাসের পরমোপাদেয়তার মাধুর্য্য ও উজ্জ্বলতা অধিকতরভাবে আস্বাদন ও উপলব্ধির জন্যই। দুঃখের পর সুখের আস্বাদন—ইহা ভগবানের একপ্রকার লীলা। লীলাময়ের এইরূপ লীলা কেন হইল—এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। দোষ জীবের। জীব তাহার স্বভাবধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করিয়াছে—স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করিয়াছে। জীবের বৈমুখ্য প্রাগনাদি কিন্তু বিনাশী। জীবের কর্ম্মবন্ধনটী আগন্তুক—আকস্মিক ঘটনা, ইহা থাকিবে না; যে পরিমাণে জীব চিচ্ছক্তির অধীনতা স্বীকার করিবে, সেই পরিমাণে তৎ পদার্থের পরিচয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে জানিতে পারিবে এবং আনুষঙ্গিকফলে মায়ামোচন হইবে।

মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতি নাই। কিন্তু পরমকরুণাময় ভগবান্ সাধু-গুরু-শাস্ত্ররূপে অবতরণ করিয়া নিজেকে জানাইতেছেন। ভগবানের করুণাই মূর্ত্তিধারণ

করিয়াছেন সাধু-গুরু-ভক্ত-বৈষ্ণবরূপে। একমাত্র সাধুর কৃপাতেই জীবের ইন্দ্রিয় ও মনের গতি অন্তর্ম্মুখী হইতে পারে। সাধুর কৃপা যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় ও মনের উপর প্রভুত্ব করে, তখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-মন সাধুর বৃত্তির ধর্ম্মলাভ করে। চিচ্ছক্তির বৃত্তি জীবের ইন্দ্রিয় ও মনে আবির্ভূত হইয়া উহাদিগকে তাদাত্ম্য অর্থাৎ চিন্ময় করায়। তখন চিন্ময় মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীব ভগবৎসেবা করিতে পারে।

কৃষ্ণভক্তি শ্রৌতপথে অবতরণ করেন। ভক্তমহৎ শ্রৌতপন্থী। গুরুশিষ্য-পরম্পরায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির কথা শ্রৌতবাণীরূপে নিত্য অখণ্ডভাবে প্রবাহিত। এই প্রবাহের বিরাম-বিচ্ছেদ নাই। মহতের নিকট হইতে যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি আবার মহদ্রূপে শিষ্যকে শ্রবণ করান। যে-কোন ব্যক্তি মনোবলে—যুক্তিতর্কবলে—প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়চালনাদ্বারা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারে না। ভাগবতধর্ম্ম মতবাদজাতীয় নহে। শ্রৌতপথে না গেলে - শ্রৌতপথ অবলম্বন না করিলে অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির কথা বুঝিতে পারা যায় না। নির্দ্দোষ বস্তুকে বুঝিতে হইলে নির্দ্দোষ ভূমিকায় যাইতেই হইবে। প্রথমেই যদি শ্রদ্ধা না হয়, 'কৃষ্ণভজন করিতেই হইবে'—এই উদ্দেশ্যে মহতের শ্রীপাদপদ্ম সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করা না হয়, তবে দোষযুক্ত ভূমিকায় অবস্থান করিয়া প্রাকৃত মেধা-শেমুষী-মনীষা-দ্বারা সাধুর বাণী শ্রবণ করিয়া, তাহা জাগতিক সুখ-সুবিধার জন্য নিযুক্ত করিলে শুদ্ধ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনের প্রতি অতিশয় অবিচার করা হইবে। "অপ্রাকৃত ভাগবতধর্ম্ম আমার মতে নির্দ্দোষ হইলে গ্রহণ করিব, আমার মতে দোষযুক্ত হইলে ত্যাগ করিব"—এই বিচার নির্দ্দোষ গুণাতীত বস্তুর উপর প্রযুক্ত হইতে পারে না। অপ্রাকৃত বস্তু সমালোচনা করিবার—নির্দ্দোষের দোষ দর্শন করিবার যে চেষ্টা, তাহাতে আত্মবিনাশই লভ্য হইয়া থাকে। বাস্তবসত্য একটাই পক্ষ, ভগবদ্বৈমুখ্যজাত অনাত্ম-প্রতীতিরূপ অজ্ঞান তাহার প্রতিপক্ষ হইতে পারে না। বাস্তবসত্যের প্রতি প্রাকৃত গুণ-দোষ আরোপ করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। নির্গুণ যে গুণ, উহা প্রাকৃত গুণদোষ-বর্জ্জিত। বদ্ধজীবের ধারণায় যাহা গুণ ও দোষ—এই উভয় দোষবর্জ্জিত ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি। ভাগবতধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত। একমাত্র দ্বাদশজন মহাজন এবং তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপায় তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সৌভাগ্যবন্ত ব্যক্তিগণই ভাগবতধর্ম্ম জানেন। ইঁহাদের কৃপাসম্পর্কশূন্য ব্যক্তি ভাগবতধর্ম্মের কথা জানিতে পারিবে না; তাহার প্রাকৃত মেধাদ্বারা মাপিবার চেষ্টা তুষপেষণের ন্যায় পণ্ডশ্রমেই পর্য্যবসিত হইবে। মহতের একান্ত কৃপাতেই মহন্মুখবিগলিত

শ্রৌতবাণীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মাপিবার বুদ্ধি অথবা অন্যমনস্কতা-দ্বারা শ্রৌতসিদ্ধান্ত-প্রান্ত স্পর্শ করিবার চেষ্টা বিফল হইবেই। হস্তদ্বারা সূর্য্যকে মাপিতে গেলে সূর্য্যকে স্পর্শ করা যায় না, পরন্তু ছায়াই দর্শন হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

— শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিদাস ভক্তিশাস্ত্রী

প্রার্থনা

বৃন্দাবিপিনচারী, চিত্তহারী বংশীধারী,
ব্রজবধূগণের জীবন।
দরশন বিনা তাঁ'র, এ প্রাণপতঙ্গ ছার,
করি হায়, নিয়ত বহন ॥
কৃষ্ণে নাই প্রেমগন্ধ, আমি ত' কপটীমন্দ,
বৃথা মোর সেবা-অভিনয়।
করি আরাধন-ভাণ, গলে না কঠিন প্রাণ,
এই হিয়া বজ্রলেপময় ॥
মিছে এ নয়নজল, শ্রীকৃষ্ণবিরহানল,
না জ্বলিল হৃদয়ে আমার।
নিজচিত্ত লুকাইয়া, জনমন বিমোহিয়া,
করি শুধু সৌভাগ্য প্রচার ॥
বংশীবদন হরি, বংশীরবে নিবে হরি,
কবে মোর এ ছার পরাণ।
কৃপা করি' গিরিবর, শুনিয়া রোদনস্বর,
করিবেন দরশন দান ॥
বংশীহারী শ্রীহরির বদনকমল।
দরশন বিনে মম জীবন বিফল ॥
কবে তিনি চাহিবেন অযোগ্যার প্রতি।
কবে তাঁ'য় ধেয়ে যাবে ছার মনোগতি ॥

মাধবচরণে মোর প্রেমগন্ধ নাই।
আপন প্রচার লাগি' অশ্রু ঝরে তাই ॥
না করিনু কোন সেবা, না দিলাম প্রাণ।
বৃথা বহি' দেহভার কীটের সমান ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দনে যদি থাকে অনুরাগ।
তবে কি অন্তরে রয় দেহ-যোগ-রাগ ??
বংশীবদন হরির দরশন বিনা।
বৃথা করি অধন্য এ জীবন যাপনা ॥
কবে কৃপা করিবেন মদনমোহন।
আপন করুণাবশে দিয়া দরশন ॥
কোনই যোগ্যতা নাই, তবু আশা ধায়।
প্রণতকরুণ সেই শ্রীহরির পায় ॥
দেন বা না দেন তিনি নিজ দরশন।
তাঁ'র শ্রীচরণসেবা আমার ধরম ॥
মোরে দুঃখ দিয়া যদি সুখী তাঁ'র মন।
সেই ত' এ জীবনের সম্পদ-রতন ॥

—শ্রীমতী লিপিকা সরকার শিলিগুড়ি

ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি

(উত্তরভাগ)

অনন্তকোটী জীবের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ কৃষ্ণভক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই সৌভাগ্যলাভের সাধারণভাবে দুইটী প্রথা আছে। একটী আকস্মিকী, অপরটী ক্রমোন্নতি। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আকস্মিকী প্রথার উপদেশ করিতেছেন। যথা—

সংসারে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥

আবার শ্রীল রূপগোস্বামীকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রমোন্নতি-প্রথা উপদেশ করিতেছেন, —

তার মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্—জল-স্থলচর ভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে হয় এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটী জ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত-নিষ্কাম—অতএব শান্ত।
ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলই অশান্ত॥

ধর্ম্মাচারিগণ ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিরূপ অবান্তর ফলে আবদ্ধ না হইয়া কৃষ্ণভক্তি অঙ্গীকার করুক, ইহাই নরজীবনের বৈধ সোপান। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের নির্ম্মল বিধান ও নিশ্চয়ফলজনক বর্ত্ম। আকস্মিকী-প্রথা বিরল ও অচিন্ত্য; অতএব তাহার ভরসা না করিয়া ক্রমোন্নতি প্রথা অবলম্বন করাই উচিত।

জীবের জীবন সাধারণতঃ দ্বিবিধ:—(১) শুদ্ধজীবন ও (২) বদ্ধজীবন। শুদ্ধজীবন শুদ্ধচিদ্ধামে অবস্থিত, বদ্ধজীবন এই জড়জগতেই বর্ত্তমান। বদ্ধজীবন আবার দ্বিবিধ:—**বহির্ম্মুখ** ও **অন্তর্ম্মুখ**। **অন্তর্ম্মুখ** জীবন—বহির্ম্মুখ জীবনের ন্যায় লক্ষিত হইয়াও চিদ্ধামের প্রতি সাম্মুখ্যের আদর করে ও তাহাকেই মুখ্যরূপে সন্ধান করে। **বহির্ম্মুখ** জীবন চিদ্ধামকে লক্ষ্য করে না ও তাহার প্রতি সাম্মুখ্য নাই। বহির্ম্মুখ বদ্ধজীবন সাধারণতঃ চারি প্রকার। যথা:—(১) নীতিশূন্য নিরীশ্বর বদ্ধজীবন, (২) নৈতিক নিরীশ্বর বদ্ধজীবন, (৩) নৈতিক সেশ্বর বদ্ধজীবন ও (৪) নির্ব্বিশেষ-চিন্তাবিকৃত জীবন। এই সমস্ত অবস্থাই অন্তর্ম্মুখ জীবনের মলস্বরূপ। এইরূপ অশেষ জড়ীয়-মল-সম্বন্ধ বিনাশপূর্ব্বক প্রোদ্দীপিত-নির্ম্মল সদ্ধর্ম্মের সহিত জীবের চিদ্রসে অবস্থিতিই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহাই অন্তর্ম্মুখ জীবনের বাস্তব ফল।

শ্রীভগবান্ আত্মারাম অর্থাৎ পূর্ণবস্তু হইয়াও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" যিনি আমার যেমন ভজনা করিবেন, অর্থাৎ যিনি আমার ভাবে যেমনভাবে ভাবিত হইবেন, তদ্রূপ আমিও তাঁহার সহিত ঠিক সেই ভাবেরই আদান-প্রদান করিব। তথাপি তাঁহার ভক্তাধীনতা বারংবার প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি গীতাতেই বলিয়াছেন,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—আমি সর্ব্বভূতে সম ; সুতরাং আমার কেহ প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নাই ; কিন্তু আমাকে যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই সেবকরূপে আমার নিকট অবস্থান করেন এবং আমিও অনুগ্রাহকরূপে তাঁহাদের নিকটেই অবস্থান করিয়া থাকি। আবার শ্রীভগবান্ ঋষি দুর্ব্বাসাকে বলিতেছেন,—"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা" অর্থাৎ আমি আমার ভক্তগণকে ছাড়িয়া আমার আত্মাকেও চাহি না। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, শ্রীভগবানের আত্মা অপেক্ষা ভক্তই প্রিয় ; সুতরাং তাঁহার আত্মারামতা অপেক্ষা প্রেমাধীনতাই যে অধিকতর সুখহেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রজগোপীগণ তাই বলিলেন,—"যথাদি পুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা ভবান্ ব্যক্তং ব্রজভয়ার্ত্তিহরং সন্ অভিজাতঃ।"

"যথাযথাবৎ পরিপূর্ণরূপেন আদিপুরুষস্যাপি পরমাংশী স্বয়ং ভগবান্ সুরলোক-গোপ্তা দেবলোক-পরিপালকো ভবান্ ব্যক্তং স্ফুটমেব ব্রজস্য ব্রজতীতি ব্যুৎপত্ত্যা সংসারস্য যদ্ভয়ম্ ইষ্টবিয়োগনিষ্টপ্রাপ্তি-জনিত ত্রাসং, আর্ত্তিঃ বিবিধা পীড়া চ তস্য তস্যাশ্চ হরপার্থমেব অভিজাতঃ নিজভক্তকুলে জাতবৎ প্রাদুর্ভূতঃ।"

(ভাঃ ১০ম স্কন্ধ)

হে ব্রজরাজনন্দন! আপনি গোপকুলে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজের গো-গোপ-গোপীর প্রেমসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া দুগ্ধগোপবালকের ন্যায় বিবিধ লীলাবিলাসরত হইলেও, আপনি সর্ব্বকারণকারণ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বলোকপালক স্বয়ং ভগবান্। জগতের জীবগণ নিরন্তর জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি প্রবল পীড়নে আজীবন বিবিধ দুঃখভোগ-প্রসঙ্গে শত শত জন্ম অতিবাহিত করিয়াও যখন দুঃখের শেষ দেখিতে পায় না, তখন তাহাদের সর্ব্বদুঃখের চিরনিবৃত্তি করিবার জন্যই আপনি কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হন। আপনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদিরূপে যতবারই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, প্রত্যেকবারেই আপনার শ্রীচরণে শরণাগত ভক্তগণের ভয় ও আর্ত্তিহরণই আপনার আবির্ভাবের মুখ্য কারণ বলিয়াই সকলেরই ধারণা হইয়াছে।

পরমেশ্বরকে জীবনসর্ব্বস্ব জানিয়া যাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, ঈশ্বরবাদ ও চিন্তাকে ঈশভক্তির অধীন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের জীবন বদ্ধ হইলেও অন্তর্ম্মুখ। এই অন্তর্ম্মুখ জীবনকে **সাধন-ভক্তজীবন** বলে।

এই অবস্থায় সাধকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর মল হইল—কপট বৈষ্ণব, শখের বৈষ্ণব, নৈমিত্তিক-বৈষ্ণবরূপ দুঃসঙ্গ। অতি সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত

প্রেমারুরুক্ষু ভক্তকে এই সমস্ত দুঃসঙ্গ পরিহার করিতে হইবে। নচেৎ সাধককে এই দুষ্টমলসকল প্রথম অবস্থাতেই সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। যাঁহাদের জীবনে ইহাদের প্রভাব পড়িয়াছে, তাঁহারাই জানেন, ইহারা কি মারাত্মক! ইহারা "পুকুরে কচুরীপানা থাকিবেই" এইরূপ অপসিদ্ধান্ত টানিয়া নির্লজ্জের ন্যায় নিজেদের নোংরামীর পক্ষে সাফাই গাহিবে। **দেবদূতগণ যেখানে পদক্ষেপ করিতে ভয় পায়, মূর্খেরা সেখানে স্বচ্ছন্দে বিহার করে।** অতএব সাধু সাবধান! ইহাদের অপকর্ষতার আধিক্য-বিষয়েও সাবধান! সর্ব্বদা মনে বিচার রাখিতে হইবে,—কৃষ্ণভক্ত সুদুর্ল্লভ। তজ্জন্যই শাস্ত্রোপদেশ,—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত লৌল্যমপি-মূল্যমেকলং জন্ম কোটী-সুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

ইহাই জীবের তটস্থা অবস্থা। এইখান হইতে ঋণাত্মক দিকে মলাংশে যেরূপ অনন্ত অবস্থার অনন্ত নিকৃষ্টতর প্রাচীরের আবরণ আছে, তদ্রূপ ধনাত্মক দিকেও অনন্ত ভাবের অনন্ত প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। ব্যতিরেক আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় নহে। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আগ্রহিগণের পক্ষে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত "শ্রীকৃষ্ণসংহিতা" এবং "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত" গ্রন্থ বিশেষ আলোচ্য।

শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইয়া সাধকের **ভাবময় ভক্তজীবন** শুরু হয়। ইহা **শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা**। ভাবভক্তি প্রেমভক্তিরই পূর্ব্বাবস্থা। জীব সন্ধিনী-শক্তির অংশবিশেষ, বলদেবপ্রভু সন্ধিনী-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রীমতী রাধারাণী হ্লাদিনী-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিই চিৎশক্তি। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত শুদ্ধভক্ত-হৃদয় হইতে সত্ত্বগুণসম্পন্ন উৎকণ্ঠিত শুদ্ধভক্তহৃদয়ে সন্ধিনী-শক্তি প্রতিফলিত হয়। তখন হ্লাদিনী-শক্তি হইতেও তাঁহার কিছু আনন্দ অনুভূত হয়। ইহাই **বিশেষাত্মা** বলিয়া কথিত। প্রভাতকালের ন্যায় তখনও তাঁহার হৃদয়াকাশে শ্রীকৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্য উদিত হন না। কিন্তু অবিদ্যারূপী অন্ধকার দূরীভূত হইবার পর তিনি তখন নিজেকে, অপরকে এবং প্রায় সমস্ত বস্তুকেই যথাযথ দেখিতে এবং বুঝিতে পারেন।

সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অহরহঃ রসিক ভক্তসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে অতি শীঘ্র সাধকের প্রেমোদয় হয়। ইহার নাম **সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা**। এই অবস্থায় ব্যতিরেক দিকে মল সম্বন্ধে চিন্তার কোন অবকাশ থাকে না। কোন দ্বেষিজনে বিদ্বেষও থাকে না। শুধু কংসভীতিরূপ মলাভাস-মাত্র থাকে। তখন তিনি অতি শীঘ্র প্রেমরস আস্বাদন করিতে করিতে কৃষ্ণদাস্যলাভ করেন।

জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস। যথা :—"জীবের স্বরূপ হয়—নিত্য-কৃষ্ণদাস।" এবং "মানুক না মানুক, সবই তাঁর দাস"; কিন্তু এই দাস্য সেরূপ 'দাস্য' নহে। এই দাস্য মমতাধিক্যে রসবৈশিষ্ট্য-ভাববিশেষ। যাহা বৈকুণ্ঠ হইতে গোকুল পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্টতমরূপে নিত্য আস্বাদ্য। একমাত্র তটস্থা অবস্থায় ইহা বিচার্য্য। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে, আছে তর-তম॥

বৈকুণ্ঠের দাস্য—ঐশ্বর্য্য ও শান্তরতি মিশ্রিত তদীয় ভাব-বিশেষ। বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় সদাই প্রেমময় ভগবানের সেবার জন্য উৎকণ্ঠিত। তাঁহারা ভগবৎকৃপায় বুঝিতে পারিলেন, শ্রীভগবানের বীররস আস্বাদনের ইচ্ছা হইয়াছে। তখন তাঁহারা শ্রীভগবানকে বীররস আস্বাদন করাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু মর্য্যাদাপূর্ণ বৈকুণ্ঠে তাহা সম্ভবপর নহে। আবার কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" তাই প্রেমাধীন ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যোগমায়ার দ্বারা চতুঃসনকে আনয়ন করাইয়া অভিশাপছলে জয়-বিজয়কে মর্ত্ত্যে পাঠাইলেন এবং যথাক্রমে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ ও শিশুপাল-দন্তবক্ররূপে তাঁহাদের সহিত বীররস আস্বাদনপূর্ব্বক ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

অযোধ্যায় হনূমানের দাস্য কিঞ্চিদধিক। মর্য্যাদা সেখানে প্রবল। ঐশ্বর্য্যভাব ও মমতাধিক্যও প্রবল, কিন্তু সমস্তপ্রকার সেবার জন্য ঐশ্বর্য্য তথায় মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ শিথিল হয়। যেমন—রাবণপুত্র মহীরাবণ যখন বিভীষণের ছদ্মবেশে রাম-লক্ষ্মণকে পাতালে লইয়া গিয়া বলি দিবার উদ্যোগ করে, তখন হনূমান বিভীষণের পরামর্শে পাতালে মহীরাবণকে বধ করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া আসেন। এইস্থলে শ্রীরামচন্দ্র ভগবান্, তাঁহার কেহই ক্ষতি করিতে পারিবে না—এইরূপ ঐশ্বর্য্যভাব থাকিলে কখনই এই প্রকার সেবা বা লীলাপুষ্টি হইত না। কিন্তু হনূমান কখনই রামচন্দ্রের সহিত একাসনে বসিবার কথা ভাবিতে পারেন না। রামচন্দ্রও তাঁহার হৃদয়ের কথা—সীতা-বিরহের কথা হনূমানের নিকট বলিতে পারেন না। সেইজন্য সীতার নিকট দূত হইয়া গিয়া সংক্ষিপ্ত কথোপকথন করিলেন এবং হনূমান যখন সীতাকে লইয়া আসিতে চাহিলেন, তখন সীতাদেবী বলিলেন,—"তুমি যাও, আমি এখন যাইব না, শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন।" তিনি হনূমানের সঙ্গে আসিতে অস্বীকার করিলেন, কারণ হনূমানের সেই অধিকার বা সৌভাগ্য নাই। "ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত।" হনূমান রামচন্দ্রের হৃদয়ের কোন খবর রাখেন না। মর্য্যাদারূপী গদা সেখানে সদাসতর্ক প্রহরায় রত।

দ্বারকায় উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সখ্যরতির সেবক। তিনি হরিদাসবর, বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তজ্জন্য তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে পাঠাইলেন। সকলের খবর লইতে

বলিলেন, কিন্তু ব্রজগোপীদের কথা বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন না। যদিও তিনি জানিতেন যে উদ্ধব কখনও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না—গোপীগণ তোমার কে? তাঁহাদের সহিত তোমার কি সম্পর্ক? কারণ উদ্ধব সেই রসের খবর জানেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সখ্যহৃদয়ের একটু আভাসমাত্র বোঝেন; তাই তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণ পুরোপুরি মধুর রতির আলোচনা করেন না। উদ্ধবের হৃদয়ক্ষেত্র মোটামুটিভাবে প্রস্তুত, তাই তাঁহাকে সেই শিক্ষা লইবার জন্য ব্রজে পাঠাইলেন—যাহাতে পরবর্ত্তিকালে তাঁহার সহিত গোপীপ্রেমের সামান্যও অন্ততঃ আলোচনা করা যায়।

ব্রজের গোপ-সখাগণ মর্য্যাদা-মার্গের মস্তকে শত-সহস্রবার পদাঘাত করিয়া চলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠারোহণ হইতে চৌর্য্য-ক্রিয়াদি এবং অন্যান্য গূঢ় লীলাকার্য্যের সহায়ক। তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের প্রীতির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করেন।

মাতা যশোদা ও নন্দবাবা কখনই কোন অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের বিশুদ্ধ বাৎসল্য এতই প্রগাঢ় যে, মদীয়ভাবে শ্রীভগবানের সমস্ত ভাল-মন্দের দায়িত্ব তাঁহার স্বীকার করেন। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গদ্বারা সেবা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর-রতি আস্বাদনের নিমিত্ত ব্রজগোপীগণের নিকট আত্ম-বিক্রীত হইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি 'গোপীকাকান্ত' এবং 'রাধাকান্ত' নামে সম্বোধিত। সেক্ষেত্রে তিনি শ্রীমতীকে বলিতে পারেন—"দেহি পদপল্লবমুদারম্"। অপ্রাকৃত কবিশ্রেষ্ঠও তাই ঘোষণা করেন,—"রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে।"

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই বিমল প্রেমই জীবকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন, যাহা জীবের চরম সাধ্যবস্তু। **"স্বভক্তিশ্রিয়ম্"** অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার নিজস্ব ভক্তির চরম উৎকর্ষ যে মঞ্জরীগণের সেবা—তাঁহাদের "শ্রী" অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সম্পদ ও সৌরভের যে চরম সীমা, তাহাই জীবকে বুঝাইতে আসিয়াছিলেন।

ঐ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের একমাত্র সাধ্যবস্তু। এইখানেই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বৈশিষ্ট্য; ইহাই তাঁহাদের মৌলিকতা—স্বকীয়তা। জগতের সাধারণ ভুক্তি-মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতেই পারে না। আমরা 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিয়া কেন সেই দুর্ভাগ্যকে মানিয়া লইব? কেন নিজকে এবং জগৎকে সেই মহল্লাভ হইতে বঞ্চিত করিব? সুধী সুবিচারপরায়ণ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ! আসুন, আমরা আজই সমস্ত কালিমাকে সর্ব্বতোভাবে বিলুপ্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমোদার বিমল-প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হই। অস্ত্রোপচার খুব যন্ত্রণাদায়ক, তাই বলিয়া আমরা রোগমুক্ত হইব না কেন?

—শ্রীবীরভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য,
১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৩১শে বৈশাখ, ১৪০১।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ২৩শে আষাঢ়, ১৪০১ (ইং ৮।৭।৯৪) শুক্রবার হইতে ১লা শ্রাবণ, ১৪০১ (ইং ১৮।৭।৯৪) সোমবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **২৩শে আষাঢ়** (ইং ৮।৭।৯৪), শুক্রবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। **২৪শে আষাঢ়** (ইং ৯।৭।৯৪), শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর সঙ্কীর্ত্তনমুখে** গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে **গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন** এবং মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **২৫শে আষাঢ়** (ইং ১০।৭।৯৪), রবিবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** ; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **২৬শে আষাঢ়** ১১ই জুলাই সোমবার হইতে ২৮শে আষাঢ় ১৩ই জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। **২৯শে আষাঢ়** (ইং ১৪।৭।৯৪), বৃহস্পতিবার - **হেরাপঞ্চমী-দিবসে** শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে মধ্যাহ্ন ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। **৩০শে আষাঢ়**, ১৫ই জুলাই শুক্রবার হইতে ৩২শে আষাঢ় ১৭ই জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। **১লা শ্রাবণ** (ইং ১৮।৭।৯৪), সোমবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে "সাধারণ-সম্পাদক" **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৬শ বর্ষ | ২১ ত্রিবিক্রম, অনিরুদ্ধ, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ | ৩১ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪০১, ইং ১৫/৬/৯৪ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(২)

সুজানোদধি-সংবৃদ্ধিপূর্ণচন্দ্রো গুণার্ণবঃ।
অমন্দানন্দসান্দ্রো নঃ প্রীয়তামিন্দিরাপতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমান্ কমলাপতি আমাদের প্রতি প্রীত হউন, তিনি সজ্জন-সমুদ্রের সম্বর্দ্ধনে পূর্ণচন্দ্র, পরমানন্দ-ঘন এবং নিখিল-সদ্‌গুণসিন্ধু ॥ ১ ॥

রমাচকোরীবিধবে দুষ্ট-দর্পোদবহ্নয়ে।
সৎপান্থজন-গেহায় নমো নারায়ণায় তে ॥ ২ ॥

হে দেব! নারায়ণরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি কমলারূপিণী চকোরীর পূর্ণচন্দ্র, দুষ্টদর্পবিনাশনে বাড়বানল এবং সজ্জনরূপ পথিকগণের বিশ্রামনিলয় ॥ ২ ॥

চিদচিদ্ভেদমখিলং বিধায়াধায় ভুঞ্জতে।
অব্যাকৃত-গৃহস্থায় রমাপ্রণয়িণে নমঃ ॥ ৩ ॥

যিনি চিদ্রূপী নিখিল ভেদের সৃষ্টি করিয়া তাহা ভোগ করিতেছেন, সেই কমলা-প্রণয়ী অব্যক্ত গৃহস্থকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

অমন্দগুণ-সারোঽপি মন্দহাসেন বীক্ষিতঃ।
নিত্যমিন্দিরয়ানন্দসান্দ্রো যো নৌমি তং হরিম্ ॥ ৪ ॥

যিনি পরমোত্তমগুণোৎকর্ষসমন্বিত ও আনন্দঘন এবং ইন্দিরাদেবী মন্দহাস্য-সহকারে নিরন্তর যাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সেই শ্রীহরিকে স্তুতি করি ॥ ৪ ॥

বশী বশে ন কস্যাপি যোঽজিতো বিজিতাখিলঃ।
সর্ব্বকর্ত্তা ন ক্রিয়তে তং নমামি রমাপতিম্ ॥ ৫ ॥

যনি সর্ব্বজগতের বশীকর্ত্তা, সর্ব্বলোকবিজেতা, সর্ব্বকর্ত্তা, স্বয়ং কাহারও দ্বারা বশীভূত, বিজিত বা কৃত নহেন, সেই রমাকান্তকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

অগুণায় গুণোদ্রেক-স্বরূপায়াদিকারিণে।
বিদারিতারিসঙ্ঘায় বাসুদেবায় তে নমঃ ॥ ৬ ॥

হে প্রভো! বাসুদেবরূপী আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বয়ং প্রাকৃতগুণ-সম্পর্কশূন্য হইলেও আপনার ঈক্ষণহেতুই প্রাকৃত গুণসমূহের বিক্ষোভ অর্থাৎ জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি ঘটিতেছে। আর, আপনি দৈত্যপ্রমুখ রিপুগণের বিদারণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

আদিদেবায় দেবানাং পতয়ে সাদিতারয়ে।
অনাদ্যজ্ঞানপারায় নমো বরবরায় তে ॥ ৭ ॥

দেবগণেরও অধিপতি, আদিদেব, অনাদি-অজ্ঞান বা অবিদ্যার পরপারে অবস্থিত, শত্রুকুলনিসূদন এবং পরমোত্তম আপনাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

অজায় জনয়িত্রেঽস্য বিজিতাখিল-দানব।
অজাদি পূজ্যপাদায় নমস্তে গরুড়ধ্বজ ॥ ৮ ॥

হে অখিল দানববিজয়িন্! গরুড়ধ্বজ! আপনি স্বয়ং অজ, অথচ এই বিশ্বের জনক এবং ব্রহ্মাদিদেবগণের পূজ্যপাদ। আপনাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

ইন্দিরামন্দসান্দ্রাগ্র্যকটাক্ষপ্রেক্ষিতাত্মনে।
অস্মদিষ্টৈক-কার্য্যায় পূর্ণায় হরয়ে নমঃ ॥ ৯ ॥

যাঁহার শ্রীবিগ্রহ ইন্দিরাদেবী মনোহর পরমোত্তম নিবিড় কটাক্ষদ্বারা সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং যাঁহার চরিত আমাদের অভীষ্ট ও অতুলনীয়, সেই পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

বৈষ্ণবতত্ত্ব

১। বৈষ্ণবতার লক্ষণ কি ?

"বর্ণাশ্রম-স্বীকার, বর্ণাশ্রম-ত্যাগ বা ভেকাদি-গ্রহণই যে বৈষ্ণবতা, তাহা নয়। **একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ**। 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে যে-পরিমাণে কৃষ্ণভক্তি থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য থাকা চাই।"

—'মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, তৃতীয় প্রবন্ধ', সঃ তোঃ ২।১২

২। বৈষ্ণবতা কি ?

তত্ত্ববিচার, ভাষার সামাসিক বর্ণন ও সুন্দররূপে সজ্জীকরণদ্বারা বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রকাশ পায় না। যে কথাগুলি অভিধানে আছে, উহা যথাস্থানে সাজাইয়া দিলেই বৈষ্ণবী অপূর্ব্বতা হইতে পারে না। **শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়পূর্ব্বক ভজনক্রমে যে রসোদয় করিতে পারা যায়, তাহারই নাম—'বৈষ্ণবতা'।**"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৬।২

৩। 'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' ও 'বৈষ্ণবতম' কে ?

"যতদিন নামাপরাধ আছে, ততদিন নাম হয় না। ক্বচিৎ কদাচিৎ অপরাধশূন্য নামাভাস হয়। নামাভাসের ফলে পাপসকল ক্ষয় পায়। পাপের ক্ষয় হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। চিত্ত নির্ম্মল হইলে নামাপরাধ হইবার অবসর হয় না। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলে তিনি 'বৈষ্ণব'। সেইরূপ নিরন্তর নাম হইলে তিনি 'বৈষ্ণবতর' হন। হ্লাদিনী শক্তির উদয় হইলে তিনি 'বৈষ্ণবতম' হন।"

—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৬।১

৪। শ্রীচৈতন্যচরণানুগত 'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' ও 'বৈষ্ণবতমের' মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি ?

"শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবই শ্রীচৈতন্যচরণানুগত বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত। সান্তর নামানুশীলকই—'বৈষ্ণব'। নিরন্তর নামানুশীলকই 'বৈষ্ণবতর'। যাঁহার সন্নিধিমাত্র

অন্তের মুখে শুদ্ধনাম হয়, তিনি—'বৈষ্ণবতম'। এই সকল সাধুর সঙ্গই কর্ত্তব্য।" —শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

৫। কে কতদূর বৈষ্ণব ?

"যত পরিমাণে যাঁহার কৃষ্ণনামে রতি হইয়াছে, তিনি ততদূর বৈষ্ণব।"

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

৬। অন্তর্ম্মুখের মধ্যে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমের ভেদ কি ?

"অন্তর্ম্মুখ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম-ভেদে তিন প্রকার। কনিষ্ঠ অন্তর্ম্মুখগণ অন্য দেবাদি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বকাম হইয়া কৃষ্ণার্চ্চন করেন; কিন্তু স্ব-স্বরূপ, কৃষ্ণ-স্বরূপ ও ভক্ত-স্বরূপ-অনভিজ্ঞ; মূঢ় হইলেও অপরাধী নন। ইঁহাদের মধ্যেই স্বনিষ্ঠ-প্রবৃত্তি; সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণব না হইলেও 'বৈষ্ণবপ্রায়'। মধ্যম অন্তর্ম্মুখ শুদ্ধবৈষ্ণবও পরিনিষ্ঠিত। উত্তম অন্তর্ম্মুখের ত' কথাই নাই; তিনি—নিরপেক্ষ। **নাম-নামীতে অভেদ-বুদ্ধি ব্যতীত কেহ কখনও অন্তর্ম্মুখ হইতে পারেন না।** অন্তর্ম্মুখ-মাত্রেরই ভগবানে অনন্য-শ্রদ্ধা আছে।" —'ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ

৭। মধ্যম বৈষ্ণবগণের স্বরূপ কি ?

"মধ্যম বৈষ্ণবগণ উত্তম বৈষ্ণবের অনুগত এবং কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের উপকারক।"

—'শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১২

৮। নাম-ভজনকারী কোন্ অধিকারী ?

"নাম-ভজনকারী পুরুষ প্রথম হইতেই মধ্যমাধিকারী।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

৯। কোন্ ধর্ম্মের পরিমাণের দ্বারা বৈষ্ণবতা নিরূপিত হয় ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষিত ধর্ম্মে দুইটী মাত্র কথা আছে অর্থাৎ **'নামে রুচি ও জীবে দয়া'। এই ধর্ম্ম যাঁহার যে পরিমাণে থাকে, তিনি ততই বৈষ্ণব।** অন্য সদ্‌গুণ লাভের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। ভক্ত-জনের সকল গুণই আপনি উদিত হয়।" —চৈঃ শিঃ ১।৭

১০। কোন্ সময় পুরুষ 'বৈষ্ণব'-পদবাচ্য হন ?

"বৈষ্ণব-কৃপায় যখন কনিষ্ঠত্ব লোপ হইয়া মধ্যমাধিকার উদয় হইতে থাকে, তখনই তিনি 'বৈষ্ণব'-পদবাচ্য হন এবং জীবে দয়া তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়।"

—'জীবে দয়া', সঃ তোঃ ৪।৮

১১। বৈষ্ণবতার তারতম্য-নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি কি ?

"গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণ মনে না করেন যে, তাঁহারা গৃহস্থ-বৈষ্ণব অপেক্ষা সম্মানে শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব সম্মানের যে তারতম্য আছে, তাহা কেবল উত্তম-বৈষ্ণব ও মধ্যম-বৈষ্ণব-ভেদে,—ইহা জানা উচিত। গৃহস্থের মধ্যে উত্তম ও মধ্যম, উভয়বিধ

বৈষ্ণবই দৃষ্ট হয়। গৃহত্যাগীর মধ্যেও তদ্রূপ। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য এই যে, তাঁহারা স্ত্রী-সঙ্গ ও অর্থ-লালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনেকপ্রকার শারীরিক সুখ ছাড়িয়াছেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। অনেকে কায়ক্লেশে অর্থ সঞ্চয় করিয়া কৃষ্ণ-সেবাপূর্ব্বক গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়বিধ বৈষ্ণবের সেবা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ **বৈষ্ণব গৃহস্থ হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, ভক্তি-সমৃদ্ধিই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ।** যাঁহার যতদূর ভক্তি-সম্পত্তি হইয়াছে, তাঁহাকে ততই 'বৈষ্ণব' বলিয়া সম্মান করিতে হয়; অন্য কোন কারণে বৈষ্ণবের তারতম্য নাই।"　　—'বৈষ্ণবসেবা', সঃ তোঃ ৫।১১

১২। বৈষ্ণবতা কি বর্ণাশ্রম ও জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর উপর নির্ভর করে?

যাঁহার ভক্তি আছে, তিনি—গৃহস্থই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, ধনীই হউন বা নির্ধনই হউন, পণ্ডিতই হউন বা মূর্খই হউন, দুর্ব্বলই হউন বা বলবান্‌ই হউন,—বৈষ্ণব।"　　—'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ ১০।২

১৩। কয়টী বিশেষ গুণের দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন? তন্মধ্যে স্বরূপ-লক্ষণ কি?

"ছাব্বিশটী গুণ-লক্ষণের দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন। এই গুণগণ-মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা-গুণটী বৈষ্ণবের স্বরূপ-লক্ষণ।"

—'বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ', সঃ তোঃ ৪।১

১৪। স্বরূপ-লক্ষণোদয়ে কি তটস্থ লক্ষণের অভাব থাকে? অনন্য-কৃষ্ণশরণ-জনে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে কি বলিয়া জানিতে হইবে?

"অনন্য কৃষ্ণৈকশরণই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। সে লক্ষণ যাঁহার হয়, তাঁহার **তটস্থ লক্ষণগুলি অবশ্য হইবে।** কিন্তু কোন **অনন্যকৃষ্ণশরণ ব্যক্তির যদি কোন অংশে তটস্থ-লক্ষণ পূর্ণোদিত না হওয়ায় দুরাচার লক্ষিত হয়, তথাপি তিনি সাধু।**"　　—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

১৫। বৈষ্ণবতার তারতম্যের একমাত্র পরিচয় কি?

"যেখানে যে-পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণে পঁচিশ প্রকার তটস্থ-গুণ অবশ্যই উদয় হইবে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, সেই সকল গুণ ও তত বৃদ্ধি হইবে। **যে-স্থলে** এই সকল **তটস্থ গুণের অত্যন্ত অভাব, সে-স্থলে ভক্তিরও অত্যন্ত অনুদয়** বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণই বৈষ্ণব-তারতম্যের একমাত্র পরিচয়।"　　—'বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ', সঃ তোঃ ৪।১

১৬। রুচি-অনুসারে ভক্তের প্রকার-ভেদ ও তারতম্য কি?

"রুচি-অনুসারে ভক্তগণ তিন প্রকার, অর্থাৎ প্রচার-প্রধান-ভক্ত, আচার-

প্রধান-ভক্ত ও আচার-প্রচার-সম্পন্ন ভক্ত। উত্তম, মধ্যম, ও কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচার-প্রচার-সম্পন্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেবল আচার-প্রধান-ভক্ত—মধ্যম, কেবল প্রচার-প্রধান-ভক্ত—কনিষ্ঠ।" —'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

১৭। উত্তম, মধ্যম ও কোমল-শ্রদ্ধের তারতম্য-বিচারটি কি ?

"শাস্ত্র-যুক্তিতে সুনিপুণ হইয়া যিনি সর্ব্বথা দৃঢ়-নিশ্চয়, তিনি প্রৌঢ়-শ্রদ্ধ। তিনিই ভক্তির উত্তমাধিকারী। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে বিশেষ নিপুণ নহেন, অথচ দৃঢ়শ্রদ্ধ, তিনি ভক্তির মধ্যমাধিকারী। যিনি পরম্পরাগতিকে কিছু শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্র-যুক্তির আশ্রয় করেন নাই, তিনি কোমলশ্রদ্ধ। সাধুসঙ্গ হইলে শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের সহিত তিনিও ক্রমশঃ প্রৌঢ়-শ্রদ্ধ হইতে পারেন।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

১৮। প্রাকৃত-ভক্তের স্বরূপ কি ?

"পুরুষানুক্রমে যাঁহারা কুলগুরু ধরিয়া অথবা লোক-দৃষ্টে অর্চ্চন-মার্গে লৌকিক-শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি পূজা করেন, তাঁহারা কনিষ্ঠ বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রাকৃত-ভক্ত,—শুদ্ধ ভক্ত ন'ন।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

১৯। মধ্যম-বৈষ্ণব কি বৈষ্ণবতার উচ্চাবচত্ব বা ভাল-মন্দ বিচার করিবেন না ?

"বৈষ্ণবটী ভাল কি মধ্যম—এরূপ বিচার করা উচিত নয়,—একথা কেবল উত্তম-বৈষ্ণবের পক্ষে। মধ্যম-বৈষ্ণব একথা বলিলে অপরাধী হইবেন।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২০। কনিষ্ঠাধিকারীর বিপদ কোথায় ?

"কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব-তারতম্য বিচার করিতে না পারায় সময়ে সময়ে বড় শোচনীয় হন।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

২১। কনিষ্ঠাধিকারীর কোন্ সময় শুদ্ধ-নামাধিকার ও বৈষ্ণব-সেবাধিকার লাভ হয় ?

"কনিষ্ঠাবস্থায় কিছুদিন নামাভ্যাস হয়। নামাভ্যাসে অনর্থ দূর হইলেই শুদ্ধনামাধিকার ও বৈষ্ণব-সেবাধিকার হয়।"

—'ভজন প্রণালী', হঃ চিঃ

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

মঠবাসিগণের প্রত্যেকেরই সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। হরিকথা-প্রসঙ্গ ও হরিসেবা হইতে বিমুখ হইলেই সংসার-বাসনায় পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত হইতে হইবে। তখন অন্যাভিলাষ-চরিতার্থতা, পরচর্চ্চা, পরস্পর কলহ প্রভৃতি কার্য্যে দিন কাটিয়া যাইবে। মঠবাসিগণ বৈষ্ণবসেবাকে সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলের কার্য্য বলিয়া বুঝিতে না পারিলে ভজনরাজ্যে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারিবেন না। নিষ্কপটভাবে অকপট বৈষ্ণবগণের সেবা ও বৈষ্ণবগণের প্রীতির জন্য কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিতে হইবে,—'বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এহেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়।' একথাটি সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

সতীর্থগণের মধ্যে কাহাকেও হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা হইতে বিচ্যুত হইতে দেখিলে—কোন ভ্রাতা অধঃপতিত হইতেছে বুঝিতে পারিলে, তাঁহাকে হরিভজনের কথা সরলভাবে বুঝাইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলময় বাণী তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে হরিকথা বলিয়া কৃপা করিতে হইবে, তাঁহাদের অধঃপতনে কটাক্ষ করিয়া আনন্দবোধ করা তাহাদিগের মঙ্গলকামনা নহে ইহাতে আমাদের নিজেদের ও অপরের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়া সত্যসত্যই মঠবাসের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। পরস্পরের হরিভজনের সাহায্য-সহায়তার জন্যই আমরা একত্র বাস করিতেছি।

কৃষ্ণ পূর্ণ আকর্ষক বস্তু। সেই পূর্ণ আকর্ষক বস্তুটী খণ্ড নহেন। যদি তিনি খণ্ড বস্তু হইতেন অর্থাৎ যদি তাঁহার শক্তি অল্প হইত, তাহা হইলে তদপেক্ষা বৃহত্তর বস্তু নিশ্চয়ই তাঁহাকে আকর্ষণ করিত। তাঁহার ঊর্দ্ধ বা সম কেহই নাই। তিনিই আকর্ষক ও আর সকলেই আকৃষ্ট। অণুচেতনের প্রতিই পূর্ণচেতনের আকর্ষণ হয়। চেতন অচেতনকে স্পর্শ করিতে পারে না অথবা অচেতন বস্তু চেতনের আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারে না। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু উহা কাঠ-পাথরকে আকর্ষণ করে না। কৃষ্ণও তদ্রূপ আমাদের অস্থি-মাংসকে আকর্ষণ করিবেন না, তিনি আমাদের চেতনকে গ্রহণ করিবেন। এই জগৎ হইতে সংগৃহীত আমাদের অস্থি-চর্ম্ম এই জগতেই redistributed হইবে। হরিবিমুখ-দেহের এই মাংসপিণ্ড শৃগাল-কুক্কুরেরই ভক্ষ্য হইবে।

আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার—এইরূপ একনিষ্ঠ না হইলে কৃষ্ণোপাসনা হয় না।

'কৃষ্ণের আমি, আমার কৃষ্ণের সব'—এরূপ অকিঞ্চনা ভক্তি যাঁহার আছে, তাঁহারই কৃষ্ণোপাসনা সম্ভব। 'আমি', 'তুমি' ও 'তিনি' এই তিনটী পুরুষের মধ্যে 'আমি'—এই প্রথম পুরুষের সহিতই 'আমার' সম্বন্ধ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের মধ্যে আমার 'আমি'র কথা যে পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণে আমার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ, নতুবা আমার সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমি চাই সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা, আমার স্বার্থের বিষয়—একমাত্র কৃষ্ণ এবং আমি কৃষ্ণের ; ইহা ব্যতীত কৃষ্ণেতর স্বার্থে আমার কোন সহানুভূতি নাই।

যাঁহারা কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব দেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব লাভ করিতে পারেন। যাঁহাদের কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পুরুষদ্বয়ে কিছু দেওয়ার আছে, তাঁহার কৃষ্ণ কি বস্তু, কৃষ্ণপ্রীতি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারে না। সেইজন্য তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা ভিন্ন নানা কার্য্য পড়িয়া যায়। দেশসেবা, মনুষ্য-সেবা, পশু, পক্ষী, জীব, পতঙ্গাদির সেবা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সেবার কথা কেবল তখনই আসিয়া পড়ে। তখন আমরা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাসৌন্দর্য্য-বঞ্চিত হই। গুরুকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আমার আর কোন স্বার্থ নাই—এই বিচারে প্রকৃত স্বার্থপর হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা—কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস ; তাঁহার শতকরা শত অংশ সেবা আমারই ; অন্য কাহাকেও তাহার অংশীদার জানিয়া আমার সেবাশ্রম লাঘবের চেষ্টা হইলে কৃষ্ণে কখনও আমার পূর্ণপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে না। আমি কৃষ্ণের পূর্ণ সেবা-বিধানে অসমর্থ হওয়ায় অপর কেহ তৎপূর্ণতা-বিধানে সমর্থ হইলে আমি আমার আংশিক সেবার দ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য করিব—কৃষ্ণকে পূর্ণসেবালাভে বঞ্চিত করিয়া আমার ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিব অর্থাৎ নিজেও সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারিব না, অন্যে করিলেও তাহা দেখিতে পারিব না, ইহা আদৌ সেব্যের প্রতি সেবকের প্রীতিমূলক সেবাধর্ম্ম নহে ; উহা মৎসরতা বা সেবাধর্ম্মের বিপর্য্যয় মাত্র।

আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'তুমি'ও 'তিনি'কে পাইয়া সেই আনন্দের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। আনন্দ পাইতে চায়—'কৃষ্ণের আমি' ও 'আমার কৃষ্ণ'কে, তাহা না হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না, আশা পূরিবে না। আনন্দ চায় 'কৃষ্ণের আমি', আমাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবিধান করাইতে, 'তুমি'র মধ্যেও চাহে—'আমি'কে স্থাপন করিতে, 'তিনি'র মধ্যেও চাহে 'আমি'কে বসাইতে। যে 'তুমি'

'তিনি'র মধ্যে তাহার 'কৃষ্ণের আমি' নাই, সে 'তুমি' 'তিনি'র সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যেদিন আমরা আমাদের বাহেন্দ্রিয়ের সকল চেষ্টা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তৎপর করিতে পারিব, যেদিন 'কৃষ্ণ আমার', 'আমি কৃষ্ণের'—ইহা ছাড়া আর ইতর দর্শন থাকিবে না, সেইদিনই আমার সত্য সত্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে সত্য সত্য কৃষ্ণকথা শ্রবণদ্বারা সত্য সত্য কর্ণবেধ-সংস্কার-লাভ হইবে, সেইদিনই আমাদের কর্ণবহির্ম্মুখতারূপ কর্ণমল মধুকৈটভাসুর বিনষ্ট হইবে। তখন শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণের সুষ্ঠুতাক্রমে শ্রবণ-দশা, বরণদশা, স্মরণদশা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বরূপসিদ্ধি ও তৎপরে বস্তুসিদ্ধি লাভ হইবে। সুতরাং 'আমি'র বিচার ঠিক হওয়ার দরকার। আমি ঠিক—সব ঠিক, আমি বেঠিক—সব বেঠিক।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৫ পৃষ্ঠার পর]

রোমহর্ষণপুত্র ঋষিগণের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং আপনারা অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন—এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বহু প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ (ভাঃ ১।২।৬)

আপনারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সারধর্ম্ম কি? তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন,—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কামা অপ্রতিহতা ঐকান্তিক ভক্তিই সকলের সর্ব্বাপেক্ষা পরম বা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।

এই কথা যমরাজের উক্তিতেও আমরা পাই—এক সময় যমরাজের দূতগণ সন্দিহান হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে চাহিলে যমরাজ কহিলেন,—ধর্ম্মের তত্ত্ব অতীব গূঢ়—"ধর্ম্মতত্ত্বং যুষ্মদ্‌বিধা মূঢ়াঃ কুতো জ্ঞাস্যন্তি! মহাবিদাং সোঽপি মুনয়োঽপি ন জানন্তি।" অর্থাৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব মূঢ় তোমরা কি করিয়া জানিবে, মহাবিদ্বান মুনিরাও জানেন না।

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥
(ভাঃ ৬।৩।১৯)

এই ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত। ইহা ঋষিগণ, দেবগণ, প্রধান সিদ্ধগণ,

অসুরগণ, মনুষ্যগণ কেহই জানেন না, বিদ্যাধর-চারণ প্রভৃতি যে জানেন না তাহা আর কি বলিব।

কেউ যদি না জানেন তাহা হইলে তাহার অস্তিত্বে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে যমরাজ বলিতেছেন,—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥

(ভাঃ ৬।৩।২০-২১)

হে দূতগণ, ব্রহ্মা, নারদ, শিব, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও আমি (যম) এই বার জন আমরা এই ভাগবত ধর্ম্ম অবগত আছি। এই ধর্ম্ম গুহ্য, বিশুদ্ধ ও দুর্ব্বোধ্য। যিনি ইহা জ্ঞাত হন, তিনি অমৃতের অধিকারী হইয়া থাকেন।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদের টীকায়—

"বিজানীম্ ইতি ন তু নিজকৃতস্মৃতিশাস্ত্রেষপি স্পষ্টঃ কথয়াম্ ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ—গুহ্যং পরমতত্ত্বত্বাৎ সংবৃত্যৈব স্থাপ্যং রাজবিদ্যা রাজগুহ্যাধায়ে সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে। ইত্যত্র হেতোরেব দৃষ্টত্বাৎ বিশুদ্ধং গুণাতীতং সগুণস্মৃতি-শাস্ত্রেষু বক্তুমনর্হত্বাৎ দুর্ব্বোধং কর্ম্মিভিরর্থ বাদাদি-দোষ কলিলান্তঃকরণৈ-র্দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ।"

প্রবন্ধের শিরোণামে আমরা মহাভারতের উক্তি উল্লেখ করিয়াছি। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

অর্থাৎ তর্কের কোন প্রতিষ্ঠা নাই, শাস্ত্রও বিভিন্ন, আবার নানা মুনির নানা মত। ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করা বড়ই কঠিন, কারণ ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে অর্থাৎ গূঢ়রূপে নিহিত আছে। মহাজন যে পথে গিয়াছেন তাহাই প্রকৃত পন্থা।

লক্ষ্যের বিষয়, এখানে বলিলেন ধর্ম্মের তত্ত্ব গূঢ়রূপে আছে, আর শ্রীমদ্ভাগবতে বলিলেন ঐ ধর্ম্ম গুহ্য, বিশুদ্ধ, দুর্ব্বোধ। এখানে মহাভারতে বলিলেন, মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন তাহাই পন্থা। কাঁহারা প্রকৃত মহাজন মহাভারতে

নাম বলেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্ব্বোক্ত যমরাজের উক্তিতে বারজন মহাজনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

সেই ধর্ম্ম কি? যমরাজ এখন বলিতেছেন,—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥

(ভাঃ ৬।৩।২২)

শ্রীভগবানের নাম গ্রহণাদিদ্বারা তাহাতে যে ভক্তিযোগ ইহাই জীবগণের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মহাভারতে শ্রীযুধিষ্ঠির-ভীষ্ম সংবাদেও আমরা পাই—পিতামহ ভীষ্মের নিকট যাবতীয় ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

পিতামহ, কো ধর্ম্মঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভবতো পরমো মতঃ? অর্থাৎ সকল ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি? তদুত্তরে শ্রীভীষ্মদেব বলিতেছেন,—

এষ মে সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মোঽধিকতমো মতঃ।
যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চ্চেন নরঃ সদা॥
তমেব চার্চ্চয়েন্নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্।
ধ্যায়ন্ স্তবন্ নমস্যংশ্চ যজমান স্তমেব চ॥

(মঃ ভাঃ অনুশাসন পর্ব্ব)

অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরির পূজা, ধ্যান, গুণকীর্ত্তন ও প্রণাম প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার আরাধনা বা ভক্তিই সকল ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সর্ব্বোপনিষৎ-সার গীতার উপসংহারে পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ ইহাকেই সর্ব্বগুহ্যতম ধর্ম্ম বলিয়াছেন—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(গীতা ১৮।৬৪-৬৬)

উক্ত শ্লোকত্রয়ের টীকার প্রারম্ভে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

"অতি গম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচয়িতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি সর্ব্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ।"

অর্থাৎ অতি গম্ভীর গীতাশাস্ত্র সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া সার নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য জানিয়া কৃপাপূর্ব্বক ভগবান্ নিজেই তাহার সারতত্ত্ব উপসংহারে তিনটী শ্লোকে উপদেশ করিতেছেন।

হে অর্জ্জুন যদিও প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে পূর্ব্বে রাজগুহ্যাধ্যায়ে (৯।৩৪) 'মন্মনা ভব' ইত্যাদি সর্ব্বসার উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তথাপি আমার সর্ব্বগুহ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ আবার শুন। তুমি আমার অতীব প্রিয়, এই হেতু তোমাকে মঙ্গলের কথা বলিতেছি—মন্মনা ভব অর্থাৎ তুমি আমাকে স্মরণ কর। (মদ্ভক্তো ভব) আমার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সেবাপরায়ণ হও। (মদ্‌যাজী ভব) আমার পূজাপরায়ণ হও। (মাং নমস্কুরু) আমাকে প্রণাম কর। ইহাতে আমাকে প্রাপ্ত হইবেই—আমি তোমাকে সত্যই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। কারণ তুমি আমার প্রিয়।

"আমার ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসে বিধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মদেকশরণ হও।—(শ্রীস্বামিপাদ)। অর্থাৎ সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। তুমি শোক করিও না। আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব।

আমরা ভগবৎকৃপায় বিভিন্ন শাস্ত্র আলোচনা করিয়া পাইলাম—তদীয় পাদপদ্মে ভক্তিই আমাদের পরম ধর্ম্ম, নিত্য ধর্ম্ম, গুহ্য বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, অধিকতম ধর্ম্ম, সর্ব্বগুহ্যতম ধর্ম্ম। শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ প্রভৃতি ভক্তির বহু অঙ্গ। এখন প্রশ্ন, এই কলিকালে কোন্ ভক্তি প্রধান রূপে আচরণীয় ? এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

সত্যযুগের ধর্ম্ম—ভগবান্ শ্রীহরির ধ্যান, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম—যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা, দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম—শ্রীহরির অর্চ্চন অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির পূজা এবং কলিযুগ ধর্ম্ম—হরিনাম সংকীর্ত্তন। ইহাই চারিযুগের চারিটী ভগবন্নির্দ্দিষ্ট প্রধান ধর্ম্ম।

পদ্মপুরাণও এই কথাই বলিয়াছেন,—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

সত্যযুগে শ্রীহরির ধ্যান, ত্রেতাযুগে তদীয় যজ্ঞ ও দ্বাপরে তদীয় পূজাদ্বারা

যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম কীর্ত্তনদ্বারা সেইসকল ফল লাভ হইয়া থাকে।

এইজন্য বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই কেবল। হরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত কলিকালে অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই-ই।

কলিকালে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বটে পরন্তু ইহাই একমাত্র সাধন। কলিকালে হরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের আর সাধন-ভজন কিছু নাই। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, আর সব সাধন যদি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের সহায় হয়, তবেই তাহাদিগকে সাধন বলা যাইবে। নতুবা এ সকল সাধনের ব্যাঘাত মাত্র জানিতে হইবে।

বেদে বলেন—

হরিঃ ওঁ॥ দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম কথং ভগবান্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। সহোবাচ ব্রহ্মা সাধু পৃষ্টোঽস্মি সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণ-মাত্রেন নিধূর্ত কলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ প্রপচ্ছ তন্নামিতিমিতি স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলি কল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥ পুনর্নারদঃ প্রপচ্ছ ভগবান্ কোঽস্য বিধিরিতি। তং হোবাচ নাস্য বিধিরিতি॥ (যজুর্বেদীয় কলিসন্তরণ উপনিষৎ)

দ্বাপরান্তে নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো! কলিকালে সংসার হইতে উদ্ধার লাভের উপায় কি? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীহরির নামকীর্ত্তনদ্বারাই জীব অনায়াসে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।

নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই নাম কি? তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন,—কলিকালে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে হইবে। এই নাম কীর্ত্তনের দ্বারাই জীব যাবতীয় পাপ ও অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভগবান্‌কে অনায়াসে লাভ করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই। নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই নাম কীর্ত্তনের বিধি কি? তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন,—হরিনাম কীর্ত্তনে কোন বিধি বা নিয়ম নাই। হরিনাম কীর্ত্তন শুচি, অশুচি, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকালে,

সর্ব্বদা করা যাইবে। হরিনাম কীর্ত্তনদ্বারা ব্রহ্মহত্যা, হিংসা প্রভৃতি যাবতীয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি হইবে। মুক্তি, ভগবৎপ্রেম ও ভগবদ্দর্শন সবই সহজলভ্য হইবে।

হরিনাম সংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। এইজন্য ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ ইহা যুগবাসী প্রত্যেকেরই ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, দুর্ব্বল, সবল, চণ্ডাল, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, অভক্ত, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্যধর্ম্ম।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু ভারত সম্রাট্ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন,—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ (ভাঃ ২।১।১১)

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত সকলেরই কর্ত্তব্য অনুক্ষণ হরিনাম সংকীর্ত্তন। এই হরিনাম কীর্ত্তনের পথে ভয় বা হতাশার কিছু নাই। ইহাতে সাফল্য অবশ্যই হইবে। সকল আশা অবশ্যই মিটিবে। কারণ ইহা অকুতোভয় পন্থা। হরিনাম কীর্ত্তনে প্রকৃত শান্তি আসিবেই।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু আরও বলেন,—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলিকাল দোষের সমুদ্র হইলেও তাহার একটী মহৎ গুণ আছে। হরিনাম সংকীর্ত্তনই সেই মহৎ গুণ। এই কৃষ্ণকীর্ত্তনদ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিবে।

যদি কেহ মনে করেন—একটী গুণের দ্বারাই কি সমস্ত দোষ কাটিয়া যাইবে? উত্তর—নিশ্চয়ই একটী চন্দ্র উদিত হইলে পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার যেমন দূর হইয়া যায়, তদ্রূপ। একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা যেমন অসংখ্য দস্যুকে দমন করিয়া থাকে, তদ্রূপ হরিনাম কীর্ত্তনরূপ মহৎ গুণই কলির জীবগণের যাবতীয় দোষ, পাপ-তাপ, বিপদ ও অপরাধ হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবে।

(বিশ্বনাথ টীকা)

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন,—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

গুণজ্ঞ সারগ্রাহী সজ্জনগণ কলিযুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন, যেহেতু শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারাই কলিকালে যাবতীয় স্বার্থ লাভ হইবে। অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ, কামনাপূর্ত্তি, মুক্তি, ভক্তি, প্রেম ও ভগবৎপ্রাপ্তি সবই হইবে।

শাস্ত্র আরও বলেন,—

যৎফলং নাস্তি তপসা ন যোগেন সমাধির্বিনা।
তৎফলং লভেতে সম্যক্ কলৌ কেশবকীর্ত্তনাৎ॥ (পদ্মপুরাণ)

এইজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্।"

শ্রীলক্ষ্মীধর স্বামিপাদও স্বকৃত ভগবন্নামকৌমুদী গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম" অর্থাৎ জগন্মঙ্গল হরিনামের জয় হউক।

এখন প্রশ্ন—হরিনাম কীর্ত্তনে রুচি বা প্রবৃত্তি কি করিয়া হইবে? তদুত্তরে শাস্ত্র বলেন,—

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক সাধু-গুরুর সঙ্গ ও সেবা করিলেই হরিনামে রুচি বাড়িবে এবং ভজনে উন্নতি হইবে। তাঁহাদের সঙ্গ, সেবা ও কৃপা ব্যতীত হরিনামে ভগবদ্‌বুদ্ধি, নাম ভজনে দৃঢ়তা ও অত্যাগ্রহ কোনদিনই হইবে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ভিক্ষা করিয়া প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে এখানেই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

নাম সংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ

———

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-জয়ন্তী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৯ পৃষ্ঠার পর]

উঃ—না, অন্যকিছু দেখিতে পাইতেছ ? উঃ—না। নিজেকে দেখিতে পাইতেছ ? উঃ—না। তোমার কপালে চক্ষু আছে ত' ? উঃ—আছে। কোন গোলমাল নাই 'ত ? উঃ—না। তবে কেন দেখিতে পাইতেছ না ? উঃ—এত গাঢ় অন্ধকারে কোনকিছু দেখা যায় না। যাহা দেখা যায় না, তাহা মান কেন ? অন্ধ বিশ্বাস কর কেন ? উঃ—নিজেকে না মানিলে, আমি কথা বলিতে পারিব না, জীবিত ভূত হইয়া যাইব, আমার অস্তিত্বই থাকিবে না, সেইজন্য মানি। তুমি ১নং আহম্বক এবং মিথ্যাবাদী, মহাপাপী, ভণ্ডচূড়ামণি, অন্ধবিশ্বাসী। এবার তুমি আমাকে লিখিয়া দাও যে—আলোর সাহায্য ব্যতীত খালি চক্ষে কিছুই দেখা যায় না, নিজেকেও দেখা যায় না। কাজেই ভগবানকে দেখিতে পাই না, সুতরাং তাঁহাকে মানি না, একথা আর কখনও বলা চলিবে না। শক্ত প্রমাণের দ্বারা স্থির হইল যে—তুমি অন্ধ।

আলোর সাহায্য ব্যতীত এই জগতের কিছুই যখন দেখা যায় না, তখন পরজগতের বস্তু বা ভগবানকে দেখিতে হইলে, দিব্যালোক জ্ঞানাত্মক চক্ষু বিশেষ প্রয়োজন। অর্জ্জুন কহিলেন,—তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তোমার ঐ চামড়ার চক্ষে সেইরূপ দেখা যায় না। এস তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, সেই চক্ষে দর্শন কর।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ (গীঃ ১১।৮)

সেই দিব্যচক্ষে অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন। কাজেই ভগবানকে দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে গুরুর নিকট যাইতে হয়, তিনিই জ্ঞানের আলো জ্বালিয়া দেন, সেই আলোতেই ভগবানকে দেখিতে পাওয়া যায়। নারদের কৃপায় ধ্রুব সেই চক্ষে ভগবানকে দেখিয়াছেন।

(খ) তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। এবার তুমি খাদ হইতে উপরে উঠ। এখন দিনের বেলা, সবকিছু দেখ। দেখিতে পাইতেছ ? উঃ—হ্যা। এবার তুমি বায়ুকে দেখ, বায়ুকে দেখিতে পাইতেছ ? উঃ—না। কেন দেখিতে পাইতেছ না ? বায়ু অরূপ, তাহাকে এই চক্ষে দেখা যায় না। যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাকে মান কেন ? অন্ধবিশ্বাস কর কেন ? উঃ—না মানিলে দম বন্ধ হইয়া আমি মরিয়া যাইব, ৫ মিনিটও

বাচিতে পারিব না, দুনিয়ার লীলা-খেলা সব শেষ হইয়া যাইবে, তাই মানি। তুমি ২নং আহম্বক এবং মিথ্যাবাদী, মহাপাপী। বায়ুকে দেখিতে পাই না, ভগবানকে দেখিতে পাই না, সুতরাং তাঁহাকে মানি না, এ কথা আর কোন দিনও বলা চলিবে না। এবার তুমি আমাকে ভাল করিয়া লিখিয়া দাও যে—চক্ষু দিয়া বায়ুকে কখনও দেখা যায় না। গাছের পাতা যখন নড়ে বা শরীরে যখন বাতাস লাগে, তখন জানা যায় যে বায়ু বলিয়া একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু জগতে আছে। সেই প্রকার ব্রহ্মকে চক্ষু দিয়া দেখা না গেলেও, যখন স্পর্শ লাগে, তখন জানা যায় যে—ব্রহ্ম বলিয়া একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু জগতে আছে। তাঁহার সংস্পর্শ লাগিলে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়। "ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে " গীঃ ৬।২৮, ৫।২১, ৬।২১-২২। তুমি মহাঅন্ধ, ভণ্ডচূড়ামণি, অন্ধবিশ্বাসী।

(গ) তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, পিতা বলিয়া একটী ব্যক্তি আছেন, তাঁহাকে তুমি মান কি না? উঃ—পিতাকে যদি না মানি, আজকাল পিতাছাড়া বিজ্ঞানে প্রাণী সৃষ্টি করিতেছে, কাজেই পিতাকে মানিবার প্রয়োজন নাই। উঃ—বিজ্ঞানই হউক বা অন্য যে কেহই হউক, সৃষ্টিকর্ত্তা একজন, তোমাকে স্বীকার করতেই হইবে। বিজ্ঞান যে সৃষ্টি করে, তাহাতেও তাহার "উপাদান" ধার করিতে হয়, যেহেতু বিজ্ঞান স্বয়ংসিদ্ধ নহে। আর কোন পথ দেখা যাইতেছে না, এবার পিতাকে মানি। পিতাকে না মানিলে আমার জন্মই হয় না, কাজেই পিতাকে অবশ্যই মানি। আচ্ছা বেশ ভালকথা—এবার তোমাকে আলো দিলাম অর্থাৎ দিনের বেলা, বাতাস দিলাম, তোমার বিজ্ঞান ভাণ্ডারের যন্ত্রপাতি সবই দিলাম, এবার তুমি তোমার পিতাকে দেখ। পিতাকে দেখিতে পাইতেছ? উঃ—না। কেন দেখিতে পাইতেছ না? পিতাকে দেখিব কি করিয়া, আমার যখন জন্ম হয়, তখন ত' আমি মাতৃগর্ভে। পিতাকে দেখিতে পাও না, তবে তাঁহাকে মান কেন? অন্ধবিশ্বাস কর কেন? উঃ—পিতাকে না মানিলে—এই বিচিত্র বিশ্বদর্শনের সুবর্ণ সুযোগ আমি পাইতাম না। ভাল ভাল খাবার সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতুয়া, রাজভোগ, দধি, দুগ্ধ, ছানা, মাখন, পুষ্পান্ন, পরমান্ন প্রভৃতি; আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, বেল, কলা, আঙ্গুর, আপেল, বেদানা, লিচু প্রভৃতি; রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ—এই পঞ্চবিষয়ের জড়রসের কোনটিরই আমি আস্বাদ পাইতাম না, তাই মানি। তুমি ৩নং আহম্বক এবং মিথ্যাবাদী, মহাপাপী, ভণ্ডচূড়ামণি, অন্ধবিশ্বাসী। চক্ষু দিয়া পিতাকে দেখিতে পাই না বা পরমপিতা ভগবানকে দেখিতে পাই না,

সুতরাং তাঁহাকে মানি না, একথা আর কোনদিনই বলা চলিবে না। এবার তুমি আমাকে ভাল করিয়া লিখিয়া দাও যে—চক্ষু থাকিলেও পিতাকে কখনও দেখা যায় না। কেবলমাত্র মাতার বাক্যেই জানা যায় যে—আমার জন্মদাতা পিতা বলিয়া একজন ব্যক্তি আছেন। তাঁহাকে জানা যায়, চেনা যায়, ভালবাসা পাওয়া যায়। দয়ালু সেই পিতামাতার সেবা করা পুত্রের প্রধান কর্ত্তব্য। সেই প্রকার শ্রুতিমাতার বাক্যে জানা যায় যে,—জগৎপতি জগন্নাথ বলিয়া একজন ব্যক্তি আছেন, সেই পরমপিতার সেবা করা সকলের একমাত্র কর্ত্তব্য। "প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ" (শতপথ ব্রাহ্মণ শ্রুঃ) পরমপিতা ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রীতির সহিত সেবা করিবে। 'পিতাহমস্য' (গীঃ ৯।১৭), 'অহং বীজপ্রদ পিতা' (গীঃ ১৪।৪)। দৃঢ় প্রমাণের দ্বারা স্থির হইল যে, তুমি মহা অন্ধ, কাজেই ভগবানকে দেখিবে কি করিয়া।

২। পরোক্ষ জ্ঞান—স্বর্গাদি সম্বন্ধে, পরোক্ষ—অপরদৃষ্ট, অর্থাৎ আমি দেখি নাই, কিন্তু আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য অনেক ব্যক্তি দেখিয়াছেন। যেমন—লণ্ডন আমি দেখি নাই, কিন্তু অনেকে সেখানে গিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। চন্দ্রলোকে আমি যাই নাই, কিন্তু পৃথিবীর মানুষ স্বশরীরে চন্দ্রলোকে গিয়া তথা হইতে মাটি ও চন্দ্রশিলা (প্রস্তর) পরীক্ষার জন্য আনয়ন করিয়াছেন। সেই প্রকার বেদাদি শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডে বলিয়াছেন যে,—পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা সেই বিশাল স্বর্গলোকে গিয়া প্রচুর সুখভোগ করা যায়। গীঃ ৯।২১। আমি স্বর্গে যাই নাই, কিন্তু শ্রেষ্ঠ অপর অনেক ব্যক্তি স্বর্গে গিয়া নন্দনকানন, পারিজাতপুষ্প, ইন্দ্রের সিংহাসন প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়াছেন। অর্জ্জুন একা স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রের সঙ্গে সভায় বসিয়াছেন। মঃ ভাঃ। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে দেবতাগণকে পরাস্ত করিয়া পারিজাতপুষ্প আনিয়া সত্যভামার পুষ্পকাননে লাগাইয়াছেন। মঃ ভাঃ। রাজা মান্ধাতা, রাজা মুচুকুন্দ, রাজা খট্টাঙ্গ প্রভৃতি দেবতাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধে অসুরগণকে পরাস্ত করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভাঃ, মঃ ভাঃ। হিরণ্যকশিপু স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া শাসন করিয়াছেন। ভাঃ। ইহাকে পরোক্ষজ্ঞান কহে।

৩। অপরোক্ষ জ্ঞান—ব্রহ্ম সম্বন্ধে; আমি দেখি নাই, তুমি দেখ নাই, তিনি দেখেন নাই, কেহই তাঁহাকে দেখেন নাই। তবে অনুভব করা যায়, যেমন—বায়ু, বায়ুকে কেহ কখনও দেখেন নাই; কিন্তু গাছের পাতা যখন নড়ে বা শরীরে বাতাস লাগে, তখন জানা যায় যে—বায়ু বলিয়া একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু জগতে আছে। সেই প্রকার ব্রহ্মকে কেহ কখনও দেখেন নাই,

তবে শরীরে যখন ব্রহ্মের সংস্পর্শ হয়, তখন জানা যায় যে—ব্রহ্ম বলিয়া একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু জগতে আছে এবং প্রচুর সুখ অনুভব করা যায়। "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে"। (গীঃ ৬।২৮)। ইহাকে অপরোক্ষানুভব বলে এবং অপরোক্ষ জ্ঞানও বলে।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান জীবের ইন্দ্রিয়জাত, সেই কারণে এই জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। অধোক্ষজজ্ঞান ও অপ্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারাই ভগবানকে জানা যায়, অনুভব করা যায়, দর্শন করা যায়।

৪। অধোক্ষজজ্ঞান—"অধঃকৃতং অতিক্রান্তং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ"—জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপরে যিনি বর্ত্তমান তিনি অধোক্ষজ। এই জ্ঞানটি অধোক্ষজ (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক প্রদত্ত—"দদামি বুদ্ধিযোগম্" গীঃ ১০।১০। সেইজন্য ইহাকে অধোক্ষজ জ্ঞান কহে।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীঃ ১০।১০)

আমার ভজনকারী সেইসকল ব্যক্তিকে আমি এইরূপ নির্মল বুদ্ধিযোগ (উপায়) প্রদান করি যে, তদ্দ্বারা তাহারা আমায় প্রাপ্ত হন।

ভগবান্ নির্ম্মল বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, সেই বুদ্ধিযোগেই তাঁহাকে জানা যায় বা পাওয়া যায়। যেমন—সূর্য্য উদিত হইলে, তাঁহার কৃপাতে তাঁহাকে দর্শন করা যায়। সেই প্রকার ভগবানের কৃপাতে ভগবানকে দর্শন করা যায়, নিজেকে জানা যায়, মায়াকে চেনা যায় প্রভৃতি। ইহাকে অধোক্ষজ জ্ঞান বলে।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥
(কঃ উঃ ১।২।২৩, মুঃ উঃ ৩।২।৩)

সেই পরমাত্মা বস্তুকে আরোহপন্থায় (নিজচেষ্টা) বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা অবরোহপন্থায় (শরণাগতি-পথে) সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা প্রার্থনা করে, তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ "তনু" প্রকটিত করেন। শরণাগত প্রেমিক ভক্তের নিকট ভগবান্ শ্রীহরি নিজের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রদর্শন করান।

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪)

অপি—আরও, সংরাধনে—আরাধনাকালে, প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্—শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়। শ্রুতি-স্মৃতি আলোচনায় জানা যায় যে, ইনি ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রাহ্য নহেন। কিন্তু আরাধনাকালে। ভক্তি, ধ্যান, একাগ্রতা ইত্যাদিদ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। (বিপক্ষ)

আরও দেখ, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়, ভক্তযোগিগণ এই অব্যক্ত আত্মাকে (পরমাত্মাকে) ভক্তি, ধ্যান, একাগ্রতা ইত্যাদিদ্বারা আরাধনাকালে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। (বিপক্ষ)

কাজেই পরমেশ্বর জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও আরাধনাকালে ভক্তের নিকট তিনি প্রত্যক্ষিভূত হন অর্থাৎ কল্যাণময় "তনু" (শ্রীমূর্ত্তি) প্রকট করেন, (কঃ উঃ ১।২।২৩ ; মুঃ উঃ ৩।২।৩) শ্রুতি-স্মৃতি হইতে ইহা জানা যায়। আরাধনা বা সেবাকে ভক্তি কহে। 'ভজ্' ধাতুঃ সেবায়াম্, সেবা অর্থে সেব্যের প্রীতিবিধান বুঝায়। নিজের প্রীতিকামনা থাকিলে,—অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ (ব্রহ্মনির্ব্বাণ ও কৈবল্যমুক্তি) প্রভৃতি তাহা আর ভক্তিশব্দবাচ্য হইবে না। ভক্তির মধ্যে আবার কর্ম্মমিশ্রাভক্তি জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, যোগমিশ্রাভক্তি প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া শুদ্ধভক্তি। এই শুদ্ধভক্তির দ্বারাই কেবলমাত্র পরমেশ্বরের কল্যাণময়রূপ দর্শনলাভ হইয়া থাকে। (স্বপক্ষ)

৫। অপ্রাকৃত জ্ঞান—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন,—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্;" গীঃ ৪।৯। দিব্যম্ অর্থাৎ অপ্রাকৃত, দেখিতে প্রাকৃতবৎ কিন্তু প্রাকৃত নহে।

"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষনং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥"

(ভাঃ ১০।৩।৯)

জন্মের সময় তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম চতুর্ভুজে ধারণ করিয়া এবং কিরীট, কুণ্ডল, হার, কৌস্তুভমণি, বৈজয়ন্তীমালা, বিবিধ ভূষণ রত্নালঙ্কারে সুশোভিত হইয়া দেবকীর গর্ভ হইতে কি করিয়া বাহির হইলেন, তাহা কেহ জানে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়দ্রথের বধের সময় তিনি দিনকে কি করিয়া রাত্রি করিলেন, তাহা কেহ জানে না। যুদ্ধের পর অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে পরীক্ষিতের জীবন রক্ষার জন্য তিনি উত্তরার গর্ভে কোন্ পথে এবং কিভাবে প্রবেশ করিলেন, তাহা কেহ জানে না। সাত বৎসর বয়সে সাতক্রোশবিস্তৃত গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে সাতদিন একহস্তে ধারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে ইন্দ্রের ঝড়বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, কি করিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা কেহ জানে না ইত্যাদি। সেইজন্য ইহাকে অপ্রাকৃতজ্ঞান বলে।

অধোক্ষজজ্ঞানে বিষ্ণুতত্ত্ব সমাচার।
অপ্রাকৃতজ্ঞানে কৃষ্ণলীলার বিস্তার॥

শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে যে শ্রীকৃষ্ণের নাম ও মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা শব্দব্রহ্ম। সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই তাহা স্ফূর্ত্তিলাভ করে।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

বেদান্ত দর্শনের শেষ সূত্রেও তাহাই বলিয়াছেন। 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।' ব্রঃ সূঃ ৪।৪।২২। অর্থাৎ শব্দব্রহ্মের অনুশীলনদ্বারা জন্ম-মৃত্যু-রাহিত্য এবং পূর্ণ শান্তি বা প্রেমানন্দ লাভ।

'তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।' (ছাঃ উঃ ৮।৩।৪)
পরব্রহ্ম শ্রীহরির সুমঙ্গল নাম।
সত্য বলি' চারিবেদে ঘোষে অবিরাম॥
'ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে
বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ। (ঋগ্বেদ ১।১৫৬।৩)
ওহে হরি! তব নাম সংকীর্ত্তন করি।
অনায়াসে যাব সবে এই ভব তরি॥
সুমতির মতি তব চরণ কমল।
ভজন করিলে তবে সর্ব্ব সুমঙ্গল॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)
সত্যে ধ্যান ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বাপরে অর্চ্চন।
কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। (বৃঃ নাঃ পুঃ)
কেবলমাত্র হরিনাম হরিনাম সার।
অন্যধর্ম্মে কলিকালে নাহি হয় পার॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ (কঃ সঃ উঃ)
দুর্জ্জন-কল্পিত ছড়া পরিত্যাগ করি'।
মহামন্ত্র কীর্ত্তনেতে যাবে সবে তরি'॥
"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি'।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥
কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥" (শতনাম) (ক্রমশঃ)

—শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

———

"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে"

কর্ম্মফলপ্রভাবে জীবের উচ্চাবচ জাতিতে জন্ম হয়। দুর্জাতিত্ব-প্রশমিত জনগণই সত্ত্বগুণে অশৌচ্য-ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজাদির উত্তরোত্তর ক্রমশঃ শৌচ্যকুল। পাপের ফলেই কর্ম্মকাণ্ডরত জনগণ শৌচ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। রজস্তমোগুণে পাপপ্রবণ ব্যক্তিগণের যবনাদি অবর জাতিতে জন্ম হয়। কিন্তু বিষ্ণুসেবাপর বৈষ্ণবগণ—বিষ্ণুসদৃশ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারা কর্ম্মমার্গীয় জীববিশেষ নহেন; তাঁহারা যাবতীয় শৌচ্যকুল ও শৌচ্যদেশ পবিত্র করিবার জন্য তথায় জন্মগ্রহণ করেন। যেমন ভগবান্ গৌরসুন্দরের পরিকরগণ বিভিন্ন শৌচ্যস্থানে ও শৌচ্যকুলে অবতীর্ণ হইয়া সেইসকল স্থানের ও কুলের মহিমা চিরকাল সম্বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। যবনকুলে প্রকটিত হইয়াও শ্রীহরিদাস ঠাকুর—ব্রাহ্মণকুলশিরোমণি মহাভাগবত-পরমহংস। "বৈষ্ণব যে কোনও কুলোদ্ভূতই হউক না কেন, তিনি পারমার্থিক ব্রাহ্মণ"—ইহা সাক্ষাৎ দেখাইবার জন্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সুবর্ণবণিক উদ্ধারণ দত্তের পাচিত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু নিম্নকুলোদ্ভূত সনোড়িয়াকে বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। পরমেশ্বর জগদ্গুরু কৃষ্ণ জাতিকুলের লৌকিক বিচারকে স্তব্ধ করিয়া বিদুরের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু কৃপা করিয়া গোবিন্দের শৌক্র-জন্মাদির বিচার পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবকে দৈক্ষ্য বিপ্রত্ব-যোগ্য জানিয়া দীক্ষাপ্রদানপূর্ব্বক 'সেবক' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণভক্ত চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত হইলেও তাঁহারই ব্রাহ্মণোত্তমতা এবং ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন অসদ্বৃত্তিজীবী কৃষ্ণভক্তি-হীন পাষণ্ডীর চণ্ডালত্ব সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধ। জাতিসামান্য-বুদ্ধিতে তাঁহাদের উভয়ের দর্শন নিষিদ্ধ। রুচি, বৃত্তি, স্বভাব বা লক্ষণানুসারেই তাঁহাদের বর্ণ নির্দ্দেশ বিধেয়—ইহাই সমগ্র শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চণ্ডালা অপি তে শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণা॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

"যাহারা-বিষ্ণুভক্তিবিহীন, তাহারাই 'চণ্ডাল' নামে কথিত, আর যাঁহারা হরিভক্তিপরায়ণ, তাঁহারা চণ্ডালকুলোৎপন্ন হইলেও শ্রেষ্ঠ।"

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে,—যদি 'কৃষ্ণ' বলে।
বিপ্র বিপ্র নহে,—যদি অসৎপথে চলে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৯৭)

চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥ (মহাভারত)

"হরিভক্ত চণ্ডাল মুনি হইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু হরিভক্তিশূন্য ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও অধম।"

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্ত দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো দ্বিজাতিঃ শ্বপচাধিকঃ॥ (নারদীয়পুরাণ)

"হে মহারাজ, বিষ্ণুভক্ত শ্বপচকুলোৎপন্ন হইলেও দ্বিজ অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ, আর যে ব্যক্তি দ্বিজাতি হইয়া বিষ্ণুভক্তিবিহীন হয়, সে শ্বপচ অপেক্ষাও অধিকতর হীন।"

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬-৬৭)

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহহম্॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১০।৯১ ইতিহাস-সমুচ্চয়বাক্য)

"আমাতে ভক্তিহীন ব্যক্তি চতুর্ব্বেদী হইলেও সে আমার প্রিয় নহে, কিন্তু আমাতে ভক্তিমান্ পুরুষ নীচ চণ্ডাল কুলোদ্ভূত হইলেও সে আমার প্রিয়। সেই ভক্তই দানের সৎপাত্র এবং তাহা হইতেই কৃপা গৃহীতব্যা। তিনি নিশ্চয়ই আমার তুল্য পূজ্য"

নামযুক্তজনাঃ কেচিৎ জাত্যন্তরসমন্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি মে যথা প্রীতিং ন তথা বেদপারগাঃ॥ (ভগবদ্বাক্যম্)

"আমার নামযুক্তজন নীচ জাতির অন্তর্গত হইলেও সে আমার যেরূপ সন্তোষ বিধান করে, বেদপারগ ব্রাহ্মণও তাহা করিতে পারে না।"

কুলাচারবিহীনোঽপি দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রশস্তঃ সর্ব্বলোকানাং ন ত্বষ্টাদশবিদ্যকঃ।
ভক্তিহীনো দ্বিজঃ শান্তঃ সজ্জাতির্ধার্ম্মিকস্তথা।
(স্কন্দপুরাণে শ্রীনারদবাক্য)

"জিতেন্দ্রিয় ও ভগবানে ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি সৎকুল ও সদাচারবিহীন হইলেও

সর্ব্বলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অষ্টাদশবিদ্যাবিশিষ্ট, শান্ত, সৎকুলোৎপন্ন এবং ধার্ম্মিক হইলেও ভগবদ্‌ভক্তিবিহীন দ্বিজ শ্রেষ্ঠ নহেন।" শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি ভক্ত প্রহ্লাদের উক্তি,—

কিরাতহূণান্ধ্র পুলিন্দপুক্কশা, আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ, শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

(ভাঃ ২।৪।১৮)

"কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, কঙ্ক, যবন, খস প্রভৃতি যাহারা—জাতিগত পাপে দূষিত এবং অপর যে-সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপাচারিরূপে দৃষ্ট হয়, তাহারাও যাঁহার শরণাগত হওয়া মাত্রেই ঐ জাতিগত ও কর্ম্মগত পাপ হইতে শুদ্ধিলাভ করে, সেই স্বাভাবিক প্রভাববিশিষ্ট ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার।"

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

(কাশীখণ্ড—স্কন্দপুরাণ)

"ব্রাহ্মণই হউক, ক্ষত্রিয়ই হউক, বৈশ্যই হউক, শূদ্রই হউক অথবা তদিতর অন্ত্যজই হউক, বিষ্ণুভক্তি সংযুক্ত হইলে তাঁহাকে সর্ব্বোত্তমোত্তম বলিয়া জানিবে।"

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০ম বিঃ ধৃত পদ্মপুরাণ বাক্য)

"ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও 'শূদ্র' বলিয়া কথিত নহেন। তাঁহাদিগকে 'ভাগবত' বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে যে কোন জাতিই হউক না কেন, তাহারা 'শূদ্র' বলিয়া গণনীয়।"

সকৃৎ প্রণামী কৃষ্ণস্য মাতুঃ স্তন্যং পিবেন্ন হি।
হরিপাদে মনো যেষাং তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥
পুক্কসঃ শ্বপচো বাপি যে চান্যে ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
তেঽপি বন্দ্যা মহাভাগা হরিপাদৈকসেবকাঃ॥

(পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড আদি ২৫ অঃ)

"যিনি শ্রীকৃষ্ণকে একবার মাত্রও সর্ব্ব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রণাম করিয়াছেন, তাহাকে আর মাতৃস্তন্যপান করিতে হয় না। পুক্কস, কুক্কুরভোজী চণ্ডাল, এমন কি ম্লেচ্ছজাতিসমূহ যদি একান্তভাবে হরিপাদপদ্ম শরণ গ্রহণ করিয়া সেবারত হন, তাহা হইলে তাহারাও মহাভাগ ও পূজার্হ।"

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ (ভাঃ ৩।৩৩।৭)

"হে ভগবন্! যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা চণ্ডালকুলে অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আপনার নাম যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সমস্ত প্রকার তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারাই আর্য্যমধ্যে পরিগণিত।"

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতদারবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥
(ভাঃ ৭।৯।১০)

"কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যাহার মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ—এই সমস্তই অর্পিত, এতাদৃশ চণ্ডাল কুলোদ্ভব ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, যেহেতু ভক্ত চণ্ডাল সমস্তকুলই পবিত্র করেন, আর ঐ গর্ব্ববিশিষ্ট ব্রাহ্মণ—কুল পবিত্র করা দূরে থাকুক, আপনাকেই পবিত্র করিতে অসমর্থ।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন,—

"কেবলা ভক্তিদ্বারাই যে শ্রীহরির সন্তোষ হয়, তাহা কথিত হইল। সম্প্রতি এই শ্লোকে শুদ্ধভক্তিব্যতীত অন্য কিছুই যে ভগবৎসন্তোষের কারণ হইতে পারে না, তাহা বলিতেছেন। ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, কান্তি, প্রতাপ, শারীরিক বল, উদ্যম, প্রজ্ঞা, অষ্টাঙ্গ যোগ—এই যে দ্বাদশটী গুণ কথিত হইল, তাদৃশ গুণসম্পন্ন বিপ্র অপেক্ষাও ভগবদ্ভক্ত শ্বপচকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। যদি বল, কোন্ প্রকার বিপ্র অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালের শ্রেষ্ঠতা? তদুত্তর এই যে, পদ্মনাভের পাদপদ্মবিমুখ বিপ্র অপেক্ষাও চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। যদি বল, তিনি—কিদৃশ চণ্ডাল? তদুত্তর এই যে, যাঁহার মন ইত্যাদি সমুদয়ই সেই ভগবান্ পদ্মনাভে অর্পিত হইয়াছে, তাদৃশ চণ্ডালকুলোদ্ভব ব্যক্তিকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যে, (ভগবদ্ভক্ত) শ্বপচ সমস্ত কুলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন, আর প্রচুর গর্ব্ব-বিশিষ্ট বিপ্র আপনাকেই পবিত্র করিতে পারে না। কুলের ত' কথাই নাই; যেহেতু ঐ গুণসমূহ ভগবদ্ভক্তিবিহীন ব্যক্তির পক্ষে গর্ব্বেরই কারণ হয়, তাহার নিজের শুদ্ধিলাভের কারণ হয় না; অতএব সে ব্যক্তিই অধম,—ইহাই ভাবার্থ।"

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী—নারকী

ভগবানে শরণাগত বৈষ্ণবকে সাধারণ মনুষ্য বা জাতি-বুদ্ধি বা সদ্‌গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-মন্ত্র-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি জাতি-বুদ্ধি করিতে নাই। যেরূপ কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণবী দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়। যেরূপ কোটি টাকার মধ্যে এক টাকাও আছে, সেইরূপ বৈষ্ণবতার মধ্যে ব্রাহ্মণতাও আছে। বৈষ্ণবকে 'অব্রাহ্মণ' বলা অযৌক্তিক ও অপরাধ। যিনি বিষ্ণুর উপাসনা করেন, তিনি প্রাকৃত কর্ম্মমার্গীয় ব্যক্তির ন্যায় প্রাকৃতবর্ণের অন্তর্গত অথবা দীক্ষিত হইবার পরও দীক্ষার পূর্ব্বের অবস্থাতে অবস্থিত—এইরূপ বুদ্ধি ভক্তিতে অবিশ্বাসী অপরাধী জীবেরই ঘোর অপরাধের পরিচায়ক। অতি বাল্যকালে প্রত্যেক বালিকাই নগ্না থাকে, কিন্তু সেই বালিকাই যখন আবার সন্তানের জননী হন, তখন সন্তান যদি লোকের কথায় জননীর পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ করিয়া গর্ভধারিণীকে নগ্না বলে, তবে তাহা যেরূপ অত্যন্ত অন্যায় ও অপরাধ, তদ্রূপ কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা বা শরণাগতির পূর্ব্বের ইতিহাস স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবকে পূর্ব্বের বিচারে দর্শন ততোঽধিক অপরাধ ও পাষণ্ডতা। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ, স জাতি নরকং ধ্রুবম্॥

(ইতিহাসসমুচ্চয়)

"যে ভগবানের ভক্তকে শূদ্র, ব্যাধ বা চণ্ডাল ইত্যাদি সাধারণভাবে জাতির বিচারে দেখে, সে অবশ্যই নরকে যায়।" পদ্মপুরাণও "অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধী" শ্লোকে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারীকে 'নারকী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব উত্তম বা অধম কুলে অবতীর্ণ হইলেও তিনি সেই উত্তম বা অধম কোন কুলবিশেষেরই অন্তর্গত নহেন। বৈষ্ণবকে প্রাকৃত উত্তমকুল অর্থাৎ কর্ম্মমার্গীয় ব্রাহ্মণ বলিলেও তাঁহাকে পুণ্যের অধীন জীববিশেষ জ্ঞান করা হইল এবং তৎফলে তচ্চরণে অপরাধ কৃত হইল। পাপ ও পুণ্য—উভয়ই হেয়তা ও অবরতাযুক্ত প্রাকৃত ব্যাপার। বৈষ্ণব পাপ ও পুণ্যের অধীন নহেন। বৈষ্ণবের একমাত্র পরিচয় বা অভিমান, তিনি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের দাসানুদাস।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

———

উদারতার প্রচ্ছন্নতায়

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনায় ভক্তিভ্রম

গীতা কাহার বাণী ?—এতদুত্তরে যে তত্ত্বের অভিব্যক্তি তাহা বিচার করিলে ব্রহ্ম ও ভগবত্তত্ত্বের একত্ব স্থাপন চেষ্টা অসঙ্গত, অযথার্থ ও অসমফলপ্রসূ। ব্রাহ্মপ্রেম ও গোপ্যা ঔপপত্য প্রেমের উৎকর্ষ-বিচারে একত্ব অসঙ্গতি বা মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হয়। ব্রহ্মানন্দ ও মহাভাবকে সমজ্ঞান করা দুর্ভাগ্যজনক ও মূঢ়তা। বিশ্বগুরুর ব্রহ্মানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর মহাভাবকে সমতুল্য জ্ঞান করা উদারতা নহে, ইহা মহাপরাধ বলিয়া শাস্ত্রে বিচারিত হইয়াছে।

ব্রহ্মোপাসকের নিকট শ্রীভগবানের নাম ভাস্কর-ঠাকুরের নাম। ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান্ ও মুসলমান-ধর্ম্মে ভগবানের নাম নাই, সুতরাং ইহা কাল্পনিক বা অসত্য। তজ্জন্য ইহারা "হাতীশুঁড়োর মাতা"-ন্যায়ে ভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেও তাহা ভক্তকীর্ত্তন বা প্রেমভক্তি হয় না; তাহাকে ভক্ত্যাভাসও বলা চলে না, বরং ভক্তিবিরোধী বলা যাইতে পারে। ইহারা 'জনগণ-মন-অধিনায়ক হে' বলিতে পারেন, তথাপি "হরে কৃষ্ণ" বলিতে জিহ্বায় বেদনা বোধ করেন। ভগবানে অশেষ ভক্তি, কিন্তু ভগবন্নামে ও শ্রীমূর্ত্তিতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাহীনতাকে কখনও ভক্তি বলে না। কাশীবাসী ব্রাহ্মণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার হইতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

"তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল।
সেই তোমার নাম জানে, আপনে কহিল॥
তোমার দোষ করিতে করে নামের উচ্চার।
'চৈতন্য' 'চৈতন্য' করি' কহে তিনবার॥
তিনবারে 'কৃষ্ণনাম' না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে॥
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি'।
তোমা দেখি' মুখ মোর বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি'॥
প্রভু কহে,—'মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণ-স্বরূপ'—দুইত সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি—তিন চিদানন্দরূপ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১২৫-১৩১)

সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্র শ্রীহরির নাম উচ্চারণের মাহাত্ম্য শতমুখে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয়-সম্প্রদায় শাস্ত্রের এই বাণীতে দৃঢ়রূপে আস্থাবান্ ও আচরণপরায়ণ বলিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্কীর্ণ, অনুদার ও সাম্প্রদায়িক (?) বলিয়া জ্ঞান করা কিপ্রকার মূর্খতা ও অমঙ্গলজনক, তাহা ধর্ম্মধ্বজিগণ বিবেচনা করিতে অক্ষম। যাহারা 'সম্প্রদায়'-শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত নহেন, তাহারা সম্প্রদায়-অর্থে সঙ্কীর্ণতা বা অনুদারতা ধারণা করেন। পরন্তু সম্প্রদায়-শব্দের অর্থ ইহার বিপরীত ; অর্থাৎ যাহা সম্যক্‌রূপে এবং প্রকৃষ্টরূপে বস্তুকে দান করে তাহাই সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় যাহারা স্বীকার করেন না তাহাদের চেষ্টা বিফলতা প্রদান করে। যথা—

সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

সুতরাং যাহাদের চিন্তাস্রোত এই চারিটী সম্প্রদায়ের অনুগত নহে অথবা এগুলি হইতে ভিন্ন বিচারযুক্ত, তাহাদের মত বা সিদ্ধান্তকে বিফল বা প্রকৃত ফলপ্রসূ নহে বলিয়া শাস্ত্রের বাণী। এইপ্রকার ভুঁইফোঁড় সম্প্রদায়ের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পরমার্থ লাভ হইতে পারে না বলিয়াই শাস্ত্রের বিচার।

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥

শাস্ত্রে নারায়ণে ভক্তিদ্বারা মুক্তির উপদেশ লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বাণী—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে', কিন্তু ভুঁইফোঁড় সম্প্রদায় বা মায়াবাদীর মতে দরিদ্রের সেবাই নারায়ণের সেবা, তদ্দ্বারাই মুক্তি লভ্য হয়। তাহাদের বিচার—বিশ্বমানবকে পরিহার করে বিশ্বদেবের ভজন-পূজন নিরর্থক। কিন্তু বিশ্বদেব স্বয়ং বলিতেছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
যান্তি দেবব্রতা দেবান্, পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতা।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা, যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥

অর্থাৎ বিশ্বমানবের সেবায় বিশ্বমানবের সহিত যোগ হয়, আর বিশ্বদেবের সেবাতেই বিশ্বদেবকে বা মুক্তিকে লাভ হয়।

'হরি', 'কৃষ্ণ', 'রাম' প্রভৃতি ভগবন্নাম ঋষিদের কল্পনাপ্রসূত নহে। এই নামগুলি নিত্য ও সত্য। ইহাদের কোন প্রতিশব্দ নাই। গড্, আল্লা বা জনগণ-মন-অধিনায়ক শব্দকে কৃষ্ণ বা হরিনামের প্রতিশব্দ জ্ঞান করিলে চলিবে না। কৃষ্ণ, হরি, রামাদি মুখ্যনামগুলি কোন অংশে কৃষ্ণাদি তত্ত্ব হইতে

ভিন্ন নহে। তত্ত্বমধ্যে যে যে গুণ বা ক্ষমতা বর্ত্তমান এই নামমধ্যেও সেই সেই গুণ ও ক্ষমতা পূর্ণরূপে বর্ত্তমান।—ইহাই শাস্ত্রজ্ঞশিরোমণিদের বিচার।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ॥

কলিসন্তরণোপনিষদে মহামন্ত্রের মধ্যে এই হরিনামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদান্তের উপান্ত শ্লোকেও 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' বাক্যে তাহাই ব্যক্ত রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপান্ত শ্লোকও একই মত প্রকাশ করিয়াছেন—

নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনং তং নমামি হরিং পরম্॥

অন্যত্র যমরাজ বাক্য ঃ—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥

সর্ব্বাধিকরূপে এই নাম-কীর্ত্তনকেই বৃহন্নারদীয় পুরাণ একমাত্র গতি এবং এতদ্ব্যতীত কোনরূপে গতি নাই বলিয়া ত্রিসত্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামেব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব শাস্ত্রের এই সমস্ত নির্দ্দেশকে মর্য্যাদা প্রদান করত জীবকে নামপ্রেম প্রদান-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত প্রেমধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মপ্রেম-রূপ কুসুম সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-সম্বন্ধযুক্ত। ইহার সূক্ষ্মবিচার ভোগবাদীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। তজ্জন্যই পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিকে শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভুর উক্তি ঃ—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

এমন কি হরিনাম করিলেও কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীকেও ভক্ত বলিয়া সিদ্ধান্তবিদ্‌গণ স্বীকার করেন না। তাহাদের নামের ফলে প্রেমলাভ হয় না। তাহারা যথাক্রমে ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি পর্য্যন্ত লাভ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মোপাসনা ও হরিভক্তির পার্থক্য বিচারে পুরীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-সংলাপে শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের রায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (ভাঃ ১।৭।১০)

—এই শ্লোকটী হরিভজন বা শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তির মহিমা স্বর্ণাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছে। এবম্বিধ উৎকর্ষকে সঙ্কীর্ণতা-জ্ঞান কেবল মূঢ়তা নহে, শাস্ত্রবিরোধিতা, সত্যের অবমাননা এবং ঈর্ষামূলক ধর্ম্মধ্বজিতা।

কৃষ্ণপ্রেমের মহত্ত্বের ধারণা হইতে বঞ্চিত মূঢ় ব্যতীত অন্য কেহই মানবিকতা বা তথাকথিত মানবপ্রেমে আকৃষ্ট বা আসক্ত হইতে পারেন না। পিপীলিকা-সেবা, কাক-শকুন সেবা, কুকুর-বানর সেবা, ভারতসেবা, দরিদ্রসেবা, মানবসেবা, পিতৃপুরুষসেবা, দেব-দেবীসেবা প্রভৃতি সমস্ত সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ-মোক্ষকামী জ্ঞানী ও যোগী সকলেই শ্রীহরির মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহায় সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের এই হরিসেবাকে মূর্খ-লোক নিজসুখমূলক কাম বলিলেও শাস্ত্র ও বিজ্ঞলোক ইহাকে সর্ব্বোত্তম সাধনা ও সাধ্য বলিয়া থাকেন। ইহাই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম, ইহা কাম বা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিমূলক নহে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলক বিধায় ইহা প্রেম। ইহাকে নিজ সুখতাৎপর্য্যপর বলিলে মূর্খতা প্রকাশ পাইবে। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥ অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর। কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল-ভাস্কর।"—ইহাই সাধ্য-শিরোমণি। মানবিকতা বা মানবসেবাদ্বারা শত শত জন্মেও এতদবস্থা লভ্য নহে। সর্ব্বযোগি-শিরোমণি পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে' শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিজোক্তিই প্রমাণ।—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী সনকাদি ব্রহ্মপুত্র-চতুষ্টয় শ্রীহরির অঙ্গসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে মহা উৎকণ্ঠ-সহকারে সেবা করিয়া ধন্যজ্ঞান করেন। অসীমে আকৃষ্ট চতুঃসন সসীমের মোহে অন্ধ হইয়া ভগবদ্‌পার্ষদকেও অভিসম্পাৎ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এতৎসত্ত্বেও উলুকগণ সচ্চিদানন্দাকারকে সসীম জ্ঞান করত অসীমে রুচি প্রকাশপূর্ব্বক দুর্ভাগ্য বরণ করেন।

এবম্বিধ ভক্তিহীন দুর্ভাগার মানসকুসুম সদ্ভক্তের পুষ্পপাত্রে স্থানলাভের অযোগ্য। চন্দ্রাবলী-সম্পর্কিত পুষ্পাদিও শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর পুষ্পপাত্রে কি কারণে স্থানলাভে অনধিকারী, তাহা পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের দুর্ব্বোধ্য। "ভক্ত্যাহম্ একয়া গ্রাহ্য" বাক্যটী তাহাদের বুদ্ধিতে সেই কারণে সঙ্কীর্ণতা—অনুদারতা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

ভ্রান্তিবিলাসে চিদ্বিলাস ভ্রম

আত্মকথনের ব্যঞ্জনায় ভরপুর 'ভগবদুপাসনায় রবীন্দ্র মানস কুসুমাঞ্জলি' প্রবন্ধের লেখক শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী রবীন্দ্রনাথকে বৈষ্ণব-কবি বা ভক্ত-কবি বলিতে চাহিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ভাবধারার ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ শ্রীল ভক্তিবিনোদের সমকক্ষ কিনা, পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন।

স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের "ইচ্ছায় এবং নির্দেশে"…"উপনিষদের স্তোত্রপাঠ এবং সঙ্গীতের দ্বারা তিনি মহর্ষির ব্রহ্মোপাসনায় সহযোগিতা করতেন এবং পিতার সাহায্যে কবির জীবনে উপনিষদের ভাবনোত্থ বীজসমূহ উপ্ত হয়েছিল।" "রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবনার সরণিবাহি" আপন উপলব্ধির জগতের সঙ্গে আমাদিগকে পরিচিত করেছেন।" "তাই রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ্ ভাবনা উপনিষদের প্রচলিত ব্যাখ্যামাত্র নয়, তা' হল এক নবতম উপলব্ধি।" "কবির ঈশ্বরীয় উপলব্ধির পরিণতি মমতাবোধ।" তিনি যে সম্প্রদায়-বিশেষের চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন না……প্রবন্ধের ইত্যাকারবাক্য মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব বা ভক্তজীবনের শৈশবের fundamental platform বা chronology রূপে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপন করিয়াছেন।

'কবির ঈশ্বরীয় উপলব্ধির পরিণতি মানবতা বোধ' বলিয়া যাহা লেখক উল্লেখ করিয়াছেন, সেই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ বা Universal brotherhood দেখা যায় চৈতন্যোত্তর কবি—শ্রীল নরোত্তম, প্রেমদাস, কবিকর্ণপুর, শ্রীল ভক্তি-বিনোদের চিন্ময়-কাব্যের সীমানা ও জগতের বাহিরে ভক্ত-সম্প্রদায়বিহীন আনুগত্যরূপ সুধা-পরিবর্জ্জিতাবস্থায় কেবল **শ্রম-জীবি সাধারণ কোটি কোটি** অসাম্প্রদায়িক (?) মুকুলিত-চেতন জীবের "প্রতিনিধিত্ব করিলে" ভক্তহৃদয়-অলিন্দ তাহাতে শান্তিতে পূর্ণ হয় না। কারণ **'মহামানবতা'** উপেক্ষিত ও ধর্ম্ম-গন্ধহীন। তাই শ্রীজয়দেব, নরোত্তম, ভক্তিবিনোদ ও রূপ-সনাতনের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া **কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-প্রেম** ও **কৃষ্ণ-কীর্ত্তন**-আনন্দে মাতিয়া ভক্ত অপ্রাকৃত আনন্দের যথার্থ আস্বাদন করিয়া জগৎকেও সেই বাস্তব বস্তু দান করিতে প্রয়াসী।

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষযুক্ত জীব। তাহাতে উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান মানবের বিমুক্তির একমাত্র উপায়।

কর্ম্ম—মুক্তির কারণ নহে। কর্ম্মফল বিনাশী। বেদবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ,– ইহা উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

নশ্বর এই জগতে মানব অমরত্ব লাভ করে। এই সম্ভাবনা উপনিষদের অনন্ত রত্নাকরেই সমাহিত। ইহা শ্রুতিপ্রস্থান। ইহার আশ্রয়কারী গৌণ ও মুখ্যভেদে ফল লাভ করেন। সমগ্র বিশ্ববাসী তথা ভারতবাসীর ন্যায় রবীন্দ্রনাথ ইহা অবগত ছিলেন। তথাপি তিনি পূর্ব্বমহাজন, কবি ও ভক্তের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীচৈতন্যভক্ত-সঙ্গমুগ্ধ না হইয়া প্রকৃতি ও জ্ঞান-মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ফলে উপনিষদের রসসিক্ত কবি-মানস বিভ্রান্ত ও 'পাগল'। উপনিষদের অনন্ত রত্নাকরের কোন্ স্পর্শমণির স্পর্শে তাহার কটিবদ্ধ শৃঙ্খল লৌহত্ব হারাইল, তাহা (সেই ভক্তি, অচ্যুত-কথা) না বুঝিয়া বাউলের খেয়ালের সুরে মুগ্ধ হইলেন। এই খেয়াল—বাউলপণা শাস্ত্রীয় ভাব-ভক্তির বিরুদ্ধ। ইহা চৈতন্যোত্তর জড়-কাব্যের ঋণাত্মক ঝঙ্কার মাত্র।

ভারতবর্ষে চৈতন্যোত্তর যুগের কবিগণ দুইভাগে বিভক্ত। কবি জয়দেব ও কবির মত যাঁহারা সেই পরম প্রেমময় ভগবানের নাম, প্রেম, ধাম, ভক্ত ও ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া শাস্ত্রোক্তি সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বকে উপলব্ধি ও আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীরূপ-সনাতন, নরোত্তম, প্রেমদাস কবিকর্ণপুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ইত্যাদি। তাঁহাদের ভক্ত ও ভক্তির আনুগত্য প্রকৃতিবাদী হইতে বিলক্ষণ।

ভক্ত চরিত্র কখনও 'খড়ঝাটিয়া' ন্যায়াবলম্বন-দোষে দুষ্ট নহে। রাবীন্দ্রিক প্রতিভায় বা নজরুলিয়-কলা সৃষ্টিতে উহা শিল্পরূপে কাব্যে দেদীপ্যমান। যেমন—

১। "ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সকলি থাক্ পড়ে,
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে……" (রবীন্দ্রনাথ)

২। "আমি মানি না কোন আইন,
আমি ভীম ভাসমান মাইন……
… … … … … …
আমি ভগবান বুকে একে দেব পদচিহ্ন……" ইত্যাদি
(নজরুল)

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিসমূহ জড়কাব্যামোদের পরাকাষ্ঠা। শিল্পী-নৈপুণ্যের কৌলীন্যের জৌলুষে ভরপুর, কিন্তু **ভক্ত-হৃদয়-বিদারক**। ইহা শ্রবণেই ভক্ত-ভক্তি ও ভাব অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া থাকেন; কিন্তু কবির কাব্যামোদ

তথাপি জগতে ভ্রূকুটি প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতে থাকে,—"আমি কি ডরাই সখী **ভিখারী রাঘবে?**" (মাইকেল)। এসকল ভাবালঙ্কার জড়কাব্যের অন্তর্গত। শিল্প—শিল্পী চিত্রাঙ্কণ করিবেন। ইহা তাঁহার অনাসক্ততাবাধ্য ক্রম প্রদর্শন করিবে। তিনি কোনপ্রকার বাধ্যবাধকতার উর্দ্ধে। রূপ গঠন-শৈলী-প্রাধান্যে জড়কাব্য। জড়ীয় জ্ঞানের ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়াইয়া লৌকিক সত্যকে চিত্রিতকারী কবি ভক্ত-ভাগবত নহেন। জড়কাব্য মরুভূমিতে জলভ্রম বা মৃগ-তৃষ্ণিকা মাত্র।

জড়কাব্য-প্রতিভা একটী শিল্প-নৈপুণ্য। ভক্তি—শিল্প ও সমাজের উর্দ্ধে। ইহা ভক্তির পরিপন্থী। অতএব **'আমি ভগবান্ বুকে একে দিব পদচিহ্ন'** বা **'ভজন পূজন সকলি থাক পড়ে'**—ইহার পার্শ্বে 'কালো মায়ের পায়ের তলে দেখে যা আলোর নাচন' বা 'আমার মাথা নত করে দাও হে, তোমার চরণ-ধূলার তলে' বিরুদ্ধমতিযুক্ত জড়কাব্যের ভাবালঙ্কার মাত্র। **এখানে ভক্তি উদ্দিষ্ট বিষয় নহে।**

চৈতন্যোত্তর কবি রবীন্দ্রনাথ শ্রীচৈতন্যের দাসগণের মধ্যে **দৈন্য, দয়া, অন্যে মান** ও তণাদপি সুনীচ ভাবযুক্ত ভক্তিভাবকে চিত্রিত করিতে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যেহেতু প্রকৃতিবাদীর সবকিছু আপন অধিকার-বহির্ভূত, তাই তাহা 'সাহিত্য' না হইয়া মহারাহিত্যে পর্য্যবসিত।

কবিকুলতিলক সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদই তাই **সার্ব্বভৌম বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্রাট্** শব্দবাচ্য। অন্যের ক্ষেত্রে ইহা সম্পূর্ণই অসম্ভব। যাহারা তাহাদের **জড়** বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য ও প্রতিভাদ্বারা ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তকে আচ্ছাদন করেন, জগতে তাহারা আদর্শ হইতে পারেন না। Wrong interpritation of Scriptures is a crime। সনাতন ধর্ম্ম ও ভাবের বিকৃতিকরণ বা অনুকরণ উভয়ই অপরাধ। অপরাধী আদর্শ নহেন বা authentic নহেন।

জড়ানন্দে বিভোর কবি প্রত্যন্ত প্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বৈদিক সাহিত্য-ভাণ্ডারে সংরক্ষিত বৈষ্ণবভাব-মাধুর্য্যকে দেখিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ অমান্য করিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য সার্ব্বভৌম নরোত্তম, ভক্তিবিনোদ ও শ্রীজয়দেবাদির **কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ-সেবা, ধামভ্রমণ, বৈষ্ণব-সেবা, মথুরাবাস পরিত্যাগ করত কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-গন্ধহীন** হইয়া বিভ্রান্তের ন্যায় "প্রিয়ারে দেবতা; দেবতারে প্রিয়" জ্ঞান করিয়া মনোধর্ম্মে কালক্ষেপ করিয়াছেন। **সোনার তরীতে তাহা সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।** সোনার তরীকে বলিতেছেন,—**"এখন লহ মোরে তুলিয়া।"** সোনার তরী

বলিতেছে,—"ঠাই নাই ঠাই নাই ভরা সে তরী।" ইত্যাদি। ভক্ত কখনও আপনাকে সংসারের হাতে এমন আত্মসমর্পণ করতে উদ্‌গ্রীব হইবেন না। উহা অসম্যক্ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। **ভক্তের একটী গুণ, তিনি কবি। তবে তিনি অসম্যক্‌দ্রষ্টা নহেন।** ধাম-দর্শন-ভ্রমণাদি শ্রুতিবাক্য উপেক্ষা করিয়া কবি পদ্মা, কালিম্পং, দার্জ্জিলিং ও পাশ্চাত্যের মনোহর নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দর্শন ও উপভোগ করিয়া মুগ্ধ। ইহা শুদ্ধ-ভক্তির বাধক এবং বাচবেগাদি বৃদ্ধিকারক।

উপনিষদের যথার্থজ্ঞান মানবকে কর্ম্মজড় সমাজ ও সমাজ-ব্যবস্থা মুগ্ধ করে না। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান জীবকে মায়ামুক্ত করে। কবি রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার 'কমিউনিজম্' দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ তাহাকে **বর্ণাশ্রম-পরিপন্থী Material conscious** নৈশর্গিক ব্যবস্থা বলিয়া চিহ্নিত করিয়া তাহার অভ্রান্ত দূরদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি কবির ন্যায় ভ্রমে পতিত হন নাই। তাই আমরা আনন্দিত।

এবম্বিধ **কাব্য-প্রতিভা, শিল্পনৈপুণ্য, জগৎসুন্দরী** এবং **জন ও জনতার সম্মান উপেক্ষা,** তথা **বাচোবেগ,** মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগকে অতিক্রম করিয়া জন্মে জন্মে যে কৃষ্ণভক্তিকে **আকাঙ্ক্ষা করত 'শ্রীনামের' কৃপায়** চিত্তদর্পণ মার্জন করিতে করিতে ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম হইয়া **'বিদ্যাবধূর'** কৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার 'কাব্যলক্ষ্মী' কোথায় আর কোথায় কি!! ·····তুলনার ভাষা কোথায়? যিনি 'শ্রীনাম, উপেক্ষা করেন, তাহার 'বিদ্যাবধূ' কোথায়? এবং কাব্য-ভাব-ভক্তি কোথায়?

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব তাই যথার্থ আত্মনিবেদন, দৈন্য (lowliness of divine heart) সম্পত্তিতে ভরপুর। ইহা বিরল বস্তুসুধা। তথাকথিত ভাবুক কবির কাব্যে ইহা অনুপস্থিত। একজন সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ, অপরজন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। একজন অপ্রাকৃত, অপরে প্রাকৃত। একজন কৃষ্ণভোগ্য, তাই কৃষ্ণলোকের বস্তু; অপরজন বিশ্বকবি, তাই বিশ্বের সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথের মতে, "যাঁরা সেই অখণ্ড অদ্বৈতের সাধনা করেন, তাঁরা ব্রহ্মকে 'বিশেষ' হ'তে মুক্ত করে বিশুদ্ধভাবে জানেন। ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ এবং নির্ব্বিশেষকে উপলব্ধি করাকেই তারা **জ্ঞানের চরম লক্ষ্য করেন"** ইত্যাদি। আমরা জানি না,—তিনি সবিশেষ, কি নির্ব্বিশেষবাদী। তবে সবিশেষবাদীর কাব্যে, সেই **পরব্রহ্ম ব্রজেন্দ্রনন্দনই যে আরাধ্য,** তাঁহার

ধাম বৃন্দাবন, ব্রজজনের নির্ম্মল প্রেম যে তাঁহাকে আনন্দ দান করে এবং ব্রজগোপীগণের আনুগত্যে সেই ব্রহ্মেরও পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম-ভজনের শিক্ষা লাভ করিয়া জগৎ ধন্য। যিনি আপন আরাধ্য দেবতার নাম-ধাম-বিষয়ে উদাসীন, তাহার সবিশেষত্ব কোথায়? অতএব '(**চরণ**) **ধুলার তলে**' বাক্যদ্বারা যত না সবিশেষত্ব স্থাপিত হইয়াছে, ততোধিক শুধু রাবীন্দ্রিক 'কাব্যালঙ্কার-রূপ' প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ সমন্বয়করণ অসম্যক্ দ্রষ্টায় অসম্ভব। তাই বলিব,—জগতে তিনি মহিমাময় পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাকে 'sugar coated' করিয়া প্রচার করিতে অখিলচেষ্টাযুক্ত সফল ব্রহ্মবাদ-প্রচারক 'বিশ্বকবি'।

এবম্বিধ **'জ্ঞান-প্রয়াস'** ভক্তে অনুপস্থিত। অপরদিকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ শুদ্ধভক্তি-ধারায় নিষ্ণাত হইয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের 'নামদ্বারা' নামপূরক গ্রন্থরাজ-চক্রবর্ত্তীর আনুগত্যে তাঁহার' সাহিত্য ও কাব্যকে সুকপূর-গন্ধযুক্ত ও প্রেমরস-সিঞ্চিত করায় তাহা ভক্ত-ভ্রমরের লোভনীয় হইয়াছে।

মিথ্যা ভ্রান্তিবিলাসের উন্মাদনা অনর্থের পরিচায়ক। অনর্থগ্রস্ত কোন-শিল্পীর সঙ্গে **সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদের** তুলনা শ্রীল ভক্তিবিনোদ-চরণ-সরোজে মহদপরাধ বা মহদতিক্রমতুল্য দোষ।

লেখক রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার চিন্তায় সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজনের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা একপ্রকার irony বা স্তুতিছলে নিন্দা-দোষ মাত্র ও কাল্পনিক। যেখানে সম্বন্ধ-তত্ত্ব—কৃষ্ণ, অভিধেয়-তত্ত্ব—শুদ্ধভক্তি (অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি যাহার অঙ্গ); এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিই প্রয়োজন-তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, শাস্ত্রবাক্য-বধির হইয়া 'ইক্ষু' ভাবিয়া 'কাষ্ঠ'রূপ রবীন্দ্র-সাহিত্য-রসাস্বাদন-ক্রিয়া সেখানে ভ্রান্তিবিলাসের উন্মাদনা মাত্র। ইহাতে অনুরাগ স্থাপনান্তর বাগবৈচিত্র্য প্রদর্শন করিলে সভা জয় হইতে পারে, কিন্তু যথাযথ ভাব জয় করা যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধ করিয়া একটী (গৌড়-বনে) বাগানের মালি হইলেন। তিনি সেখানে প্রেম-ভক্তিরূপ-বৃক্ষের চারা লাগাইয়া 'ভবিষ্যতে শ্রীনরোত্তমাদি আসিয়া পালন করিবে' এই মানসে পদ্মার নিকট নরোত্তমের জন্য কৃপাশীর্ব্বাদ সংরক্ষণ করিয়া যান।

১৮০০ সাল ভারতের Renaissance-এর যুগ। সেই যুগের ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ আপন আপন গুণবৈচিত্র্যে মণ্ডিত। ইহারা কেহই পারমার্থিক কর্ণধার ছিলেন না। সমকালেই শ্রীল ভক্তিবিনোদের

শুদ্ধভক্তি-প্রচারধারা ভারতের Renaissance তে এক নবতম অধ্যায়রূপে অসমোর্দ্ধ্ব অবদানের দাবীদার। ইহা মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহাত্মা শিশিরকুমার অকৃত্রিমভাবে স্বীকার করিয়া তাঁহার (ভক্তিবিনোদের) সঙ্গ করিতেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহাকে অন্তরের অন্তস্থলে **'সপ্তম-গোস্বামীর'** সম্মানে স্থাপন করিয়াছিলেন।

'প্রত্যক্‌স্রোতস্যাত্মসংবিভাব্যম্'—ন্যায়াবলম্বনে বলিতে হয়, প্রত্যক্ স্রোত, শ্রবণে সংযোজিত না হইলে ইহা বোধগম্য হইবার নহে। Extroversion of knowledge-এ দুরধিগম্য বিষয়। তাই Introversion of knowledge এর ক্ষুধা চাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অভিনব অপ্রাকৃত কবি ও সাহিত্যিক। তিনি শাস্ত্রবাক্য মাধ্যমে প্রমাণ করিয়াছেন,—'জীব' মাত্রেই 'বৈষ্ণব'। ইহা Relative world-গ্রন্থে বিশেষ স্থলে বিশেষ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমরা মিথ্যা-আত্মকথনের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেই যথার্থ মূল্যায়ন-শক্তি আমাদের করতলগত হইতে পারে। অপরাধমুক্ত হইয়া আমরাও শ্রীভক্তি-বিনোদন-ক্রিয়ায় অনুক্ষণ অনুরক্ত থাকিয়া চিন্ময়ানন্দ বিলাসে মাতিয়া সত্যের প্রচারক হইতে পারি। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এবম্বিধ সত্যের প্রচারক-মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পূজারী।

—শ্রীরঘুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীবিনোদ-কুঞ্জ দর্শন

জয় জয় শ্রীবিনোদ-কুঞ্জ মনোহর।
নিত্য বিহার করেন রাধা-বংশীধর ॥ ১ ॥
বিনোদ-মঞ্জরী, সেবা করে নিরন্তর।
পরম নিভৃত স্থান মিলন দোঁহার ॥ ২ ॥
কুঞ্জেশ্বর-কুঞ্জেশ্বরীর নিত্য অবস্থান।
কুঞ্জগৃহ কুঞ্জসেবা প্রমোদ-রঞ্জন ॥ ৩ ॥
কুঞ্জতীর হয় ফলফুলে শোভমান।
ভাবে বিরহ কাতর দোঁহার আগমন ॥ ৪ ॥

বিবর্ত্ত বিভ্রম প্রেম হয় বিলক্ষণ।
স্বরূপ হইতে যাহে পায় বিলোপন ॥ ৫ ॥
দোঁহার চিন্তনে দোঁহা হারান চেতন।
সকল ঐশ্বর্য্য লুপ্ত বিনোদ তখন ॥ ৬ ॥
চিন্তিয়া রাধার রূপ মোহিত মদন।
ঐশ্বর্য্য বিলুপ্ত কৃষ্ণ ভেটিবে কখন ॥ ৭ ॥
নিরূপায়ে রাধামন্ত্র জপেন তখনে।
বিনয়ে কহেন কৃষ্ণ রাধা-সখিগণে ॥ ৮ ॥
মাধবের কথা রাধায় কহে দ্যুতিগণ।
কাতর হয়েন রাধা পাইতে রমণ ॥ ৯ ॥
'আমার জীবন ধন পাইব কেমনে।
যাহা লাগি' করি আমি জীবন ধারণে ॥ ১০ ॥
চল সখি! বিনোদকুঞ্জে করি গমন।
তাঁর ধন তাঁরে দিয়ে করি নিবেদন ॥' ১১ ॥
বেদনার উপশম দোঁহার যখন।
প্রিয়জন মঞ্জরী-সেবায় রহেন তখন ॥ ১২ ॥
দোঁহার আকুল প্রাণ জুড়াতে যতন।
মনোজ্ঞ মঞ্জরী গান শুনায় তখন ॥ ১৩ ॥
প্রেমের অপূর্ব্ব ভাব হয় দরশন।
হৃদয়ে ধরিয়া দোঁহে করে আলাপন ॥ ১৪ ॥
মরম-বেদনা যাতে হয় নির্ব্বাপণ।
প্রেমানন্দ-কুঞ্জ-কুণ্ডে বিহার করেন ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বঋতু সুগন্ধ বহে অনুক্ষণ।
কামধেনু শুক-শারী করে গুণগান ॥ ১৬ ॥
দোঁহার প্রেমের গুণ হয় দরশন।
জুড়ায়েন সখিগণ অতি সন্তর্পণ ॥ ১৭ ॥
সম্ভ্রমবিহীন সখি করায় মিলন।
সতত করেন রাধা-বিনোদ-রঞ্জন ॥ ১৮ ॥
বিবর্ত্ত-বিলাস দোঁহা করে সঙ্গোপন।
নয়ন-মঞ্জরী দাসী সঙ্গে করে আরাধন ॥ ১৯ ॥

রাগানুগা ভাব চিন্তা যাঁহার ভিতর।
রাধাদাসী দোঁহা সুখ ভাবেন অন্তর ॥ ২০ ॥
শ্রীরাধা-কৃপা, রাধাশক্তি আশ্রয় যাঁহার।
সিদ্ধসেবা ভাব চিন্তা হয় অধিকার ॥ ২১ ॥

শ্রীরূপানুগ দাসানুদাস—
—শ্রীভক্তিবেদান্ত হরিজন

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপা

[পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১২ পৃষ্ঠার পর]

অকিঞ্চনা ভক্তিই জীবের স্বাভাবিক উচিত ধর্ম্ম। এই অকিঞ্চনা ভগবদ্ভক্তি-লাভের একমাত্র হেতু ভক্তসঙ্গ। ভক্তগণের স্বেচ্ছাচারিতাই ভক্তসঙ্গপ্রাপ্তির হেতু ; অন্য কোন বস্তু তাহার হেতু নহে। ভক্ত কোন কিছুদ্বারা বাধ্য হইয়া সঙ্গ দেন না। ভক্তের স্বাধীনতার উপর ভগবান্ হস্তক্ষেপ করেন না। ভক্তের ইচ্ছার অনুসরণ করে ভগবানের ইচ্ছা। ভক্তগণ যাহা করেন, ভগবান্ সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে অনুমোদন প্রদান করেন। হ্লাদিনী-শক্তি ভক্ত ও ভগবান্—উভয়কেই সুখ দেন।

কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ পরমশোধন-হেতু। চিত্তকে যদি শোধন করিতে হয়, তবে সাধুসঙ্গের মত জিনিষ বা হেতু আর নাই। মলিনচিত্ত শোধন করিবার যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গবল-প্রভাবেই কর্ম্ম ক্ষয়োন্মুখ হয়, অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধার উদয় হইলেই সদুপদেশ-শ্রবণের যোগ্যতা হয়। শুদ্ধবৈষ্ণবের হৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তির রশ্মি প্রতিফলিত হয় এবং সেই রশ্মি সহজে অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সেই হৃদয়ের দুষ্টতা দূর করিয়া প্রেম উৎপাদন করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণবের দর্শন, স্পর্শন, ভুক্তাবশেষ, চরণধূলি, উপদেশ—সমস্তই সেই শক্তির সঞ্চারক হয় এবং জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধির কারণ হয়। সাধুসঙ্গ অজ্ঞাতরূপে কৃত হইলেও পরমমঙ্গল-লাভের হেতু হয়। অসদ্বিষয়ে আসক্তিই জীবের পক্ষে দৃঢ়বন্ধনস্বরূপ। এই আসক্তি যদি সাধুতে প্রযুক্ত হয়, তবে উহাই ভগবৎ-পাদপদ্ম প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। নির্ম্মৎসর ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গই প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামীর প্রার্থনীয়। অসৎসংসর্গজনিত দোষ একমাত্র সাধুসঙ্গপ্রভাবেই শোধিত হইতে পারে। শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বসঙ্গাপহারী সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করে—যোগ, সাংখ্য, স্বাধ্যায়, তপঃ, ত্যাগ, ইষ্ট, পূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, যজ্ঞসমূহ, ছন্দঃ-সমূহ, তীর্থসমূহ, নিয়মসমূহ এবং যমসমূহ আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না।" সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য অসমোর্দ্ধ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাধুসঙ্গকে পরমগুহ্য বলিয়াছেন।

একমাত্র সৎসঙ্গদ্বারাই শ্রীভগবান্ বশীভূত হন। এই বশীকরণ দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্যবশীকরণদ্বারা প্রেম লব্ধ হয় এবং গৌণবশীকরণদ্বারা ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। এই বশীকরণ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"সৎসঙ্গ-দ্বারা দৈতেয়, যাতুধান, মৃগ, খগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাঃ, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর; মনুষ্যমধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী এবং অন্ত্যজগণ; এইরূপ রজস্তমঃ-স্বভাব ত্বাষ্ট্র, কায়াধব প্রভৃতি; বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, ঋক্ষ, গজ, গৃধ্র, বণিকপথ, ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজে গোপীগণ এবং যজ্ঞে যজ্ঞপত্নীগণ এইরূপ অপর অনেকেই তত্তদ্যুগে আমার পদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনধীতশ্রুতিগণ, অনুপাসিতমহত্তম, অব্রত ও অতপ্ততপস্ক হইয়াও সৎসঙ্গহেতু আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" শ্রীগোপ্যাদির সাধনান্তরসম্ভাবনারহিত কেবলমাত্র সৎসঙ্গহেতু মুখ্যবশীকরণ-সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"গোপীগণ, গোসমূহ, নগসমূহ, মৃগ-সমূহ এবং অন্যান্য মূঢ়চিত্ত নাগ ও সিদ্ধগণ কেবল ভাবদ্বারাই অর্থাৎ (প্রকরণানুসারে প্রাপ্ত) সৎসঙ্গমাত্র হইতে জাত প্রীতিদ্বারাই আমাকে সাক্ষাদ্ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

সর্ব্বশ্রেষ্ঠসাধু শ্রীগুরুপাদপদ্ম। অনন্য কৃষ্ণভজনে শ্রদ্ধাবান্ জনগণই শ্রীগুরু-পাদাশ্রয় করিয়া থাকেন। শরণাগত শিষ্য একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা সর্ব্বপ্রকার অনর্থসমূহ সত্বর জয় করিতে সমর্থ হন। শ্রীগুরুদেব-কর্ত্তৃক শোধিত ব্যক্তিই শিষ্য। "দিয়া পদছায়া, শোধহে আমারে, তোমার চরণ ধরি"—এই প্রার্থনা নিত্য। শোধিত হইবার অনিচ্ছা শ্রীগুরুবৈষ্ণবে প্রীতিরাহিত্যই বুঝায়। শোধিত হইবার প্রকৃত ইচ্ছা থাকিলে শ্রীগুরুদেব নিশ্চয়ই শোধন করিবেন। শরণাগত শিষ্য নিজ নিত্য স্বভাবগত ভক্তিবলে শ্রীগুরুদেবকে নিজের প্রভু বলিয়া অবগত হন। শ্রীগুরুকৃপা প্রাপ্ত না হইয়া কেহ শ্রুতির অর্থ বুঝিতে পারে না। শ্রীগুরুর কৃপাদ্বারাই ভগবানের পরমানুগ্রহ সিদ্ধ হইয়া থাকে; যথা বামনকল্পে,—"শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরু রক্ষক হইয়া থাকেন, পরন্তু শ্রীগুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না, অতএব সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুকেই প্রসন্ন করিবে।" ইহাদ্বারা নিত্যকালই শ্রীগুরু-সেবার কর্ত্তব্যতা বলা হইল।

শ্রীগুরুদেব শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করেন। শ্রীগুরুবাণী অপ্রাকৃত শব্দপ্রবাহ। শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য বহু জীবকে মুক্ত করিয়া সংকীর্ত্তনে যোগ দেওয়ান। শ্রীগুরুদেবের এই দয়ার তুলনা নাই। পতিত জীবের এমন অকৃত্রিম বন্ধু বা মিত্র আর কেহ নাই। "সকলে আমার শ্রীগুরুদেবের হইয়া আমাকে কৃপা করুন"—ইহাই প্রকৃত গুরুদাসের প্রার্থনা। প্রকৃত গুরুসেবক কস্মিন্‌কালেও নিজেকে শ্রীগুরুদেবের সমকক্ষ বা অভিন্নবিগ্রহ মনে করিয়া অপর গুরুসেবকগণের সেবাবৃত্তি আত্মসাৎ করিতে রুচিবিশিষ্ট নহেন। তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরু-দেবের ইচ্ছানুসারে চলেন এবং সকলেই যাহাতে শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছানুসারে চলিতে পারে, সেজন্য বন্ধুসূত্রে সাহায্য করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,

—"শ্রীগুরুদেবকে মুনিবুদ্ধি-সহকারে কেবল সম্মান না করিয়া নিজের বন্ধু বলিয়া জান। ** 'আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরুকে প্রেরণ করিয়াছেন,'—এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে।" শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্বস্ব দিতে হইবে, নিজের জন্য কিছু রাখিলে চলিবে না। সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুদেবের হইয়া সকলের নিকট শ্রীগুরুদেবের করুণার কথা বলাই প্রকৃত সহানুভূতি। শ্রীগুরুদেব দৃশ্য নহেন। তাঁহার উপদেশের মধ্যেই তাঁহার দর্শন হয়। যিনি যত শ্রীগুরুবাণী আশ্রয় করেন, তাঁহার তত মঙ্গল হয়। শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সমান চিত্তবৃত্তি যেখানে, সেখানে দুঃসঙ্গ কি করিয়া হইবে? শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছানুসারে চালিত হইতে হইবে। "তোমার ইচ্ছানুসারে চলিব"—ইহা প্রথমে স্থির না হইলে আত্মনিবেদন হইয়াছে বলা যায় না। যেখানে আত্মনিবেদন হইয়াছে, সেখানে শ্রীগুরুদেবের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—নিজের খাম্‌খেয়ালির দাসত্ব পরিত্যক্ত হইয়াছে। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকাই স্বরূপে অবস্থান; এজন্য যত্ন করা জীবের প্রতি মহতী দয়া। সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের করুণার কথা চিন্তা করিলে অসচ্চিন্তা আপনা হইতেই পলায়ন করিবে। যিনি যতটা এ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন, তিনি তত শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিবেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ও পরিচর্য্যাদ্বারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সংসার-বিনাশক তীব্র রতিরাস অর্থাৎ প্রেমোৎসবের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্ম-সৌরভ-লুব্ধচিত্ত বৈষ্ণবগণের কৃপাসঙ্গপ্রভাবে এই অতি প্রিয় মর্ত্ত্যশরীর এবং ইহার অনুগত সুত, গৃহ, সুহৃৎ, বিত্ত ও পত্নীর প্রতি আসক্তি দূর হইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবেই অনন্য-মমতার উদয় হয়। তখন আর গোখরত্ব থাকে না। শ্রীগুরুপাদাশ্রিতগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠ প্রীতি থাকিবেই থাকিবে—তাহা স্বতঃপ্রকাশিত। "শ্রীগুরুদেবের আমি"—বিচারাভিমানই প্রকৃত 'তৃণাদপি' সুনীচভাব।

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যাঁহার আত্মবৃত্তির উন্মেষ হইয়াছে, তাঁহার নিকট ভক্তির পথ কঠিন নহে, অতি সহজ। কৃষ্ণভক্তি মেধাদ্বারা আয়ত্তীকৃত বিদ্যাবিশেষ নহে; উহা আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট যিনি স্থাপন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা মিশানই ভক্তিপথে চলিবার প্রকৃত উপায়। নিজের স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই জানিবার সৌভাগ্য হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে—সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামের কৃপার জন্য ব্যাকুল হইলে তখন আর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, শোক, ভয়—কোনদিকেই লক্ষ্য থাকিতে পারে না। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপাপ্রভাবেই ব্রজবিলাসী যুগলপাদপদ্মে নিরুপাধিকা নৈরন্তর্য্যময়ী প্রীতির উদয় হইয়া থাকে। সর্ব্বক্ষণ সঙ্গোপনে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট ক্রন্দন করিয়া কৃপাভিক্ষা—ইহাই ব্রজবাস।

—শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিদাস ভক্তিশাস্ত্রী

———

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৬শ বর্ষ | ২৪ বামন, বাসুদেব, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ
৩২ আষাঢ়, রবিবার, ১৪০১, ইং ১৭/৭/৯৪ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্‌-দ্বাদশ-স্তোত্রম্‌

[শ্রীমদ্‌-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্‌]

(৩)

কুরু ভুংক্ষ্ব চ কর্ম্ম নিজং নিয়তং হরিপাদ-বিনম্র-ধিয়া সততম্‌।
হরিরেব পরো হরিরেব গুরুর্হরিরেব জগৎপিতৃ-মাতৃ-গতিঃ॥ ১॥

হে জীব! হরি-পাদপদ্মে প্রণত-চিত্ত হইয়া সর্ব্বদা স্বীয় নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং তদুচিত ফল ভোগ কর। শ্রীহরিই পরম পুরুষ, শ্রীহরিই গুরু এবং শ্রীহরিই জগতের পিতা, মাতা ও একমাত্র গতি॥ ১॥

ন ততোঽস্ত্যপরং জগতীড্যতমং পরমাৎ পরতঃ পুরুষোত্তমতঃ।
তদলং বহুলোক-বিচিন্তনয়া প্রবণং কুরু মানসমীশ-পদে॥ ২॥

পরাৎপর পুরষোত্তম শ্রীহরি অপেক্ষা পরমস্তত্য আর কেহ নাই। অতএব বহু পুরুষের ধ্যানে প্রয়োজন নাই, পরন্তু ঈশ শ্রীহরির পদেই চিত্ত আসক্ত কর ॥ ২ ॥

যততোঽপি হরেঃ পদ-সংস্মরণে সকলং হ্যঘমাশু লয়ং ব্রজতি।
স্মরতস্তু বিমুক্তিপদং পরমং স্ফুটমেষ্যতি তৎ কিমপাক্রিয়তে ॥ ৩ ॥

শ্রীহরির পাদপদ্ম-স্মরণে যত্ন করিলেও সকল পাপ সত্বর নষ্ট হয়। আর স্মরণ করিলে পরম মুক্তিপদ নিশ্চিতরূপে লব্ধ লইয়া থাকে; অতএব কি জন্য তাহা পরিহার করিবে? ৩ ॥

শৃণুতামল-সত্যবচঃ পরমং শপথেরিত-মুচ্ছ্রিত-বাহুযুগম্।
ন হরেঃ পরমো ন হরেঃ সদৃশঃ পরমঃ স তু সর্ব্বচিদাত্মগণাৎ ॥ ৪ ॥

আমি বাহুযুগল উন্নত করিয়া শপথ-সহকারে এই পরম বিশুদ্ধ সত্যবাক্য উচ্চারণ করিতেছি, শ্রবণ কর যে—শ্রীহরি অপেক্ষা উত্তম বা তাঁহার সমান অপর কেহ নাই; পরন্তু তিনি নিখিল জীবগণ হইতে উত্তম ॥ ৪ ॥

যদিনাম পরো ন ভবেৎ স হরিঃ কথমস্য বশে জগদেতদভূৎ।
যদিনাম ন তস্য বশে সকলং কথমেব তু নিত্যসুখং ন ভবেৎ ॥ ৫ ॥

যদি সেই শ্রীহরি সর্ব্বোত্তম না হন, তাহা হইলে এই জগৎ কিরূপে তাঁহার অধীন হইল? আর যদি এই জগৎ তাঁহার বশীভূত না হয়, তাহা হইলে (স্বতন্ত্রতাবশতঃ) নিত্য সুখী হয় না কেন? ৫ ॥

ন চ কর্ম্ম বিমা-মল-কালগুণ-প্রভৃতীশমচিত্তনু তদ্ধি যতঃ।
চিদচিত্তনু সর্ব্বমসৌ তু হরির্যময়েদিতি বৈদিকমস্তি বচঃ ॥ ৬ ॥

কর্ম্ম, অবিদ্যা, রাগাদি দোষসমূহ, কাল বা সত্ত্বাদি-গুণসমূহ—ইহারা কেহই জগতের নিয়ন্তা নহে; যেহেতু ইহারা জড় পদার্থ। অতএব শ্রীহরিই চিৎ ও অচিৎ সর্ব্বপদার্থের নিয়ন্তা, ইহাই বেদের বচন ॥ ৬ ॥

ব্যবহারভিদাপি গুরোর্জগতাং ন তু চিত্তগতা স হি চোদ্যপরম্।
বহবঃ পুরুষাঃ পুরুষপ্রবরো হরিরিত্যবদৎ স্বয়মেব হরিঃ ॥ ৭ ॥

জগৎ বা জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ ব্যবহারিকমাত্র, ইহা জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসদেবের চিত্তের অভিপ্রায় নহে। পরন্তু শ্রুতিতে কোনস্থলে অভেদ-প্রায় যে উক্তি রহিয়াছে, তাহা আক্ষেপমাত্র (পরন্তু সমাধান নহে)। **বস্তুতঃ স্বয়ং শ্রীহরি (বেদব্যাস) ই বলিয়াছেন,—জীব অনেক এবং শ্রীহরি পরম পুরুষ** ॥ ৭ ॥

চতুরানন-পূর্ব্ববিমুক্তগণা হরিমেত্য তু পূর্ব্ববদেব সদা।
নিয়তোচ্চ-বিনীচতয়ৈব নিজাং স্থিতিমাপুরিতি স্ম পরং বচনম্ ॥ ৮ ॥

চতুর্ম্মুখ প্রমুখ মুক্তপুরুষগণ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াও সর্ব্বদা পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চ-নীচ বিভাগানুযায়ী নিজ নিজ স্থিতিই লাভ করিয়াছেন; ইহাই শাস্ত্রের পরম বাক্য ॥ ৮ ॥

আনন্দতীর্থ-সন্নাম্না পূর্ণপ্রজ্ঞাভিধাযুজা।
কৃতং হর্য্যষ্টকং ভক্ত্যা পঠতঃ প্রীয়তে হরিঃ ॥ ৯ ॥

যিনি 'পূর্ণপ্রজ্ঞ'রূপে অভিহিত শ্রীআনন্দতীর্থ-মুনি-বিরচিত শ্রীহরির এই অষ্টক ভক্তি-সহকারে পাঠ করেন, শ্রীহরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৬ পৃষ্ঠার পর]

২২। কোন্ অধিকারীর বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার? বৈষ্ণব-সেবায় তারতম্য বিচার করা কি পক্ষপাতিত্ব-দোষ নহে?

"বৈষ্ণব-সম্মান ও বৈষ্ণব-সেবায় কেবল মধ্যম-বৈষ্ণবেরই অধিকার। মধ্যম-বৈষ্ণবের পক্ষে—একবার যিনি কৃষ্ণনাম করেন, নিরন্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম মুখে আসে,—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের সেবার প্রয়োজন। **বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের তারতম্য-অনুসারে** উপযুক্ত **সেবা কর্ত্তব্য।**"
—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২৩। মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষায় কি তারতম্য-বিচার থাকা উচিত নয়?

"মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্তের কর্ত্তব্য এই যে, শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবেন। **ভক্তি-তারতম্য-অনুসারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত।** বালিশের **মূঢ়তার অথচ সরলতার পরিমাণ অনুসারে কৃপার তারতম্য** উপযুক্ত। **দ্বেষি-ব্যক্তির দ্বেষের তারতম্য-অনুসারে তাঁহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য** উপযুক্ত।"
—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

২৪। কোন্ সময় জীবের চিন্ময়-অহঙ্কারের উদয় হয়?

"জীব যখন আপনাকে শুদ্ধ চিৎকণ বলিয়া জানিতে পারেন, তখন তাঁহার স্বভাবতঃ কৃষ্ণ-দাস্যাভিমানরূপ চিন্ময় অহঙ্কারের উদয় হয়। সে-সময় বুদ্ধি তাঁহার

শুদ্ধবৃত্তিস্বরূপে অচিৎকে তিরস্কার করিয়া চিদ্‌বস্তুর প্রতিষ্ঠা করে। সে-সময়ে জীবের কৃষ্ণদাস্য-কাম ব্যতীত অন্য কোন কাম থাকে না।" —'লৌল্য', সঃ তোঃ ১০।১১

২৫। বৈষ্ণবের আচরণ ও লক্ষণ কি?

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ করাই বৈষ্ণবের আচরণ এবং কৃষ্ণনামৈক শরণই বৈষ্ণবের লক্ষণ।" —'অসৎসঙ্গ', সঃ তোঃ ১১।৬

২৬। 'বৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণবপ্রায়' কাহাকে বলা হয়?

"সেই নাম বদ্ধজীব শ্রদ্ধা-সহকারে।
শুদ্ধরূপে লইলে 'বৈষ্ণব' বলি তারে॥
নামাভাস যার হয়, সে 'বৈষ্ণব-প্রায়'।
নাম-কৃপাবলে ক্রমে শুদ্ধ ভাব পায়॥"

—'নাম-গ্রহণ-বিচার', হঃ চিঃ

২৭। বৈষ্ণবগণ কি শাক্ত নহেন?

"বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শাক্ত, চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন।"

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

২৮। জগতের প্রকৃত-মঙ্গল-বিধান কাঁহারা করেন?

"জগতের উন্নতিতে যদিও জীবের বিশেষ লাভ নাই, তথাপি ভক্ত-জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, **এ জগতের যে-কিছু মঙ্গলসাধন হইবে, তাহা কেবল ভক্তকর্ত্তৃকই হইবে।**" —চৈঃ শিঃ ৮; উপসংহার

২৯। ভক্তির অনুচররূপে কি কি গুণ উদিত হয়?

"কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজীবে দয়া, নিষ্পাপতা, সত্যসারতা, সমদর্শিত্ব, দৈন্য, শান্ত, গাম্ভীর্য্য, সরলতা, মৈত্রী, ফলদক্ষতা, অসৎকথায় ঔদাসীন্য, পবিত্রতা, তুচ্ছকাম-ত্যাগ ইত্যাদি সকল গুণ সহজে উদিত হয়।"

—'সদ্‌গুণ ও ভক্তি', সঃ তোঃ ৫।১

৩০। যথার্থ, সম্পূর্ণ ও মঙ্গলময় নরজীবন কি?

"ভক্ত-জীবনই যথার্থ নরজীবন; ইহা সম্পূর্ণ ও মঙ্গলময়, ইহাই জগতের মধ্যে একমাত্র বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব।" —চৈঃ শিঃ ৮, উপসংহার

৩১। ভক্ত কি আপনাকে গুপ্ত রাখিতে পারেন?

"ভক্ত যতই প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করুন এবং জনসঙ্গ পরিত্যাগ করুন, ভক্তি-প্রভায় তিনি কাহারও নিকট লুক্কায়িত থাকিতে পারেন না।"

—'প্রবোধিনী কথা', হঃ চিঃ

৩২। বৈষ্ণবের স্বভাব কি?

"সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির

প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন ; আর সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রী-পুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চিরজীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন।" —'বৈষ্ণব-স্বভাব', সঃ তোঃ ৪।১১

৩৩। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সংঘর্ষকালে বৈষ্ণবগণ কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন ?

"কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ডের যুদ্ধে বৈষ্ণবগণ নিরপেক্ষ-পরিদর্শক।"

—'বুদ্ধগয়া', সঃ তোঃ ৭।১

৩৪। ব্রাহ্মণের কোন্ সময় বৈষ্ণবতায় দীক্ষা ও তাহা হইতে বিচ্যুতি ঘটে ?

"ব্রাহ্মণ যে-সময়ে বেদমাতা বৈষ্ণব গায়ত্রী লাভ করেন, সেই সময় হইতেই তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব ; কাল-দোষ-বশতঃ পুনরায় অবৈদিক-দীক্ষার দ্বারা বৈষ্ণবতা পরিত্যাগ করেন।" —জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

৩৫। শ্রীগৌর-প্রীতির মাপকাঠি কি ?

"শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যাঁহার যত প্রীতি আছে, তাঁহার আজ্ঞা-পালনে তাঁহার তত চেষ্টা হইবে।" —'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

৩৬। প্রকৃত-ভক্তের পরিচয় কি ?

"অন্তরে বৈষ্ণবতা ও বাহ্যে বিষয় থাকিলে মনুষ্য ভক্ত-মধ্যে গণিত হইয়া থাকেন।" —'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

৩৭। প্রকৃত সাধু কে ?

"তাঁহাকেই কেবল সাধু বলা যায়, যিনি কোন ভাগ্যে অন্য সাধুর সঙ্গে নিজ-স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন।" —'দশমূল-নির্যাস' সঃ তোঃ ৯।৯

৩৮। বৈষ্ণবের জন্ম-কর্ম্ম কি কর্ম্মফল-বাধ্য জীবেরই অনুরূপ ?

"শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়া-কলাপ—সমস্তই মায়িক কামফল-প্রসূ ক্রিয়াকারিগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।"

—'বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

৩৯। বৈষ্ণবের সহিত কর্ম্মী ও জ্ঞানীর ভেদ কি ?

"ভক্তদিগের সহিত কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের অনেক ভেদ। কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের সাধনকালে কর্ম্ম-জ্ঞান ও সিদ্ধিকালে আত্মারামতা অথবা মুক্তি। যে ভক্তদিগের সাধনকালে শুদ্ধাভক্তি, তাঁহারাই ভক্তি-রসিক। সেই মহৎ ভক্তিতত্ত্ববাদীদিগের সিদ্ধিকালে সেই ভক্তিই কৃষ্ণচরণাব্জ-মকরন্দরূপ-প্রেমস্বরূপা।"

—বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

৪০। বৈষ্ণবের কি বিনাশ ও কোন প্রকার বন্ধন আছে ?

"কৃষ্ণ যাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা, তাঁহাদিগকে কেহই নাশ করিতে পারে না, তাঁহাদের উপর কোন বিধির বিক্রম নাই। বিধি-বন্ধন দূরে থাকুক, ভক্তদিগের প্রেম-বন্ধন ব্যতীত আর কোনপ্রকার বন্ধন নাই।" —কৃঃ সং ৫।১২

৪১। বৈষ্ণবের আনুগত্যে ব্রজে চলিবার জন্য আর্ত্তি কিরূপ ?

'O **Saragrahi Vaishnab soul !**
Thou art an angel fair ;
Lead, lead me on to **Vrindaban**
And spirit's power declare !!
There rests my soul from matter free
upon my Lover's arms,
Eternal peace and spirit's love
Are all my chanting charms !!"

—'Saragrahi Vaishnava'

৪২। সিদ্ধ ও সাধকের স্বরূপ কি ?

"গোপীভাবপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে সিদ্ধ বলা যায় এবং ঐ ভাবের যাঁহারা অনুকরণ করেন, তাঁহারা সাধক। অতএব পরমার্থবিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধ ও সাধক,—এই দুই প্রকার সাধু আছেন বলিয়া স্বীকার করেন।" —কৃঃ সং ৯।১৩

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

ব্রজবাসিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতেছি—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যিনি যে রসে ভগবানকে আশ্রয় করেন, সেই রসের আশ্রয়বিগ্রহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ—যাঁহাকে ভগবৎপ্রকাশ বলা হয়। আমাদের যদি কোনপ্রকার দম্ভ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট-সেবায় অগ্রসর হইতে পারিব না, বরং অধঃপতন উপস্থিত হইবে। মানুষের

অধঃপতনের পূর্ব্বে অশ্রদ্ধা বলিয়া একটা জিনিস আসে। যদি হরিকথা-কীর্ত্তনকারীর প্রতি শ্রদ্ধা হয়, তবেই মানুষের মঙ্গল হইতে পারে।

অশ্রদ্দধানকে হরিনাম উপদেশ করিতে হইবে না। অশ্রদ্দধান কে?—যিনি শব্দ ও শব্দীতে ভেদ করেন। যেমন প্রতিমা দেখিতেছি, প্রতিমা একটা জিনিষ, আর ঠাকুর একটা জিনিষ—এইরূপ ভেদ দর্শন অশ্রদ্ধা হইতেই উপস্থিত হয়। "আমি প্রতিমা দেখিতেছি—এইরূপ বুদ্ধি ভোগবুদ্ধি। আর শ্রীবিগ্রহ আমাকে দেখিতেছেন, আমার অনাবৃত স্বরূপকে দেখিতেছেন",—ইহাই হইল শ্রীবিগ্রহদর্শন।

শ্রদ্ধা যদি না হয়, তাহা হইলে সাধু বা ভগবদ্দর্শন হয় না, মৎসরতা বা হিংসা আসিয়া উপস্থিত হয়। হিংসা আসে কেন? অন্য লোক আমার উপর উঠিয়া যাইতেছে, এইজন্যই হিংসা হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের গোড়ায়ই ভাগবতধর্ম্মকে নির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্ম বলিয়া বলা হইয়াছে।

আমি সেবা করিব, আমি সেব্য নহি—এই সুবুদ্ধি যদি উদিত হয়, তাহা হইলে যে-সকল দুর্ব্বুদ্ধি মাতা-পিতা বা লৌকিক আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে পাইয়াছি ও শিখিয়াছি, সেইগুলি কাটিয়া যাইতে পারে। তাহা না হইলে ঐ দুর্ব্বুদ্ধিগুলি আরও পুষ্ট হইতে থাকে।

ভগবান্ যে ভোক্তা, ইহা ভুলে গেলেই সংসার। ভগবানের যে ছায়ার শক্তি আমাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন ও বোকা বানাইয়া দেন অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-কামনায় মুগ্ধ করিয়া দেন, তিনিই হইতেছেন—দুর্গাদেবী। ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই তিনি এইরূপ মোহন করিতেছেন। সেই ছায়াশক্তির শরণ গ্রহণ করিলে কিছুই সুবিধা হইবে না। সেই ছায়া বা মায়া যাঁহার, সেই শক্তিমানের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে।

অন্যের সেবা গ্রহণ করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? কিন্তু সমগ্র বিশ্ব আমার সেবা করুক, ইহাই আমার বর্ত্তমান চিন্তাস্রোত। নদীর জল, গাছের ফল আমার কাজে লাগিয়া গিয়াছে, ভগবানের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নাই। ভগবান্ কি জিনিষ, যদি জানিতে হয়, তাহা হইলে ভগবানের ভক্তের কাছে যাইতে হইবে—গোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া যাইবে না।

অর্চ্চা অনর্থযুক্ত আমার সহিত কথা বলেন না, আমাকে কোন উপদেশ প্রদান করেন না; কিন্তু সাধু আমার আমার ন্যায় অনর্থযুক্তের নিকটও হরিপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন—আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন। সাধুর নিকট হরিপ্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছুই হয় না। হরিপ্রসঙ্গ না হইলেই ভোগ্যপ্রসঙ্গ হইয়া যাইবে। ভোগ্যপ্রসঙ্গে সংসার, আর সেব্যপ্রসঙ্গে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ।

তুলসীপাতার ছোট, বড় নাই। সুতরাং সকলেই একই রকমের ভগবদ্ভক্ত বা যাহাকে তাহাকে ভগবদ্ভক্ত বলিতে হইবে—এইরূপ হইতে পারে না। ভগবানের পূজা করিবার জন্য স্পৃহা অনেকের হইতে পারে; কিন্তু সেই পূজার কিরূপে সিদ্ধি হয়, সেই বিষয়ে যাহাদের প্রশ্ন জাগে নাই, তাহারা বঞ্চিত হইয়া যাইবে। কে কতটা পরিমাণে ভগবদ্ভক্ত, ইহা যাহাদের বিচার হচ্ছে না, তাহাদের ত' উন্নতি হইবেই না, বরং পূজার জন্য যে স্পৃহাটি উদিত হইয়াছিল, সেটাও কমিয়া যাইবে। তাহাদের ভগবদ্ভক্তি যে এখনও ফিকেভাব দেখা যাচ্ছিল ভগবদ্ভক্ত না চিনার দরুণ সেই ফিকে রংটুকুও চলিয়া যাইবে।

মধ্যম অধিকারীর ঠাকুরপূজা শেষ হইয়াছে, তবে তিনি ঠাকুরের পূজার বিরোধী নহেন বা কনিষ্ঠাধিকারীকে ঠাকুরপূজায় বাধা দেন না; আর তিনি কল্পনা করিয়াও ঠাকুর দেখেন না। যিনি ঠাকুরের ভজন করেন—নিরন্তর হরিকীর্ত্তনের দ্বারা, মধ্যম-অধিকারী তাঁহারই সেবা করিতে থাকেন। তিনি জানেন,—হরিকীর্ত্তনকারীই জগতে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। হরিকীর্ত্তনকারী বলেন,—চব্বিশ ঘণ্টা কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণসেবা কর। ভজনীয় বস্তু একমাত্র কৃষ্ণ।

মধ্যম অধিকারে প্রচার-কার্য্য বা কীর্ত্তন। এই প্রচারসেবা বা কীর্ত্তন ব্যতীত কখনও আপনাদের মঙ্গল হইবে না। প্রচারকার্য্যে অর্থাৎ কীর্ত্তনে যোগ না দিলে অধিকার উন্নত হইবে না। শ্রুতবিষয় সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া প্রথমে নিজেকে সেইসকল কথা শুনাইতে থাকুন, তাহাতে অপরে শুনিলে শুনিবেন, না হয় না শুনিবেন। যদি Missionary work না করেন, তবে আবার খাওয়া-দাওয়ায় পড়িয়া যাইবেন। Missionary work মানে কীর্ত্তনকারী ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ। হরিকথা শ্রবণানুকীর্ত্তনের দ্বারা সেই সঙ্গ হয়।

মূর্খ লোক—শাস্ত্রজ্ঞানহীন ভোগী লোক, লাল কাপড় পরা ত্যাগী ও নানাপ্রকার বুজরুকী-প্রদর্শনকারী ব্যক্তিগণকে সাধু, মহাজন, বৈষ্ণব ও গুরু-জ্ঞানে তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের ভীষণ অমঙ্গল বরণ করিতেছে। ইহারা অতি ক্ষীণপুণ্য বলিয়া মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও শুদ্ধবৈষ্ণবে ইহাদের বিশ্বাস নাই। সদ্‌গুরু-পদাশ্রিত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণভজন আরম্ভ না করা পর্য্যন্ত কখনও আমাদের মঙ্গল হইবে না।

পরমাত্মা ও জীবাত্মার কি সম্পর্ক ?

এই প্রশ্নের সর্ব্বোত্তম উত্তর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার পার্ষদপ্রবর শ্রীল সনাতন গোস্বামিকৃত প্রশ্নের উত্তরে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিয়া ভজনোন্মুখ মনুষ্য-সমাজের প্রতি অপার কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় তাহা আরও মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া নিজ 'কবিরাজ' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু মাদৃশ অধম স্বীয় অক্ষজজ্ঞানে আরোহপন্থায় তাহা অবধারণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।' 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥' (কঠ উঃ)। 'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥' (শ্বেতাশ্বতর উঃ)। ইত্যাদি প্রমাণানুসারে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি আরোহপন্থা পরিত্যাগ করত অবরোহ-পন্থা পরাভক্তি মার্গের আশ্রয় ব্যতীত আলোচ্য বিষয়টী সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব শ্রীচরণরেণু নিষ্কপটে আশ্রয় করা ব্যতীত আমার উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করত ভক্তিদেবীর শরণাপন্ন হইলাম। এই সর্ব্বতোভাবে অযোগ্যকে তিনি অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করুন—যাহাতে পরম কল্যাণময় শ্রীসনাতন-শিক্ষা আমার বোধগম্য হয়।—

'তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য-মিনতি করে দন্তে তৃণ লৈয়া॥
নীচজাতি, নীচসঙ্গী, পতিত-অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি॥
কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন-কৃপাতে কহ 'কর্ত্তব্য' আমার॥
কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি॥

(চৈঃ চৈঃ মঃ ২০।৯৮-১০৩)

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর এবম্প্রকার উক্তিসমূহ সম্পূর্ণ দৈন্যাত্মক, ইহাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। তিনি যে মহান্ ও সর্ব্বোত্তম, তাঁহাতে নীচতা ও অজ্ঞতা নাই, তাহাই সুস্পষ্টভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যুত্তরে বর্ণন করিয়া মানবজাতিকে নিত্যসিদ্ধ-নিত্যমুক্ত মহাত্মার শ্রীচরণে অপরাধ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট নিজকে নিকৃষ্ট বলিলে দৈন্য হয়, পরন্তু নিকৃষ্ট নিজ নিকৃষ্টতা বর্ণন করিলে তাহাকে দৈন্য বলা হয় না; তাহাকে সত্যই হেয় বা অপকৃষ্ট গুণব্যঞ্জক জানিতে হইবে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী তৎকালে হুসেন শাহ বাদশাহের প্রধানমন্ত্রী-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং কুল-পরিচয়েও তিনি কর্ণাটদেশীয় সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণকুলের সমুজ্জ্বল রত্ন এবং সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত—ইহাই তাঁহার ব্যবহারিক পরিচয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ব্যবহারিক পরিচয় উল্লেখ না করিয়া সগৌরবে তাঁহার পারমার্থিক পরিচয় প্রদান করিতেছেন—

প্রভু কহে,—কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব।
জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে,—সাধুর স্বভাব॥
যোগ্য পাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে।

(চৈঃ চৈঃ মঃ ২০।১০৪-১০৫, ১০৭)

—এই শ্রীমুখের সত্যবাক্যদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর দৈন্য ও সর্ব্বজীবের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের উদ্দেশ্যেই যে তাঁহার প্রশ্ন, পরন্তু তাহা নিজের অজ্ঞতা দূরীকরণার্থ নহে এবং তিনি ত্রিতাপগ্রস্ত বদ্ধজীবও নহেন, পরন্তু সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা ও ব্রজের কৃষ্ণশক্তি—ইহাই শ্রীল সনাতন গোস্বামীর স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি যে ব্রজের রতিমঞ্জরী বা লবঙ্গমঞ্জরী, তাহাই তাঁহার উক্তির অভিপ্রায় বলিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণের অনুভব।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রশ্ন করিয়াছেন,—কে **আমি**, কেন **আমায় জারে** তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,—**জীবের** স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'। পরন্তু—**'তোমার** স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' বলেন নাই। অধিকন্তু **তোমার** নাহি তাপত্রয়, সব তত্ত্ব জান, কৃষ্ণকৃপা **তোমাতে** পূর্ণ হয়, যোগ্যপত্র হও **তুমি**—ইত্যাদি বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে সাধারণ জীব-পর্য্যায়ে বর্ণন না করিয়া তাঁহার প্রশ্নের অভিপ্রায় যে সাধারণ জীবকে লক্ষ্য

করিয়া, তাহা সম্যক্ অবগত হইয়াই উত্তরে 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' বলিয়াছেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভৃতি প্রভুগণকে তটস্থা-শক্তিরূপে বর্ণনা না করিয়া শ্রীমতী রাধারাণীর কায়বিস্তাররূপে বর্ণিত দেখা যায়। যাহা হউক, শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার শক্তি হয় ॥
(চৈঃ চৈঃ মঃ ২০।১০৮-১০৯)

এস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে 'তটস্থা শক্তি' বলিয়া স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীগীতায়ও ৭ম অধ্যায় ৫ম শ্লোকে জীবকে প্রকৃতি বলিয়াই বর্ণন আছে। গীতায় ১৫।৭ শ্লোকে এবং উপনিষদ্-মধ্যে জীবাত্মাকে অংশ, অণুপ্রকাশ-রূপে বর্ণিত দৃষ্ট হইলেও এই অণুত্ব বস্তুর অণুত্ব নহে, পরন্তু বস্তুর শক্তির অণুত্ব বলিয়া শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। এইজন্য এই অংশের অপর নাম বিভিন্নাংশ। বস্তুর অংশ হইলে তাহা অংশ ও কলা ইত্যাদি নামে খ্যাত হইয়া থাকে। এবং তাহা "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" উপনিষদ্-বাক্যানুসারে শক্তিমত্তত্ত্ব বা ঈশ্বরকোটী বলিয়া বিবেচ্য হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী শ্লোকটীতে ইহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ। (বিষ্ণুপুরাণ)

অর্থাৎ—একস্থানস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে, পরব্রহ্মের শক্তিও তদ্রূপ অখিল জগতে পরিব্যাপ্ত।

চিদচিৎ জগতে যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হয়, তাহা বস্তু ও তচ্ছক্তির পরিণাম। ইহাই দার্শনিক বিচারে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলিলে অচিন্ত্যভেদাভেদকেই সুষ্ঠুরূপে জানিতে হইবে, নতুবা আংশিক, অসম্যক্ বা ভ্রমাত্মক অনুভূতি হইবে।

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞন্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে ॥
শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।

যতোঽতো ব্রহ্মণস্তান্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ-পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥

অনুবাদ—অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর-শক্তিসকল ব্রহ্মে বর্ত্তমান; এই কারণে সেই ব্রহ্মশক্তিসকল সৃষ্ট্যাদি-ভাবশক্তিরূপে ক্রিয়া করে। হে তাপসশ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেরূপ উষ্ণতা ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ, শক্তিসকলও ব্রহ্মের সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম।

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্দ্ধতে ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ (গীতা)

উল্লিখিত শাস্ত্রবচন হইতে জীবকে বা আত্মাকে কৃষ্ণের শক্তি বলিয়াই সম্পর্কিত হইতে দেখা যায়। এক্ষণে 'কেন আমায় জারে তাপত্রয়'—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব···" এই বিষয়টি আমাদের একান্ত আলোচ্য হইলেও আমদের এই প্রবন্ধের শিরোণামানুসারে বর্ত্তমানে ইহার আলোচনায় বিরত হইয়া সম্পর্কিত বিষয়েই নিযুক্ত হইতে বাধ্য হইতেছি। আমাদের আলোচ্য বিষয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা কাহাকে বলে, তাহা জ্ঞাত হইলে তাঁহাদের সম্পর্কও প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে শ্রীল সনাতন প্রভুকে উপলক্ষ্য করত শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ-প্রকাশে ॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥
ব্রহ্ম তাঁর (কৃষ্ণের) অঙ্গকান্তি, নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥

অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষে মনুষ্য সূর্য্যদেবকে দর্শন করিতে পারে না, পরন্তু তাঁহাকে প্রচণ্ডজ্যোতিস্বরূপেই দর্শন করে; জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যমণ্ডলের অন্তবর্ত্তী জ্যোতির উৎসস্বরূপ সূর্য্যদেবকে চর্ম্মচক্ষে দর্শন করা সম্ভব হয় না। এইপ্রকার ব্রহ্মতত্ত্বকে জ্ঞানিগণ জ্ঞানপথে কেবল জ্যোতিস্বরূপে দর্শন করেন, 'জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্" রূপে দর্শন করিবার যোগ্যতা হয় না। ইহাই শ্রীব্রহ্মসংহিতা-বচনদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অনুবাদ—কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্যদ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এক্ষণে পরমাত্মা কি বস্তু, তাহা বর্ণন করিতেছেন,—

পরমাত্মা যেঁহো, তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ, সর্ব্ব-অবতংস ॥

এতদ্বারা পরমাত্মতত্ত্বের মূল বলিয়া কৃষ্ণকে শাস্ত্র বর্ণন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে—কৃষ্ণ-তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি ইত্যাদি সমস্ত তত্ত্বের মূল বলিয়া শাস্ত্রের বর্ণনা। যথা (ভাঃ ১০।১৪।৫৫),—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

অনুবাদ—অখিলাত্মার আত্মস্বরূপ বলিয়া এই কৃষ্ণকে জান; জগতের হিত-কামনায় তিনি এখানে অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে মনুষ্যের ন্যায় প্রকট হইয়াছেন।

শ্রীগীতাতেও অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বুঝাইয়াছেন,—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

সুতরাং, সর্ব্ববস্তুই শ্রীকৃষ্ণের দাস বা সেবক—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত; পরমাত্মা যে তত্ত্ব, তাহাও শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা আশ্রিত তত্ত্ব। জীবতত্ত্ব এই কৃষ্ণতত্ত্বের শক্তি-বিধায় অংশরূপ পরমাত্মারও সেবকরূপ সম্বন্ধ বা সম্পর্ক রক্ষা করেন। পরন্তু ভগবত্তত্ত্বের সহিত জীবাত্মার যে বিলাস, পরমাত্মতত্ত্বের সহিত সেই বিলাস সম্ভবপর নহে।

পরতমতত্ত্ব ও সর্ব্বতত্ত্বের মূল শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গালয়ে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন উপস্থিত বিভিন্ন ভাবসমন্বিত দর্শকগণ তাঁহাকে নিজ নিজ ভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে দর্শন করেন। "মল্লানামশনি" শ্লোকে—ইহা পরিব্যক্ত। তদ্রূপ জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি—এই পথত্রয়ে সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে অসম্যক্ ব্রহ্ম, আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা এবং পূর্ণতম প্রকাশ ভগবান্-স্বরূপে অনুভূত হয়। এই তিন প্রকার দর্শনের মধ্যে ভক্তিপথে ভগবান্-স্বরূপে দর্শনই

সর্ব্বোত্তম ও সম্যক্ বলিয়াই নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। যেহেতু সকল পথের পথিকগণ স্ব-স্ব পথ পরিত্যাগ করত চরমে ভক্তিপথে শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট হওয়ায় "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" শ্লোকটী দৃঢ় প্রমাণরূপে বর্ত্তমান।

শ্রীকৃষ্ণও গীতায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেৎ।" পরন্তু অন্য কোনও পথের উপাসক এরূপ ভক্তিপথকেও পরিত্যাগ করত ব্রহ্ম বা পরমাত্ম-তত্ত্বে কুত্রাপি আকৃষ্ট হয়েন নাই।

শ্রীগীতোক্ত গুহ্য, গুহ্যতর ও গুহ্যতম উপদেশ বিচার করিলেও "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' শ্লোকে জ্ঞানমার্গ, "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" শ্লোকে যোগমার্গ অপেক্ষা "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু" শ্লোকটীর উদ্দিষ্ট তত্ত্ব ভক্তি-পথোপাস্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই চরমোপাস্য বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য জীবাত্মার সম্পর্ক বা সম্বন্ধ ভগবত্তত্ত্বের সহিত সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পায়, পরমাত্মতত্ত্বের সহিত তদ্রূপ নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় কেবল অংশ-অংশি-ভাব।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

রাসাদি লীলা শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় বা স্মরণীয় কিনা ?

ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ ও সমস্ত বেদের তাৎপর্য্যদ্বারা সম্বর্দ্ধিত গ্রন্থরাজই পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত। দ্বাদশস্কন্ধ-সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে আবার দশম স্কন্ধই সারাৎসার, যেহেতু তাহাতে কেবল স্বরাট্-পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। লীলা-বিচারে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও বস্ত্রহরণ লীলাই সর্ব্বোত্তম। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯তম অধ্যায় হইতে ৩৩তম অধ্যায় পর্য্যন্ত রাসলীলা এবং তাহার পূর্ব্বে বস্ত্রহরণ লীলার বিবরণ দেওয়া আছে। রস-বিচারে উন্নতোজ্জ্বল মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত জৈবধর্ম্মের ৩য় খণ্ড, কবি শ্রীল জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধমাধব, ললিত-মাধব, হংসদূত, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর গোবিন্দলীলামৃত এবং শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শ্রীরাধারস-সুধানিধি প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের রাসাদি লীলার

তাৎপর্য্য ও উন্নতোজ্জ্বল মধুর রস প্রকাশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম রাসাদি লীলা ও মধুর রসকে বিকৃত করিয়া আজকাল অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং কলির বাজারে আবার তাহাদের খরিদ্দারের সংখ্যাও খুব নগণ্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রাসাদি লীলাকে মূর্ত্তি-সহযোগে প্রদর্শনী করিয়া দেখাইয়া কামরোগগ্রস্ত জনগণের ভোগের ইন্ধন যোগান হইতেছে। দুষ্ট কামের দ্বারা প্রপীড়িত জনগণ এবং নিত্যমুক্ত রসিক ও ভাবুক ভক্তগণ উভয়কেই রাসাদি লীলা ও রসতত্ত্ব আলোচনা, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে দেখা যায়। এখন বিচার্য্য বিষয়, উভয় শ্রেণীর সকলেই কি রাসাদিলীলা বা রসতত্ত্ব শ্রবণের বা কীর্ত্তনের অধিকারী ? অনধিকারীর certificate কি কাহাকে দেওয়া যাইবে না ? শাস্ত্র ও মহাজনগণের বাণী আলোচনা করিলেই এই বিষয়টি সুপারস্ফুট হইয়া উঠিবে।

রাসলীলাদি পার্থিব জগতের প্রাকৃত কোন ব্যাপার নহে এবং উন্নতোজ্জ্বল মধুর রস জড়রসের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন

"শৃঙ্গাররস-সেবাভিলাষী আশ্রিতগণের অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত রসিকশেখর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলা। ইহা কামদুষ্ট ত্রিতাপপীড়িত জনগণের ন্যায় কখনও দূষণীয় বা দুঃখদায়ক নহে। **ভগবানের সমস্ত লীলাই দোষমুক্ত। শ্রীকৃষ্ণলীলায় সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময়ী গোপীগণের সহিত পরমপুরুষ চিন্ময় শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলাই চিন্ময় ও আনন্দময়।** শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ বা তনু সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সত্য বিজ্ঞান, পরমানন্দ-স্বরূপিণী ও চিন্ময়; সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সর্ব্ববিধ গুণদ্বারা পরিপূর্ণ ও সমস্ত দোষবর্জ্জিত। তাঁহার শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, মাঙ্গল্য, স্থৈর্য্য, তেজ, ললিত ও ঔদার্য্য—এই আটটী মহাগুণ রহিয়াছে। বিষয়রতি লৌকিকী, লৌকিকী রতি সংযোগে সুখময়ী এবং বিয়োগে নিতান্ত দুঃখময়ী। কৃষ্ণরতি অলৌকিকী—সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার হইতে অদ্ভুত। ব্রজগোপীগণ ও কৃষ্ণের মধ্যে স্মরণ-দর্শনাদি সম্ভোগ কারণরূপ যে রতি, তাহাকে মধুর-রতি বলা হয়। বিষয়রূপ আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়ায় অসমানোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী নাগর-বিশেষ—লীলা-রসিকতার পরমাশ্রয়। ব্রজগোপীগণ এই রসের আশ্রয়। চিদ্বস্তুতে যে রস-বিচিত্রতা আছে, তাহা অপূর্ব্ব। চিজ্জগতের অত্যন্ত নিম্নভাগে শান্তরস, তাহার উপরে দাস্যরস, তাহার উপরে সখ্যরস, তাহার উপর বাৎসল্য রস ও সর্ব্বোপরি মধুর রস। জড়ে মধুর রস বিপর্য্যস্ত হইয়া সকলের নীচে অবস্থিত। তাহার উপরে বাৎসল্য রস, তাহার উপর সখ্যরস, তাহার উপর দাস্যরস ও সর্ব্বোপরি শান্তরস। **মধুর রসের**

যে স্থিতি ও ক্রিয়া, তাহা জড়ে নিতান্ত তুচ্ছ ও লজ্জাকর। চিজ্জগতে ঐ সকল শুদ্ধ, নির্ম্মল ও অদ্ভুতরূপে মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ। চিজ্জগতে কৃষ্ণ ও তদীয় বিবিধ শক্তির পুরুষ-প্রকৃতিভাবে সম্মিলন নিতান্ত পবিত্র ও তত্ত্বমূলক। জড়জগতের যে জড়প্রত্যয়িত ব্যবহার, তাহা লজ্জাকর। বিশেষতঃ কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং চিৎসত্ত্বগণ ঐ রসে প্রকৃতি হওয়ায় কোন ধর্ম্ম-বিরোধ নাই। জড়ে কোন জীব ভোক্তা ও কোন জীব ভোগ্য এই ব্যাপারটী মূলতত্ত্ব-বিরুদ্ধ বলিয়া লজ্জা ও ঘৃণার আস্পদ হইয়াছে। **তত্ত্বতঃ জীব জীবের ভোগ্য নহে। সকল জীবই ভোগ্য ও কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা।** জীবের নিত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যাপার যে অবশ্যই লজ্জা ও ঘৃণাস্পদ হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি ?

অতিপবিত্র রাসাদি-লীলা কোনক্রমেই অশ্লীল হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-ভগীরথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় (২।১৯) লিখিয়াছেন,—"চিদ্‌গত মহারাস-লীলায় কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত জীবই নারী। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র ভোক্তা ও সমস্ত অণুচৈতন্যই ভোগ্য। প্রীতিসূত্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায় ভোগ্য-তত্ত্বের স্ত্রীত্ব ও ভোক্তৃতত্ত্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। জড়দেহগত স্ত্রী-পুরুষত্ব-চিদ্‌গত ভোক্তা-ভোক্তৃতের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ করিয়া এমত একটী বাক্য পাওয়া যাইবে না, যদ্দ্বারা চিৎস্বরূপদিগের পরমচৈতন্যের সহিত অপ্রাকৃত সংযোগলীলা সম্যক্ বর্ণিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন—মায়িক স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ সম্বন্ধীয় বাক্যসকল তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই।"

"অনর্থগ্রস্ত বদ্ধজীব শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদিলীলা আস্বাদন করা দূরে থাকুক, ধারণাই করিতে পারে না। তথাপি আধুনিককালের তথাকথিত পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও মনীষিগণ জাগতিক পাণ্ডিত্য ও বিদ্যার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহের সমালোচনা করিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা নিজেরা কাম-ক্রোধাদি রিপুর দাস হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কামী, ক্রোধী, লোভী প্রভৃতি বলিয়া সমালোচনা করিতে অগ্রসর হয়। তাই রাসাদি লীলাকে কেহ কেহ দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, লায়লা-মজনু প্রভৃতি জাগতিক নায়ক-নায়িকার বা ব্যভিচারের ন্যায় ধারণা করিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার রাসাদি-লীলাকে রূপক কল্পনার দ্বারা সংশোধন করিবার চেষ্টা করে। আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর করিতে গিয়া নিজেকে যেরূপ হাস্যাস্পদ করিয়া তুলে, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ প্রাকৃত জীব মায়ার সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়া অবস্থায় অপ্রাকৃত রাসাদি লীলার সমালোচনা

করিতে গিয়া নিজদিগকেই হেয় প্রতিপন্ন করিতে বাধ্য হয়। শূকর যেমন কেবল কচুই চিনে, মহামূল্য রত্নহার কি জানে না, তদ্রূপ ভোগী জীব রাসাদি-লীলার মধ্যে ভোগের বস্তুই খুঁজিয়া বেড়ায়; রাসাদি-লীলার অপ্রাকৃত মাধুর্য্য তাহাদের নাগালের বাহিরে থাকিয়া যায়।

অনধিকারীর পক্ষে মনের দ্বারাও রাসলীলা আচরণীয় নহে

কতকগুলি অকালপক্ক ব্যক্তি প্রেমভক্তি লাভ করিতে আসিবার অভিনয় করিয়া কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর চঞ্চলতা থাকাকালীন অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদি লীলার আলোচনা ও উহা আস্বাদন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয় এবং নিজদিগকে 'বাহাদুর', দক্ষ ও সমর্থ বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে উৎসাহী হয়। যে-সকল গ্রন্থ আলোচনা করিলে, যে-সকল বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলে ক্রমে ক্রমে তাহাদের মঙ্গল হইবে, তাহারা তাহা না করিয়া যে-সকল গ্রন্থপাঠে কোন অধিকার নাই, তাহারা সেইসকল গ্রন্থ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পাঠ করিবার অভিনয় করিতে গিয়া নিজেদের ঘোর সর্ব্বনাশ আনয়ন করে। তাহারা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের পদাবলী, কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ, শ্রীল রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধমাধব, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর রাধারস-সুধানিধি, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দ-লীলামৃত, শ্রীভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায় ও বস্ত্রহরণাদি লীলাসমূহ কৃত্রিমভাবে শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণ করিতে গিয়া অনধিকার চর্চ্চা করে। ভক্তিরাজ্যের জঞ্জালস্বরূপ এই অকালপক্ক সাধকগণ ভক্তিসিদ্ধান্তের বিচারকগণকে 'শুষ্কজ্ঞানী' এবং নিজদিগকে 'রসে ডগমগ' কল্পনা করিয়া মূর্খামির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী হইতে পাওয়া যায়,—"আলস্য হইতে জাত এঁচড়েপাকা বুদ্ধি প্রকৃতপ্রস্তাবে ফলপ্রদানে অসমর্থ হয়। আমরা ক্ষুদ্র জীব, বিধিপথের পথিক, তবে রাসবিরোধী নহি। রাগের কথা বড়, তবে আমাদের মুখে উহা শোভা পায় না। ছোটমুখে বড় কথা শুনিলে ভজনানুরাগিগণ হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবেন। কৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা যাহার উপলব্ধি হয় নাই, তাহার অনুরাগ-পথে উন্নতাধিকার প্রাপ্তির চেষ্টা আলস্য-জ্ঞাপক, ইহা মহাজনগণ পদে পদে বলিয়াছেন। *** * ভজন বাহিরের বা লোক দেখাইবার বস্তু নহে।"**

যাহারা সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়াও উহা লাভ করিয়াছে মনে করে, অনর্থযুক্ত অবস্থাতেই তাহা আস্বাদন করিবার কল্পনা করে, তাহারা অত্যন্ত মূর্খ ও 'প্রাকৃত-সহজিয়া' নামে খ্যাত। তাহাদের নামাক্ষর উচ্চারণাভিনয় তোতা পাখীর বুলি আওড়াইবার ন্যায় বৃথা। কৃষ্ণপ্রেম বস্তুটি কি, তাহা কিরূপে

লাভ করা যায়, তাহা লাভ করিতে হইলে কিভাবে জীবন গঠন করিতে হয়,—সদ্‌গুরুর অনুগত থাকিয়া তাহা অনুসন্ধান করিবার পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণপ্রেম' বা মধুর রস আস্বাদন করিবার লোভ অর্থাৎ ব্যতিরেকভাবে ভোগবাঞ্ছাই ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যে কার্য্য বা চেষ্টা অনর্থ-নিবৃত্তির পর আবশ্যক, তাহা তাহারা পূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়া দেয় এবং ফলে মায়ার দণ্ডও লাভ করে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ধারণায়,—বিষয়-অনুরাগই কৃষ্ণানুরাগ। রাগভজনের দোহাই দিয়া বিশৃঙ্খল মার্গকে রাগমার্গ বলিয়া প্রচার তাহাদের কদর্য্য স্বভাবের লক্ষণ। **কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি হউক বা না হউক, শিশ্নোদর-পরায়ণ প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করে না, এইজন্য তাহারা রাগানুগ-মার্গের অধিক পক্ষপাতী।** শ্রীভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ' শ্লোক ও 'অনুগ্রহায় ভক্তনাম্' শ্লোকের বিকৃতার্থকেই সহজিয়াগণ মূলমন্ত্র করিয়া ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে গিয়া শ্লোক-দ্বয়ের মূল তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারে না। 'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু' শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যে অনধিকারিগণকে জাতরতি হইবার পূর্ব্বে রাসলীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণ প্রভৃতি করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা তাহাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া যায়। সামর্থ্যহীন অনধিকারী ব্যক্তি মনের দ্বারাও কদাচ তাহা আচরণ করিবে না, তাহা 'মনসাপি' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা নিষেধ করিয়াছেন। মনের অধীনে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সম্পাদিত হয় বলিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারাও আচরণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। 'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু' শ্লোকটি ভোগের প্রতিবন্ধক বলিয়া সহজিয়াগণ তাহা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করে। মূঢ়তাপ্রযুক্ত যদি কেহ অনধিকারী হইয়াও অধিকারীর আচরণ করে, তবে অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। শঠ, ধূর্ত্ত, কুটীনাটী-পরায়ণের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণ সাজিয়া মধুররস আস্বাদন করিতে গিয়া শীঘ্রই নরক গমনের পথ পরিষ্কার করে। যাহারা 'বিক্রীড়িতং' ও 'অনুগ্রহায়' শ্লোকদ্বয়ের বিকৃতার্থ করে, তাহাদের সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"এক বৃদ্ধা অন্তিমকালে তাহার মুমূর্ষু পুত্রের মুখে ঘি ঢালিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন বাবা! বল হইতেছে? সকলেই বলে,—ঘি খাইলে বল হয়।' প্রাকৃত-সহজিয়াগণের 'বিক্রীড়িতং' ও 'অনুগ্রহায়' শ্লোকের ব্যাখ্যাদ্বারা আত্মপ্রবঞ্চনাও এই বুড়ীর ন্যায় বিচার।"

'আদৌ শ্রদ্ধা' শ্লোকের ক্রমপন্থায় গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় রাসাদি-লীলার শ্রবণাদির অধিকার লাভ

"ভাবভক্তি বা প্রেমলাভ করিবার পূর্ব্বেই কপটতা করিয়া লোকের নিকট

ভাবের বিকারসমূহ দেখান বা 'আমার ভাব হইয়াছে' এইরূপ কল্পনা করাও কেবল লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা মাত্র। একটী ছাত্রকে Universityতে পড়িবার অধিকার লাভ করিতে হইলে যেরূপ তাহাকে Primary School, High School ও College-এর পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তদ্রূপ কোন সাধককে রাসাদি-লীলা শ্রবণাদির যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে তাহাকে অবশ্যই শ্রীল রূপ গোস্বামিকৃত 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর' "আদৌ শ্রদ্ধা" শ্লোকের ক্রমপন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। ভগবানের অনুগ্রহে যখন জীবের সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে, তখন সেই সাধুমুখে শাস্ত্র-শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ ঘটে। সেই শাস্ত্র-শ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়। শ্রদ্ধা উৎপত্তির পর দ্বিতীয়বার সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে, তখন হইতে ভজনের রীতিশিক্ষা শুরু হয়। ইহার পর হইতে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়াদি ভজন-ক্রিয়াসকল প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভজন করিতে করিতে পরে অনর্থনিবৃত্তি ঘটে। অনর্থনিবৃত্তির পরে নিষ্ঠা এবং তৎপরে রুচি উৎপন্ন হয়। অতঃপর আসক্তি প্রকাশ পায়। আসক্তির পর ভাব আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই ভাব একবার উদিত হইলে তাহা আর নষ্ট হয় না। ইহাকে স্থায়ীভাব বা রতি বলে। এই ভাব যখন আরও পরিপক্ক হয়, তখনই তাহাকে প্রেম বলে। ইহাই সাধকগণের প্রেম আবির্ভাবের ক্রম। এই প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন, —

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ়-নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥
কোনভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈলে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈলে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই 'প্রেম' প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥
যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্র কয়॥
এই নব প্রীত্যঙ্কুর যাঁর চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয়॥"

এই প্রসঙ্গে 'কল্যাণকল্পতরুতে' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"কি আর বলিব তোরে মন।
মুখে বল 'প্রেম' 'প্রেম', বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম, শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্প-ঝম্প অকস্মাৎ, মূর্চ্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ, কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া ॥
প্রেমের সাধন—'ভক্তি', তাতে নৈল অনুরক্তি, শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ অপরাধ ত্যজি', নিরন্তর নাম ভজি', কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে ॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গ সঙ্কীর্ত্তন, না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি', দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন ॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম, এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র, তবে প্রেম হইবে সুলভ ॥
কামে-প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই, তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেম নাম, আরোপিলে কিসে শুভ হয় ॥"

* * * * *

"কেন মন, কামেরে নাচাও প্রেমপ্রায়।
চর্ম্ম-মাংসময় কাম, জড়সুখ অবিরাম, জড়বিষয়েতে সদা ধায় ॥
জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেম-মর্ম্ম, তাহার বিষয় মাত্র হরি।
কাম আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্ত প্রায়, প্রেমে জাগাও কাম দূর করি ॥
শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে, নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব, এই ক্রমে প্রেম উপজয় ॥
ইহাতে যতন যার, সেই পায় প্রেমসার, ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে।
এ ক্রম-সাধনে ভয়, কেন কর দুরাশয়, কামে প্রেম কভু নাহি লাগে ॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম তায়, তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার, ছাড় ভাই অপরাধ-দোষ ॥

অতএব ক্রমপন্থায় সাধু-গুরুর অনুগত হইয়া তাহাদিগের কৃপায় প্রেমলাভের জন্য যত্ন করা উচিত। এই ক্রমিক পথ লঙ্ঘন করিয়া অপক্ক অবস্থাতেই প্রেম আস্বাদন অথবা রাসাদিলীলা শ্রবণাদি করিবার জন্য মনগড়া সাধন করিলে মায়ার দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় মোটেই রাসলীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন করা উচিত নহে। অনর্থযুক্ত ও অনর্থমুক্ত অবস্থায় জীবের কৃষ্ণের কোন্ লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করা কর্ত্তব্য, তাহা অস্মদীয় পরমগুরুদেব শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী 'বক্তৃতাবলীর' মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,—"শ্রীভাগবতের

দশম স্কন্ধের লীলার মধ্যে দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। একটী অনর্থযুক্ত অবস্থায় সাধন-পর্য্যায় আলোচনার জন্য অর্থাৎ বদ্ধজীবের অনর্থ-নিবৃত্তিকল্পে আলোচ্য, অন্যটি অনর্থ-নির্ম্মুক্তির পর আলোচ্য। অনর্থযুক্ত অবস্থায় কৃষ্ণের বাল্যলীলা, অসুর বধ, গোবর্দ্ধনধারণ লীলার উপযোগিতা আছে, কিন্তু কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ, নৌকাবিলাস, রাসলীলাদি সম্বন্ধে শ্রীল ব্যাসদেব অনধিকারীকে তাহার আলোচনা নিষেধ করিয়া তত্তৎ অধিকারীকে আলোচনার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। 'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু' শ্লোকে ব্যাসদেব ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

তবে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, এখানে ত' আচরণের কথা নিষেধ করা হইতেছে, শ্রবণের কথা ত' নিষেধ করা হয় নাই। 'আচরণ'-শব্দে কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলের দ্বারা আচরণকেই লক্ষ্য করা হয়। মনের দ্বারা চিন্তা বা মননাদি কার্য্য স্বীকার না করিলে বাকী দশটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আচরণ হইতে পারে না। সুতরাং আচরণ নিষিদ্ধ স্বীকার করিলে শ্রবণাদিও নিষিদ্ধ বুঝাইবে। তাহা ছাড়া 'মনসাপি' শব্দের দ্বারা মনের বা মানসিক ক্রিয়া পর্য্যন্তও বর্জ্জন করা হইয়াছে। মনের ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির আচরণ কি-প্রকারে সম্ভব ? অতএব রাসলীলাদি অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে শ্রবণ-কীর্ত্তন ত' দূরের কথা, মনের দ্বারাও চিন্তা ও মননাদি নিষেধ করা হইয়াছে। অনর্থগ্রস্ত জীব তাহাদের অনর্থ-নিবারণোপযোগী শ্রীকৃষ্ণের লীলাচরিতাদি শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া পরে সেই লীলা শ্রবণের অধিকারী হইয়া চরম প্রয়োজন 'কৃষ্ণপ্রেম' প্রাপ্ত হন।"

সাধনের ক্রমপথে জাতরতি ব্যক্তির পক্ষেই রাসলীলা আলোচ্য। এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ 'সাউড়ির ভাক্ত সম্প্রদায়' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"যে অভক্তির দূষিত বীজ অতি পূর্ব্বকালে পশুমতি জীবের হৃদয়ে প্রোথিত হইয়াছিল, সেই দূষিত বীজ ও জড়ীয়ধারণা রূপ বৃক্ষ, শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন পতিতপাবন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সমূলে উৎপাটন করিয়াছেন। তাঁহার কৃপাপাত্রগণের মধ্যেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-প্রদর্শিত ক্রমপন্থা এবং ভক্তির অবস্থাত্রয়ে নামরস-ভজন দেদীপ্যমান আছে, অর্থাৎ সাধনভক্তি-কালে সাধক কপটতাক্রমে আপনাকে জাতরুচি বা লব্ধরস মনে করেন না। ফলপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই 'রস'-নামক ফললাভ ঘটিয়াছে, এরূপ ভ্রমে পতিত হন না। পতিতপাবন শ্রীমৎ পরমহংস বাবাজী মহাশয় ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সাধনভক্তিতে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কপটতা গ্রহণ করিয়া রত্যাভাস ও রসাভাস-দোষে পতিত হইতে দেন না। শ্রীমহাপ্রভু বলেন,—সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিবে, তাহাতেই শ্রীনামে রূপ, গুণ, লীলা জীবের চিত্তে বিকাশ লাভ করিবে। মায়িক ভেদ-বুদ্ধিতে পৃথক্‌ভাবে কৃত্রিম

রূপোচ্চারণ, গুণোচ্চারণ ও লীলোচ্চারণ করিবে না। করিলে নামের সহিত রূপ-গুণের ভেদ হইয়া মায়িক ধারণা হইবে এবং একান্তভাবে নামাশ্রয় না করিয়া নামরসকে নামের সহ ভিন্নজ্ঞানে স্বতন্ত্র রস-সেবা উপদেশ দিতে বাধ্য হইবে "

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে 'ভাই সহজিয়া' প্রবন্ধেও লিখিয়াছেন,—"ক্রমপন্থায় হরিসেবার প্রবৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়া গেলেই ক্ষান্তি আসিলে অনর্থ ছাড়িয়া যায়। তবে শ্রদ্ধা না হইতে হইতেই প্রথমমুখে সাধনকালে এঁচড়ে পাকাইবার উদ্দেশ্যে প্রাকৃতরস হইতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে, রাসলীলা আরম্ভ করিয়া দিলে সাধুসঙ্গ হইবে না। সজ্জনকে অসাধু-বুদ্ধি ও অনর্থময় সহজিয়াকে সাধু-জ্ঞান হইবে। সুতরাং অসৎকে সাধু মনে করিয়া তাহার নিকট সাধুত্বের নামে অসাধুতা শিখিলে অপ্রাকৃত রাসলীলা ইন্দ্রিয়তর্পণে পরিণত হয়। ইন্দ্রিয়-পিপাসা বৃদ্ধি হইয়া অনর্থ বাড়ে। আবার সাধনকালের অগ্রে রাসলীলা শ্রবণের ফলে অনর্থ নিবৃত্তি—একথা কোন ভক্ত বা শাস্ত্র বলেন না। ভাবুক ও রসিকগণকেই ভাগবতীয় রাসলীলা পাঠের অধিকারী বলা হইয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়াকে বা কামুককে রাসলীলা পড়িতে বলা হয় নাই। যাহারা অনর্থে মগ্ন, কামে ভ্রান্ত, তাহাদের জন্য ভাগবতের রস নহে। "যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাস-কলাসু কুতুহলম্," তাহা হইলে 'গীতগোবিন্দ' পাঠ; নতুবা মায়ার স্মরণে ভোগময় ইন্দ্রিয়পর হইয়া জয়দেবের বর্ণিত অপ্রাকৃত রস আস্বাদনে অসমর্থ হইলে প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়িবে। রাসলীলা আরম্ভ করিবার বদলে ও অনর্থ থাকাকালে অপরাধ ছাড়িয়া শ্রীহরিনাম করিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-স্ফূর্ত্তি হয় না। অনর্থকালে প্রথমেই রাসলীলা নহে।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে (২য় ৭।১) বলিয়াছেন,—"ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাতপ্রেম লোকেরাই রসাধিকারী। যাহারা এখন পর্য্যন্ত শুদ্ধরতি ও জড় হইতে বৈরাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদের রসাধিকারচেষ্টা বিফল; সুতরাং চেষ্টা করিতে গেলে রসকে 'সাধন' বলিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে।"

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-জয়ন্তী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪১ পৃষ্ঠার পর]

"কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥"
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মী ভবন্তি রাজেন্দ্র! মহাপাতক কোটয়॥ (বিঃ ধর্ম্মোত্তরে)

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেমা জন্মায় পুনঃ তেহ মুখ্য অঙ্গ॥
মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥" (চৈঃ চঃ)
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
"নলিনীদলগতজলমতি তরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবে তরণে নৌকা॥"

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

সুন্দর মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া এবং গুরুকর্ণধারকে আশ্রয় করিয়া, যিনি ভবসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করিলেন না, তিনি আত্মঘাতী। কাজেই আমাদের আত্মঘাতী না হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গুরুকর্ণধাররূপে আশ্রয় করিয়া এবং গীতারূপ নৌকায় (গীঃ মাঃ ৭) আরোহন করত ভবসমুদ্র পার হইয়া শাশ্বত শান্তি বা নিত্যশান্তিনিকেতনে গমন করা সকলের উচিত।

তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপার সংসার সমুদ্রসেতুং ভজামহে ভাগবতস্বরূপম্॥ (ভাঃ)

পরমেশ্বর, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে বৈদান্তিক ব্যাখ্যায় আমরা অনেক কথা আলোচনা করিয়াছি। এখন সেই ভগবানকে কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, গীতাবলম্বনে তাহাই আলোচনা করিব।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা যস্যাং ধর্ম্ম মদাত্মকঃ॥ (ভাঃ ১১।১৪।৩)
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তারৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥ (গীঃ মাঃ)

গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা-অর্জ্জুন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। গীতা মাহাত্ম্যের এই শ্লোকে কৃষ্ণমুখপদ্ম বিনিঃসৃতা না বলিয়া, পদ্মনাভ-মুখপদ্ম বিনিঃসৃতা বলিলেন কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে,—প্রলয়কালে বেদসংজ্ঞিতাবাণী নষ্ট হইয়া গেলে, পদ্মনাভ শ্রীনারায়ণ (নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে) সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে সেই বাণী জীবজগতের চক্ষুরান্তরালে উপদেশ দিয়াছিলেন। আর আজ জীবজগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠবীরগণের সম্মুখে সেই পদ্মনাভ শ্রীনারায়ণ চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণরূপে (অর্থাৎ নারায়ণের অংশী শ্রীকৃষ্ণ, কাজেই তিনি মূল স্বয়ং পদ্মনাভ) অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত জীবের নিত্য মঙ্গলের জন্য যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই সকলের "কর্ত্তব্য" অর্থাৎ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা পালন করা উচিত, অন্য শাস্ত্রবিস্তারে প্রয়োজন কি?

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ (গীঃ মাঃ ৫)

সমস্ত উপনিষদ্ ধেনুস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, পার্থ বৎস, সুধী-সজ্জন ভোক্তা এবং গীতামৃতরূপ দুগ্ধ। মহৎ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দুগ্ধামৃত, এই অমৃত পান করিলে—জন্ম-মৃত্যু-মালা, ত্রিতাপ জ্বালা, সমস্ত দুঃখ-কষ্টের নিবৃত্তি এবং পরম শান্তিপূর্ণ স্থান নিত্যকালের জন্য প্রাপ্তি হয়। (গীঃ ১৮ ৬২)।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ (গীঃ ১।১)

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়! যুদ্ধাভিলাষি দুর্য্যোধনাদি মৎপুত্রগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিল? ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইলেও রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর দূরদর্শিতা যথেষ্ট ছিল। দুই দলে যুদ্ধ করিতে গিয়া কি করিল? এই প্রকার কোন প্রশ্ন হয় না, তথাপি করিলেন কেন? কারণ কি? উদ্দেশ্য কি?

কারণে বলা যাইতে পারে যে, তিনি জানেন পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্রের মহিমা চিরপ্রসিদ্ধ। আবার কুরুরাজা এই ক্ষেত্রে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করায় ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়াও বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। কাজেই তিনি ভাবিলেন যে—ধর্ম্মক্ষেত্র ও

তীর্থক্ষেত্রের প্রভাবে যদি দুষ্ট দুর্য্যোধনের মন পরিবর্ত্তন হয়, অথবা ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবগণের মনে যদি দয়ার সঞ্চার হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ না হইতেও পারে। তাঁহার এই গূঢ়তম গুপ্ত অভিপ্রায় অর্জ্জুনের মনে প্রতিফলিত হইল।

ভারত সমর কথা জানে সর্ব্বজন। সাজিয়া আসিল পার্থ করিবারে রণ॥
শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি গীতাশিক্ষা সার। ইহা ছাড়া অন্যব্যাখ্যা নরকের দ্বার॥

অর্জ্জুন উভয়পক্ষে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবগণকে দেখিয়া মহাদুঃখিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—হায়! আমরা মহাপাপ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, যেহেতু রাজ্যসুখলোভে আমরা স্বজনবধে উদ্যত হইয়াছি। মহানুভব পিতামহ ভীষ্ম এবং গুরু দ্রোণাচার্য্যের সহিত বাণদ্বারা যুদ্ধ করিব, মুখে বলাও মহাপাপ। অতএব আমি কিছুতেই যুদ্ধ করিব না, এই বলিয়া সশরধনু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রথের উপর বসিয়া পড়িলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন,—

কৃষ্ণ কহে আপৎকালে করিতে সমর।
বিকল যে দেখি তোমা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
স্বর্গ যশ প্রতিবন্ধক অনার্য্য চরিত।
কোথা হইতে এ মোহ হৈল উপনীত॥
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং করি পরিহার।
ক্লীবত্ব ছাড়িয়া উঠ করিতে সমর॥
আততায়ী মিথ্যাবাদী পাপী দুর্য্যোধন।
তার পক্ষ সমর্থন করে যেই জন॥
তার সঙ্গে যুদ্ধে পাপ নহে কদাচন।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ শাস্ত্রে নিরূপণ॥
পিতামহ ভীষ্ম তোমার ধর্ম্মের কারণ।
গুরুর সঙ্গেতে যুদ্ধ কৈল বিলক্ষণ॥ (মঃ ভাঃ)
এই ধর্ম্মযুদ্ধ যদি নাহি কর তুমি।
পাপীশ্রেষ্ঠ হবে তুমি কহিলাম আমি॥
কর্ম্মযোগী সুখে দুঃখে নহে বিচলিত।
কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে হইয়া সুসংযত॥
সর্ব্বকাল আমাকে করিয়া স্মরণ।
যুদ্ধ কর, হবে জয় চিন্তা কি কারণ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—কার্পণ্য অর্থাৎ চিত্তের দীনতা এবং কুলক্ষয়জনিত দোষ

এই দুইটীর আলোচনায় আমার প্রকৃতি অভিভূত হইয়াছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধেও আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আমি তোমার শিষ্য ও শরণাগত, যাহাতে আমার শ্রেয়ঃ হয়, তাহা আমায় শিক্ষা দাও॥ (গীঃ ২।৭)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলেও তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নহে। কারণ—ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে অধিকতর শ্রেয়ঃসাধক আর কিছুই নাই। (গীঃ ২।৩১)। হে কৌন্তেয়! যদি হত হও, স্বর্গে যাইবে; যদি যুদ্ধে বিজয়ী হও, পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব যুদ্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও। (গীঃ ২।৩৭)। যদি তুমি এই ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাপগ্রস্ত হইবে। (গীঃ ২।৩৩)।

কর্ম্মযোগ

জ্ঞানী বা অজ্ঞ কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না। রাগ-দ্বেষাদি প্রকৃতিজাত গুণসকল মনুষ্যকে অবশ করিয়া কর্ম্ম করাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি স্মরণ করে, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচার বলা যায়।

জীবনধারণ করিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু করা যায়, তাহাকে কর্ম্ম বলে। সেই কর্ম্ম সৎ এবং অসৎ, অসৎকর্ম্ম বিকর্ম্মাদি অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম, ইহার ফল নরকাদি দুঃখলাভ। ইহ সংসারেও শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক প্রভৃতি নানাপ্রকার অশান্তি সৃষ্টি করে, সেইজন্য অসৎকর্ম্ম করিতে নাই। সত্য—ধর্ম্ম, মিথ্যা—প্রবঞ্চনা-অধর্ম্ম। ন্যায়-নীতি—ধর্ম্ম, অন্যায়-দুর্নীতি—অধর্ম্ম। ধর্ম্ম—পুণ্য, অধর্ম্ম—পাপ। পুণ্যফল—সুখলাভ, পাপের ফল—নরকাদি দুঃখ লাভ।

সৎকর্ম্ম—অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকেই সৎকর্ম্ম বলা হয়। সৎকর্ম্ম ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। নিত্যকর্ম্ম—সন্ধ্যাবন্দনাদি, (গীঃ ১৮।৭, ৩।৮, ১৩।৪)। নৈমিত্তিক কর্ম্ম—নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, যেমন—শ্রাদ্ধ, তর্পণ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি। কাম্যকর্ম্ম—ফল কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, যেমন—পুত্র কামনা করিয়া যজ্ঞ, স্বর্গ কামনা করিয়া দান, পুণ্য, তপস্যাদি। যজ্ঞ, দান ও তপোরূপকর্ম্ম কদাচ পরিত্যাজ্য নহে, ঐগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ—যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধি-সম্পাদক। সৎকর্ম্মী বা ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই এইসকল গুণগুলি থাকা একান্ত প্রয়োজন।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহ।
দানং দয়া দমক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্ম সাধনম্ ॥ (যাঃ সং)

ধর্ম্ম, অর্থ, কামাত্মক ত্রয়ীবেদের মধুপুষ্পিতবাক্যে বিমোহিত হইয়া, সকাম-কর্ম্মিগণ আমি কর্ত্তা—এই অভিমানে যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি কামনা করিয়া থাকে। (গীঃ ৪।১২)। তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গ-লোকের সুখভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে। (৯।২১)। হে অর্জ্জুন! বেদসকল ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকাম ব্যক্তিগণের কর্ম্মফল প্রতিপাদন করে। তুমি নিস্ত্রৈগুর্ণ্য হও; এবং নির্দ্বন্দ্ব, (শীতোষ্ণসুখ-দুঃখাদিদ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত), নিত্যধৈর্য্যশীল, যোগক্ষেমরহিত এবং কাম্যবিষয়ে আসক্তিশূন্য হও। গীঃ ২।৪৫। "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্" (গীঃ ৩।২৬) কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ করিতে নাই। সকাম ব্যক্তিগণকে অজ্ঞ কর্ম্মসঙ্গি বলা হয়। তাঁহারা কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ না করিয়া ফল নিজেই আত্মসাৎ করে, সেইজন্য বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় এবং সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে।

অর্জ্জুন কহিলেন,—সকাম কর্ম্মি ও নিষ্কাম কর্ম্মির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ধনঞ্জয়! নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম অত্যন্ত হেয়, তুমি নিষ্কাম কর্ম্ম আশ্রয় কর; ফলাকাঙ্ক্ষীরা কৃপণ অর্থাৎ অতি হেয়। (গীঃ ২।৪৯)। কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলসকলে যেন তোমার অধিকার না হয়। তুমি কর্ম্মফলের হেতুভূত হইও না (ফলার্থী হইও না) এবং কর্ম্ম পরিত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। (গীঃ ২।৪৭)

কর্ম্মযোগ

কর্ম্মকাণ্ড ও কর্ম্মযোগ এক নহে। কর্ম্মকাণ্ডিগণ স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। নিষ্কামকর্ম্ম যখন ভগবান্ শ্রীহরিতে অর্পিত হয় (প্রীণনমূলা অর্পণ), তখন তাহাকে কর্ম্মযোগ বলে। কর্ম্মের দ্বারা ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হওয়ার চেষ্টাকে কর্ম্মযোগ বলে। এই কর্ম্মযোগিগণ সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্বনিম্ন-স্তরের সাধক।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ (গীঃ ৩।৯)

বিষ্ণুর (যজ্ঞবৈ বিষ্ণুঃ ইতি শ্রুতে) আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত, অন্য কর্ম্ম

(সকাম বা নিষ্কাম) কেবল বন্ধনেরই কারণ হয়; অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি নিষ্কাম হইয়া বিষ্ণুর (মায়াবাদীর বিষ্ণু নহে) উদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্ম কর। নিষ্কাম, অনুরাগবিরাগহীন, জ্ঞানে (ব্রহ্মে অবস্থিতচিত্ত) এবং বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ যজ্ঞানুষ্ঠানকারী—এতাদৃশ ব্যক্তির সমুদায় কর্ম্ম (কামনার সহিত) লয়প্রাপ্ত হয়। (৪।২৩) যিনি কর্ম্মযোগে যুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, সংযতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বভূতের আত্মাই যাঁহার আত্মা, ঈদৃশব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হন না। (৫।৭)। অতএব তুমি আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক মদনুষ্ঠিত সমস্ত কার্য্যই ভগবানের কার্য্য এবং এ সকল কার্য্যের ফল তাঁহারই, আমি তাঁহারই অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি মাত্র, এই বিশ্বাসে নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর, শোক করিও না। (৩।৩০)। এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিলে, উহা বিফল হয় না, ইহাতে প্রত্যবায় নাই। ইহার অত্যল্পমাত্রও অনুষ্ঠিত হইলে, মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। (২।৪০)। তুমি সর্ব্বদা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানকালেও মনে মনে আমাতে সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা যোগের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর অর্থাৎ মৎপরায়ণ হও। (১৮।৫৭)।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ (৯।২৭)
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ (৯।২৮)

হে কৌন্তেয়! তুমি যাহাকিছু কার্য্য কর, যাহা কিছু আহার কর, হোম কর, দান কর, বা তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে সমর্পণ কর। এই প্রকার করিলে তুমি কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফলরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে এবং সন্ন্যাসযোগ সম্পন্ন, সুতরাং বিমুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কিছু আহার করিবে, তাহা আমাকে অর্পণ (নিবেদন) করিয়া খাইবে। (৯।২৭)। আমাকে না দিয়া যাহারা খায়, তাহারা সব চোর। (৩।১২)। তাঁহারা সব গ্রাসে গ্রাসে কেবল পাপই ভোজন করিয়া থাকে। (৩।১৩)। কাজেই চোর হওয়া কাহারও উচিত নহে এবং পাপ ভোজন করাও কাহারও উচিত নহে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌরহরি ও শ্রীগুরুবন্দনা

চাষী চাষ করে ভূমি বার বার
ফল কিন্তু পায় না-কো আর,
ভেবে সারা চাষী—'এ কি ?'
"তুলসী-বন দেখি
জমি-ময়
হয় ;"

"কিছু
তত্ত্ব পিছু
আছে মনে হয়
বীজটা কি শুদ্ধ নয় ?"
চাষী জমি করে না-কো চাষ,—
ভূমি পড়ে থাকে বর্ষে বারো মাস ॥

'গৌরহরি' জন্মস্থান প্রেমময়,
বোঝা, জানা, সোজা কথা নয় ;
'গৌর'প্রিয় এক ভক্ত
ভাবে,—"কাজ শক্ত,
কি-যে হবে
ভবে ;"

আশা
বাঁধে বাসা—
এক দ্বিপ্রহরে,
ভূমি দিব্য আলো করে,
পূর্ণজ্যোতি পূর্ণভাবে নামে,—
"যোগপীঠ স্থানে" ; "মায়াপুর-ধামে ॥"

'ভক্তিবিনোদ' পরে ঐ স্থানে যান,—
দেখে হর্ষে মহাশক্তি পান,
বলে,—'এ-যে গৌর-স্থান'
পুতঃ ও মহান,—
যা'র অতি
জ্যোতি ;"

পরে
স্তরে স্তরে
জ্ঞানী-গুণিগণ,
সব একমত হন,—
"এ-ভূমি আদি ও অনন্ত"
বলে,—"বিশ্বে আছে যত সাধু-সন্ত ॥"

পৃথ্বী-মাঝে "ভক্তিসিদ্ধি অন্ত যিনি,
তাঁরে, "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে চিনি,
মন্দির-ভিত্ ও হয়,
"গুরুজীর জয়"
উঠে ধ্বনি
অনি ;

মাটি—
ছিল খাঁটি
"বিষ্ণু-মূর্ত্তি" উঠে—
রাজমিস্ত্রি মঠে ছোটে,—
"মিশ্র-পূজ্য এ গৃহদেবতা—
যিনি সারা বিশ্বে সুকল্যাণ-দাতা ॥"

"গৌর" এসেছে যে আজ নিম-ঘরে,
মন-প্রাণ তাই আলো ক'রে ;
দিতে হবে সব ভাই,
অন্য পথ নাই—
ভক্তি চাও—
দাও ;

দেহ
হয় গেহ—
"হরি সব হরে"
শুদ্ধপ্রেম দান করে—
নিজে তাঁ'রে নিজ করে লয়—
যিনি বিশ্বস্রষ্টা, শ্রেষ্ঠ কৃপাময় ॥

হেথা
আছে ব্যাথা,
আছে দুঃখ-ভয়,
কেহ কিন্তু কারো নয়,—
'ধর্ম্ম-পথে' যেন মন রাখি,
আর শুদ্ধমনে "তাঁরে" যেন ডাকি ॥

দিন যায়, সন্ধ্যা যায়, রাত্রি আসে,—
মাস যায়, বর্ষ যায়, জীব ভাসে ;—
নদী 'পরে উঠে ঢেউ,
আসে না-তো কেউ
প্রাণ দিতে,—
নিতে ;

'নামে' যাঁ'র জিহ্বা সদা নৃত্য করে,
হৃদি-কম্পে তপ্ত আঁখি ঝরে ;—
আত্ম-জ্ঞানে মগ্ন হন
'নামী' তথা রণ,
তার-মাঝে
কাজে ;

আছে
"নিত্য-কাছে"—
"মাত্র একজন"
'গুরু' ছাড়া কেহ নন ;
'তিনি' নিয়ে যান হরি-দ্বারে,
সারা বিশ্বে আর কেহ নাহি পারে ॥

—**শ্রীবলাই চাঁদ ঘোষ,** সেবা-সুহৃদ্
সাংবাদিক পি. টি. আই.

———

বৈরাগ্য

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট উপদেশ পাইয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হন, আর তত্ত্বজ্ঞগণ নিজেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। যাহারা অত্যন্ত অজ্ঞও নহে, একান্ত তত্ত্বও জ্ঞাত নহে—এইরূপ মধ্যবর্ত্তী মানবগণেরই পদে পদে পতনের সম্ভাবনা। এতাদৃশ লোকের মুক্তিপ্রাপ্তির কারণ যে জ্ঞান, তাহাও নাই, অথচ পশুর মত মূঢ়ও নহে। ইহারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের চর্চ্চায় অবসর পায় না; সুতরাং জ্ঞান কোথা হইতে পাইবে, আর অবসর-অভাবে হরিকথা শ্রবণের সুযোগ না থাকায় ভক্তিই বা কোথা হইতে অর্জ্জন করিবে? বস্তুতঃ ইহারা আত্মঘাতী! শ্রুতি বলিয়াছেন,—

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ (ঈশ ৩)

অর্থাৎ "যাহারা পরমাত্ম-সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে, তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া আসুরীভাবপ্রাপ্ত লোকসকল (যাহা অন্ধকারে আবৃত) প্রাপ্ত হয়।" ভক্তিতত্ত্বের সম্যক্ প্রকাশ ব্যতীত এইরূপ মনুষ্যগণের উদ্ধার অসম্ভব, এইজন্যই শ্রীভগবানের অবতার এবং লীলা-বিস্তারদ্বারা ভক্তিপথ প্রদর্শনের প্রণালী প্রকটিত হইয়াছে।

জ্ঞানাদি সৎকর্ম্মদ্বারা পাপ নাশ হয়, কিন্তু ভগবানকে পাওয়া যায় না। এই পাপনাশিকা শক্তিও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিরই অধিক; কারণ ভক্তি প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত পাপ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে সমর্থ। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, ভক্তিতে জাতিদোষ বিদূরিত হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মদ্বারা জাতি গঠিত হইয়া থাকে। সেই প্রারব্ধ কর্ম্মনাশে অত্যন্ত দুর্জ্জাতিও জন্মান্তরে জাতিগত উৎকর্ষ লাভ করিয়া শ্রীভগবানের পরম ভক্ত হয়।

জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তি না হইলে সে-জ্ঞান কার্য্যকরী হয় না; সেই পূর্ণজ্ঞান পাইতে হইলে সাংখ্যযোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি অফুরন্ত অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়, কিন্তু শ্রীভগবানে ভক্তিবীজ যতটুকু অঙ্কুরিত হউক, তাহাতেই ভক্ত কৃতার্থ হইয়া থাকেন এবং তাহা জ্ঞানীর ন্যায় দুর্ল্লভ্যও নহে। ভক্তির আতিশয্যে অনর্থাদি বিদূরিত হইয়া ক্রমশঃ নিষ্ঠা-রুচি-ভাব-প্রেমাদি লাভ হইয়া থাকে।

কি সাধু, কি সাধারণ মানুষ, শুভবুদ্ধি ব্যতীত কেহই কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয় না, বা হইতে পারেন না; তাহা আত্মানন্দ সুখই হউক বা সাধারণ বিষয়-সুখই হউক। মানুষ সাধারণ সুখ অনায়াসেই ধরিয়া লইতে পারে, তাহা

শিখাইতে উপদেশের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আত্মরতি দুরবগাহ, ভগবদ্ভক্তি ব্যতিরেকে তাহা সম্ভব হয় না। সেই ভক্তির পথ প্রদর্শনের প্রধান উপায়—বিনাশশীল পদার্থে অনাস্থা ও শাশ্বত বস্তুতে দৃঢ়প্রত্যয় আনয়ন।

বস্তুর স্বরূপ-বোধ হইলে তাহার প্রতি যথাযোগ্য আদর কিংবা অশ্রদ্ধা হইয়া থাকে। পুত্র-কলত্রাদি হইতে আত্মত্রাণ হইতে পারে না—ইহা বুঝিয়াও তাহাদের প্রতি আসক্তি কিছুতেই পরিত্যাগ করা যায় না। বৈরাগ্যই তাহা ত্যাগ করাইতে পারে। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের একত্র সমাবেশে বিবেক আসে, তাহাদ্বারা অবস্তুর অসারতা ও বস্তুর সারবত্তায় দৃঢ়তা আনয়ন করে

বৈরাগ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাকৃত দার্শনিকগণ বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের এইসকল মতবাদই কেবল মতবাদ মাত্র। বস্তুতঃ ইহারা কেহই বৈরাগ্যের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে কোন বাস্তব ধারণা রাখেন না।

অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার 'বৈরাগ্য'-প্রবন্ধে বৈরাগ্য সম্বন্ধে যে কথা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইল একপ্রকার কর্ম্ম-সন্ন্যাস মাত্র। স্বর্গাদি প্রাপ্তি-কামনায় বিহিত হোম-যাগাদি কাম্যকর্ম্মসকল পরিত্যাগের নাম **ন্যাস**, আর সমস্ত রকম নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফলাসক্তি পরিত্যাগের নাম **ত্যাগ**। বস্তুতঃ 'বৈরাগ্য' প্রবন্ধে প্রকৃত বৈরাগ্যের আভাসমাত্রও নাই। তাঁহার মতে যাঁহারা বৈরাগ্য গ্রহণের পক্ষে যুক্তি সন্নিবেশ করেন, তাঁহারা সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলাকে না মানিয়া প্রবৃত্তির মুক্তবিন্যাসের জন্য সমাজ হইতে সরিয়া গিয়া বৈরাগ্য লইতে চাহিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে উদাহরণ দিয়া অভিব্যক্তিবাদের আলোকে দেখাইতে চাহিয়াছেন,—যে-বৈরাগ্য মুক্তির সন্ধান দেয় তাহা হইল—কর্ম্ম-আবিষ্ট বৈরাগ্য ; আর এই বৈরাগ্যেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা। এ বৈরাগ্য ধর্ম্মাসক্তি-জনিত বৈরাগ্য। তিনি বলেন,—সামাজিক প্রাণী হইলেও ব্যক্তির নিজস্ব মতামত বা স্বাধীন সত্তাকে উপেক্ষা করা বা অবহেলা করিবার মত ক্ষমতা কাহারও নাই, একথা সত্য ; কিন্তু যে-সমাজের কোলে পিঠে মানুষ হইয়া সে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিল, তাহার প্রতি দায়-দায়িত্বকে অস্বীকার করিবার অধিকার মানুষকে কেহই দেয় নাই। কারণ যে-সন্তান আজ বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিল, তাহার পূর্ব্বপুরুষ বিশেষতঃ জনক-জননী তাহার জন্য যদি যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও কর্ত্তব্য পরবর্ত্তী সূরীদের জন্য সংসারাশ্রম পালন করা। দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে,—"জননী প্রকৃতির যেমন এক হস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে অভয়, সমাজেরও সেইরূপ ভীম ও কান্ত উভয় মূর্ত্তিই বর্ত্তমান আছে ; তোমার চক্ষু অন্ধ বা বিকৃত,

তাই তুমি একটী মূর্ত্তি দেখিতেছ, অন্য মূর্ত্তি দেখিতেছ না। তুমি সমাজের নুন খাইয়াছ, এখন নিমকহারামি করিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিও না।"

রামেন্দ্রসুন্দর মহাশয়ের মত হইল—সমাজকে পরিত্যাগ করা বা জীবন-সংগ্রামে পলায়নই পাপ বলিয়া গণ্য হইবে। সবকিছুকে অস্বীকার করিয়া বৈরাগ্যের পথ নিন্দার, তাহার দ্বারা তোমার ব্যক্তিগত মানসিকতা প্রশংসিত হইলেও, সমাজের তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; কিন্তু সমাজের উন্নতির জন্য সমাজের দিক হইতে তোমার প্রয়োজন রহিয়াছে, একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন যে, সমাজে থাকিলেই প্রত্যেককে যে নিউটন বা রবীন্দ্রনাথ হইয়া সমাজের বৃহৎ শিরোমণি হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যে যে-শক্তির অধিকারী, সে তার সেই সীমিত ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারাই সমাজের সেবা করিলে সমাজ উপকৃত হইতে পারিবে।

তাঁহার এই প্রবন্ধে প্রকৃত বৈরাগ্যের সামান্যতম আভাসমাত্রও নাই। ইহা একটী অতি সাধারণ জাগতিক কথা বিশেষ। এ 'যেন চোরের বংশে জন্মিয়াছে বলিয়া তোমাকে চোরই হইতে হইবে' এইরূপ ছেলেমানুষি, অন্যায় আবদার বা সেই ঈশ্বর পাটনীর "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে" রূপ অজ্ঞতা বা মূর্খতা।

প্রকৃত বৈরাগ্য সাধারণ জীবের ধারণার বিষয় নহে। ভোগাসক্তি সাধারণ জীবের স্বভাব-মধ্যে পরিগণিত; অতএব কে তাহা পরিত্যাগ করিতে যাইবে? তাই প্রাকৃত জগদ্বিখ্যাত কবিও বলেন,—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" অতএব যিনি বৈরাগ্য সাধন করিতে যাইবেন, তিনি ভোগবাদের হেয়ত্ব অনুভব করিয়াই তাহা ছাড়িতে চাহিবেন; তাই তিনি জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক ঊর্দ্ধে। ইহাদের সংখ্যাও নিতান্তই নগণ্য।

বৈরাগ্য হইল ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের অন্যতম ঐশ্বর্য্য। সাধারণ জীব কিভাবে ইহার সন্ধান পাইবে? শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি, তাঁহার সমস্ত শ্রী, জ্ঞান, কান্তি, যশ সবকিছুর মধ্যে বৈরাগ্যও তাঁহার বিশেষ ঐশ্বর্য্য বা সদ্‌গুণ।

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

এই ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বৈরাগ্যই একটা প্রধান ঐশ্বর্য্য। অতএব বৈরাগ্য শ্রীভগবানের একান্তভাবে নিজস্ব সম্পত্তি। জীব যেমন ভক্তিদেবীর কৃপা ব্যতিরেকে সাধনদ্বারা নিজচেষ্টায় ভক্তিলাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ প্রকৃত বৈরাগ্যও জীবের সাধন-সাপেক্ষ নহে। ভক্তির ন্যায় বৈরাগ্যেরও মুখ্য-গৌণ

ভেদ আছে। মুখ্য-বৈরাগ্য সাধন-সাপেক্ষ না হইলেও কতকগুলি অনুশাসন-দ্বারা গৌণ-বৈরাগ্যাভ্যাস করিয়া মানুষ প্রথমতঃ পাশবিক জীবন হইতে নিবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রকৃত বৈরাগ্যের সন্ধান পাইবে ও সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে ভক্তিলাভ করিবে।

শ্রীভগবানে আসক্তি জন্মিলে যেরূপ অন্যকথা কর্ণে প্রবেশ করে না, তদ্রূপ বিষয়ে আসক্তির সময়েও শ্রীভগবানের বার্ত্তা হৃদয়ে প্রবেশ করে না। ভগবান্ আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র বিরাজিত; এই বেদাদি-শাস্ত্রের স্থিরসিদ্ধান্ত তাহাকে যতই দৃঢ়ভাবে বুঝাও না কেন, সে তাহা বুঝে না; কিন্তু সে-স্থানে কামিনী-কাঞ্চনের কথা হইলে অমনি উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করে ও অত্যন্ত অভিনিবেশ-সহকারে তাহা গ্রহণ করে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, স্ত্রী-সহবাসাদি সম্বন্ধে বেদেই ত' বলা আছে,—"ঋতুকালে স্ত্রীতে উপগত হইবে, যজ্ঞের আহুতি শেষে মদ্য-মাংসাদি ভক্ষণ করিবে।" তবে কি এসকল নিন্দিত কর্ম্ম? আমিষ-ভক্ষণাদি মানুষের কুলপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, এজন্য তাহাদের হিংসা স্বভাবমধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। ইহা উত্তীর্ণ হইয়া কিভাবে বৈরাগ্য সাধন করিবে?

এ বিষয়ে বিধি-নিষেধাদির বিশেষ প্রাবল্য নাই, তবে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সংযম শিক্ষার এক অপূর্ব্ব কৌশল ইহাতে নিহিত আছে। সংযমের কৌশল এই যে, স্বভাবতঃ আমিষ ত' মানুষ খাইবেই এবং মদ্যপান ও স্ত্রীসহবাস ত' করিবেই; এমন কি না খাইয়া, না পান করিয়া ও ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারিবে না; অতএব বিধিপূর্ব্বক মদ্যপান, স্ত্রীসেবা ও আমিষাদি ভক্ষণ করুক; কেবল ঋতুকালে মাত্র বিবাহিত স্ত্রীতে উপগত হউক, যজ্ঞ করিয়া হুতশেষ আমিষ ভক্ষণ করুক, সৌত্রামণি যাগে সোমপান করুক; এইরূপ নিয়মের বাধ্য হইলে ঐ সকলের অভ্যাস ক্রমে কমিয়া আসিবে। এমনভাবে কমিতে থাকিবে যে আর ঐ সকল ব্যবহারের অবসরই থাকিবে না। যেমন ভার্য্যায়াই উপগত হইবে, স্ত্রীমাত্রে নহে; এই সহবাসও ঋতুকালে, অন্যকালে নহে; ঋতুকাল যদি অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি—এই পঞ্চপর্ব্বের মধ্যে পড়ে, তবে তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে। দিবায় নহে রাত্রিতে; ইচ্ছামাত্র নহে, কেবল পুত্র-কামনায়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সংযত করাইয়া নিবৃত্তির পথে উপনীত করানই বেদের উদ্দেশ্য। ইহাকে ঠিক বিধি বলা যায় না, তবে কোন এক বিধির অন্তর্গত বলা চলে। শাস্ত্রে ইহাকে 'পরিসংখ্যান' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

বিধি তিন প্রকার—**অপূর্ব্ব-বিধি, নিয়ম-বিধি ও পরিসংখ্যান-বিধি।** যাহার কোনদিকেই বাধা নাই, অর্থাৎ অমুক কার্য্য অবশ্য করিবে, না করিলে পাপ

হইবে, ইহা হইল **অপূর্ব্ব বিধি**। যেমন প্রতিদিন সন্ধ্যা করা উচিত। যে-কার্য্যে বিকল্প ব্যবস্থা আছে ও অমুক কার্য্য বিহিত হইলেও পর্ব্বাদি বাধা আছে, তাহা **নিয়ম-বিধি**। যেমন ঋতুকালে ভার্য্যায় উপগত হইবে। আর যাহার বিধি সত্ত্বেও অপালনে দোষ হয় না, তাহার নাম **পরিসংখ্যান বিধি**। যদি মাংস খাইতেই হয়, তবে পঞ্চনখ ভিন্ন অন্য মাংস খাইলে পাপ হইয়া থাকে। এই আমিষ ভক্ষণ, মদ্যপান ও স্ত্রীসম্ভোগের অনুরূপ ব্যবস্থাও শাস্ত্রে বিদ্যমান। সুরার ঘ্রাণমাত্রে পান হয়, পশুকে একান্ত বধ না করিয়া কিঞ্চিৎ অঙ্গ ছেদন করিয়া দিলেও বলি হয়। কামনাবশে না করিয়া কেবল পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত সম্ভোগ করিলেও স্ত্রীসহবাস হইয়া থাকে। এইরূপ শাস্ত্রের অনুজ্ঞা না জানিয়া যাহারা "যাহা শাস্ত্রে বিহিত হিংসা, তাহা হিংসা নহে"—এই দোহাই দিয়া পশুগণকে বধপূর্ব্বক হিংসা করে, তাহাদের পরজন্মে সেইসকল হিংসিত পশুগণকর্ত্তৃক হত হইয়া তন্মাংস-খাদক হইতে হয়।

'মাংসভক্ষয়িতা' এই পদটির মধ্যে তিনটী শব্দ আছে, যথা—'মাং' আমাকে, "সঃ' সেই ব্যক্তি, 'ভক্ষয়িতা' খাইবে। অর্থাৎ আমি ইহকালে যাহার মাংস খাইতেছি, মাংসভক্ষয়িতা—সে পরজন্মে আমার মাংস খাইবে। মনীষিগণ মাংসের মাংসত্ব এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাজা প্রাচীনবর্হিকে দেবর্ষি নারদ ইহা প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। তিনি যোগবলে হিংসিত যজ্ঞপশুর পরজন্মাবস্থা বিদিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—হে নৃপ! তুমি যজ্ঞে যে-সকল পশুদ্বারা আহুতি প্রদান করিয়াছিলে, ঐ দেখ তাহারা তোমার কৃত হিংসা স্মরণ করিয়া তোমার মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে।

মানব ক্রম-পন্থায় নিবৃত্তির পথে উপনীত হইলে, প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া বৈরাগ্যাভ্যাসের যত্ন করিবে। যে-বস্তু যাহা নহে, তাহাতে সেই গুণ ভাবনা করিবার নাম 'আরোপ'। ধীরে ধীরে সেই গুণগুলি বাস্তবে প্রকটিত হইতে আরম্ভ করে। "সাধনে ভাবিবে যাহা সিদ্ধিতে পাইবে তাহা।" "কৃতি সাধ্যা, ভবেৎ সাধ্য-ভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥" (ভঃ রঃ সিঃ)

প্রকৃত বৈরাগ্য সকলের জন্য নহে বা চাহিলেই পাওয়া যাইবে, এমন নহে। যাহার কিছুই নাই, অর্থাৎ ভিখারী কাঙালের পক্ষে বৈরাগ্যের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যাঁহার সমস্ত কিছুই আছে, তাঁহার পক্ষেই বৈরাগ্যের প্রশ্ন আসিতে পারে। আবার যাঁহার প্রকৃত বৈরাগ্য আছে, সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তাঁহার পদতলে আপনা আপনি উপনীত হয়। এই বৈরাগ্য-সাধনে আবার মায়াদেবীর

নিকট হইতে কতই না পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়! কারণ শ্রীভগবানের নিজস্ব সম্পদ যে-কোন ব্যক্তির হস্তে দেওয়া যায় না।

আরোপ করিয়া অর্থাৎ বলপূর্ব্বক কৃত্রিম চেষ্টায় সাধন-অবস্থায় যে বৈরাগ্য দেখা যায়, তাহা প্রধানতঃ **শ্মশানবৈরাগ্য, মর্কটবৈরাগ্য, ফল্গুবৈরাগ্য** বা **শুষ্কবৈরাগ্য**। আর প্রকৃত ভক্তের যে বৈরাগ্য, উহা **যুক্তবৈরাগ্য**।

শ্মশান বৈরাগ্য ঃ—কোন নিকট-আত্মীয়-স্বজনকে দাহ করিতে শ্মশানে গিয়া শবদেহের পরিণতি দেখিয়া একপ্রকার তাৎকালিক বৈরাগ্য জন্মায়, কিন্তু গৃহে ফিরিয়া কিছু আহারাদি ও বিশ্রাম করিবার পর আবার যথারীতি বিষয়াসক্তি দেখা যায়। এই প্রকার বৈরাগ্যকে 'শ্মশান বৈরাগ্য' বা নৈমিত্তিক বৈরাগ্য বলে। এই শ্রেণীর বৈরাগীদের মধ্যে আছে—দারা-সুত-ভ্রাতা-বন্ধু-অনুরাগী, উদর-পূরণানুরাগী, কামন-বাসনানুরাগী প্রভৃতি জড়বিষয়ানুরাগী।

মর্কট বৈরাগ্য ঃ—মর্কট অর্থাৎ বানরের বৈরাগ্য। বানরগুলি যেভাবে থাকে, দেখিয়া মনে হয় ইহারা কত অনাসক্ত। ইহাদের পোষাকে আসক্তি নাই, ঘরবাড়ীতে আসক্তি নাই, খাবারের প্রতি কত উদাসীন, মস্ত বৈরাগী! কিন্তু একটু সুযোগ পাইলেই দেখা যায়, অপরের জিনিসপত্র ছোঁ মারিয়া দখল করে। এইরূপ এক শ্রেণীর কপট বৈরাগী আছে, যাহারা বাহিরে বৈরাগ্যের ভাণ করে, কিন্তু সুযোগ-সুবিধা পাইলেই অপরের দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করে।

ফল্গু বৈরাগ্য ঃ—ফল্গু নদী অন্তঃসলিলা। সকলের অলক্ষ্যে মাটির নীচ দিয়া বহিয়া চলে, বাহির হইতে কিছু বুঝা যায় না, কিন্তু একটু মাটি খুঁড়িলেই তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। অনুরূপভাবে কিছু কিছু বৈরাগীর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বিষয়-বাসনা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে, বাহির হইতে তাহার কিছুই অনুভব করা যায় না; কিন্তু সামান্য অনুকূল পরিবেশ পাইলেই তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

শুষ্ক বৈরাগ্য ঃ—"জ্ঞানী আপনারে জীবন্মুক্ত পাইনু করি মানে।" নির্ব্বিশেষ জ্ঞানিগণ তাঁহাদের সমস্ত অন্তর এবং বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে বলপূর্ব্বক সংযত করিয়া বিষয় সম্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে চান। ইহারা জগতের সমস্ত রূপ, রস, গন্ধকে 'নেতি নেতি' বিচারে মিথ্যা বলেন, অস্বীকার করেন। ফলে ইঁহারা রসহীন একপ্রকার অদ্ভুত বিকৃত শুষ্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহাই "শুষ্ক বৈরাগ্য"।

যুক্ত বৈরাগ্য ঃ—এই বৈরাগ্যই প্রকৃত বৈরাগ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বলিলেন,—

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল।
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥"

'অনাসক্ত অর্থাৎ 'আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত' বিষয়ভোগের কথা বলা হইয়াছে। কারণ, 'যথাযোগ্য ভোগ', নাহি তথা রোগ।' জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভক্তির অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয় নাই। কিন্তু বলা হইয়াছে,—"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।' অর্থাৎ প্রকৃত ভক্তের বৈরাগ্যই প্রধান অলঙ্কার। ভক্তি বৈরাগ্য ভিন্ন থাকিতেই পারেন না।

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি একজন চরম ভোগী; কিন্তু শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বৈরাগ্যের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রকার ভক্তকে বলা হয়—বিষয়ীপ্রায়, অর্থাৎ বহির্দৃষ্টিতে মনে হয় যে, তিনি একজন ঘোর বিষয়ী। 'প্রায়' অর্থাৎ বিষয়ীর মত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়ী নন। অনুরূপভাবে বৈষ্ণবপ্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবের মত দেখিতে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব নন।

বৈধীভক্তি কতকগুলি বিধি-নিষেধের অনুশাসন বিশেষ। ইহাতে শ্রীভগবানের সহিত সামান্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। এখানে সম্বন্ধারোপ চেষ্টাই প্রধান। কিন্তু রাগানুগা ভক্তি ব্যতীত যেরূপ পূর্ণতম ভগবানকে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ প্রকৃত বৈরাগ্য ব্যতীত প্রকৃত ভক্তি আসিতে পারে না। রাগানুগা ভক্তি যেমন রাগাত্মিকা ভক্তের হৃদয় হইতে সঞ্চারিত হয়, প্রকৃত বৈরাগ্যও তেমনই ভগবান্ বা তৎপ্রিয় ভক্তের সঙ্গক্রমে স্বতঃ সঞ্চারিত হয়। "কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চারে।" এ ক্ষেত্রে ভক্ত ও ভগবানের কৃপাই মুখ্য বিষয়।

রাগমার্গ সাধ্য নহে বলিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। কারণ "বিধিমার্গ-রত-জনে, স্বাধীনতা রত্নদানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ।" প্রকৃত বৈরাগ্য সাধ্যবিষয় না হইলেও, কতকগুলি অনুশাসনদ্বারা প্রাথমিক অবস্থায় বৈরাগ্য সাধন করিতে করিতে যথাসময়ে যথাযোগ্য পাত্রে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হয়। পূর্ণবস্তু শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ ঘটিলে, অবান্তর ফলস্বরূপ প্রাকৃত জগতের সমস্ত ইতর বিষয়েই স্বাভাবিক বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে—যাহা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ-সরল অবস্থা।

—শ্রীবীরভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

'যথাযোগ্য ভোগ'

যথাযোগ্য ভোগেরই নাম যুক্তবৈরাগ্য। ভক্তিপথে যথাযোগ্য ভোগের উপদেশ পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তাহা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।"

প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তিতে ভোগ কি করিয়া সম্ভব? ভোগ ত' অভক্তি—ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে এখানে ভোগের অর্থ কি? সাধুগণ বলেন,—এস্থলে 'ভোগ'-শব্দে জীবের কর্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা বুঝায় না। কেবল-মাত্র অপরকে বুঝাইবার জন্য ভোগ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 'ভোগ'-শব্দে শরীরযাত্রা-উপযোগী বস্তু স্বীকার। অপরের দৃষ্টিতে ভক্তিপথাশ্রিত ব্যক্তির জীবন-যাত্রা-উপযোগী বস্তু স্বীকার ভোগপ্রায় মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা ভোগ নহে, পরন্তু ভগবৎসেবার জন্য যথাযোগ্য বস্তু ভগবৎপ্রসাদ-জ্ঞানে স্বীকার। যথাযোগ্য ভোগ বা যুক্তবৈরাগ্যের কথা শ্রীল জগদানন্দ প্রভু 'প্রেমবিবর্ত্তে' এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"ওরে ভাই! শুষ্কবৈরাগ্য এবে দূর কর।
যুক্তবৈরাগ্য আনি' সদা হৃদয়েতে ধর॥
ঘরে বসি' সদাকাল কৃষ্ণনাম লৈঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈঞা॥
যথাযোগ্য-শব্দ দু'টীর মর্ম্মার্থ বুঝে লহ।
কপটার্থ লঞা যেন দেহারামী না হ॥
শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার॥
মর্ম্মার্থ ছাড়ি' যেবা শব্দার্থ করে।
রসের বশে দেহারামী কপটমার্গ ধরে॥"

যুক্তবৈরাগ্যে যথাযোগ্য ভোগের কথা থাকিলেও যথেচ্ছাচারিতার কোন কথা নাই। যদি আমরা নিজের স্বতন্ত্রতাকে গুরু করি, নিজ স্বতন্ত্রতাই যদি আমাদের নিয়ামক বা চালক হয়, তাহা হইলে ঐরূপ মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তিতায় যুক্তবৈরাগ্য বা যথাযোগ্য ভোগের কথা বুঝা যাইবে না। যিনি কৃষ্ণের সহিত সতত নিত্যযুক্ত থাকিয়া কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধে সর্ব্বকর্ম্ম নির্ব্বন্ধ করেন, তিনি যথার্থ যথাযোগ্য ভোগ করেন।

'যথাযোগ্য ভোগ' শব্দের অর্থ সাধুসঙ্গ করিলেই সুষ্ঠুরূপে বুঝা যায়। যিনি হরিভজন করেন, তিনিই সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদবীর অধিকারী অর্থাৎ সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণ হরিভক্তের শ্রীবিগ্রহ আশ্রয় করিয়াই সার্থকতামণ্ডিত হইয়া থাকে। হরিভক্ত বাহ্যবিচারে কোন শ্রেষ্ঠগুণের অভাবযুক্তরূপে নিজেকে প্রতীয়মান করিলেও একমাত্র তিনিই সকল গুণী। অভক্তের কোন মহৎ গুণই থাকিতে পারে না। হরিভক্তিহীন পুরুষ সর্ব্বদোষাকর। হরিভক্তের সমস্ত কার্য্যই যুক্ত—সেবাসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত।

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে

সাদর আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ
পোঃ তুরা, পিন্—৭৯৪০০১
জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)
ফোন :—৩২৬৯১

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নিঃস্তধারায় সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও উক্ত মঠের সেবকবৃন্দের উদ্যোগে আগামী ৩১শে শ্রাবণ (ইং ১৭/৮/৯৪) বুধবার হইতে ৪ঠা ভাদ্র (ইং ২১/৮/৯৪) রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, ধর্ম্মসভা, নগরসঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্র এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন তথা বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ এবং শ্রীনন্দোৎসব-দিবসে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—৩২শে আষাঢ়, ১৪০১।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজের** নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী

১১ই ভাদ্র (২৮/৮/৯৪) রবিবার—

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে—যথারীতি মঙ্গলারতি ও কীর্ত্তন।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন।

অপরাহ্ণে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন।

গোধূলিলগ্নে—সন্ধ্যারতি ও গীতিকীর্ত্তন।

রাত্রে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও অধিবাস-কীর্ত্তন।

১২ই ভাদ্র (ইং ২৯/৮/৯৪) সোমবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪টায়।

নগরসঙ্কীর্ত্তন—মঙ্গলারতি অন্তে প্রাতঃ হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা পর্য্যন্ত নগর-পরিক্রমা।

পূর্ব্বাহ্ণে—৮-৩০টার পর সম্পূর্ণ দিবস শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলাপ্রসঙ্গ পারায়ণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন।

রাত্রি—৮টা হইতে ধর্ম্মসভা, রামমঙ্গল ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

১৩ই ভাদ্র (ইং ৩০/৮/৯৪) মঙ্গলবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪টায়।

পূর্ব্বাহ্ণে—শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিক ও কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভা, পরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে অনুষ্ঠান-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৬শ বর্ষ | ২৬ শ্রীধর, অনিরুদ্ধ, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ৩১ শ্রাবণ, বুধবার, ১৪০১, ইং ১৭/৮/৯৪ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(৪)

নিজপূর্ণ-সুখামিত-বোধতনুঃ পরশক্তিরনন্ত-গুণঃ পরমঃ।
অজরামরণঃ সকলার্ত্তিহরঃ কমলাপতিরীড্যতমোঽবতু নঃ॥ ১॥

পরম-পুরুষ কমলাপতি পরিপূর্ণ-জ্ঞানানন্দ-বিগ্রহ, পরশক্তিবিশিষ্ট অনন্তগুণ, অজরামর, সকলদুঃখহর এবং বন্দ্যপ্রবর। তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

যদসুপ্তিগতোঽপি হরিঃ সুখবান্ সুখরূপিণমাহুরতো নিগমাঃ।
স্বমতি-প্রভবং জগদস্য যতঃ পরবোধতনুঞ্চ ততঃ স্বপতিম্॥ ২॥

যেহেতু শ্রীহরি নিরন্তর বিনিদ্র হইয়াও সুখশালী, অতএব বেদসমূহ তাঁহাকে সুখস্বরূপ বলেন এবং যেহেতু এই জগৎ শ্রীহরির বুদ্ধিপ্রসূত, অতএব শ্রুতিগণ নিজপতি শ্রীহরিকে পরমজ্ঞান-মূর্ত্তিরূপে বর্ণন করেন ॥ ২ ॥

বহুচিত্র-জগদ্বহুধা-করণাৎ পরশক্তিরনন্ত-গুণঃ পরমঃ।
সুখরূপমমুষ্য পদং পরমং স্মরতস্তু ভবিষ্যতি তৎ সততম্ ॥ ৩ ॥

বিবিধ বৈচিত্রশালী এই জগতের নানাভাবে রচনানিবন্ধন পরমপুরুষ শ্রীহরি অনন্তগুণ ও পরম-শক্তিসম্পন্ন। আর তাঁহার ধাম পরম সুখ-স্বরূপ। যিনি সর্ব্বদা তাহা স্মরণ করেন, তাঁহার উক্ত ধামপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

স্মরণেঽপি পরেশিতুরস্য বিভোর্মলিনানি মনাংসি কুতঃ করণম্।
বিমলং হি পদং পরমং স্মর তং তরুণার্ক-সবর্ণমজস্য হরেঃ ॥ ৪ ॥

পরমেশ্বর বিভু শ্রীহরির স্মরণ-বিষয়ে মলিন চিত্তসমূহ করণ অর্থাৎ সাধনোপকরণ হইতে পারে না। অজ শ্রীহরির পরমপদ বিশুদ্ধ ও তরুণার্কসম-দ্যুতিরূপেই স্মরণ করিবে ॥ ৪ ॥

বিমলৈঃ শ্রুতিশান-নিশাততমৈঃ সুমনোঽসিভিরাশু নিহত্য দৃঢ়ম্।
বলিনং নিজবৈরিণমাত্মতমোভিদমীশমনন্তমুপাস্ব হরিম্ ॥ ৫ ॥

শ্রুতি অর্থাৎ শাস্ত্র-শ্রবণরূপ শান-প্রয়োগে সুতীক্ষ্ণীকৃত ও নির্ম্মলতাপ্রাপ্ত উত্তম চিত্তরূপ অসিসমূহদ্বারা সত্বর দৃঢ়রূপে নিজ প্রবল শত্রুকে (রাগ-দ্বেষাদি) সংহার করিয়া আত্মতমোবিনাশক অনন্তস্বরূপ ঈশ্বর শ্রীহরির উপাসনা কর ॥ ৫ ॥

স হি বিশ্বসৃজো বিভু-শম্ভু-পুরন্দর-সূর্য্যমুখানপরানপরান্।
সৃজতীড্যতমোঽবতি হন্তি নিজং পদমাপয়তি প্রণতান্ সুধিয়া ॥ ৬ ॥

তিনি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি তদধীন অপর দেবগণকে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন এবং তাঁহারা উত্তমবুদ্ধিযোগে প্রণত হইলে বন্দ্যপ্রবর শ্রীহরি নিজপদ প্রদান করেন ॥ ৬ ॥

পরমোঽপি রমেশিতুরস্য সমো ন হি কশ্চিদভূন্ন ভবিষ্যতি চ।
ক্বচিদদ্যতনোঽপি ন পূর্ণ-সদা গণিতেড্য-গুণাম্বুভবৈকতনোঃ ॥ ৭ ॥

এই রমাপতির সম বা তদপেক্ষা উত্তম কেহ হন নাই এবং হইবেন না। আর বর্ত্তমানকালেও পরিপূর্ণানন্ত-গুণশালী ও জ্ঞানময়-বিগ্রহ শ্রীহরির সমান বা তদধিক কেহ নাই ॥ ৭ ॥

ইতি দেববরস্য হরেঃ স্তবনং কৃতবান্ মুনিরুত সমাদরতঃ।
সুখতীর্থ-পদাভিহিতঃ পঠত-স্তদিদং ভবতি ধ্রুবমুচ্চসুখম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীমদানন্দতীর্থ-সজ্ঞক মুনি এইরূপ সমাদর-সহকারে পরমদেব শ্রীহরির স্তব রচনা করিয়াছেন। যিনি ইহা পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চিতরূপে পরম সুখলাভ হয় ॥ ৮ ॥

প্রশ্নোত্তর

শুদ্ধবৈষ্ণব

১। শুদ্ধভক্তের স্বভাব কি ?

"সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় তিনি কখনও ভক্তি-বিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না ; শুদ্ধ ভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।'

—'ভক্তির প্রতি অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।১০

২। বৈষ্ণব-চরিত্র কিরূপ ? বৈষ্ণব-পদবী পাইবার যোগ্য কে ?

"বৈষ্ণব-চরিত্র নিষ্পাপ ; **তাহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন।** স্বীয় চরিত্র, সর্ব্বত্র প্রকাশ-পূর্ব্বক শিক্ষা দেও। **চরিত্র শুদ্ধ না হইলে বৈষ্ণব-পদবী পাইবার কেহ যোগ্য হন না।**"

—'সাধুশিক্ষা', সঃ তোঃ ৫।১০

৩। চিন্ময় প্রকৃতি-দেহে কৃষ্ণভজনকারী মহাজন কি বৈধাচার পরিত্যাগ করেন ?

"আত্মায় কৃষ্ণ-যোষিদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া সারগ্রাহী মহোদয়গণ কৃষ্ণভজন করেন, তথাপি সর্ব্বদাই বাহ্যদেহে শারীর কর্ম্মসকল ধীরভাবে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আহার, বিহার, ব্যায়াম, শিল্প-কার্য্য, বায়ুসেবা, নিদ্রা, যানারোহণ, শরীর-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা, দেশ-ভ্রমণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাঁহাদের চরিত্রে যথাযোগ্য সময়ে লক্ষিত হয়।"

—কৃঃ সং ১০।১২

৪। মনুষ্য-জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় থাকিয়াও সারগ্রাহী বৈষ্ণব কি হরি-ভজন হইতে চ্যুত হন ?

"সারগ্রাহী বৈষ্ণব পুরুষদিগের মধ্যে ধীরভাবে অবস্থিতি ও কার্য্য করেন। কখনও স্ত্রী-জাতির আশ্রয় পুরুষরূপে যোষিদ্বর্গের নিকট পূজনীয় হন। সমাজে

অবস্থিত হইয়া কখনও সামাজিক কার্য্য-সমুদায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বালক-বালিকাগণকে অর্থ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া কখনও প্রধান-শিক্ষক-মধ্যে পরিগণিত হন।"

—কৃঃ সং ১০।১৩

৫। অবিদ্বৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম কৃষ্ণের প্রীতিকর হয় না কেন? অন্যাভিলাষিতা-শূন্য জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যাবরণ-রহিত ও আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনকারীর প্রতি শ্রীহরির কিরূপ কৃপা হয়?

"সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম-বিশেষ; তাহাতে মোক্ষস্পৃহা-রূপা ফল কামনা থাকায় কৃষ্ণের প্রীতিকর হয় না। সন্ন্যাসীরাও কর্ম্মানুরূপ ফল পাইয়া থাকেন এবং নিতান্ত নিষ্কাম হইলেও আত্মারামতারূপ ক্ষুদ্র ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য হইয়া জ্ঞান-কর্ম্মাদির স্বতন্ত্র চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক আনুকূল্য-ভাবের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণের অনুশীলন করেন। কৃষ্ণ সেইসকল লোকের কর্ম্ম, কর্ম্মবাসনা ও অবিদ্যা সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংস করিয়াছেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫৪

৬। বর্ণাশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত কি কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধি-নিষেধ স্বীকার করেন?

"বর্ণাশ্রমস্থিত সকল ব্যক্তির মধ্যে বিষ্ণুভক্তি-সমাযুক্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি **পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবপূজা ও অপর বিবিধ রাজস-তামস বেদ-পুরাণে কথিত সকলপ্রকার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়াছেন;** অথবা পক্ষান্তরে, একান্ত ভক্তগণের যদিও শূদ্রের ও সঙ্কর অন্ত্যজগণের ন্যায় আচার-ব্যবহার, তথাপি তাঁহারা সংসার-বন্ধনজনক সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।"

—সঃ সাঃ দীঃ, বঙ্গানুবাদ

৭। যে কোন কুলে উদ্ভূত শুদ্ধবৈষ্ণবের পারমার্থিক-ব্রাহ্মণত্ব লভ্য হয় কি?

"যে বর্ণই হউন, শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে তিনি **পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা** লাভ করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৮। যে কোন কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের বেদাধ্যাপনায় অধিকার আছে কি?

"যাঁহার অনন্যভক্তি উদিত হইয়াছে, তিনি **তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদের অধ্যাপক** হইবার অধিকারী।" —জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৯। কৃষ্ণ-কৃপা ব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় কি ? শুদ্ধভক্তের কি মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে হয় ?

"কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিয়াও কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না, এইজন্যই **জ্ঞানমার্গিগণ কৃষ্ণভক্তির আভাসকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।** শুদ্ধভক্তির অধিকারিগণ মুক্তি প্রার্থনা করেন না ; কিন্তু মুক্তি অতিশয় দীনভাবে তাঁহাদের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৮ম পৃঃ

১০। পার্থিব রাজ্যৈশ্বর্য্য ও স্বর্গ-সুখাদি বৈষ্ণবের প্রার্থনীয় কি ?

"The kingdom of the world, the beauties of the local heavens and the sovereignty over the material world are never the subjects of Vaishnava prayer"

— The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১১। অকিঞ্চন আত্মরত ব্যক্তি কিভাবে হরিভজন করেন ? তাঁহার কোন-রূপ বিষয়মদ থাকে কি ?

"অকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণরতিসার।
জানি ভুক্তি-মুক্তি-আশা করে পরিহার ॥
সংসারে জীবনযাত্রা অনায়াসে করি'।
নিত্যদেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি ॥
বর্ণ-মদ, বল-মদ, রূপ-মদ যত।
বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তি-পথে হন রত ॥"

—'অভিধেয়-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি' ১, কঃ কঃ

১২। সর্ব্বোত্তম সাধক কাহারা ?

"সাধন-ভক্তি যতপ্রকার আছে, তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্ব্বসিদ্ধি হয়—এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারাই সর্ব্বোত্তম সাধক।"

—প্রবোধিনী কথা', হঃ চিঃ

১৩। শুদ্ধবৈষ্ণবের বাদানুবাদ বা প্রেমরহস্য-কলহ কি মায়িক-বুদ্ধির অধিগম্য ?

"শুদ্ধবৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহা সকলই সত্য ; তাহাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষই নাই ; তাঁহাদের বাব-কলহে রহস্য আছে। যাঁহাদের বুদ্ধি মায়িকী, তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবতার অভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের প্রেমরহস্য-কলহ বুঝিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষ-গত দোষের আরোপ করেন।"　　—ব্রঃ সং ৫।৩৭

১৪। **শুদ্ধবৈষ্ণব** কি কখনও নিজের স্বাতন্ত্র্য-সংরক্ষণে যত্নবিশিষ্ট? তিনি কিরূপে কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন?

"শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা এইটী স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, তিনি গোপীবল্লভ **দাসানুদাস পরতন্ত্র স্বাধীন নহেন**। স্বাধীনতা তাঁহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু **তাঁহার তদীয়স্বরূপ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম বিক্রয়ের দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন**।"

—'শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম', সঃ তোঃ ১১।১০

১৫। কৃষ্ণদাস্য-মধুপান-মত্ত শুদ্ধভক্ত কি ত্রিতাপ-ক্লেশ অনুভব করেন?

"শুদ্ধভক্তজন কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য-আসবে।
নিজ-নিজ ভজনেতে মগ্ন সুখার্ণবে॥
না জানে অভাব-পীড়া সংসার-যাতনা।
সিদ্ধকাম শুদ্ধদেহ বৈসে সর্ব্বজনা॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ১০২

১৬। বৈষ্ণব-ঠাকুরের চরিত্র কিরূপ?

"বৈষ্ণব ঠাকুর, অপ্রাকৃত সদা,
নির্দ্দোষ, আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥
অভিমান হীন, ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তর-বাহিরে, নিষ্কপট সদা,
নিত্যলীলা—অনুরক্ত॥"

—প্রার্থনা (লালসাময়ী) কঃ কঃ

১৭। কাঁহার আবেদনে কৃষ্ণ দয়া করেন?

"বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥"

—প্রার্থনা (দৈন্যময়ী) কঃ কঃ

১৮। ভগবানের নিকট শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রার্থনা কিরূপ? শুদ্ধভক্ত কি কি সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সেবার নিমিত্ত আবেদন করেন?

"**The Vaishnava meekly and humbly says, "Father, Master, God, Friend and Husband of my soul! Hallowed be thy**

Name. I do not approach you for anything which You have already given me. I have sinned against You and I now repent and solicit Your pardon. Let Thy Holiness touch my soul and make me free from grossness. Let my spirit be devoted meekly to Your Holy service in absolute love towards Thee. I have called You my God, and let my soul be wrapped up in admiration at Your Greatness ! I have addressed You as my Master and let my soul be strongly devoted to Your service. I have called you my Friend and let my soul be in reverential love towards You and not in dread or fear ! I have called You my Husband and let my spiritual nature be in eternal union with You, for ever loving and never dreading, or feeling disgust. My Love ! let me have strength enough to go up to You as the Consort of my soul, so that we may be one in eternal love ! Peace to the world !!!"

—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

মায়ার আকর্ষণে, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে বা জগতের আকর্ষণে পড়িলে সর্ব্বনাশ। মায়ার টানে জীবের গলায় কর্ম্মফাঁস পড়িয়া যায়, আর কৃষ্ণের আকর্ষণে জীব সর্ব্ব-প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরমমঙ্গল লাভ করে। কোন ভাগ্যে যদি কৃষ্ণের আকর্ষণে পড়া যায় তবেই সুবিধা। অখণ্ড ভগবৎস্মৃতি অনুক্ষণ কৃষ্ণ-সেবারসে নিমজ্জিত করায়। ভগবৎস্মৃতি হইতে জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, আর দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃই বিষয়-ভোগস্পৃহা উদিত হয়।

Three things must be shunned—কনক, কামিনী এবং প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাকামী সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিষয়ী ও অসাধু। Karma is nothing but gratifying one's own senses and the senses of others. যাঁহারা

কলিযুগে শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরকে সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করেন, তাঁহারাই সুমেধা। আর সকলেই কুমেধা বা কুবিষয়ী।

শুদ্ধবৈষ্ণব পরশ্রীকাতর ও মৎসর নহেন; তিনি গৌড়ীয়, তিনি গৌরদাস। বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অনন্তশ্রী অবস্থিত। শ্রদ্ধাসহ গৌড়ীয়ই কেবল পাঠ করিবেন। অন্য কথা ত্যাজ্য। চেতনের বৃত্তির দ্বারা স্বরূপের কথা আলোচনা হইয়া থাকে। ভগবানের শরণাগত ব্যক্তির কোন অমঙ্গল নাই।

এখানে ভগবানকে ভুলিয়া থাকা জীবের আদৌ কর্ত্তব্য নহে। এই স্থান আমাদের নিত্য বসতিস্থান নহে, ইহা প্রতিমুহূর্ত্তে জানাইবার জন্য ভগবান্ প্রেয়ঃপন্থার মধ্যে এত অসুবিধা রাখিয়াছেন।

আমরা দেবতা হইতে চাই না। দেবতা অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তে দুঃখের পরিচয় পায়। দেবতারা সুখের জন্য এত বিভোর যে, তাহারা সহজে দুঃখের পরিচয় না পাওয়ায় আরও অধিককাল কর্ম্মের নাগর-দোলায় ঘুরিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। মনুষ্যজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য মানুষের বেশে এমন কতিপয় মহাপুরুষ ভগবান্-কর্ত্তৃক প্রেরিত হন, যাঁহারা ত্রিতাপ-গ্রস্ত মানুষকে উদ্ধার করিয়া ভগবানের রাজ্যে পাঠাইয়া দেন। ভগবানের সেইরূপ নিজ দূত—ভগবানের বাণীর দূত—পত্রবাহক যিনি, তিনিই গুরুর কার্য্য করিতে পারেন।

প্রত্যেক জীবের মধ্যে Absolute God"s aspect and His servitors' aspect আছে। We have free will to go back—একথা জানিলে Transcendence এর stepsও জানা দরকার। গোলোকস্থ পরতত্ত্বের পাঁচটী stepএ অবতরণ হয়। এজগতের দিক্ হইতে জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ অর্চ্চাবতার, তারপর অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্ব ক্রমশঃ উন্নতাধিকারে লাভ হয়।

হরিকে লাভ করিতে হইলে হরিকথা আলোচনা করা খুবই দরকার। বদ্ধজীব জড়জগতে আসিয়া সঙ্কোচধর্ম্মে অবস্থিত। তাহাদের যে বিচারপ্রণালী, তাহাতে তাঁহারা কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকরের দ্বারা কবলীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহা হইতে উদ্ধার চাহিলে ভগবানকে আশ্রয় করিতে হইবে।

আমরা সবসময় কৃষ্ণ ভুলিয়া আছি, যিনি কৃপা করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করিতে আসেন, তাঁহাকে আড়াল করিয়া কপটতা, প্রতারণা, কর্ম্মাগ্রহিতা লইয়া ব্যস্ত থাকি। সবজান্তাদের বিশ্বাস—আমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় পদার্থ ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি। আমার জ্ঞানে ভুল নাই। মূর্খ যাহারা, ভগবজ্জ্ঞান যাহাদের হয়

নাই, তাহাদের সেবাপ্রবৃত্তি আসে না। তাহারা সেব্য-অভিমান করিয়া অর্থ সংগ্রহ, কামিনী-সেবা ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য চৌদ্দভুবন আলোড়িত করিতেছে। নিজ ভোগ-সংগ্রহই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ভাগবত ইহাদিগকে নরপশু বলিয়াছেন।

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বন্ধ করিয়া, হৃষীকেশের সেবা বাদ দিয়া, হৃষীকের দ্বারায় আমি ভোগ করিব—এই বুদ্ধি যাহার, সে নিজের মঙ্গল চাহিতেছে না। কপাল-পোড়া পশুবৃত্তি আমাদের ভাগবত শুনিবার প্রবৃত্তি নাই। তাঁহার বিরোধ করিয়া নিজের মূর্খতা বৃদ্ধি করিব, এটাই আমাদের ভাগবতপাঠ। ভোগে নরকপ্রাপ্তি বা ত্রিবিধ ক্লেশের মধ্যে থাকামাত্র লাভ। সেবাপরায়ণ হওয়া চাই, সেবাচেষ্টাকে ধ্বংস করিয়া গুণজাত জগতের বিচারবৈকুব্যের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য নয়। বাস্তব বস্তুর দর্শনাভাবেই ভোগের দুষ্প্রবৃত্তি।

যাহারা খাওয়া দাওয়া থাকাতেই ব্যস্ত, তাহারা বৈষ্ণবতা হইতে শত সহস্র যোজন দূরে। ইহাদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রতিযোগিতা নাই, আমরা কৃষ্ণ-বিমুখের সঙ্গ হইতে শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত। ভাগবত শ্রবণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিত আমাদের সম্বন্ধ। সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির নিকটই ভাগবত কীর্ত্তন করিতে হইবে। তবে যাহারা দুঃখে পড়িয়া আছেন, তাহাদের উদ্ধার আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু আজকাল তাহাতেও বিপদ। দুইপক্ষে ঝগড়া করিতেছে, তৃতীয় পক্ষ তাহাদের ঝগড়া মিটাইতে গেলে লাঠিটা তাহারই ঘাড়ে পড়ে। জলে-ডোবা লোককে যে উদ্ধার করিতে যাইবে, তাহাকেই চাপিয়া ধরিয়া জলমগ্ন ব্যক্তি উদ্ধার হইতে চায়—তাহাকে ডুবাইয়া দিয়া। "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥" বিদ্বেষীকে incorrigible জানিয়া দূরে রাখিতে হইবে।

মানবিকতা কাহাকে বলে ?

বর্ত্তমান বিশ্বে এই 'মানবিকতা' পদটীর মর্য্যাদা অত্যন্ত অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা অতীব সৌভাগ্য-ব্যঞ্জক, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশ্বের দরবারে ইহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ না রাখিলে অপরাধী বলিয়া গণ্য এবং শাস্তি-যোগ্য সাব্যস্ত হইতে হয়। সুতরাং এই পদটির প্রকৃত অর্থ এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য কি,

তাহা সকলেরই অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ কি-প্রকার আচরণ করিলে মানবিকতা অক্ষুণ্ণ বা ক্ষুণ্ণ হয়, তদ্বিষয়ক জ্ঞান আবশ্যিক।

যাহা মনু হইতে জাত, তাহাকে 'মানব' বলা হয়। মানব-সম্বন্ধীয় গুণাবলীকে মানবিকতা বলিয়া বুঝা যায়। মানব বলিতে মনুষ্যজাতিকে বুঝায়; পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদিকে অবশ্যই বুঝায় না। সুতরাং মনু হইতে অনুসৃত গুণাবলীই মানবিকতা পদের লক্ষীভূত বিষয়। যাহা মনু হইতে প্রকাশ পায় নাই, তাহাকে মানবিকতা বলা নিশ্চয়ই সার্থকতা নহে। সুতরাং পাশবিকতাকে মানবিকতা বলিয়া গর্ব্ব করা কর্ত্তব্য নহে। পাশবিকতা বলিলে কি বুঝায়—ইহার জ্ঞানও প্রকৃষ্টরূপে আবশ্যক।

মহাজন-বাক্যে দৃষ্ট হয়,—"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভি-র্নরাণাম্। ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥" এই বাক্যের অর্থ সুষ্ঠুভাবে বিচার করিলে বুঝা যায়,—মানবিকতা আহার-নিদ্রাদি ইন্দ্রিয়তর্পণসুখই নহে, কারণ এই কয়টি ক্রিয়া পশ্বাদি-মধ্যেও সমভাবে বর্ত্তমান। তজ্জন্য মানবিকতা বলিলে ধর্ম্মই তাহাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। নতুবা ধর্ম্মবর্জ্জিত জীবনকে পশুর সহিত সমান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু মনু হইতে প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই মানবিকতা শব্দের তাৎপর্য্য। যে ধর্ম্ম বা আচরণ মনু-প্রবর্ত্তিত আচরণের সহিত পার্থক্যযুক্ত, তাহাও মানবিকতা হওয়ার যোগ্য নহে।

মনু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কি তাহা শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিজমুখে অর্জ্জুনকে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরা-প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥ (৪।১-২)

অনুবাদ—এই অব্যয় যোগ আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম; সূর্য্য স্বীয়পুত্র মনুকে এবং মনু তৎপুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। হে পরন্তপ, সৎপরম্পরাগত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত হইয়াছিলেন। ইহলোকে এই যোগ কালক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যদেবের মাধ্যমে মনুকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই মানবিকতা বুঝা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও তাহাই বলিয়াছেন, 'ইমং' পদটীদ্বারা তাহা প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন তাহা হইল,—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥
তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মনমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ (গীতা ৩।৩৭-৪৩)

শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ—

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মানুষ কাহার দ্বারা চালিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলপূর্ব্বক পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহারই উত্তরে ভগবান্ কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"ইহা রজোগুণজাত, দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং ক্রোধ। সংসারে ইহাকে মহাশত্রু বলিয়া জানিবে। যেরূপ ধূমদ্বারা অগ্নি, মলদ্বারা দর্পণ এবং জরায়ুদ্বারা গর্ভ আচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ কামনাদ্বারা বিবেকবুদ্ধি আবৃত থাকে। হে কৌন্তেয়! এই কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু। ইহা অনলের ন্যায় দুষ্পূরণীয়। এই তৃষ্ণারূপ কামদ্বারা বিবেকবুদ্ধি আবৃত থাকে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন এবং নিশ্চয়াত্মিতা বুদ্ধি কামের আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়। ইহাদিগের দ্বারা বিবেকজ্ঞানকে আবৃত করিয়া কাম দেহাভিমানী জীবকে ভ্রান্ত করে। হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রথমে ইহাদিগকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান-নাশক পাপরূপ এই কামকে পরিহার কর। স্থূলদেহ হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন এবং মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি দেহাদিবুদ্ধিপর্য্যন্ত সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই বুদ্ধির দ্রষ্টা-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। হে অর্জ্জুন, এইরূপে বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ জীবাত্মাকে অবগত হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিছাড়া মনকে নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে বিনষ্ট কর।

শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত বচনগুলি দেহ-মন-সুখকে অধিকরূপ লাভ করিবার জন্য উচ্চারিত হয় নাই, পরন্তু ইহা আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং ভোগবাদ বা ইন্দ্রিয়তর্পণ কার্য্যকে পরিত্যাগ করিতে উপদিষ্ট। ইহা আহার-নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়তর্পণ অধিকতর-

রূপে লাভ করিবার জন্য উপদিষ্ট হয় নাই। মানবিকতা বলিতে তজ্জন্য ভোগপর জীবনকে লক্ষ্য করে না; যাঁহারা অধ্যাত্ম জীবনযাপন করেন, তাহাদিগের গুণকেই ইহা লক্ষ্য করে। দেশবাসীর আহার-নিদ্রা-ইন্দ্রিয়তর্পণ আরও ভালভাবে প্রচুর ভাবে ব্যবস্থা করাকে কখনই মানবিকতা বলা উচিত নহে। কারণ এই প্রকার চেষ্টা ও ব্যবস্থার ফল মঙ্গল বা সুখজনক নহে; ভারত ব্যতীত বহির্জগতে এই ভোগবাদ বা Eat, drink and be merry বিচারকে আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হয়। আর্য্য-ঋষিগণের ভারতেই কেবল ইহার ব্যতিক্রম। তাঁহাদের বিচার "ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়োরেবাভিবর্দ্ধতে।', 'নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা গৃহাপত্যপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ।" মায়িক জগতের ক্ষণভঙ্গুর বস্তুদ্বারা কখনই কেহ শান্তি লাভ করিতে পারে না, পরন্তু মায়িক বস্তুগুলি স্বভাবতঃই সর্ব্বকালেই ক্লেশপ্রদানকারী বিধায় তদ্দ্বারা নিত্যকালই ক্লেশ প্রাপ্তি ঘটে। মায়ামুগ্ধ জীব নিজকে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ মনে করিলেও এই পরম সত্যটীকে তাহারা বুঝিয়াও মায়িক বস্তুর প্রতি ভোগবুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না। ইহাই শ্রীভগবানের মায়াশক্তির প্রভাব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন,—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" এই ভোগবাদকে মানবিকতা না বলিয়া শাস্ত্রে পাশবিকতা বা পশুবুদ্ধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা.—

স যদানুব্রতঃ পুংসাং পশুবুদ্ধির্বিভিদ্যতে। (ভাঃ ৭।৫।১২)

অতএব যাঁহারা আহার-নিদ্রাদির উন্নতিবিধান করত মানবসমাজের হিতার্থী বলিয়া অভিমান করেন, শাস্ত্রবিচারে তাঁহাদের বিচারকে প্রশংসা না করিয়া গর্হণ করিয়া "পশুবুদ্ধি বা পাশবিকতা" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রমতে মানবিকতা বলিতে পরমার্থকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এবং এই পরমার্থানুশীলনে ভোগবাদ পরিপন্থী বলিয়া তাহা প্রারম্ভ হইতেই পরিবর্জ্জনীয়

ভারত মানবিকতার আদর্শ। এই দেশেই মনুর বিচারধারাকে সমাজব্যবস্থায় বিধি বা আইনরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। আদালতে এখনও পর্য্যন্ত মনুসংহিতা আইনপুস্তক বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং তদনুসারে দায়ভাগ বিধিগুলি বিচারিত হয়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বৃটিশ সরকার এই মনুসংহিতাকে অবমাননা না করিয়া সর্ব্বতোভাবে সম্মান ও প্রতিপালন করিলেও, স্বাধীন ভারতের কিছু কর্ণধার স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই পাশ্চাত্ত্য-মোহাচ্ছন্ন হইয়া এই মনুসংহিতাকে অবমাননা করত দায়ভাগ বিধিগুলির অঙ্গচ্ছেদ করিয়া "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" বাক্যের যথার্থতা প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতে দুঃসাহসী হইয়াছেন।

বর্ত্তমান ভারতের কতিপয় কর্ণধার বহির্ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া মনুর প্রতি একান্ত আনুগত্য পরিত্যাগ করিতে চেষ্টান্বিত। মানবসমাজকে মনুর উপদেশ লঙ্ঘন করিতে উৎসাহিত করা—কখনই মানবিকতা-রক্ষা নহে। খাদ্যাদি ব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থায় মনুর বিধান বা উপদেশসকল বর্ত্তমান ভারতের বেশ কিছু নেতার নিকট মূল্যহীন ও তুচ্ছ বলিয়া আপাতঃ রুচি ও সুখকর ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক বিধি-ব্যবস্থা বহির্ভারতীয় দেশের অনুকরণে প্রচলন করিয়া যে কি সর্ব্বনাশ করা হইতেছে, তাহা বেশ কিছু অজ্ঞানোন্মত্ত ভারতবাসীকে স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহই বুঝাইতে সক্ষম নহে বলিয়া ধারণা। বর্ত্তমান ভারতের কিছু দিক্‌পাল সাত্ত্বিক সদাচারকে কুসংস্কার বলিয়া বিবেচনা করিয়া সাত্ত্বিক আহারকে মর্য্যাদা না দিয়া তামসিক অমেধ্যাদি ভক্ষ্য এবং মঙ্গলজনক জ্ঞান করত বলপূর্ব্বক নানাছলে সমাজে এবং তরলমতি শিশু ও বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। সমাজ-সংস্কারের নামে সর্ব্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা ও তামসিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন করা হইতেছে। নানাবিধ function বা সামাজিক অনুষ্ঠানের নামে নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থাপনায় এবং ধনাঢ্য ব্যক্তির পার্টী নামক অনুষ্ঠানের নামে পাশ্চাত্ত্য মোহ মানবিকতাকে কি-প্রকার পদদলিত করিতেছে, তাহার সমালোচনা করিলেও বর্ত্তমান ভারতকে অবাঞ্ছিত ও নিন্দার্হ হইতে হয়। এহেন ভারত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুমঙ্গল বাণীর প্রতি কবে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে উদ্বুদ্ধ হইবে, তাহাই সুধী ব্যক্তিগণ একান্ত-ভাবে প্রার্থনা করেন। মানবিকতার বিচারে শ্রীকৃষ্ণের নিম্নোক্ত বাণীগুলি আমাদের নিত্য আলোচিত হউক।—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ (গীঃ ১৪।৬-২০)

[হে নিষ্পাপ ! প্রকৃতির 'সত্ত্বগুণ' নির্ম্মলতা-হেতু প্রকাশকারী ও পাপশূন্য ; সত্ত্বগুণই দেহী জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গদ্বারা বদ্ধ করে। রজোগুণকে অনুরাগাত্মক ও তৃষ্ণাসঙ্গজাত বলিয়া জানিবে, যাহা দেহী জীবকে কর্ম্মসঙ্গে আবদ্ধ করে। সমস্ত দেহীর মোহনকারী অজ্ঞান-জাত গুণকেই তমঃ বলিয়া জানিবে ; প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা ইহা জীবকে আবদ্ধ করে। হে ভারত, সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্ম্মে আবদ্ধ করে আর তমোগুণ জ্ঞানকে আবরণ করিয়া প্রমাদে বন্ধন করে। সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমঃকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হয় ; এইরূপে সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া রজোগুণ এবং সত্ত্ব ও রজঃকে তিরস্কৃত করিয়া তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করে। যখন এই দেহে ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার-সমূহে প্রকাশরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি জানিবে এবং সুখ-প্রকাশ-রূপ চিহ্নদ্বারাও ইহার বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে। রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মসমূহে উদ্যম ও অনিবৃত্তি স্পৃহা উৎপন্ন হয়। তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির

দেহত্যাগ হইলে উত্তম বিদ্বান্‌গণের সুখপ্রদ নির্ম্মল লোক লাভ হয়। রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্তকালে মৃত্যু হইলে জীব কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য-কুলে জন্মলাভ করে এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পশ্বাদি যোনিতে উৎপন্ন হয়। সুকৃত সাত্ত্বিক কর্ম্মের নির্ম্মল ফল, রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখময় এবং তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়। সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তি উর্দ্ধগতি লাভ করে, রাজস লোকেরা নরলোকে এবং তামস ব্যক্তিগণ নরকাদি অধোলোকে গমন করে। যখন জীব গুণত্রয় হইতে পৃথক্ অন্য বন্ধন-কর্ত্তাকে দর্শন করেন না এবং গুণাতীত অন্তর্যামী আত্মাকে অবগত হন, তখন তিনি আমাতে ভাবরূপ ভক্তি লাভ করেন। দেহবিশিষ্ট জীব দেহোৎপাদক এই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত অর্থাৎ পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।]

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-জয়ন্তী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৮ পৃষ্ঠার পর]

জ্ঞানযোগ

জ্ঞানকাণ্ড ও জ্ঞানযোগ এক নহে। যাঁহারা নেতি নেতি বিচার করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মনির্ব্বাণদশা লাভ করে বা যাঁহারা কৈবল্যমুক্তি কামনা করে, তাঁহারা সব জ্ঞানকাণ্ডি। জ্ঞানকাণ্ডিগণ ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ১৮।১৬। আর যাঁহারা জ্ঞেয়বস্তু অন্তর্য্যামী পরমাত্মা বাসুদেবের সেবাপ্রার্থী, তাঁহারা সব জ্ঞানযোগী।

অর্জ্জুন কহিলেন,—কর্ম্মী এবং জ্ঞানী, দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অর্থাৎ আত্মব্যাপারহীন দ্রব্যদ্বারা সম্পাদ্য যজ্ঞ (কর্ম্মযজ্ঞ) অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু হে পার্থ! ফলসহিত সমুদয় কর্ম্মই জ্ঞানের অন্তর্ভূত (জ্ঞাননিষ্ঠব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন)। ৪।৩৪। ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র (চিত্তশুদ্ধিকর) আর কিছুই নাই। কর্ম্মযোগানুষ্ঠানদ্বারা যোগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যথাসময়ে তাহা স্বীয় অন্তঃকরণেই লাভ করিয়া থাকেন। ৪।৩৯। হে পাণ্ডব! যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে, তুমি আর বন্ধু-বান্ধবাদি বধের

জন্য মোহে অভিভূত হইবে না এবং যদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রাণীকে স্বীয় আত্মায় অভেদে দর্শন করিবে এবং পরে স্বীয় আত্মাকেও আমাতে অভিন্নরূপে দর্শন করিবে। ৪।৩৬। (শীতোষ্ণাদি) যে বস্তু অনিত্য (অস্থায়ী), তাহার সত্তা নাই এবং যাহা নিত্য (স্থায়ী অর্থাৎ আত্মা), তাহার বিনাশ নাই, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ নিত্য ও অনিত্য এতদুভয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। ২।১৬।

যিনি উৎপত্তিনাশশীল এই দেহাদি ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে অবিনাশী জানিও। কেহই সেই অব্যয়স্বরূপ আত্মার বিনাশ সাধনে সমর্থ নহে। ২।১৭। আত্মা জন্মে না, মরে না, শস্ত্রসকল ইহাকে কাটিতে, অগ্নি ইহাকে পোড়াইতে, জল ইহাকে ভিজাইতে এবং বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না। ২।২৩। ভূতগণ আদিতে অব্যক্ত, মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত, আবার নিধনেও অব্যক্ত। হে ভারত! তবে আর ইহার জন্য পরিবেদনা কি? ২।২৮।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কেশব! প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়বস্তু জানিতে ইচ্ছা করি। ১৩।১। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে কৌন্তেয়! এই দেহকে "ক্ষেত্র" বলা যায়, যিনি ইহাকে জানেন, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিবেকিগণ তাঁহাকে "ক্ষেত্রজ্ঞ" বলিয়া থাকেন। ১৩।২। হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়ের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানই (মোক্ষ-সাধক বলিয়া) আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া জানিবে। ১৩।৩। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি বলিয়া জানিবে। (দেহেন্দ্রিয়াদি) বিকারসমূহ ও (সুখ-দুঃখাদি) গুণ পরিণাম এ গুলিকে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিবে। ১৩।১৯। হে মহাবাহো! প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ নির্ব্বিকার দেহীকে দেহমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে। ১৪।৫। যাঁহার মান ও অপমানে সমান বোধ, মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষে সমান জ্ঞান এবং যিনি সর্ব্বপ্রকার উত্তমত্যাগী, তিনিই গুণাতীত নামে খ্যাত। ১৪।২৫। শ্রদ্ধাবান্, গুরূপদেশে বিশ্বাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্রই মুক্তিরূপ পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। ৪।৪০।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? তিনি কিরূপ কহেন? কিরূপ থাকেন ও কিরূপ চলেন? ২।৫৪। ভগবান্ কহিলেন,—যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে নিস্পৃহ এবং যাঁহার আসক্তি নাই, ভয় নাই, ক্রোধও নাই, এতাদৃশ মুনি 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলিয়া খ্যাত। ২।৫৬। যোগী সেইসকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২।৬১। অর্জ্জুন কহিলেন,—হে

পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম কে ? অধ্যাত্ম কি ? কর্ম্মই বা কি ? অধিভূত কাহাকে বলে ? অধিদৈবই বা কাহাকে বলে ? (এই দেহে সর্ব্বকর্ম্মাত্মক যে যজ্ঞ বর্ত্তমান আছে, তাহাতে) অধিযজ্ঞ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা প্রযোজক ও ফলদাতা কে ? কিরূপে তিনি এইদেহে অবস্থানপূর্ব্বক যজ্ঞে অধিষ্ঠান করেন ? হে মধুসূদন ! মরণকালে সমাহিত-চিত্ত পুরুষগণ কি উপায়ে তোমায় জানিতে পারেন ? ৮।১-২ ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যিনি পরম অক্ষর (কিছুতেই যাঁহার ক্ষয় নাই) তিনিই ব্রহ্ম। স্বভাবই (স্ব—ব্রহ্ম, তাঁহার ভাব—অংশক্রমে জীবরূপে উৎপত্তি) ইহাই অধ্যাত্ম নামে খ্যাত, প্রাণিগণের উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি এতদুভয়কারী বিসর্গ (অর্থাৎ ত্যাগ, দেবোদ্দেশে) দ্রব্য ত্যাগরূপ যজ্ঞ কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় । ৮।৩ ।

হে জীবশ্রেষ্ঠ ! নশ্বর দেহাদিপদার্থ (ভূতমাত্রকে অধিকার করিয়া অবস্থিত আছে, এজন্য তাহা) অধিভূত, পুরুষ সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী বিরাট্, ইনি স্বীয় অংশভূত দেবগণের অধিপতি বলিয়া অধিদৈবত এবং এইদেহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমি অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা, যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তক ও ফলদাতা । ৮।৪ । যিনি অন্তকালে আমায় স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া (উত্তরায়ণ পথে) প্রয়াণ করেন, তিনিই আমারই ভাব প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই । ৮।৪ । তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদা মৎপরায়ণ আমাতেই একমাত্র ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অতিপ্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার প্রিয় । ৭।১৭ । অর্জ্জুন কহিলেন,—হে হৃষীকেশ ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্ জানিতে ইচ্ছা করি । ১৮।১ । শ্রীভগবান্ কহিলেন,—কোন কোন পণ্ডিত কাম্যকর্ম্মসমূহের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলিয়া জানেন, পরন্তু বিচক্ষণগণ সমস্ত কর্ম্মের ফলত্যাগকে 'ত্যাগ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন । ১৮।২ । অর্জ্জুন কহিলেন,—এইরূপে সর্ব্বদা তোমাতে আসক্তচিত্ত যে-সকল ভক্ত, বিশ্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তোমার উপাসনা করেন, আর যাহারা নিরাকার অক্ষর ব্রহ্মের আরাধনা করেন, এতদুভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ? ১২।১ । শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যাঁহারা আমাতে মন নিবেশিত করিয়া সর্ব্বদা মৎপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার সগুণ স্বরূপের আরাধনা করেন, তাঁহারাই যুক্ততম এবং আমার অভিমত । ১২।২ । অর্জ্জুন কহিলেন,—জ্ঞানী এবং যোগী, ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? শ্রীভগবান্ কহিলেন,—তপস্বিগণাপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মিগণাপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রবিজ্ঞান-বেত্তা জ্ঞানিগণাপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত । অতএব হে অর্জ্জুন ! তুমি যোগী হও । ৬।৪৬ । সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামী পরমাত্মা বাসুদেবকে যিনি অনুভব

বা দর্শন করেন, তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ যোগী। ১০।১৯। অর্জ্জুন কহিলেন,—যোগী এবং ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—সমস্ত যোগিগণের মধ্যে অর্থাৎ কর্ম্মযোগী জ্ঞানযোগী, হঠযোগী, অষ্টাঙ্গ রাজযোগীর মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান্ ও মদ্গতচিত্ত হইয়া কেবলমাত্র আমাকেই ভজনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ভক্তযোগী। ৬।৪৭। "শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥" (চৈঃ চঃ)

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ (৬।৪৭)

হে ধনঞ্জয়! আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা আমার সমান কোন বস্তু নাই, কোন ব্যক্তি নাই, কোন তত্ত্ব নাই; এ জগতের সৃষ্টি সংহারের অন্য কোন কারণ নাই। সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় এই জগৎ আমাতে গ্রথিত আছে। সুতরাং স্থিতির কারণও আমি। (৭।৭)

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (৮।১৬)

হে কৌন্তেয়! "ব্রহ্মলোক" হইতেও জীবগণকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু যাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

গীতার এই শ্লোকটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মুক্তিকামিগণ বলিতেছেন যে,—"জীব মুক্তির পর ব্রহ্মে লয় বা নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সুতরাং তথা হইতে সে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না।" চিন্তাশীলগণের এই বিষয়টি ভাল করিয়া চিন্তা করা দরকার। কেননা—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে,—আমাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত, ব্রহ্মলোক হইতেও জীবকে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়। এই কথার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই যে বস্তুতপক্ষে ব্রহ্মের সঙ্গে জীব মিশিয়া এক হয় না, তদন্তর্গত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যে-সব শব্দ আছে, যেমন—ব্রহ্মে লয়, ব্রহ্মনির্ব্বাণ, ব্রহ্মে প্রবেশ, আমাতে প্রবেশ, জ্যোতিতে প্রবেশ, বিন্দুর সিন্ধুতে প্রবেশ ইত্যাদি। ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে, যেমন—"বনে মৃগ লীনা", "বৃক্ষে পক্ষিলীনা।" এখানে—হরিণ যেমন বন হয় না, বা পক্ষি যেমন বৃক্ষ হয় না; তদন্তর্গত হইয়া থাকে; অর্থাৎ বনে মৃগ থাকে বা বৃক্ষে পক্ষি থাকে, সেইরূপ বুঝিতে হইবে। তাহার যেমন অস্তিত্ব নষ্ট হয় না, সেই প্রকার—ব্রহ্মের মধ্যে জীব থাকে, তাঁহার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ব্রহ্মতেজে তাঁহার চক্ষু ঝল্সাইয়া যায়, তখন সে আর নিজেকে দেখিতে পায় না। কাজেই সে তখন মনে করে আমি ব্রহ্ম হইয়াছি, "অহং ব্রহ্মাস্মি" ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া কল্পকাল জড়বুদ্বের ন্যায় তথায় অবস্থান করে, কল্পান্তে পুনঃ সৃষ্টিতে ইহারা

জন্মগ্রহণ করেন। জীব নিত্যকাল আশ্রিত তত্ত্ব, কিন্তু ব্রহ্ম ত' আশ্রয়দাতা নহেন; কাজেই সেখানে নিত্যকাল থাকা জীবের পক্ষে আর সম্ভব হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—আমিই একমাত্র জীবের আশ্রয়দাতা। স্বর্গের দেবদেবীগণ নহে, দেবরাজ ইন্দ্র নহে, শিব নহে, ব্রহ্মা নহে, এমন কি ব্রহ্মও নহে। যাঁহারা সকলধর্ম্ম ছাড়িয়া আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাঁহাদের সকল দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্ত করি। ১৮।৬৬। মৃত্যুসংসার হইতে উদ্ধার করি। ১২।৭। আমার নিত্যধামে স্থান প্রদান করি। ১৫।৬। কাজেই তাঁহাদের আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। আমার এই ত্রিগুণময়ী মায়া দুষ্পারা, যাঁহারা আমার ভজনা করেন, তাঁহারাই এই দুস্তরা-মায়া অতিক্রম করিতে পারেন, অন্য কেহ পারে না। ৭।১৪। মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ৮।১৫। মহাত্মারা আমাকে প্রাপ্ত হইলে, দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্য জন্ম আর পরিগ্রহ করেন না; কারণ তাঁহারা পরম সংসিদ্ধি লাভ করেন। ইহাই মনুজীবনের চরম প্রয়োজন। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈ কান্তিকস্য চ॥ ১৪।২৭।

আমি ক্ষর অর্থাৎ জড়বর্গ হইতে অতীত এবং অক্ষর অর্থাৎ চেতনবর্গ হইতে উৎকৃষ্ট, এইজন্য লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৫।১৮। হে ভারত! যিনি এইরূপে মোহবিমুক্তচিত্ত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তমরূপে অবগত আছেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে আমারই সেবা করিয়া থাকেন, অনন্তর সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। ১৫।১৯। আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তির হেতু, আমা হইতে ভূতগণের সমুদয় (বুদ্ধি-জ্ঞান প্রভৃতি) উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা জ্ঞাত হইয়া বুধগণ (বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত) প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন। ১০।৮।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ (১০।৯)

আমাতে সমর্পিত চিত্ত, আমাতে সমর্পিতপ্রাণ, সাধুগণ পরস্পর আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া এবং আমারই কথা কীর্ত্তন করিয়া পরিতোষ ও সুখপ্রাপ্ত হন।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ (৯।১৪)

তন্মধ্যে কেহ কেহ নিরন্তর আমার নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক, কেহ প্রযত্নসহকারে দৃঢ়ব্রত হইয়া, কেহ বা ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক এবং কেহ কেহ সর্ব্বদা অবস্থিত হইয়া আমার আরাধনা করেন। ৯।২৪। যাঁহারা অনন্যমনে চিন্তা করিয়া আমার উপাসনা করেন, আমি সর্ব্বদা আমাতে একনিষ্ঠ সেইসকল ব্যক্তির যোগ ও ক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি। ৯।২২। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

রাসাদি লীলা শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয় কিনা ?

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮২ পৃষ্ঠার পর]

'অনুগ্রহায় ভক্তানাম্' ও 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ' শ্লোকদ্বয়ের মূল তাৎপর্য্য

"যাহারা অনর্থ থাকিতে থাকিতে রাসলীলা আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিত, উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য এইরূপ মনে করেন, তাহারা অত্যন্ত মূর্খ। অনর্থের বোঝা ঘাড় হইতে না নামাইয়া বানর-শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে রাখিয়া কৃষ্ণেতর সেবা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গেলে অনর্থ কোনদিন ছাড়িবে না ও রাসাদিলীলা শ্রবণাদির অধিকার লাভও হইবে না। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ অপ্রাকৃত সহজ-ধর্ম্মের কথা বুঝিতে না পারিয়া ব্যভিচার আনয়ন করিয়া বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় গোলোকের বৈচিত্র্য ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। **অপ্রাকৃত রাসলীলা প্রপঞ্চে আগত হইলেও তাহা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের বিচরণের ক্ষেত্র নহে।** যোগমায়া-নির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা প্রাকৃত-বিচারে সুষ্ঠুভাবে পরিলক্ষিত হয় না। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ 'অনুগ্রহায় ভক্তানাম্' শ্লোকের 'তাদৃশী ক্রীড়া' শব্দের অর্থ যথার্থ অনুধাবন করিতে না পারিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণে নিমগ্ন হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে 'তাদৃশী'-শব্দের মুখ্যার্থ অপ্রাকৃত রতিকেই লক্ষ্য করে। অপ্রাকৃত রতিকে বর্জ্জনপূর্ব্বক অক্ষজজ্ঞানে জড়-ভোগোন্মত্ত হইয়া হরিবিমুখ জীবগণ এই শ্লোকের কদর্য্য অর্থ করে। শ্লোকোদ্দিষ্ট বিধিলিঙের 'ভবেৎ' পদ দেখিয়া কেহ যেন এই রুচিলভ্য রাগানুগ পথকে অনর্থগ্রস্ত ভোগীর বৈধ পথ মনে না করেন, সেইজন্য শাস্ত্র সাবধান করিয়া দিয়াছেন। গোলোক-বৃন্দাবনে অনুরাগের পথেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সকল আশ্রিততত্ত্ব নিত্যকাল কৃষ্ণপ্রীতিরূপ উপাদেয়তার অনুসন্ধান করেন। "ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" বাক্যের দ্বারা 'অধিকারী ব্যক্তি অতি অবশ্যই এই সংসার-প্রপঞ্চে আগত পরমশ্রেষ্ঠ মধুররসের সেবা করিবেন',—ইহাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ' শ্লোকের অর্থ,—'ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের রাসক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণপূর্ব্বক অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন।' ইঁচড়েপাকা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় এই প্রসঙ্গে কেহ যেন মনে না করেন যে,

প্রাকৃত কামলুব্ধ জীব সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে নিজ ভোগময় রাজ্যে অবস্থানপূর্ব্বক প্রাকৃতবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া সাধনভক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদি লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিলেই জড়কাম বিনষ্ট হইবে। ইহা নিষেধ করিবার জন্যই শ্রীব্যাসদেব 'শ্রদ্ধান্বিত'-শব্দদ্বারা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত বুদ্ধি নিরসন করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলা নিজের অপ্রাকৃত হৃদয়দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে প্রাকৃত মনসিজ কাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হয়। এখানে 'শ্রদ্ধা' বলিতে সাধারণ লৌকিকী শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস মাত্রকেই বুঝাইবে না। অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার বক্তা বা শ্রোতা অপ্রাকৃত রাজ্যেই নিজের অস্তিত্ব অনুভব করায় প্রকৃতির গুণত্রয় তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনিই পরম নির্গুণ ভাববিশিষ্ট হইয়া অচঞ্চল-মতি এবং কৃষ্ণসেবায় নিজাধিকার বুঝিতে সমর্থ হন। 'বিক্রীড়িতং' শ্লোকে 'আশু' ও 'অচিরেণ' শব্দদ্বয়দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ-কথিত 'সাধন' ও 'ভাবাবস্থাদ্বয় বিনষ্ট হয় নাই, বরং ঐ অবস্থাদ্বয়েরই উপদেশ আছে। রাসলীলায় পরমমুক্ত বহু গোপী-গণেরও অধিকার জন্মে নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে কাহারা অধিকার পাইবেন, বিবেচনা করা আবশ্যক।"

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ 'সাঁউড়ীর ভাক্ত-সম্প্রদায়' প্রবন্ধে 'বিক্রীড়িতং' ও 'অনুগ্রহায়' শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"অপরাধিগণ বিশ্বাস করেন এই যে, 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ' এবং 'অনুগ্রহায় ভক্তানাম্' শ্লোক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিরোধী। তাহারা বলেন যে,—কাম-রোগগ্রস্ত মানব কপট শ্রদ্ধা দেখাইয়া হরিলীলা শ্রবণ বা গান করিলেই হৃদ্রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। আরও বলেন যে, কামাসক্ত ব্যক্তির নামে রূপ-গুণ-লীলার স্ফূর্ত্তি হওয়ার পরিবর্ত্তে নামাদিকে জড়জ্ঞান করিলেও কাম বিদূরিত হইবে। বলাবাহুল্য, শ্রীনাম—চিৎস্বরূপ, তাঁহাকে অচিৎবুদ্ধি করিয়া অবজ্ঞা-পূর্ব্বক কৃত্রিমভাবে কৃষ্ণলীলা শ্রবণকে সাধন জ্ঞান করিলে উহা জড়ের ভজন হইয়া যাইবে। 'হৃদ্রোগমাশ্বপহিণোত্যচিরেন ধীরঃ' এই শ্লোকের অর্থ করিতে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অবজ্ঞা ও শ্রীরূপ-গুরুকে অমর্য্যাদা করিয়া সাধন ও ভাবাবস্থা-দ্বয় অস্বীকার করিলে কোনও সুফল হইবে না। 'শ্রদ্ধান্বিত'-শব্দকে উপেক্ষা করিয়া কেহ যদি সাধনভক্তির ক্রমগুলি ত্যাগ করেন এবং জাতরতি হইবার পূর্ব্বেই জড়বুদ্ধিতে সেবা সঙ্কল্পিত হন, তাহা হইলে শ্রদ্ধান্বিত-শব্দকে আচ্ছাদন করা হয়। 'অনুগ্রহায়' শ্লোকের অর্থ বিপর্য্যয় করিয়া চিন্ময় সেবনোপযোগী দেহলাভের পূর্ব্বেই যদি এই জড়লোভময় দৈহিক ইন্দ্রিয়দ্বারা বস্ত্রহরণাদি কার্য্যে

বা অষ্টকাল নিত্যসেবায় তৎপর হন, তাহা হইলে বিশৃঙ্খলা ব্যতীত অন্য উপকারিতা তাহারা স্বয়ং বা জগৎ বোধ করিবেন না। **** যখন অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলা-রসে মহাভাগবত উন্মত্ত হন, তখনই ব্রজবধূগণের বিক্রীড়ন-সন্দেশ শ্রুত হইয়া এবং বর্ণন করিয়া জীব হৃদ্রোগের হস্ত হইতে পরিমুক্ত হন। অশ্রদ্ধায় বা অজাতরতি-অবস্থায় (অসময়ে) শ্রবণ-কীর্ত্তনে হৃদ্রোগ বৃদ্ধি হয়।"

অনর্থমুক্ত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট, নিজসুখ-দুঃখে উদাসীন, নিবৃত্তপর ভক্তই রাগমার্গে অধিকারী। রাগমার্গীয় উপাসকদিগের মধ্যে ব্রজগোপী ও তদনুগ ভক্তই শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

আত্মসুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখ-হেতু সব ব্যবহার ॥
কৃষ্ণ লাগি' আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণসুখ-হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥
নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪।১৭৪-৭৫, ২০১)

এই প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার ॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র। তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে করি এক অনুমান। শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥
ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস। যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥
হৃদ্রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়। তিন গুণ ক্ষোভ নহে 'মহাধীর' হয় ॥
উজ্জ্বল-মধুর-রস প্রেমভক্তি পায়। আনন্দে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৪২-৪৭)

প্রকৃত রাসলীলার অধিকারী উলুবনে মুক্তা ছড়ান না

শ্রীভাগবতে বর্ণিত রহিয়াছে,—'নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ'—সংসার-পিপাসায় যিনি নিবৃত্ত অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠায় যাহার আসক্তি নাই, তিনিই রাসলীলা শ্রবণের ও কীর্ত্তনের অধিকারী। যাঁহাদের বহু ভাগ্যের ফলে অনর্থ-নিবৃত্তির পরে শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও তৎপরে স্থায়ী ভাবভক্তির উদয় হয়, তাঁহারা কখনও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার-ভিক্ষুক হইয়া লোকরঞ্জনে ব্রতী হন না। প্রকৃত ভাব-ভক্তগণের হৃদয় কৃষ্ণের নাম-গুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণে বিচলিত হইলে যদি তাঁহাদের বাহ্যদেহে সাত্ত্বিক বিকারাদি প্রকাশ পায়, তথাপি তাঁহারা নিজভাব গোপন রাখেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু বহিরঙ্গ বা বিজাতীয় লোক দেখিলে নিজ-

ভাব গোপন করিতেন। মহামূল্যবান মণি-মুক্তাদি রত্নের মালিক যেরূপ মণি-মুক্তাদি রত্নকে যত্রতত্র অর্থাৎ পথে-ঘাটে না ছড়াইয়া সযত্নে গোপনে লুকাইয়া রাখেন, পরে উপযুক্ত পাত্র পাইলে তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন, তদ্রূপ প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তি রাসলীলা বা লীলারসের কথা অনধিকারীর নিকট বিতরণ না করিয়া যথার্থ অধিকারী পাইলে তাঁহার নিকট বিতরণ করেন। সতী-সাধ্বী স্ত্রী যেরূপ নিজের গোপন অঙ্গ সকলকে না দেখাইবার জন্য বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখেন, একমাত্র আপন স্বামীকে দেখাইতে লজ্জা বোধ করেন না; তদ্রূপ অধিকারী ব্যক্তি তাঁহার জীবনের মূল্যবান্ সঞ্চয় রাসলীলার গোপন (সকলে জ্ঞাত নহে) কথা অনর্থযুক্ত অনধিকারীর নিকট বর্ণন না করিয়া অধিকারী পাইলে সবকিছু নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন।

অনেক জন্মের সৌভাগ্যের ফলে গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাতে জীব কৃষ্ণভক্তি-লতা বীজ লাভ করেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল-সেচনের দ্বারা ভক্তিলতা-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজার পরপারে অবস্থিত সর্ব্বানন্দধাম গোলোকে পৌঁছিয়া যায়। বীজে জল না দিলে তাহা যেমন শুকাইয়া মরিয়া যায়, তেমনই বীজে অতিরিক্ত জল ঢালিলেও তাহা অঙ্কুরিত না হইয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বাগানের সুদক্ষ মালী যেরূপ বীজে অতিরিক্ত জল ঢালিয়া তাহা নষ্ট না করিয়া পরিমাণমত জল দিয়া বীজটিকে অঙ্কুরিত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে পত্র-পুষ্প-ফল-সুশোভিত বৃক্ষে রূপান্তরিত করে, তদ্রূপ রাসলীলার প্রকৃত অধিকারী ভক্তিলতা-বীজপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান্ জীবকে সর্ব্বপ্রথমে রাসলীলার কথা স্মরণ করাইয়া ভক্তিলতা-বীজ নষ্ট না করিয়া তাহার নিকট 'আদৌ শ্রদ্ধা' শ্লোকের ক্রমপন্থাগুলি বর্ণন করিয়া তাহাকে অনর্থ নিবৃত্তির পরে জাতরুচি হইবার সহায়তা করিয়া, সর্ব্বশেষে সর্ব্বানন্দপ্রদ রাসাদি-লীলার কথা শ্রবণ করিবার যোগ্যতা দান করেন। কেহ কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন,—"শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর ন্যায় কোন মুক্তপুরুষ যদি অধিকারী হউক বা অনধিকারী হউক তাহাদের নিকট রাসাদি-লীলার কীর্ত্তন করেন, তবে তাহাদের মঙ্গল হইবে না কি ? এক্ষেত্রে রাসাদি-লীলা কীর্ত্তনে মুক্তপুরুষগণের কি কোন অন্যায় হইবে ?" তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, "শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর ন্যায় মুক্তপুরুষগণ কখনও ভজনের ক্রমপন্থাগুলি ভঙ্গ করিয়া 'গাছে না উঠিতে এক কাঁদির' ন্যায় অনধিকারীকে রাসলীলাদির কথা শ্রবণ করান না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যখন ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মুমূর্ষু শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা বর্ণন করিয়াছিলেন, তখন সেখানে প্রকৃত ইন্দ্রিয়-লম্পট সাধারণ শ্রোতা ও বক্তা কেহই ছিলেন না। পরন্তু কীর্ত্তনকারী

জন্মমুক্ত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর প্রাধান্যই সেখানে স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমানে রাসাদি-লীলার কীর্ত্তনকারীদের মধ্যে শ্রীশুকদেবের ন্যায় কয়জন বা মুক্তপুরুষ আছেন? শ্রোতার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম।" আবার কেহ কেহ বলেন,—রাসাদি-লীলার আচরণ না করিয়া তাহা কেহ কেবলমাত্র আলোচনা করিলে তাহাতে দোষের কি চিহ্ন থাকিতে পারে?" তাহার উত্তর এই যে,—"শিশু-শ্রেণীতে পাঠরত কোন ছাত্রের শিশু-শ্রেণীরই পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান হয় নাই, সে যদি High School ও College-এর পাঠ্যবিষয়গুলি অজ্ঞাত থাকা অবস্থাতেই Universityর পাঠ্যবিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহা তাহার পক্ষে ধৃষ্টতা হইবে না কি? আবার University-র কোন অধ্যাপক শিশুশ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রের Universityর পাঠ্য বিষয় বলিয়া নিজেকে হাস্যস্পদ করিয়া তোলেন না। অধ্যাপক জানেন, শিশুশ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রকে University-র পাঠ্যবিষয় বলিলে সে কিছুই বুঝিবে না, বরং ছাত্রটি শিশুশ্রেণী pass করিবার পরে ক্রমান্বয়ে High School ও College-এর পাঠ সমাপ্ত করিলে University-তে প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়া তথাকার পাঠ্যবিষয়গুলি আলোচনা করিবে। অনর্থগ্রস্ত সাধক-জীবকে রাসলীলার কথা কখনও বলা উচিত নহে। যখন অনর্থগ্রস্ত সাধক জীব 'আদৌ শ্রদ্ধা' শ্লোকে বর্ণিত ভজনের ক্রমপন্থাসমূহ সাধুসঙ্গে অনুসরণ করিয়া জাত-রুচি-পর্য্যায়ে উপনীত হয়, তখনই তাহার রাসলীলা শ্রবণের অধিকার লাভ হয়। সাধক জীব অনর্থযুক্ত অবস্থায় রাসলীলার কথার আলোচনা করিলে 'ইচড়ে পাকা' হইয়া বিস্বাদযুক্ত হইয়া যায়।" সুতরাং আমাদের সকলকেই মহাজন-বাণী,—"বিধিমার্গ রত জনে, স্বাধীনতা রত্নদানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ" সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

যে লীলারস কীর্ত্তন-সময়ে বহিরঙ্গলোক উপস্থিত থাকিলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে প্রেম হইত না, সেই লীলারস আজ পথে-ঘাটে সর্ব্বসাধারণের কীর্ত্তনীয় হইয়াছে, ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। অনধিকারীর নিকট কৃষ্ণের রাসলীলার গীত গান করা ভয়ানক অপরাধ। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥

বৈষ্ণবতত্ত্বে নিশান্তলীলা সর্ব্বপ্রথমে হওয়া উচিত। অসাধুগণ নিশান্তলীলা অবশেষে গায়। ইহা বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। আর একটী কথা ইহার মধ্যে ভয়ানক আছে। **শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গারলীলা গীত ও শ্রবণ উভয়ই**

প্রধান উপাসনা ও নিত্যভজন। এই ভজনলীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। আপন ভজন-কথা না কহিবে যথা তথা। * * * * * জগতে অধিকাংশ মানুষই বিকৃত, তাহারা রং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত এই কুপন্থা স্থগিদ্ না হইবে, সে-পর্য্যন্ত শৃঙ্গার-রসের গাম্ভীর্য্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রসগান শ্রবণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-সভা ত' দূরে যাউক, বৈষ্ণবদিগের আখড়ায় এ পদ্ধতি যাহাতে না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যে-স্থানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্য-রসের গান হওয়া উচিত ; যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণবমাত্র উপস্থিত, যেখানে রসগান শ্রবণ করুন এবং রসগান শ্রবণ-সময়ে নিজ-সিদ্ধ-স্বরূপোচিত ভজনভাব অনুভব করুন। ইহাতে গান পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে।"

কেহ কাহারও রসশিক্ষক হইতে পারেন না

কেহ কাহাকেও রসশিক্ষা দেওয়ার অধিকারী হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (২য় ৭।১) বলিয়াছেন,—"রস সাধনাঙ্গ নয়, অতএব যদি কেহ বলেন,—আইস, তোমাকে রসসাধন শিক্ষা দিই, সে কেবল তাহার ধূর্ত্ততা বা মূর্খতা মাত্র।" এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়,—"শ্রীহরিনাম করিতে করিতে যে-সকল বিষয় ব্যক্তিবিশেষ জানিতে পারেন; স্বরূপের উদ্বোধনে নিত্যপ্রতীতি আপনাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা কেহ কাহাকেও কপটতা করিয়া শিক্ষা দেয় না বা নির্ণয় করিয়া দেয় না। * * * *। যিনি স্বরূপসিদ্ধি লাভ করেন, তিনি ঐ সকল পরিচয়ে স্বতঃসিদ্ধ পরিচিত হন এবং শ্রীগুরুদেব সেইসকল বিষয়ে ভজনোন্নতির সাহায্য করিয়া থাকেন মাত্র।"

অধিকারীর তারতম্যানুসারে সকলপ্রকার শাস্ত্র-গ্রন্থাদি রচিত

মহাজনগণ অধিকার-ভেদকেই লক্ষ্য করিয়া সকলপ্রকার শাস্ত্র-গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। সকলের সকলপ্রকার শাস্ত্র-গ্রন্থাদি পাঠ করিবার অধিকার নাই। অনর্থযুক্ত সাধক উত্তম-অধিকারীর জন্য লিখিত 'উজ্জ্বলনীলমণি, 'রাধারস-সুধানিধি' 'জৈবধর্ম্ম ৩য় খণ্ড', 'গোবিন্দলীলামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ অনুশীলন হইতে বিরত থাকিয়া শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের কৃষ্ণের বাল্যলীলা, শ্রীভক্তিবিনোদ-ঠাকুরকৃত জৈবধর্ম্মের ১মও ২য় খণ্ড, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি,

শ্রীভজন-রহস্য, গৌরপার্ষদ জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত এবং আরও শুদ্ধভক্তিমূলক গ্রন্থ-সমূহ অধ্যয়ন করিলে ক্রমে ক্রমে অনর্থযুক্ত হইয়া জাতরতি-দশা প্রাপ্ত হন। জাত-রতি অবস্থায় উন্নীত হইবার পরেই জীব কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম লীলাদি-বর্ণিত গ্রন্থাদি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবার অধিকার লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী জৈবধর্ম্মের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারা অনুসারে, ভজনে কিঞ্চিৎ উন্নত অধিকার লাভ না করা পর্য্যন্ত 'রসবিচারে' কাহারও প্রবেশ করা উচিত নহে। শ্রীল প্রভুপাদ 'ভাই সহজিয়া', 'প্রাকৃতরস-শতদূষণী' ও অন্যান্য বহু প্রবন্ধাদির মধ্যে ইহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অথচ এতদিন যাবৎ অনধিকারী ব্যক্তির নিকটেও রসবিচার-সম্বলিত এই 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থখানি সমর্পণ করা হইয়াছে। ইহা শ্রীল প্রভুপাদের বিচারধারার অনুকূল নহে। * * * রসবিচারমূলক তৃতীয় খণ্ড আমরা অনধিকারী সাধারণের নিকট সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি না।"

মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী জৈবধর্ম্মের ৩য় খণ্ডের প্রথম সংস্করণের 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন,—"শ্রীল গুরুপাদপদ্ম অনধিকারী ব্যক্তির হস্তে রসবিচার-সম্বলিত জৈবধর্ম্মের তৃতীয় বা অন্ত্যখণ্ড দিতে অনিচ্ছা-অনীহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি উহাদিগকে 'ইঁচড়ে পাকা প্রাকৃত-সহজিয়া' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাদের নিশ্চয়ই উন্নতোজ্জ্বল মাধুর্য্যরসের ভজনে অধিকার নাই। তাহার রূপানুগ ভজন বা বিচারধারা হইতে ভ্রষ্ট ও অধঃপতিত। তাহাদের রসতত্ত্বানভিজ্ঞতা—উচ্ছৃঙ্খলতারই পরিচায়ক। তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-প্রচারই শ্রীহরি-কীর্ত্তন, ইহা অনুধাবন করিতে পারে না।

"সাধন-ভজনে যেরূপ অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, ভক্তিশাস্ত্রাদি আলোচনায়ও তদ্রূপ অধিকারী-অনধিকারী বিচার নির্দ্দিষ্ট আছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে বর্ণিত রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রারম্ভে ও পরিশেষে উহার আলোচনায় অধিকার-অনধিকার বিচার প্রদত্ত হইয়াছে। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" শ্লোকাদিতে অধিকারী নির্ণীত হইয়াছে এবং "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু" শ্লোকাদিতে অনধিকারীত্ব নির্ণীত হইয়াছে। অনধিকারীর জন্য নিষেধনামা জারি থাকিলেও শাস্ত্রে প্রকৃত অনধিকারী ব্যক্তির অধিকার, ক্ষমতা, সামর্থ্য সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীল গুরুপাদপদ্মও সেইরূপ অধিকারী ব্যক্তির অধিকার নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ করেন নাই। যাঁহারা সাধন-ভজনে উন্নতাধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাকৃত বিধি-নিষেধ অতিক্রমপূর্ব্বক অপ্রাকৃত রাগমার্গে প্রবেশ করেন এবং প্রেমভক্তিলাভে

ধন্যাতিধন্য হন। সুতরাং যাঁহারা নিজেদের অধিকারী বিবেচনা করেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররস-বিচারমূলক অংশ আলোচনাদ্বারা প্রীতিলাভ করুন, ইহাই গুরুপাদপদ্মের ব্যতিরেক বা নিষেধাত্মক উক্তির তাৎপর্য্য বলিয়া মানিতে হইবে।" অতএব সকলপ্রকার শাস্ত্রাদি ও মহাজন-বাণীসমূহ আলোচনা করিয়া ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সাধন-ভজনে উন্নতাধিকারী ব্যক্তিই কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম রাসাদি-লীলার শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণ করিবার অধিকারী এবং অনধিকারী ব্যক্তির জন্য ইহা সম্পূর্ণরূপেই নিষিদ্ধ।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব

শ্রীজগন্নাথদেবই শ্রীপুরুষোত্তম। শ্রীভগবান্ দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া বিশ্ববাসীকে কৃপা করিতেছেন। পূর্ণতম ভগবান্ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ৬৪টী গুণ, পূর্ণতর ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশের ৬২টী গুণ এবং পূর্ণতত্ত্ব মহাবিষ্ণু বা নারায়ণের ৬০টী গুণ। বৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রত্যেকের দুই মূর্ত্তি করিয়া যে ৮টী বিলাসবিগ্রহ আছে, সেই অষ্ট বৈভববিলাসবিগ্রহের মধ্যে শ্রীবাসুদেবের বিলাসের নাম—অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম। নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথ অর্চ্চামূর্ত্তিতে নিজধামসহ অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীজগন্নাথ চতুর্ব্যূহান্তর্গত বাসুদেবতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই।

মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম লীলা-পুরুষোত্তম। তাঁহাকে শাস্ত্র স্বয়ং ভগবান্ ও স্বয়ংরূপ বলিয়া থাকেন। গোলোক-বৃন্দাবনই তাঁহার নিত্যলীলাস্থলী। তিনি ব্রজবাসিগণের জীবনধন ও প্রেমবাধ্য দ্বারকা-মথুরাপুরে আদি চতুর্ব্যূহাবরণ সহ শ্রীদেবকীনন্দন ও গোকুলে শ্রীযশোদানন্দন অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণই ইচ্ছা বা আনন্দশক্তির, শ্রীবাসুদেব সন্বিচ্ছক্তির এবং শ্রীবলদেব সন্ধিনীশক্তির প্রভু।

ইচ্ছাশক্তি-প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥
ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥

স্বয়ং ভগবান্ আর লীলাপুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

শ্রীজগন্নাথদেব—পুরুষোত্তম-বস্তু। স্বয়ংরূপ সম্বন্ধজ্ঞানতত্ত্ব মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষে তাঁহার এই স্বরূপ প্রকাশিত হন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু আশ্রয়শিরোমণির ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীজগন্নাথকে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শনের আদর্শ প্রকট করিয়াই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রধাবিত হইয়াছিলেন। প্রাকৃত দর্শন ও অপ্রাকৃত দর্শনে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। প্রাকৃত দর্শনে শ্রীজগন্নাথকে হস্তপদহীন কল্পনা করিয়া আধ্যক্ষিকগণ অপরাধের আবাহন করিয়া থাকেন। বিষ্ণুকলেবরকে প্রাকৃত মনে করার ন্যায় বিষ্ণুনিন্দা আর নাই। ভক্তের নিকট শ্রীজগন্নাথদেব হস্তপদবিহীন নহেন; তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং শ্রীবলরাম—স্বয়ংরূপের স্বয়ংপ্রকাশ। শ্রীজগন্নাথ—দ্রষ্টা ও আমরা—দৃশ্য। আমরা তাঁহার দ্রষ্টা নহি। শ্রীজগন্নাথ কাহারও দৃশ্য নহেন। তিনি সকলেরই দ্রষ্টা। শ্রীজগন্নাথ স্বয়ম্ভু। তিনি পূর্ণচেতন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্যামসুন্দর বংশীবদন দর্শন করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আহ্বান করিতেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। তিনি আকর্ষণ করিতেছেন, ইনি আকৃষ্ট হইতেছেন। কিন্তু মাদৃশ হতভাগ্য ব্যক্তি দেখিতেছে—দারুমূর্ত্তি। তাঁহার বিভুত্ব ব ব্যাপকত্ব বদ্ধজীব উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। আমাদের ভোগ্যদর্শনই তাঁহার পূর্ণদর্শনে বাধা দিতেছে। আমাদের অবস্থা উন্নত হইলে আর তাঁহাতে কাষ্ঠদর্শন হইবে না। তখন আমরাও মহাপ্রভু যেমন শ্যামসুন্দর মুরলীবদন দর্শন করিয়াছেন, সেইরূপ দর্শন করিতে পারিব। যিনি যে-প্রকার দেখিতে চান, শ্রীজগন্নাথ তাঁহাকে সেই প্রকারেই দেখা দেন। অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত বস্তু দর্শন হয়। প্রাকৃত দর্শন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে দিব্যজ্ঞান লাভ করা দরকার। দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে হইলে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। দিব্যজ্ঞানের উদয় না হইলে আমাদের যেরূপ প্রাকৃত চক্ষু, সেইরূপ প্রাকৃত দর্শনই হইবে। দ্রষ্টৃ-অভিমানে শ্রীজগন্নাথদর্শন হয় না। ভোক্তৃ-অভিমানে সকলের একমাত্র ভোক্তা শ্রীজগন্নাথদেবকেও ভোগ্যরূপে দর্শন হয়। ভোগোন্মুখ হইয়া বা ভোগচক্ষু লইয়া ভগবদ্দর্শন হয় না। সেবোন্মুখ দর্শনেই প্রকৃত দর্শন হয়। তিনি প্রভু—ভোক্তা, আমি দাস ও তাঁহার ভোগ্য—ইহাই ভক্ত-দর্শনের বিচার। আমি নিজের চেষ্টায় গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে জানিয়া লইব, দেখিয়া লইব—এই দুর্ব্বুদ্ধি দিব্যজ্ঞানের উদয়ে অপসারিত হয়।

ভগবানের যখন বৈভবাবতার হইয়াছিল, তখন দুর্ভাগা আমি জন্মগ্রহণ করিতে

পারি নাই, তাঁহাদের সঙ্গ এবং সেবাও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই; তজ্জন্য কৃপাময় ভগবান্ আমাকে কৃপা করিবার জন্য অন্তর্য্যামিসূত্রে অর্চ্চাবতাররূপে আমার নিকট আসিয়াছেন, যাহাতে আমি সর্ব্বক্ষণই ভগবানের সেবা করিতে পারি। অর্চ্চা সাক্ষাৎ ভগবান্। কায়-মনো-বাক্যে তাঁহার সেবা করা দরকার। ভক্ত নিরন্তর ভগবৎসেবাপর। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাঁহার সকল কার্য্যের ফলটা ভগবান্ পান। ভগবান্ প্রাকৃত দর্শনের অতীত কিন্তু চিদিন্দ্রিয়বিশিষ্ট। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে ভোগ করিবার বিচারের পরিবর্ত্তে তাঁহার (ভক্তের) সেবাময় নিত্যস্বরূপটী ভগবানের দৃশ্যপদার্থ হউক, ভগবানকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবার বিচারের পরিবর্ত্তে ভগবান্ তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হউন, আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহার প্রীতিবিধানে নিযুক্ত হউক, ইহাই ভক্তের বিচার। 'আমি সর্ব্বদাই ভগবদ্ভোগ্য'—এই বিচার বিস্মৃত হইয়া ভোক্তা বা দ্রষ্টার আসন গ্রহণ করিতে গেলেই জীবের সর্ব্বনাশ।

ভক্তের ভগবদ্দর্শন ও অভক্তের ভগবদ্দর্শন এক নহে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জগন্নাথের প্রথম দর্শন, দ্বিতীয় দর্শন ও তৃতীয় দর্শনের কথা এইরূপভাবে বলিয়াছেন,—

শ্রীজগন্নাথের প্রথম দর্শন

"নিরাকারবাদী দেখেন—শ্রীজগন্নাথদেব কাষ্ঠমাত্র। তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া ছেলেভুলানভাবে বিশ্বাস করি। প্রকৃত কথা তাহা নহে। কেননা, তবে জগন্নাথদেবের পাদপদ্ম হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত দর্শন হইত।

লৌকিক দৃষ্টিতে প্রথমে পাদপদ্ম-দর্শন হয়। নিম্বকাষ্ঠের পদ-দর্শন হইলে পৌত্তলিকতা হইত। জগন্নাথের দর্শন পৌত্তলিকতা নহে। আকার দর্শনের প্রথমে পাদপদ্ম দর্শন করিতে গিয়া কোথায় তাঁহার পাদপদ্ম অবস্থিত, তাহা দেখিতে পাই না। আমাদিগকে এই অসুবিধার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি পদদ্বয়ের দর্শন দিতেছেন না। তাঁহার পাদপদ্ম-শোভার দর্শন হইলে অন্যবস্তুদর্শনে বিরক্তি আসিবে; এইজন্যই তিনি পদদ্বয় দেখাইতেছেন না। বৈষ্ণবেরা কিন্তু তাঁহাকে মুরলীবদন ও তাঁহার পদনখশোভা দর্শন করেন। আমার ন্যায় ব্যক্তি দূরবর্ত্তী মণিকোঠার ভিতরে অবস্থিত শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখিতে গিয়া বৃদ্ধার পুঁইমাচার দর্শনের ন্যায় দেখে। শ্রীগৌরসুন্দর কিন্তু সাক্ষাৎ মুরলীবদন দেখিলেন—প্রণবপুটিত মূর্ত্তি দেখিলেন না। জগতের ব্যাপারের অন্যতমরূপে শ্রীজগন্নাথকে দেখিতে গেলে খণ্ডিত দর্শন হইবে—অন্য কিছু দেখিবে।

শ্রীজগন্নাথদেব মানবের মঙ্গলের জন্য মূর্ত্তবিগ্রহে—অর্চ্চাবিগ্রহে আসিয়াছেন। তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন—কাষ্ঠময় নহেন। যাহারা তাঁহাকে কাঠ দেখিবে, তাহারা সংসাররূপে জলহীন মীনের ন্যায় থাকিবে। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত শ্রীজগন্নাথকে দেখা উচিত। বিশিষ্টজ্ঞানময়-বিজ্ঞানময় চক্ষুর দ্বারা সেবা-বুদ্ধিতে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন করা উচিত।

শ্রীজগন্নাথের দ্বিতীয় দর্শন

দর্শনজন্য সেবায় অধিকার। অভিধেয়ের বা দ্বিতীয় দর্শন বিচারে পূর্ব্বাচার্য্যগণ চৈতন্যবৃত্তিতে সেব্যবস্তুর সেবা করেন। এই দর্শন শিখাইবার জন্য অভিধেয় ভক্তিতে অর্চ্চন বা উপাস্য-বস্তুর সেবা। জীব শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভজন করিবেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভজনের নামে অনুকরণ করে—মহাজনের অনুসরণ করিতে পারে না, কেন না, মূলে তাহাদের গুর্ব্বানুগত্যে সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব।

শ্রীজগন্নাথের তৃতীয় দর্শন

প্রয়োজন তৃতীয় দর্শন। লোকের ভিড় ঠেলিয়া জগন্নাথ দর্শন করা অপেক্ষা চক্রদর্শনে ভগবদ্দর্শন করা ভাল। তাহাতে সার্ব্বকালীন সেবা করিবার সুযোগ। নিকটে যাইয়া সেব্যের অর্চ্চনে কনিষ্ঠাধিকার। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজনে—মধ্যমাধিকার, আর সেবোন্মুখী হইয়া সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন করিয়া ভজনে—উত্তমাধিকার বা মহাভাগবতাধিকার।"

শ্রীজগন্নাথ—প্রাভব-তত্ত্ব এবং শ্রীবলরাম—বৈভব-তত্ত্ব। প্রাভব ও বৈভব-তত্ত্বের মধ্যে সুমঙ্গলময়ী স্বরূপশক্তির সন্ধিনী সুভদ্রা। সুভদ্রা চিচ্ছক্তিরূপে প্রাভব ও বৈভব তত্ত্বের সন্ধান প্রদান করিয়া ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল বিধান করিতেছেন। যাঁহারা শ্রীজগন্নাথ-বিষ্ণু এবং শ্রীবলদেব-বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বজগৎ-প্রভু ও সর্ব্বজগৎ বিভু-তত্ত্বের অসম্প্রসারিত হস্ত-পদ লক্ষ্য করিয়া কেবল "অপাণিপাদঃ" নিরাকার নির্ব্বিশেষ কল্পনাপূর্ব্বক নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ অভদ্রের সন্ধানে ধাবিত হয়, সুমঙ্গলময়ী চিচ্ছক্তি-স্বরূপা সুভদ্রা প্রভু ও বিভু-তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া তাঁহাদিগকে "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে। ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে, পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।" শ্রুতির তাৎপর্য্য অর্থাৎ শক্তিমান্ সবিশেষ পুরুষোত্তমের সন্ধান দিতেছেন। এখানে 'ভগ্নী' বিচার বা অন্য কোনও প্রাকৃত-জন-সুলভ বিচারে সুভদ্রার অধিষ্ঠান কল্পিত হয় নাই। যাঁহারা 'একলবাসুদেবে'র বিচার করেন, তাঁহাদের অপারপক্ব বিচারও নিরাস করিয়া চিচ্ছক্তিরূপিণী সুভদ্রা শক্তি-সমন্বিত ভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানের সন্ধান প্রদান করিতেছেন। চতুর্ব্বিধ নাস্তিকতার সীমারূপ নির্ব্বিশেষ বিচার এবং চতুর্ব্বিধ নাস্তিকতার প্রথম ক্রমরূপ একলবাসুদেবের বিচার যেখানে মিলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেখানে চিচ্ছক্তি সুমঙ্গলময়ী সুভদ্রা উভয় বিচারকে পৃথক্ করিয়া শক্তি-সমন্বিত শ্রীপুরুষোত্তম-তত্ত্বের সন্ধান দিতেছেন। বস্তুতঃ শক্তিমান্

পুরুষোত্তমের নিত্য অধিষ্ঠান স্বীকার ব্যতীত কোনও কল্পনাই প্রকৃত আস্তিকতা বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে না। ইহা জানাইবার জন্য সুভদ্রা প্রভু ও বিভু-তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তিস্থলে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। বাহ্যদর্শনে শ্রীজগন্নাথ বা শ্রীবলদেব-তত্ত্বের সহিত শ্রীলক্ষ্মীকে অধিষ্ঠিত না দেখিয়া এবং শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেবের অসম্প্রসারিত হস্ত-পদ দেখিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-তত্ত্বকে কেহ একলবিচারে বা নির্ব্বিশেষ মতবাদের কবলে কবলিত না করেন। এইজন্য সুভদ্রা মঙ্গলময় চিচ্ছক্তির বিচার প্রকটিত করিয়া উভয় তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ কখনই নিঃশক্তিক বা লক্ষ্মীহীন একল নহেন। তিনি শক্তিমান্—শক্তির প্রভুতত্ত্ব শ্রীবাসুদেব আর শ্রীবলদেব-সঙ্কর্ষণ—শক্তির বিভুতার পরমেশ্বর—বিস্তারিণী শক্তির ঈশ্বর তিনি।

এই শ্রীপুরুষোত্তমধাম মদীয় আরাধ্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবভূমি। স্বয়ং ভগবান্ সচল-জগন্নাথ শ্রীমন্মহাপ্রভু এইস্থানে বহু বৎসর যাবৎ ভক্তগণসঙ্গে লীলাবিলাস করিয়াছেন। বিষয়বিগ্রহ কমলনয়ন ও আশ্রয়বিগ্রহ কমলনয়নের লীলাবিলাসস্থলী এই শ্রীপুরুষোত্তমধাম। গৌরভক্তগণ গৌরস্মৃতিতে উদ্দীপিত হইয়া বিরহব্যথিতচিত্তে এখানে ভ্রমণ করেন। শ্রীপুরুষোত্তম-দর্শনে ও শ্রীপুরুষোত্তমধাম-বাসে জীব শ্রীপুরুষোত্তমের সেবা লাভ করিয়া ধন্য হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেব নিত্যকাল বাস করিতেছেন। এই শ্রীপুরুষোত্তমধাম সৃষ্টি বা প্রলয়ে আক্রান্ত হন না। এই পুরীধামের কথা শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন,—

সিন্ধু-তীরে বট-মূলে 'নীলাচল'-নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্য স্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
'ভুবনমঙ্গল' করি' কহিয়ে যে স্থানে॥
নিদ্রাতেও যে-স্থানে সমাধি-ফল হয়।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয়॥

প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথামাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজনামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে, সে আমার সম॥
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভালমন্দ বিচার সবার॥ (চৈঃ ভাঃ)

পদ্মপুরাণেও শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখা আছে,—

লবণাম্ভোনিধেস্তীরে পুরুষোত্তম-সংজ্ঞকম্।
পুরং তদ্‌ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ স্বর্গাদপি সুদুর্ল্লভম্॥
স্বয়মস্তি পুরে তস্মিন্ যতঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
পুরুষোত্তমমিত্যুক্তং তস্মাত্তন্নামকোবিদৈঃ॥
ক্ষেত্রং তদ্দুর্ল্লভং বিপ্র সমন্তাদ্দশযোজনম্।
তত্রস্থা দেহিনো দেবৈদৃশ্যন্তে চ চতুর্ভুজাঃ॥
প্রবিশন্তস্তু তৎক্ষেত্রং সর্ব্বেষ্যবিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ।
তস্মাদ্বিচারণা তত্র ন কর্ত্তব্যা বিচক্ষণৈঃ॥
চণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রান্নমগ্রজৈঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণুযতস্তত্র চণ্ডালোপি দ্বিজোত্তমঃ॥
তত্রান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দ্দনঃ।
তস্মাত্তদন্নং বিপ্রর্ষেদৈবতৈরপি দুর্ল্লভম্॥
হরিভুক্তাবশিষ্টং তৎ পবিত্রং ভুবিদুর্ল্লভম্।
অন্নং যে ভুঞ্জতে মর্ত্ত্যস্তেষাং মুক্তির্নদুর্ল্লভা॥
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে তদন্নমতিদুর্ল্লভম্।
ভুঞ্জতে নিত্যমাদত্য মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা॥
ন যস্য রমতে চিত্তং তস্মিন্নন্নে সুদুর্ল্লভে।
তমেব বিষ্ণুদ্বেষ্টারং প্রাহু সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ॥
পবিত্রং ভুবি সর্ব্বত্র যথা গঙ্গাজলং দ্বিজ।
তথা পবিত্রং সর্ব্বত্র তদন্নং পাপনাশনম্॥
তদন্নং কোমলং দিব্যং যদ্যপি দ্বিজসত্তম।
তথাপি বজ্রতুল্যং স্যাৎ পাপপর্ব্বতদারণে॥
পূর্ব্বার্জিতানি পাপানি ক্ষয়ং যাস্যন্তি যস্য বৈ।
ভক্তি প্রবর্ত্ততে তস্মিন্নন্নে তস্য সুদুর্ল্লভে॥
বহু জন্মার্জ্জিতং পুনঃ যস্য যাস্যতি সংক্ষয়ম্।
তস্মিন্নন্নে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্য ভক্তি প্রবর্ত্ততে॥

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

শ্রদ্ধা করি চাতুর্ম্মাস্য পালে যেই জন।
হরিভক্তি বৃদ্ধি হয়,—শাস্ত্রের বচন॥
আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা শয়ন-একাদশী।
কিম্বা কর্কট সংক্রান্তি হৈতে চাতুর্ম্মাসী॥
মনুষ্য মাত্রেই ব্রত করিবে ধারণ।
সনৎকুমার বলে এ নিয়ম পালন॥
জপ-নিয়ম-বিহীন যে ব্রত করয়।
জীবন-সত্ত্বে মৃত সে জানিবে নিশ্চয়॥
শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্রে দধি ভক্ষণ।
আশ্বিনে দুগ্ধ, কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন॥
স্কন্দপুরাণ-শাস্ত্রে করিয়াছে বর্ণন।
তা'ছাড়াও আছে চারি মাসেতে ত্যাজন॥
লাউ, শিম, বরবটী, পটল, বেগুন।
মাসকলাই, পুঁই, ক্ষৌরকর্ম্ম বর্জ্জন॥
কলম্বী শাক ব্রতে না করিবে ভোজন।
কার্ত্তিক মাসেতে তৈল না কর গ্রহণ॥
মধু, কাংস্যপাত্র আদি করিবে বর্জ্জন।
মৎস্য, মাংস, আসবাদি না কর ভোজন॥
ব্রতকালে এই সব যে করে ভোজন।
চণ্ডাল-কুলেতে সেই লভয়ে জনম॥
সপ্তজন্মের পুণ্য তাহার হয় ক্ষয়।
অশেষ দুর্গতি তার সংসারেতে হয়॥
ভক্তিপূর্ব্বক কেহ যদি এই ব্রত করে।
পরম গতি লাভ হয় শাস্ত্রানুসারে॥

মনে ব্রত পালনের ইচ্ছা যদি হয়।
শত জন্মের পাপ তাহার হয় ক্ষয়॥
দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিক উত্তম।
বিষ্ণুর অর্চ্চনে জীব পায় শ্রেষ্ঠ ধাম॥
দামোদর প্রভু সেই, সেই রাধারমণ।
তৎপ্রভাবে কার্ত্তিক মাস অতিপ্রিয় হন॥
কার্ত্তিকে প্রাতঃস্নান, শ্রীতুলসী-সেবন।
দীপদান, ভাগবত পাঠ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
দামোদরাষ্টক নিত্য যে করে কীর্ত্তন।
দামোদর তাঁর প্রতি পরিতুষ্ট হন॥
যেই কার্ত্তিক ব্রত—সেই উর্জ্জা-ব্রত মানি।
ইহার অধিশ্বরী হন—রাধা-ঠাকুরাণী॥
উর্জ্জেশ্বরী রাধারাণীর যে করে সেবন।
তাঁর সেবায় দামোদর বশীভূত হন॥
ধামেতে কার্ত্তিক-ব্রত করিবে পালন।
হরিভক্তি লাভ হয়,—শাস্ত্রের বচন॥
যত্নে ত্যজিবে দশবিধ ধামাপরাধ।
বৈষ্ণবাদি-অপরাধে ফল হয় বাদ॥
শ্রীধাম-প্রদর্শক যে সাধু-গুরুজন।
তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা না কর কখন॥
ধামকে অনিত্য বোধ কভু না করিবে।
শ্রীধামবাসীর প্রতি হিংসা ত্যজিবে॥
ধাম-ভ্রমণকারীর জাতি-বুদ্ধি ত্যজি।
শ্রীধামে বসি' বিষয়কার্য্য নাহি অর্জ্জি॥
ধাম-সেবাচ্ছলে না করি অর্থোপার্জ্জন।
ধামকে তীর্থের সঙ্গে না কর গণন॥
জড়বুদ্ধিতে জড়দেশের সম জ্ঞান।
শ্রীধামে বসি' করিও না পাপাচরণ॥

শ্রীনবদ্বীপ, বৃন্দাবন—ভেদ ভেব না।
ধাম-মাহাত্ম্য-শাস্ত্রাদির নিন্দা কর না॥
ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস না কর কখন।
কল্পনা বুদ্ধি না করিও শাস্ত্রাদিগণ॥
বৈষ্ণবের সঙ্গে করিবে ধাম দর্শন।
অপরাধ ছাড়ি' কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
কৃষ্ণ যে-সব স্থানে করিল লীলারঙ্গে।
সে-স্থান হেরিব প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে শ্রীহরি যোগনিদ্রায়।
শুয়ে থাকে ক্ষীরসাগরে শেষ-শয্যায়॥
জল-তরঙ্গে প্রক্ষালয় চরণদ্বয়।
লক্ষ্মীর মৃদু করদ্বারা মার্জ্জিত হয়॥
ঐকালে ভক্ত করে বহুব্রত-নিয়ম।
এইরূপে করেন চারিমাস সেবন॥
হরিভক্তিবিলাসে চাতুর্ম্মাস্য কথন।
শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর লিখন॥
ছন্দ করে লিখি প্রভু কৃপা কর দান।
সিদ্ধান্তেতে প্রবেশিয়ে, ঘুচাও অজ্ঞান॥
মায়ায় মোহিত আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল।
পাদপদ্ম-ধূলি দিয়া করহ সবল॥
(তব) কৃপা বিনা নিতাই-গৌরের কৃপা নাই।
নিতাই-গৌর-কৃপাতে রাধা-কৃষ্ণ পাই॥
সম্বন্ধদাতা শ্রীল সনাতন গোস্বামি!
কৃপা কর এ দাসে, শ্রীচরণে প্রণমি॥

—শ্রীনিত্যপদ দাস ব্রহ্মচারী

সেবা

বর্ত্তমানে 'সেবা'-শব্দটি অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় এবং সাহিত্যেও সেবা-শব্দের যথেষ্ট প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সেবা-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তদ্‌বিষয়ে আমাদের অনেকেরই অনুসন্ধান না থাকিলেও আমরা প্রচলিত ধারণানুসারে 'সেবা'-শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগ করিয়া থাকি। এইরূপ সাধারণ তাৎপর্য্যের বাহনরূপেই মাতা-পিতা-সেবা, দেশ-সেবা, জন-সেবা, জীব-সেবা প্রভৃতি বাক্য সাহিত্যে দৃষ্ট হয়।

কেহ কেহ মনে করেন, 'দয়া'-শব্দটি দাম্ভিকতা-ব্যঞ্জক। বর্ত্তমানে এইরূপ একটী উপদেশ প্রচারিত হইতেছে—"জীবে দয়া?—থুথু। জীবে দয়া নয়—সেবা। জীব—শিব। শিবজ্ঞানে জীব-সেবা।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি বলিয়া প্রচারিত একটী পদে শুনিতে পাওয়া যায়,—

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন।
ইহা বই ধর্ম্ম নাহি, শুন সনাতন॥

পূর্ব্বোক্ত বাক্যটি বোধ হয় এই শেষোক্ত মহাপ্রভুর বাক্যের ঘৃণাব্যঞ্জক প্রতিবাদ! প্রতিবাদের যুক্তি এই, জীব যখন 'শিব'? বা 'ব্রহ্ম' (?), তখন তাঁহার প্রতি "দয়া" শব্দ প্রয়োগ অত্যন্ত অন্যায়। যাঁহারা এইরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহাদের মুখে আরও একটা উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়,—"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্ত সদাশিবঃ।" অর্থাৎ পাশবদ্ধ ব্যক্তি—জীব এবং পাশমুক্ত হইলেই সদাশিব।

এখানে প্রশ্ন হয়, পৃথিবীর প্রত্যেক জীবকে পাশমুক্ত বলিয়া কল্পনা করিয়া লওয়াই কি তৎসম্বন্ধে শিবজ্ঞান? কল্পনাই কি বাস্তবতা? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন,—জীবত্ব—মিথ্যা, শিবত্বই—সত্য। তখন প্রশ্ন হয়,—সেবা কাহার? জীবত্বের,—না শিবত্বের? মিথ্যার,—না সত্যের? যদি শিবত্বের বা সত্যের সেবা হয়, তাহা হইলে সে সেবা নিত্য, সে সেবা কোনদিন থামিবে না, আর তাহাতে কোন প্রকার অভাব বা হেয়তাও থাকিবে না। কিন্তু অভাবগ্রস্ত বা অনর্থগ্রস্ত বদ্ধজীবকে লক্ষ্য করিয়া আজকাল 'দরিদ্র-নারায়ণ', 'রোগীনারায়ণ', 'মেথরনারায়ণ', মুচিনারায়ণ' প্রভৃতি বলা হয়।

জীব ও শিব, দরিদ্র ও নারায়ণ-শব্দ পরস্পরবিরুদ্ধ শব্দ। পাশবদ্ধ জীবকে শিব, জাগতিক অভাবগ্রস্তকে অপার্থিব ঐশ্বর্য্যের মূল অধিপতি বলিয়া কল্পনা এবং সেই কল্পিত বা আরোপিত বস্তুতে 'সেবা'-শব্দের প্রয়োগ কিরূপ ?

মঙ্গলময় শিব বা অপ্রাকৃত অনন্ত কল্যাণগুণবারিধি পরমেশ্বর নারায়ণে কোন হেয়তা নাই, কিন্তু যে কল্পিত শিব (?) ও যে কল্পিত নারায়ণের (?) পূজা বা সেবা (?) করা হয়, তাহারা কেহ কলেরা রোগী—অনবরত পূরীষ উৎসর্গ করিতেছে, বমন করিতেছে, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, কেহ বা প্রলাপ বকিতেছে, আবার কেহ বা ফিরিঙ্গি রোগে (সিফিলিস্) আক্রান্ত, কেহ বা নারী ধর্ষণকারী (যে নারীকে উক্ত মতাবলম্বী আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া থাকেন), কেহ বা স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কিংবা বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে মুক্ত হইয়া নানাপ্রকার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ও হিংসা-দ্বেষের কার্য্যে রত হইতেছেন ! শতকরা প্রায় ৯৯টী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে পাওয়া গিয়াছে, ঐ সকল শিব (?) বা আনন্দময়ীর গণ তাহাদের সেবক-সম্প্রদায়ের দ্বারা অর্থ ও বস্ত্রাদিদ্বারা সেবিত হইয়া তাহাদের সেই দু'চার পয়সার তহবিল ও বস্ত্র লইয়া পরস্পরের সহিত বাদ-বিসম্বাদ—এমন কি, লাঠালাঠি পর্য্যন্ত করিয়া থাকে এবং এইভাবে সারাজীবন সেবিত হইতে থাকিলেও 'শিব' ও আনন্দময়ীগণের 'চাই চাই' রব বা কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপুর অত্যাচার বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় না, বরং বাড়িয়া যাইতেই থাকে। এই সকল তথাকথিত শিবের ও আনন্দময়ীর (?) দলের জন্য কোথায় কোথায়ও Vagrancy Act পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে ! আবার এই জাতীয় শিবের (?) দল সৃষ্টি করিয়া তদন্তরালে কেহ কেহ অনেক কনক-কামিনীও সংগ্রহ করিয়া ফেলিতেছে ! শ্রীচৈতন্যদেব লোকশিক্ষার্থ বলিয়াছিলেন যে,—তিনি ধন, জন, কবিতা কিছুই চাহেন না, কেবল জন্ম-জন্মান্তর শ্রীকৃষ্ণচরণে অহৈতুকী ভক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছা করেন। সেই কথার অনুকরণে কেহ কেহ জন্ম-জন্মান্তর মেথর, মুদ্দাফরাস ও দরিদ্রের সেবা কামনা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা অনেক অধিক উদার ও বিশ্বজনীন প্রেমিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন !

বঙ্গদেশের একজন প্রথিতনামা গ্রাম্যকবি লিখিয়াছেন যে, একসময়ে এক ভক্ত এক শিব মন্দিরে ভগবানের পূজায় বসিয়াছিলেন। এমন সময় তথায় এক দরিদ্র উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহেন ; কিন্তু উক্ত পূজারী তাঁহার পূজা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা না দেওয়ায় দরিদ্র তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান্, দরিদ্রের ছদ্মবেশে পূজককে পরীক্ষা করিতে

আসিয়াছিলেন, তিনি দরিদ্ররূপে লোকের ঘরে ঘরে অর্থ ও গৃহ ভিক্ষা করিয়া থাকেন। যতদিন পর্য্যন্ত দরিদ্রের অভাব না মিটিবে, ততদিন তিনি সুরম্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কিছুতেই উৎকৃষ্ট ভোগ গ্রহণ করিবেন না। এই কবিতাটি নাকি সার্ব্বজনীন সমাদর লাভ করিয়াছে!

যিনি এই কবিতার লেখক, তিনি একজন দুগ্ধ ফেননিভ শয্যাশায়ী, বিলাস-প্রাসাদে নানা ব্যসনের সমুদ্রে সতত সন্তরণশীল ভোগিশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি কিন্তু তাঁহার সুরম্য প্রাসাদ ও অতুল বৈভব দরিদ্ররূপী ঈশ্বরের দলকে বিতরণ করিয়া প্রচার ও আচারের যুগপৎ আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। বোধ হয়, এই জাতীয় আচার ও প্রচারে ব্যতিক্রমের আদর্শ দেখিয়াই পাশ্চাত্ত্যদেশে এবং তদনুকরণে ভারতবর্ষে ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংঘর্ষ এবং উহার প্রতিক্রিয়ারূপে সাধারণ-স্বত্ববাদ বা সর্ব্ব-সত্ববাদ প্রচারিত হইয়াছে বা হইতেছে, অর্থাৎ কেবল ধনিগণই সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করিয়া বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকিতে পারিবেন না এবং কেবল-মাত্র কবিতা লিখিয়া দরিদ্রের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিবেন না; তাঁহাদের যাবতীয় অর্থ সাধারণেরই স্বত্বরূপে পরিগণিত করিবার জন্য সমস্ত ধন-সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের কবলে আনিতে হইবে,—এইরূপ এক তথাকথিত বাস্তবতার (?) আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যদেশের ভাব ও আচারের উচ্ছিষ্ট ধার করিয়া যাঁহারা জনহিত ভাবিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মত এই যে, পৃথিবীর কোন দেশে ধর্ম্মমন্দিরাদি নির্ম্মাণে বা ধর্ম্ম-প্রচারের কার্য্যে অর্থব্যয় অপব্যয় মাত্র। ঐ সকল অর্থ দেশের লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব দূরীকরণ ও তাহাদিগকে আধুনিক সভ্যতার আদর্শে গঠন করিবার উপযোগিনী শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য নিযুক্ত করাই সমীচীন। এই প্রস্তাব অনুসারে পাশ্চাত্ত্যদেশের অনেক স্থানে নানাভাবে কার্য্যও আরম্ভ করা হইয়াছে। এইরূপ জনহিতের গবেষণা ভারতবর্ষেও অনেক দিন হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

———

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

শ্রীনবদ্বীপধামে নিয়মসেবা-ব্রত উদ্‌যাপন
ও
শ্রীগৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা

সজ্জন সুধীবৃন্দ !

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথি, শারদীয়া-পূর্ণিমা, ১লা কার্ত্তিক, ১৪০১ (ইং ১৯/১০/৯৪), বুধবার হইতে প্রায় একমাসব্যাপী সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে ও উপস্থিতিতে নিয়মসেবাব্রত উদ্‌যাপন এবং শ্রীগৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত বিভিন্নস্থান দর্শন ও পরিক্রমা করা হইবে ।

এতদুপলক্ষে নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যথারীতি শ্রীহরিকথা পরিবেশন করিবেন। এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন এবং শ্রবণ করাইবেন ।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-ব্যক্তিগণকে উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত নিয়মাবলী অনুযায়ী যোগদান করিতে আহ্বান জানান হইতেছে ।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিঃ দ্রঃ—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছুক ব্যক্তিগণ কোন কিছু জানিতে বা অগ্রিম আনুকূল্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ** অথবা **শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারীর** নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন ও ৩১শে আশ্বিন, ১৪০১ (ইং ১৮/১০/৯৪), মঙ্গলবারের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অবশ্যই জমা দিবেন ।

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

১। যাত্রিগণের একমাসের দুইবেলা মহাপ্রসাদ ও বাসস্থানের জন্য প্রত্যেকের ৬০৫·০০ (ছয়শত পাঁচ) টাকা সেবানুকূল্য।

২। পনের দিন অবস্থানকারিগণের জন্য ৪০৫·০০ (চারশত পাঁচ) টাকা সেবানুকূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

৩। যাঁহারা বাসযোগে কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, একচাকা (শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবস্থলী), শান্তিপুর, বীরনগর, শ্রীনৃসিংহপল্লী ও কালনা দর্শনে যাইতে ইচ্ছুক হইবেন তাঁহারা প্রত্যেকেই অতিরিক্ত ২৫১·০০ (দুইশত একান্ন) টাকা সেবানুকূল্য প্রদান করিবেন।

৪। এতদ্ব্যতীত শ্রীমায়াপুর, চম্পকহট্ট (চাঁপাহাটী) এবং কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ) দর্শন ও পরিক্রমণ হইবে।

জ্ঞাতব্য—দৈবানুরোধে পরিক্রমা-সূচী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন স্বীকার্য্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৬শ বর্ষ | ২৭ হৃষীকেশ, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ
৩১ ভাদ্র, শনিবার, ১৪০১, ইং ১৭/৯/৯৪ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্‌-দ্বাদশ-স্তোত্রম্‌

[শ্রীমদ্‌-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্‌]

(৫)

বাসুদেবাপরিমেয়-সুধামন্‌ শুদ্ধ সদোদিত "সুন্দরীকান্ত।"
ধরাধরধারণ বেধুর ধর্ত্তঃ সৌধৃতি-দীধিতি-বেধৃবিধাতঃ॥ ১॥

হে বাসুদেব! হে অপরিমেয়দিব্যপ্রভাব! হে বিশুদ্ধস্বরূপ! হে নিত্যপ্রকাশ! হে সুন্দরীকান্ত! হে গিরিধর! হে অসুরবিদারক! হে জগদ্ধারণ! হে পরমসন্তোষপর ব্রহ্মার মূলপুরুষ॥ ১॥

অধিক বন্ধং রন্ধয় বোধাচ্ছিন্ধি পিধানং বন্ধুরমদ্ধা।
"কেশব" কেশব শাসক বন্দে পাশধরার্চ্চিত শূরবরেশ॥ ২॥

হে কেশব! কেশব! শাসক! বরুণ-পূজিত! শূরবরেশ্বর! আপনাকে বন্দনা করি। আপনি জ্ঞানপ্রদানদ্বারা আমাদের প্রবল সংসার-বন্ধন নাশ করুন এবং বিচিত্র মায়িক আবরণ ছেদন করুন ॥ ২ ॥

নারায়ণামলকারণ বন্দে কারণ-কারণ পূর্ণ বরেণ্য।
মাধব মাধব সাধক বন্দে বাধক বোধক শুভসমাধে ॥ ৩ ॥

হে নারায়ণ! হে বিশুদ্ধ কারণ! হে কারণ-কারণ! হে পূর্ণ! হে বরেণ্য! আপনাকে বন্দনা করি। **হে মাধব!** মাধব! হে সাধক! হে জগৎপ্রলয়ঙ্কর! হে জ্ঞানপ্রদ! হে শুদ্ধধ্যানশীল! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

গোবিন্দ গোবিন্দ পুরন্দর বন্দে স্কন্দ-সুনন্দন-বন্দিতপাদ।
বিষ্ণো সৃজিষ্ণো গ্রসিষ্ণো বিবন্দে "কৃষ্ণ" সতৃষ্ণ-বধিষ্ণো
সুধৃষ্ণো ॥ ৪ ।

হে গোবিন্দ! গোবিন্দ! হে পুরন্দর! হে স্কন্দ-সুনন্দন-বন্দিত-চরণ! হে বিষ্ণো! হে সৃষ্টিশীল! হে প্রলয়শীল! **হে কৃষ্ণ!** হে সজ্জনপীড়ক-বিঘাতক! হে উত্তমধৃতিশীল! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

মধুসূদন দানবসাদন বন্দে দৈবতমোদিত বেদিত-পাদ।
ত্রিবিক্রম নিষ্ক্রম বিক্রম বন্দে সুক্রম সংক্রম হুংকৃতবক্ত্র ॥ ৫ ॥

হে মধুসূদন! হে দৈত্যবিনাশন! হে দেবগণানন্দিত। হে স্বপদ-জ্ঞাপক! আপনাকে বন্দনা করি। **হে ত্রিবিক্রম!** হে নিষ্ক্রমণশীল! হে বিক্রমশীল! হে উত্তমক্রমশীল! হে সংক্রমণশীল! হে হুংকৃতবদন! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

বামন বামন ভামন বন্দে সামন সীমন শামন সানো।
শ্রীধর শ্রীধর শঙ্কর বন্দে ভূধর বার্দ্ধির কন্ধর-ধারিন্ ॥ ৬ ॥

হে বামন! (সজ্জনগণের শুভ ও অসজ্জনগণের অশুভপ্রদ!) হে বামনদেব! হে ভামন! (জ্ঞানাদিপ্রকাশ-প্রাপক!) হে সামন! (সাম্যভাব-প্রাপক!) হে সীমন! (মর্য্যাদারক্ষক!) হে শামন! (শমভাবপ্রাপক!) হে সানো! (সর্ব্বাধার!) আপনাকে বন্দনা করি। **হে শ্রীধর!** হে মঙ্গলাধার! হে ভূমিধর! হে জলধর! হে মুক্তগণের আশ্রয়! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

হৃষীকেশ সুকেশ পরেশ বিবন্দে শরণেশ কলেশ বলেশ সুখেশ।
পদ্মনাভ শুভোদ্ভব বন্দে সন্তূতলোক-ভরাভর ভূরে ॥ ৭ ॥

হে হৃষীকেশ! হে সুকেশ! হে পরেশ! হে ব্রহ্মাদি শরণ্য-দেবগণের অধীশ্বর! হে চতুঃষষ্টিকলাধিপতে! হে বলাধিপতে! হে উত্তমসুখপ্রদ! আপনাকে বন্দনা করি। হে পদ্মনাভ! হে কল্যাণাকর! হে লোকভারধারক! হে সর্ব্বধারক! হে বহুরূপ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

দামোদর দূরতরাস্তর বন্দে দারিতপারগ-পার পরস্মাৎ ॥ ৮ ॥

হে দামোদর! হে অসজ্জনদুর্ল্লভ! হে ভবার্ণবপারগামি-মুক্তগণের আশ্রয়! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

আনন্দতীর্থমুনীন্দ্রকৃতা হরিগীতিরিয়ং পরমাদরতঃ।
পরলোক-বিলোকন-সূর্য্যনিভা হরিভক্তি-বিবর্দ্ধন-শৌণ্ডতমা ॥ ৯ ॥

আনন্দতীর্থমুনি-বিরচিতা শ্রীহরির এই স্তুতি পরম আদরে পঠিতা হইলে ইহা বৈকুণ্ঠ-লোক-প্রদর্শনে সূর্য্যসদৃশ এবং হরিভক্তিবর্দ্ধনে সুনিপুণ ॥ ৯ ॥

প্রশ্নোত্তর

বিদ্ধবৈষ্ণব

১। নামাপরাধী কি শুদ্ধবৈষ্ণব নহে?

"নামাপরাধিগণ কখনই শুদ্ধ বৈষ্ণব নয়; এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে 'শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, মাত্র বৈষ্ণবের প্রায়'—এই বাক্যদ্বারা পৃথক্ করিয়াছেন।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটী অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

২। সাত্ত্বিক-বিকার বাহিরে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যদি কাহারও পাপ-প্রবৃত্তি থাকে, তিনি কি বৈষ্ণব নহেন?

"যাঁহার পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি অনন্য-শ্রদ্ধার সহিত নামাশ্রয় করেন নাই। যদি তিনি অন্য সকল লক্ষণ দেখানও, তথাপি তাঁহার অনন্যনামাশ্রয়-প্রবৃত্তি কখনও স্বীকার করা যাইবে না। **যে ব্যক্তির সত্যই পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি কৃষ্ণনামে পুলকাশ্রুপাত করিয়াও কপট বৈষ্ণব-মধ্যে গণিত হইবেন;** কেন না, তিনি নামাপরাধী।"

—'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটী নামাপরাধ', সঃ তোঃ ৮।৯

৩। মায়াবাদীতে যদি বাহিরে সাত্ত্বিক বিকার দৃষ্ট হয়, তথাপি কি তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যাইবে ?

"মায়াবাদী—প্রতিবিম্ব-নামাভাসী, অতএব তাঁহারা অপরাধী; ইঁহাদের পক্ষে শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া বড়ই কঠিন। তাঁহারা যতই সাত্ত্বিক ভাবের আভাস প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলা যাইবে না।"

—'মায়াবাদী কাহাকে বলি ?' সঃ তোঃ ৫।১২

৪। পঞ্চোপাসক যদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা করেন, তবে কি তাঁহাকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলা যাইবে না ?

"বিদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম দুই প্রকার—অর্থাৎ কর্ম্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। **স্মার্ত্ত-মতে যে-সকল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পদ্ধতি আছে, সে সমস্তই কর্ম্মবিদ্ধ-বৈষ্ণব ধর্ম্ম।** সেই বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈষ্ণবমন্ত্র-দীক্ষা থাকিলেও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপ বিষ্ণুকে কর্ম্মাঙ্গরূপে স্থাপন করা হয়। সেই মতে বিষ্ণু সকল-দেবতার নিয়ন্তা হইলেও তিনি স্বয়ং কর্ম্মাঙ্গ ও কর্ম্মাধীন, বিষ্ণুর ইচ্ছাধীন কর্ম্ম নয়,—কর্ম্মের ইচ্ছাধীন বিষ্ণু। এই মতে, উপাসনা, ভজন ও সাধন সমস্তই কর্ম্মাঙ্গ, যেহেতু কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতত্ত্ব আর নাই। জড়মীমাংসকদিগের বৈষ্ণবধর্ম্ম এইরূপ বহুদিন হইতে চলিতেছে। ভারতে ঐ মতের অনেকেই আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান করেন; শুদ্ধ বৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। সে কেবল তাঁহাদের দুর্ভাগ্যমাত্র। * * * ভারতে জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মও প্রচুররূপে চলিতেছে। জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের মতে অজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বই সর্ব্বোচ্চ-তত্ত্ব। সেই মতে—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পাইবার জন্য সাকার সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুকে উপাসনা করা আবশ্যক। জ্ঞান পূর্ণ হইলে সাকার উপাস্য দূর হয়; শেষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতা লাভ হয়। এই মতে অনেক মনুষ্য অবস্থিত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবকে অনাদর করেন। **পঞ্চোপাসনার মধ্যে বিষ্ণুর যে উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা, পূজাদি—সমস্ত বিষ্ণু-বিষয়ক, বা কখনও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম নয়।**

এবম্ভূত বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মকে পৃথক্ করিলে যে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মকেই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলেন।" —জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৫। রামানন্দিগণ কি শুদ্ধবৈষ্ণব ?

"যিনি হৃদয়ে 'মুমুক্ষু', তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত ন'ন। বস্তুতঃ রামোপাসক থাকায় রামদাসকে (রামানন্দি-সম্প্রদায়ভুক্ত) **'বৈষ্ণবপ্রায়'** বলা

যায়। কিন্তু সেকালে শুদ্ধবৈষ্ণবের শ্রেণীভেদ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন বলিয়া কায়স্থ-কুলোদ্ভব শ্রীরামদাসও জগতে 'পরম বৈষ্ণব' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।"　　—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ১৩।৯২

বৈষ্ণব-গৃহস্থ

১। সদ্‌গৃহস্থ কে? কাহার গৃহে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন?

"তিনিই সদ্‌গৃহস্থ—যিনি প্রত্যহ লক্ষ-নাম গ্রহণ করেন; তাঁহার গৃহেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।"　　—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

২। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থের সাধারণ অধিকার কি?

"যাঁহারা বিষয়রাগে পূর্ণ, তাঁহারা কখনই উপস্থবেগ সহিতে পারেন না, অনেক অবৈধ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এই প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে দুই প্রকার ভজন-পিপাসু দৃষ্ট হয়। সাধুসঙ্গ-বলে যাঁহাদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা একেবারে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন—ইঁহারা 'গৃহত্যাগী' বৈষ্ণব। যাঁহাদের স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীকৃত হয় নাই, তাঁহারা বিবাহ-বিধিক্রমে 'গৃহস্থ' থাকিয়া ভগবদ্‌ভজন করেন।"　　—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

৩। বৈষ্ণব-গৃহস্থের পত্নী ও সন্তান-সন্ততির প্রতি আচরণ কিরূপ হইবে?

"বিবাহিত স্ত্রীকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে যতদূর পারা যায়, বৈষ্ণব-তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। * * * বৈষ্ণবী-পত্নী-সহকারে বৈষ্ণব-জগৎ সমৃদ্ধ করিলে আর বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তির আলোচনা হয় না। যে-সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগকে **ভগবদ্দাস** বলিয়া জ্ঞান করিবে।"　　—চৈঃ শিঃ ৩।২

৪। ষড়্‌বেগ-দমনের উপদেশ কি গৃহস্থগণের জন্য নহে?

"ষড়্‌বেগজয়কারী আত্মানুগত ব্যক্তিই পৃথ্বীজয়ী হন। এই **বেগ-সহন-উপদেশ কেবল গৃহি-ভক্তের পক্ষে**; কেন না, **গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদি-বর্জ্জন গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে।**"　　—পীঃ পঃ বৃঃ, ১ম শ্লোক

৫। সাধারণ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণের জীবনযাত্রা-বিধি কিরূপ?

"সাধারণ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা নিষ্পাপ-চরিত্রে, ন্যায়দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন।"

—'বৈরাগী-বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই', সঃ তোঃ ৫।১০

৬। গৃহস্থগণের সর্ব্বাপেক্ষা সদ্ব্যয় কিরূপে হইতে পারে ?

"যাঁহাদের বেতন স্থূল এবং যাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া কিছু বিশেষ উদ্বৃত্ত ধন পান, তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। সঞ্চিত অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় করা উচিত। মদ্য-মাংস ভোজন, অসৎ নাট্যাদি-দর্শন, বৃথা মোকদ্দমা, অসৎ পাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসদ্ব্যয় আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন। অতিথি-সেবা, দুঃখী লোককে অন্ন-দান, পীড়িত লোককে ঔষধ ও পথ্যদান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যা-দান, দরিদ্র লোককে কন্যাদি-দায় হইতে মুক্তকরণ—এই **সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা একটী বিশেষ গুরুতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয় শ্রীভগবৎসেবা ও শ্রীভাগবত-সেবাতে হইয়া থাকে।** * * প্রভুর দৈনন্দিন সেবা-সংস্থাপনের জন্য সমস্ত গৃহস্থ বৈষ্ণবের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য।"

—'গৃহস্থবৈষ্ণবদিগের জীবনবৃত্তি', সঃ তোঃ ৭।২

৭। অতিথি-সেবা গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য কেন ?

"আতিথ্য একটী প্রধান ধর্ম্ম। যে-দেশে আতিথ্য নাই, সে-দেশ মরুভূমিতুল্য পরিত্যাজ্য। সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে যাঁহার আতিথ্য নাই, তাঁহার বৃথা জীবন—লোকে প্রাতঃকালে তাঁহার নাম করে না ; সুতরাং তিনি একজন পাপিষ্ঠদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। আতিথ্যই গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। গৃহস্থের যে-সকল অনিবার্য্য পাতক হয়, তাহা আতিথ্যের দ্বারা দূর হয়।"

—'বৈষ্ণব-গৃহস্থের আতিথ্য,' সঃ তোঃ ৮।১২

৮। সাধারণ-অতিথি ও বৈষ্ণব-অতিথির সেবায় বৈষ্ণব-গৃহস্থের কোন তারতম্য করা উচিত কি ?

"ভক্ত-গৃহস্থও যখন অতিথি পান, তখন দেখিয়া থাকেন যে, সে অতিথিটী সাধারণ-অতিথি, কি বৈষ্ণব-অতিথি। যদি বৈষ্ণব-অতিথি দেখেন, তবে তাঁহাকে স্বীয় ভ্রাতার অধিক স্নেহ করিয়া তাঁহার সেবা করেন এবং **তাঁহার সঙ্গে ভক্তির উন্নতি সাধন করেন।** যদি সাধারণ অতিথি পান, তবে সাধারণ-আতিথ্য-বিধানে সেই অতিথিকে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সেবা করেন। এইরূপ ব্যবহারই বৈষ্ণব-গৃহস্থের ব্যবহার।" —'বৈষ্ণব-গৃহস্থের আতিথ্য', সঃ তোঃ ৮।১২

৯। গৃহস্থের প্রধান কার্য্য কি ?

"ভক্ত-সেবাই গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম।" —'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১০। গৃহস্থ কোন্ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইবেন ?

"গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১১। বৈষ্ণব-গৃহস্থ কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিবেন? তাঁহাদের পক্ষে অন্যাভিলাষ একান্তভাবে পরিত্যাজ্য কেন?

"মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর গণের গৃহস্থ-চরিত্র দেখিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন। জীবনযাত্রা ও জীবনোপায় সংগ্রহার্থ প্রভুর ভক্তগণ ও প্রভু স্বয়ং যে চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত-গৃহস্থের অনুকরণীয়। কৃষ্ণকাম হইয়া যে কার্য্যই করুন, তাহাই ভাল। আর **অবান্তর ফল-কামনার ও ইন্দ্রিয়-তুষ্টির জন্য যাহাই করিবেন, তাহাতেই সংসারী হইয়া পড়িবেন।**"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১২। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের অন্যান্য কৃত্য কি?

"গৃহস্থ-বৈষ্ণব তুলসীর সম্মান করিবেন।"　　—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১৩। অধিক সঞ্চয় করা কি বৈষ্ণব-গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে?

"গৃহি-বৈষ্ণবের যাবৎ ভক্তি-নির্ব্বাহ তাবৎ সঞ্চয়েরই আবশ্যকতা; ততোঽধিক সঞ্চয়ে অত্যাহার। ভজন-প্রয়াসিগণ বিষয়ীদিগের ন্যায় সেরূপ অত্যাহার করিবেন না।"　　—পীঃ পঃ বৃঃ, ২য় শ্লোক

১৪। বৈষ্ণব-গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিশেষ প্রয়াস করা কি উচিত নহে?

"গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহা অনায়াসে পান, তাহাতেই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সুখবোধ করা উচিত।"　　—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১৫। কিরূপ বৈষ্ণব লইয়া বৈষ্ণব-গৃহস্থ মহোৎসব করিবেন?

"বৈষ্ণবকে সম্মান করিবেন, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের চরণাশ্রয় করিবেন এবং এইরূপ বৈষ্ণব লইয়াই গৃহস্থ-বৈষ্ণব মহোৎসব করিবেন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

১৬। গৃহস্থ কোন্ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন?

"বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়,—ইহাতে গৃহস্থ বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১৭। ভক্তের পক্ষে 'গৃহত্যাগী' বা 'গৃহস্থ' কোনটী হওয়া উচিত?

"ভক্ত লোকের পক্ষে গৃহস্থ থাকা বা গৃহ ত্যাগ করা—একই কথা।"

—'সাধুবৃত্তি', সঃ তোঃ ১১।১২

১৮। গৃহস্থ-অবস্থাটী কি? ইহা কি চিরকাল রক্ষা করিতে হইবে?

"গৃহস্থ-অবস্থাটী জীবের আত্ম-তত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী-বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পারে।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

১৯। গৃহস্থ কি ভেক বা সন্ন্যাসাশ্রম প্রদান করিতে পারেন?

"গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের নিকটই বেষাশ্রম গ্রহণ করা উচিত। গৃহস্থ-ভক্ত গৃহত্যাগীর ব্যবহার আস্বাদন করেন নাই; এইজন্য কাহাকেও বেষাশ্রম দিবেন না।"

—জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

ভগবানের সহিত যাঁহাদের খুব বেশী সম্পর্ক আছে, তাঁহাদের চালচলন, আচরণ, তাঁহারা কোন্ দোকানের চাউল খান, তাহা আমরা অনুসরণ করিব। আর তাঁহাদিগকে আমাদের দোকানের চাউল খাওয়াইব (তাঁহারা ত' খাইবেনই না—মায়াসীতা হরণের ন্যায় খাওয়াইয়াছি, আমরা মনে করতে পারি)—এরূপ বিচার মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হইবার বিচার নহে। যাহা আমাদের ভোগেন্দ্রিয়ের দৃশ্য, চিন্তনীয় ও আঘ্রাণীয়, তাহাই মায়া।

কপটতা হইতে উদ্ধারের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবশ্যকতা ও অবতার। বহির্জগতের চিন্তাস্রোতে যে বিপদ্, তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে সে-সকল কথা আলোচনা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীতে যখন শ্রীকৃষ্ণনাম রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা আলোচনা হয়, তখন বাস্তবতা ও কপটতা ধরা পড়ে। তখন যাহাতে মেকী জিনিস গ্রহণ না করিয়া, আসল জিনিসের অনুসন্ধান হয়, তজ্জন্য যত্ন করিবার চেষ্টা উদিত হয়।

মনই ভাল-মন্দের বিচার করে এবং ভাল-মন্দকে ভাঙ্গা-গড়া ক'রে থাকে। যখন আমি বু'ঝ্‌বো, আমি দে'খ্‌বো—খেজুর গাছটা ভজন ক'র্‌ছে, নিমের গাছটা ভজন ক'র্‌ছে, গৃহটী ভজন ক'র্‌ছে—সকল বস্তুই ভজন ক'র্‌ছে, কেবল আমিই ভজন ক'র্‌ছি না, তখন আমার গৃহব্রতবুদ্ধি আর থা'ক্‌বে না। গৃহটা ভজন ক'র্‌ছে দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত আমি গৃহব্রত-ধর্ম্মে আবদ্ধ। চেতনের বৃত্তিতে অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি আবশ্যক। রূপানুগ হওয়াই গৌরকামপূর্ণ করা।

আমরা দুর্ব্বল—সামান্য শক্তিলাভের জন্য আমরা কত যত্ন করি। শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—'তৃণাদপি সুনীচ হও, বৃক্ষের ন্যায় সহ্যগুণ সম্পন্ন হও, নিজের চেষ্টায় বলবান্ হ'বার দুর্ব্বুদ্ধি না ক'রে যিনি বলপ্রদাতা, সেই বলদেব

প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ কর।' যাঁ'র বল, তিনি বলদেব প্রভু। কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবের অনুগত জনকর্ত্তৃক সেবিত হ'তে ইচ্ছা করেন। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত কৃষ্ণসেবা পা'বার উপায় নাই। যাঁ'রা বলদেব প্রভুর সেবক হ'তে পারেন, তাঁ'রাই প্রকৃতপক্ষে বলবান্ হন। আমরা যদি অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়ে যাই, তা'হ'লে বলদেব প্রভুর সেবা করার পরিবর্ত্তে আমরা নিজেদের সেবাপ্রার্থী হ'য়ে যাই।

আমরা অতি দুর্ব্বল জীব—পঞ্চাশটী গুণ অতি অল্প পরিমাণে আমাদের আছে; ৬০টী গুণসম্পন্ন বিষ্ণুবস্তুর আনুগত্য ব্যতীত আমরা তদ্‌গুণবিশিষ্ট হ'য়ে বাস ক'রব মাত্র; কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হ'লে পূর্ণতা লাভ ক'রব। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁ'র আনুগত্য ব্যতীত আমরা বলবিহীন হ'য়ে থাক্‌ব। যিনি সর্ব্বশক্তিমান, যাঁহ'তে মানব পূর্ণ বিচারশক্তি লাভ ক'রে কৃষ্ণদর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হন—যিনি সুরাসুরবন্দ্য, সকল বেদ যাঁ'কে স্থিরনিশ্চয় ক'রতে পারে না, তিনি বলদেব। তাঁ'রই বাহ্য-অঙ্গ হ'তে এই জগৎ প্রকাশিত হ'য়েছে। বাহ্য-অঙ্গ পরিবর্ত্তনশীল, অন্তরঙ্গ নিত্য।

আমরা যখন বলদেব প্রভুর আনুগত্যে কার্য্য করি, তখন কৃষ্ণসেবা হয়। বলদেব প্রভুর একমাত্র কৃত্য কৃষ্ণসেবা। সেব্য-সেবকের পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ।

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি নিজ নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ ক'র্‌লে ভক্ত হ'তে পারে। দুর্ব্বলতা গ্রহণ ক'রে আত্মবঞ্চনা করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। বাস্তবসত্যের অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র মৃগ্য। চিদ্‌বলে বলীয়ান্ হওয়া কর্ত্তব্য। দাম্ভিকতা, অহঙ্কার, অচিদ্‌বলে বলীয়ান্ হওয়া আত্মমঙ্গলের পন্থা নহে।

একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনেই আমাদের সমস্ত সুবিধা হইবে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্য বিষয়রূপ ধূলি আসিয়া পড়িয়াছে। সেই ভোগোন্মুখ চিত্তে সত্যবস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে পারিতেছে না। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের জগতের লোকের প্রতি 'ছোট' জ্ঞান থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত জগতের সবলোক হরিভজন করিতেছেন—"সবে কৃষ্ণ ভজে এইমাত্র জানে" এই প্রতীতি না হইবে, সেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইবে না।

সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নৈরন্তর্য্য ও রুচি প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। যেদিন আমরা সেবকবিগ্রহ গুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করিতে পারিব, সেইদিনই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হইবে। আমরা যদি নিত্য আশ্রয়জাতীয় বস্তুকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহা হইলে প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষয়ের সন্ধান পাইব।

একটীমাত্র অন্ত যাঁহার, তিনি ঐকান্তিক বা ভক্তভৃত্য। লক্ষ্যবস্তু এক না

হইয়া বহু বা দুই হইলে, দুই নৌকায় পা দিলে অকল্যাণ প্রসব করে। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হয়। ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার; লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের তাহাই উপাস্য। অসদ্ ব্যক্তিগণ বহু লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবমান্ হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারেন না। যেখানে সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত না হন, সেইখানেই বিষমজাতীয়-সংহতি ব্যভিচার।

যিনি শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবে অচলা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পারমার্থিক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। গুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থপ্রদান করেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নন্দনন্দনের সেবা করিতেছেন, শ্রীগুরুদেবের এই মূর্ত্তি দর্শন না করা পর্য্যন্ত আমরা গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হই না। শ্রীনন্দনন্দনের সেবা ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্য কোন কার্য্য নাই। ইহা লক্ষ্য না করিলে আমরা গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করি না।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন আমাদিগকে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মন্ত্র প্রদান করেন, তখন আমরা দেখতে পাই যে, গুরুপাদপদ্ম সেবাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের বিধান। যদি গুরুপাদপদ্ম-সেবার ফলে আমাদের কোনদিন মুক্তজীবন হয়, তখনও আমরা গুরুপাদপদ্মের অত্যন্ত বিশ্রম্ভ পাত্র হইয়া নন্দনন্দনের সেবা করিব। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে গুরুপাদপদ্মের সেবাই আমাদের নিত্যধর্ম্ম।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য। তাঁহার সঙ্গরাহিত্য যেন মুহূর্ত্তের জন্যও না হয়, মুহূর্ত্তের জন্যও শ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন না হই। অন্য কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া লবমাত্রও যেন গুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া না দিয়া থাকি—অন্য বাজে লোকের পরামর্শ শুনিয়া যেন গুরুপাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত না হই।

কৃষ্ণ সর্ব্বদা কৃপা করিবার জন্য, আমাদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু অন্ধকূপে পতিত আমরা তাঁহার ফেলা দড়িগাছা যদি স্বতন্ত্রবুদ্ধিহেতু না আঁকড়ে ধরি, তাঁহার প্রতি পেছন দিয়া থাকি, তাহা হইলে পতিতই থাকিলাম—ভগবৎসেবাবিমুখ হইয়া অন্ধকূপে পড়িয়া রহিলাম। এ জগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকে এই অন্ধকূপ হইতে উঠাইতে আসেন। যাঁহারা তাঁহার কৃপারজ্জুগাছা হাত দিয়া ধরেন, তাঁহারা মঙ্গল লাভ করিতে পারেন—পরা শান্তির ধামে যাইতে পারেন।

আমাদের শাস্ত্রবিমুখতার কারণ কি ?

এরূপ একটী প্রশ্ন বা বিষয়ের জন্য মস্তিষ্ককে নিযুক্ত করার আদৌ আবশ্যকতা আছে কি-না, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে বিচার্য্য। আমাদের অধিকাংশের বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষিতাভিমানীদের বিচারে এই বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় বা বৃথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; এমনকি কেহ কেহ ইহাকে সমাজের এবং দেশের (জাতির) পক্ষে ক্ষতিকারক বলিয়াও বিচার করিবেন। পরন্তু এই বিমুখতা যে বাস্তবিক সত্য তাহা প্রমাণ করা বিন্দুমাত্র কঠিন নহে। আমাদের নিরপেক্ষ-নীতিই কি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে? শুধু নিরপেক্ষতা বলিলেও যথেষ্টরূপে সত্যের প্রকাশ হয় না, বিরোধিতা বলিলেও অত্যুক্তি নহে। আইনবলে যে সমস্ত ব্যবস্থা *গৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা নিশ্চয়ই ইহা প্রমাণ করিবে।*

আমাদের পিতা, পিতামহ বা পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনযাত্রা আলোচনা করিলে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমরা তাঁহাদের আচার-বিচারকে বহুলরূপে বর্জ্জন করিয়াছি, করিতেছি এবং বর্জ্জনের পক্ষপাতী। বর্ত্তমান শিক্ষায় আমাদের প্রচুর জ্ঞানোদয় হইয়াছে মনে করি। তজ্জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচরণ ও বিচারগুলিকে বর্জ্জন করিয়া আধুনিকতার প্রবর্ত্তন করিতেছি। স্বপক্ষে আমাদের প্রধান যুক্তি—কালোপযোগী ব্যবস্থাই গ্রাহ্য। দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তকিছুর পরিবর্ত্তনই সঙ্গত। পূর্ব্বের লোক ১০।১৫ ক্রোশ পথ হাঁটিতে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া বর্ত্তমানেও তাহা প্রচলিত রাখা সম্ভব কি? সুতরাং দ্রুতগামী যান-বাহন অপরিহার্য্য। আচার, বিচার, সমাজ, নীতি সর্ব্বক্ষেত্রেই এতদনুসারে পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। প্রাচীনতাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া থাকিলে দেশ অগ্রগামী না পশ্চাদ্‌গামী হইবে ইহা বিচার করা কখনই অসঙ্গত হইতে পারে না।

এই সমস্ত যুক্তির সদুত্তর বড়ই কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। ইহার সমাধানের জন্য কাহার শরণ লওয়া আবশ্যক? যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী তাঁহার শরণাপন্ন হইলে অবশ্যই সদুত্তর সম্ভব হইবে। যদি কেহ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান —এই ত্রিকালদর্শী থাকেন তাঁহার বিচার কি? তাহা আমাদের শ্রবণ ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে না। সর্পের ছুছুন্দরী (গন্ধমূষিক) ভক্ষণ-চেষ্টার ন্যায় আমরা অতীব বিপন্ন সন্দেহ নাই। পরন্তু যিনি সর্ব্ববিধ অমঙ্গল হইতে উদ্ধার কর্ত্তা তাঁহার পক্ষে আমাদের এই বিপন্মুক্তি নিশ্চয়ই সম্ভব ও সহজসাধ্য। তাঁহার উপদেশ কি? তাহা বিচার করাই আমাদের

একমাত্র কর্ত্তব্য। তাঁহার এই উপদেশই—বেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, পুরাণ, রামায়ণ ইত্যাদি এবং এইগুলিকেই শাস্ত্র বলে। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষ-চতুষ্টয়-বিমুক্ত ব্যক্তিগণের বিরচিত শাস্ত্রগ্রন্থকে আশ্রয় করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এবম্বিধ দোষ-চতুষ্টয়-বিমুক্ত তত্ত্বদ্রষ্টা ব্যক্তিকেই শাস্ত্রকার বলা হয়। বর্ত্তমানকালের বিদ্যালয়প্রাপ্ত বিদ্যাদ্বারা শাস্ত্র-রচনা সম্ভব নহে। অনধিকারী ব্যক্তির ভোগপরবিচারকে শাস্ত্রজ্ঞান করিলে অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। অনধিকারী ব্যক্তির রচিত গ্রন্থকে "নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ" বলিয়া স্কন্দপুরাণের নির্দ্দেশ।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই সকল শাস্ত্রানুযায়ী জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া তাঁহারা আমাদের ন্যায় অধঃপতিত ছিলেন না। মূলতঃ যাহাই হউক, আপাত-বিচারে আমরা এই শাস্ত্রকে অনাদর, উপেক্ষা ও মিথ্যাজ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া সমূহ বিপদের আবাহন করিয়াছি—একথা অনেকেই বর্ত্তমানে অনুভব করিতেছেন। অনেকেই এই পরিস্থিতির মূল অনুসন্ধান করত প্রতিকারের জন্য প্রবল আগ্রহান্বিত হইতেছেন—দেখা যায়।

বহু মনীষীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক। যে বেদাদি শাস্ত্রে জীবের বিশেষতঃ মানবের সর্ব্বাধিক মঙ্গলের শিক্ষা বর্ত্তমান, সেই গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে সেই সংস্কৃত ভাষাকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার ভাষা বর্ত্তমান আছে সংস্কৃত ভাষাই তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলজনক - এই বিচার ভাষাবিদ্ মনীষিগণ ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষ এই ভাষায় যতদিন অধিকারী ও পারদর্শী ছিল ততদিন তাহার মঙ্গল অক্ষুণ্ণ ছিল। ক্রমশঃ দুঃসঙ্গ-প্রভাবে মোহাক্রান্ত হইয়া এই ভাষাকে "Dead Language" বলিয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করত ইহাকে প্রায় উৎসাদিত করিয়া মহাবিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফলস্বরূপে সরল ও তরলমতি বালক-বালিকাগণ পরমকল্যাণময় এই ভাষার স্পর্শলাভে বঞ্চিত হইয়া মোহাচ্ছন্ন, আচার-ভ্রষ্ট, নীতি-ভ্রষ্ট, ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ও পরমার্থ-ভ্রষ্ট হইয়া পশুতে পরিণত হইতেছে। প্রচলিত বিদ্যালয়ের সর্ব্বোত্তম উপাধি লাভ করিয়াও তাহাতে সংস্কৃত ভাষালব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকাশ লক্ষিত হইতেছে না।

বিদ্বানপি ইত্থং দনুজাঃ কুটুম্বং পুষ্ণন্ ন কল্পাতে স্বলোকায় বৈ।
যঃ স্বীয়পারক্য বিভিন্নভাবস্তমঃ প্রপদ্যতে যথা বিমূঢ়ঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণীর সত্যতা অতীব পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মূর্খব্যক্তিই যে কেবল স্ত্রীপুত্রাদি প্রতিপালন একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া জানে তাহা নহে,

বিদ্বান্ ব্যক্তিরও মূর্খের ন্যায় একই বিচার ; প্রকৃত উচ্চশিক্ষার পরিচয় তাহার মধ্যেও লক্ষিত হয় না। বরং তাহাতে অধিকতর মূঢ়তাই প্রকাশ পাইতেছে। বাস্তব-কল্যাণ বা মঙ্গল কি তাহা তাহারও অবিদিত ও অবাঞ্ছিত। যে বিদ্যাদ্বারা বাস্তব বস্তুর জ্ঞান জন্মে, তাহা বর্ত্তমানে অবাস্তববস্তুনিষ্ঠ হওয়ায় তদ্দ্বারা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে কেবল অমঙ্গলই প্রসব করিতেছে। যে গ্রন্থ হইতে বাস্তব এবং অবাস্তব উভয় বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান হয় তাহাকেই বেদ বলা হইয়াছে। তদনুগ শাস্ত্রও বেদ বলিয়া অভিহিত। এই সমস্ত গ্রন্থের সম্যক্ ও প্রচুর আলোচনা বর্ত্তমান বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হয় না বলিয়াই আমাদের সন্তান-সন্ততিদের এই বিমুখতা নহে কি ?

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অজ্ঞ, মূঢ় বা বন্যজন্তুবিশেষ ছিলেন না ; তাঁহাদের কি-প্রকার জ্ঞান বা বিচার ছিল তাহার কিছু আলোচনা করিলে আশা করি অবান্তর আলোচনা হইবে না।—শব্দাপেক্ষা দ্রুতগামী যানবাহন, দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ, ইচ্ছানুরূপ সুদূরস্থ লক্ষ্যভেদ, বিশ্বধ্বংসী অস্ত্র-শস্ত্র, অণু ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র, নানাবিধ সুকঠিন অস্ত্রোপচার, কম্পিউটার প্রভৃতি গৌরবের মূল উৎস তাঁহারাই। এককথায় আমরা যাহাকে উন্নতি বলিতেছি, সেই সমুদয় বিদ্যায় তাঁহারা পারঙ্গত ছিলেন। এমন কি, বাক্যোচ্চারণ মাত্রই সৃষ্টি বা ধ্বংস করিতে তাঁহারা সক্ষম ছিলেন। জঙ্গমকে স্থাবর ও স্থাবরকে জঙ্গম করিতেও সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহারা মুখ ও নেত্র হইতে অগ্নি উৎপাদন করিতে সমর্থ ছিলেন। মাত্র একটী ব্রহ্মাণ্ড নহে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেরও জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা এবম্বিধ জ্ঞানবিদ্যার অধিকারী হইয়াও সেই সেই বিদ্যার অপপ্রয়োগ না করিয়া তাহাকে জগন্মঙ্গলকর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। পক্ষান্তরে তাঁহাদের প্রেরণালব্ধ তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাহা কিছু আবিষ্কার বর্ত্তমানে হইতেছে তদ্দ্বারা মানবজাতি অমঙ্গলজনক কার্য্যেই অধিকতরভাবে লিপ্ত হইতেছে। এমন কি, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হইতেছে। যাহাদের মনোবৃত্তি নিম্নগামী তাহাদের হস্তের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র-শস্ত্র রক্ষাকারী না হইয়া ধ্বংসকারী হওয়াই স্বাভাবিক। এইহেতু বৈজ্ঞানিক শিক্ষাগুলি বর্ত্তমানের ন্যায় ব্যাপকভাবে অযোগ্য ব্যক্তিকেও প্রদত্ত হইত না। শিক্ষার পূর্ব্বে উপযুক্ততার পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত। কর্ণ, একলব্য, শূদ্রক প্রভৃতিকে তজ্জন্য শাসন-স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আমরা ইহাকে নিষ্ঠুরতা জ্ঞান করিলেও তাহা সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত ও রক্ষাত্মক।

পূর্ব্বপুরুষগণের মহত্ত্ব শুধু জড়বিজ্ঞানের দক্ষতার জন্য নহে। পরন্তু চিদ্বিজ্ঞানই তাঁহাদের গৌরব বা শ্রেষ্ঠত্ব। চিদ্বিজ্ঞানই পরমার্থবিদ্যা নামে কথিত। শাস্ত্র বলেন,—'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে, সা পরা চাপরা, যয়া তদক্ষরং অধিগম্যতে সা পরা।' পূর্ব্বপুরুষগণ এই চিদ্বিজ্ঞানে বা পরাবিদ্যায় অধিকারী ছিলেন।

প্রাচীন ইতিহাসে ইক্ষ্বাকুবংশে মান্ধাতা নামক এক বিখ্যাত রাজার উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহার মহত্ত্বের স্মারকস্বরূপে "মান্ধাতার আমল" বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ প্রবাদটী এখনও প্রচলিত। তাঁহারই সুযোগ্য পুত্ররূপে মহাতেজস্বী, শক্তিমান্ ও সমরনিপুণ রাজা মুচুকুন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের জন্ম হয় নাই। এ কারণে অসুরগণের সহিত সংগ্রামে দেবগণের উপযুক্ত বীর ছিল না। স্বর্গরাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য দেবগণ ধরাতল হইতে বীরবর রাজা মুচুকুন্দকে স্বর্গে লইয়া সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা মুচুকুন্দ বহুকাল অসুরগণকে নির্জ্জিত করিয়া স্বর্গরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে কার্ত্তিক উপযুক্ত হইলে দেবগণ রাজা মুচুকুন্দকে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক অবসর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা ইহাও জানাইলেন যে, সুদীর্ঘকাল স্বর্গবাসহেতু কালধর্ম্মে রাজা মুচুকুন্দের রাজ্য ও পরিবারবর্গ কালগ্রাসে বিলুপ্ত হইয়াছে। দেবতাগণ মুচুকুন্দকে বরদানেচ্ছু হইয়া বলিলেন,—

বরং বৃণীষ ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥

অর্থাৎ—রাজন্, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি মুক্তিব্যতীত যে-কোন বর আমাদের নিকট প্রার্থনা কর। আমরা মুক্তিবর প্রদান করিতে সক্ষম নহি। মুক্তিবর একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই দিবার অধিকারী।

অনেকেই, এমন কি, বহু ধর্ম্মধ্বজি-ব্যক্তি এই বিষয়টী সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন। শাস্ত্রানভিজ্ঞ অনেকেই মনে করেন সকল দেবতারই সমান ক্ষমতা। তাঁহারা বিষ্ণুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আমরা এস্থলে জানিতেছি যে, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য উপাস্যতত্ত্ব বা দেবদেবী 'মুক্তি'-দান বা মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম নহে। গীতাশাস্ত্রে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃত-বাণীও ইহাই—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

অর্থাৎ জীব যে গুণময়ী মায়াকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছে, সেই মায়া পরদেবতা আমারই শক্তি। আমার আজ্ঞা ব্যতীত আমার শক্তি কাহাকেও মুক্তি দেয় না। সুতরাং যাহারা আমারই শরণ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে আমি মুক্তিদান করি।

ধর্ম্মধ্বজিগণ শাস্ত্রের সম্যক্ বিচারে অজ্ঞ-বিধায়, স্ব স্ব-রুচিমত যে-কোন দেবতার উপাসনা করিলেই মুক্তি পাওয়া যাইবে বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিতেছে।

দেবগণের হিতার্থে সুদীর্ঘকাল যুদ্ধরত থাকাতে রাজা মুচুকুন্দ শ্রমজনিত অত্যন্ত

ক্লান্তি হওয়ায় দেবগণের নিকট যথেষ্ট নিদ্রাবর ব্যতীত অন্য কোন বর গ্রহণ করিলেন না। দেবতাগণ তাঁহাকে নিরুপদ্রবে যথেচ্ছ নিদ্রাবর প্রদান করিলেন। আরও বলিলেন,—যদি কেহ তোমার নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটায়, তবে তোমার দৃষ্টিপাতমাত্র সে ভস্মীভূত হইবে। তদনুসারে রাজা মুচুকুন্দ মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করত পর্ব্বতগুহায় শয়নপূর্ব্বক নিদ্রামগ্ন ছিলেন।

এদিকে ভূভারহরণকারী ভগবান্ বাসুদেব কালযবন অসুরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধে পরাঙ্মুখতা প্রকাশ করত পলায়নছলে কালযবনকে পশ্চাদ্ধাবিত করাইতে লাগিলেন। কালযবন সর্ব্বশক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগ হইতে হস্তদ্বারাই ভগবানকে ধারণ করিবার দুরাশাগ্রস্ত হইল।—ইহাই আসুরিক বিচার। আসুরিকবৃত্তিতে ভগবত্তত্ত্বকে বুঝিতে বা স্পর্শ করিতে কেহই সক্ষম হয় না। অজ্ঞ শিশু প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে দর্শন করত স্পর্শ করিতে চাহে। শিশুটির এই অগ্নি দর্শন প্রকৃত দর্শন নহে। তাহার চাক্ষুষ দর্শন হইলেও তাহা অজ্ঞতা। আসুরবৃত্তিসম্পন্ন মনুষ্যেরও সেইরূপ চাক্ষুষ ভগবদ্দর্শন অজ্ঞতা, দর্শন নহে। শুধু চক্ষু কেন আসুরিক অথবা মায়িক বৃত্তিপ্রভাবিত সকল ইন্দ্রিয়ই ভগবৎ-প্রাপ্তি বিষয়ে অযোগ্য। অসুর কালযবন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে গ্রহণ করিয়াও তিলমাত্রও ভগবানকে পায় নাই। পরিণামে শিশুর অগ্নি-ধারণরূপ সেও দগ্ধীভূত হইল। প্রাকৃত বস্তু যেরূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় ভগবদ্বস্তুকে তদ্রূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারাই গ্রহণ করিবার চেষ্টাও শিশুর অগ্নি-ধারণের ন্যায় অজ্ঞতা। সমস্ত শাস্ত্রে এইজন্য ঐকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় ভগবানকে লাভ করা সম্ভব নহে বলিয়াছেন।—'ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী' (মাঠর-শ্রুতি)। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।' (ভাঃ) অন্যত্র—'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা।' (ঐ)। আসুরিক চেষ্টা এবং ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি দিবারাত্রের ন্যায় পার্থক্যযুক্ত বা বিপরীত। বিরহকাতরা ব্রজদেবীগণ সূর্য্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে দর্শন করিয়াছিলেন তাহার মাহাত্ম্য শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্॥

শ্লোকটির বঙ্গার্থ—গোপীগণ চিরবাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে লাভ করিয়া তাঁহাকে দর্শনকালে নেত্রপক্ষ্মপাত-জনিত নিমেষকালের অদর্শনও অসহ্য হওয়ায় সেই নিমেষ বা নেত্রপক্ষ্মসৃষ্টিকারী বিধাতাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন; অনন্তর নেত্রপথে তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করাইয়া যথেচ্ছ আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিত্যযুক্ত যোগিগণেরও দুর্ল্লভ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শ্লোকে বর্ণিত "তদ্ভাবমাপু" অংশটি বা "তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন"—বাক্যটি সর্ব্ববিধ পাঠক ও শ্রোতার দ্বারা একই বা সমভাবে কখনই উপলব্ধ হইতে পারে না। সাধারণ মায়াবদ্ধ, আসুরপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট এবং নানাবিধ অধিকারীর ভক্তগণকর্ত্তৃক ইহা নানাভাবে অনুভূত হইতেছে। পরন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজ ও শ্রীশুকদেব গোস্বামীর ভাবই ইহাতে সুব্যক্ত। সর্ব্বোপরি ব্রজগোপীগণের অনুভবই শাস্ত্র ব্যক্ত করিতে সচেষ্ট। পরন্তু স্বয়ং নায়কই এই ব্যাপারে নিজ অক্ষমতাহেতু নায়িকাশ্রিত ভাবাশ্রয় করত মনোঽভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ নিগূঢ় তত্ত্বকে ব্রজদেবীগণ ব্যতীত অন্য কোন জীবের সম্যক্ অনুভব করা সম্ভব কি? ব্রজদেবীগণের কৃপালব্ধ ভক্ত এই তত্ত্বের কিঞ্চিন্মাত্র অনুভব করিয়াই নির্ব্বাক হইলে বা বর্ণনশক্তি হারাইয়া ফেলিলে অন্যের পক্ষে বর্ণন করা কিরূপে সম্ভবপর? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ইহাই অতি সতর্কিতভাবে সূত্ররূপে "বিশন্তে তদনন্তরম্", "মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" বলিয়া ইতি করিয়াছেন। উপনিষদোক্ত "সোঽহং", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মন্ত্রেরও একই তাৎপর্য্য। আচার্য্যগণও অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রভৃতি সিদ্ধান্তের দ্বারাই এই ভাবটিই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সুতরাং 'দুরাপম্' পদে বিশেষিত ভগবান্‌কে দুষ্ট কালযবন ধারণ করা দূরে থাকুক স্পর্শ করিতেও অসমর্থ হইয়া রাজা মুচুকুন্দাশ্রিত পর্ব্বত-গহ্বরে নীত হইলে ভগবান্ অদৃশ্য হইলেন। যে চক্ষুদ্বারা কালযবন ভগবানকে এতাবৎকাল দর্শন করিতেছিল, সেই চক্ষুদ্বয় পূর্ব্ববৎ শক্তিযুক্ত থাকিলেও বর্ত্তমানে তদ্দ্বারা সে আর ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারিল না। বস্ত্রাবৃত ও গভীরভাবে সুপ্ত রাজা মুচুকুন্দকেই আত্মগোপনকারী বাসুদেব মনে করিয়া তাঁহাকে পদপ্রহার করিল। নিদ্রাসুখভঙ্গজনিত ক্রুদ্ধ মুচুকুন্দ কালযবনপ্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রেই দেবগণপ্রদত্ত বর-প্রভাবে কালযবন ভস্মীভূত হইয়া গেল। তৎপরে ভগবান্ বাসুদেব স্বকীয় তেজে গুহান্ধকার বিদূরীত ও গুহামধ্য আলোকিত করিয়া তথায় প্রকাশিত হইলে রাজা মুচুকুন্দ কালযবনদৃষ্ট একই বিগ্রহকে পরম মনোহর, অসহনীয় দীপ্তিময়, সর্ব্ববিষয়ে অতুলনীয় বলিয়া বর্ণন করিলেন। এমন কি, তাহার শ্রীবিগ্রহের জ্যোতিতে

মুচুকুন্দের চক্ষু ধর্ষিত হওয়ায় ভগবান্‌কে সুষ্ঠুরূপে দর্শনের অক্ষমতা জানাইলেন। তিনি ভগবানের শ্রীচরণদ্বয়কে পদ্মদলের ন্যায় অতীব সুকোমল অথচ তদ্দ্বারা কণ্টক ও কঙ্করাকীর্ণ বনভূমিতে নগ্নপদে বিচরণক্ষম দেখিয়া অতীব বিস্ময়-প্রকাশ করিলেন ; তাঁহার রূপকে কমনীয় অথচ অসহ্য দীপ্তিশীল প্রভৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ গুণযুক্ত বলিয়া বর্ণন করিলেন। 'বিরুদ্ধধর্ম্মং তস্মিন্ন চিত্রম্'—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত দেখা যায়। রাজা মুচুকুন্দ বলিলেন,—

কো ভবানিহ সম্প্রাপ্তো বিপিনে গিরিগহ্বরে।
পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং বিচরস্যারুকণ্টকে ॥

অর্থাৎ তোমার পদ্মদলতুল্য অতীব সুকোমল পদ অথচ তদ্দ্বারা কঙ্কর ও কণ্টকাকীর্ণ বনভূমি ও গিরিপ্রদেশে নগ্নপদে বিচরণ করা কিরূপে সম্ভব হইতেছে, তাহা দুর্ব্বোধ্য।

ব্রজগোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের কমনীয়তা বর্ণন করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদের নিকট শ্রীচরণদ্বয় যেভাবে সমাদৃত হইয়াছে তাহা অনুভব করা কাহার অধিকার তাহাই লক্ষ্যিতব্য ও বিচার্য্য। গোপীগণের উক্তি :—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥

অসমোর্দ্ধপ্রেমাপ্লুত গোপীগণ তাঁহাদের সুকোমল বক্ষোরুহকেও শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-ধারণের অনুপযোগী পীড়াদায়ক কর্কশ জ্ঞান করত অত্যন্ত ভীতিসহকারে ধীরে ধীরে তদুপরি রক্ষা করিয়াছিলেন এবং গোচারণকালে কঙ্করাদিপূর্ণ বনভূমিতে বিচরণ করিতে সেই চরণকমলে কি-প্রকার ব্যথা অনুভূত হয় তাহা চিন্তা করত গোপীগণ মোহাক্রান্ত ও বিবশ হইয়াছিলেন। রাজা মুচুকুন্দের ন্যায় আশ্চর্য্যান্বিত হন নাই। বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ হেতু বনভূমিতে বিচরণের যোগ্যতা সম্ভবপর—এরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান গোপীগণকে স্পর্শ করে না। কুরুক্ষেত্রে মিলন-প্রসঙ্গে এতদপেক্ষা মাধুর্য্যমণ্ডিত সর্ব্বোত্তমতা আলোচিত হইয়াছে।

অতঃপর রাজা মুচুকুন্দের প্রতি কৃপার্দ্র ভগবান্ বসুদেবপুত্র বাসুদেব বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মুচুকুন্দের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত বহু প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া মুচুকুন্দকে অনুগ্রহ করিতে গুহামধ্যে তাঁহার আগমন ব্যক্ত করিলেন এবং মুচুকুন্দকে বরগ্রহণ করিতে বলিলেন,—

বরান্ বৃণীষ রাজর্ষে সর্ব্বান্ কামান্ দদামি তে।
মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্চিন্ন ভূয়োঽর্হতি শোচিতুম্ ॥

অর্থাৎ—তুমি যে-কোনও বর প্রার্থনা কর, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। আমার শরণাগতকে আমার নিকট হইতে বরগ্রহণ করিয়া দেবগণ হইতে বরের ন্যায় কখনও শোকগ্রস্ত হইতে হয় না। "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্প-মেধসাম্", "কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্"—ইত্যাদি বাক্যে ইহা সুস্পষ্ট। তথাপি "দীয়মানং ন গৃহন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ" বাক্যানুসারে মোহমুক্ত ভক্তিমান্ রাজা মুচুকুন্দ কোনও জাগতিক বর গ্রহণে অসম্মত হইয়া বলিলেন,—

বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশমায়য়া ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্।
সুখায় দুঃখ প্রভবেষু সজ্জতে গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ॥

হে ঈশ্বর, স্ত্রীলোক অথবা পুরুষলোক উভয়েই আপনার মায়ায় বিমোহিত হইয়া যাহা অনর্থ অর্থাৎ অমঙ্গলজনক তাহাকে সুখদায়ক বলিয়া জ্ঞান করে এবং তাহাকে লাভ করিতে সর্ব্বাত্মকভাবে সচেষ্ট হইয়া দুঃখজনক যে গৃহ তাহাতে আসক্ত হইয়া বঞ্চিত হয়। বাস্তব মঙ্গল যে আপনি, তাহারা তাহা বুঝিতে অক্ষম বলিয়া আপনার সেবা করে না।

এইপ্রকার জ্ঞান বা বিচার বর্ত্তমান বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হইতেছে কি? এই জ্ঞান কি মিথ্যা, সত্য নহে?—ইহাই মুখ্য বিদ্যা। শুধু যে বিদ্যালয়গুলি এই শিক্ষাপ্রদান করে না তাহা নহে, পরন্তু বর্ত্তমান সমাজ ও অভিভাবকগণ, কেহই এই শিক্ষার পক্ষপাতী নহে; ইহার বিপরীত শিক্ষা প্রদান করাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। অন্ধকূপতুল্য ভোগাগার-গৃহে যাহাতে অধিকতর আসক্ত হয় তাহারই সার্ব্বিক ব্যবস্থা ও প্রচেষ্টা জগতে বর্ত্তমান। এই দুঃসঙ্গই শাস্ত্র-বিমুখতার মুখ্য কারণ। অতএব মঙ্গলেচ্ছুর কর্ত্তব্য—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-জয়ন্তী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৯ পৃষ্ঠার পর]

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ (৯।২৬)

যিনি ভক্তিসহকারে আমায় (শ্রীকৃষ্ণ) পত্র (তুলসী), পুষ্প, ফল বা জল যাহা কিছু অর্পণ করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তগণের সমর্পিত সেই সমুদয় প্রীত হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। এই শ্লোকটি ভাগবতে সুদামা প্রসঙ্গে আছে। সুদামাবিপ্রের সামান্য একমুষ্টি ক্ষুদ্‌চিড়া গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অতুল বৈভব দিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এখনও লোকে সুদামাপুরী দর্শন করিতে যায়।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (১০।১০)

যাঁহারা সতত আমাতে যুক্ত, আসক্তচিত্ত এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, সেইসকল ব্যক্তিকে আমি নির্ম্মল বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, তদ্দ্বারা তাঁহারা আমায় প্রাপ্ত হন। (১০।১০)। আমি সর্ব্বজীবে সমভাবাপন্ন, সুতরাং আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই; পরন্তু যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেইসকল ব্যক্তিতে থাকি। (৯।২৯)। দেবযাজিগণ দেবলোকে যায়, পিতৃযাজিগণ পিতৃলোকে যায়, ভূতযাজিগণ ভূতলোক পায়, আর মদ্‌যাজিগণ অর্থাৎ যাঁহারা আমার পূজার্চ্চন করে, তাঁহারা আমাকে পায়, আমার ধামে যায় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। (৯।২৫)। যেখানে গেলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সেইটি আমার পরমধাম। (১৫।৬)। 'মথুরা-মণ্ডলে যস্ত জম্বুদ্বীপে স্থিতোঽপি বা।'

'যোঽর্চ্চয়েৎপ্রতিমাং মাঞ্চ স মে প্রিয়োতরো ভুবি। (গোঃ তাঃ উঃ) শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে কহিলেন,—যিনি মথুরামণ্ডলে অবস্থিত হইয়া, কিংবা জম্বুদ্বীপের যে কোন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক প্রতিমারূপে আমার পূজার্চ্চনা করেন, জগতিতলে তিনি আমার প্রিয়তর। যাঁহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগসহকারে আমার ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন, আমি মদর্পিতচিত্ত সেইসকল ব্যক্তিকে অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুযুক্ত সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করি॥ (১২।৬-৭)। নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি দেবতান্তরে

আসক্তিহীন হইয়া আমার ভজনা করে, তিনি সাধু বলিয়া গণ্য হন। কারণ তাঁহার অধ্যবসায় অতি সাধু। (৯।৩০)। অতি পাপীষ্ঠও যদি আমার শরণ লয়, তবে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মশীল হয় এবং নিত্য শান্তি (পরমেশ্বরনিষ্ঠা) প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি নির্ভয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে,—আমার ভক্ত কদাপি বিনষ্ট (স্বার্থভ্রষ্ট) হয় না। (৯।৩১)। হীন যোনিজাত জীবগণ, এমনকি কেবল কৃষি ও পশুপালনাদি কর্ম্মনিরত বৈশ্যগণ, বেদাধ্যয়নাদিতে অনধিকারী শূদ্র ও নারীগণ, ইহারাও যদি আমার সেবা করে, তবে তাঁহারাও নিশ্চয়ই পরমাগতি অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হয়। (৯।৩২)। 'যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥'

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ (১৮।৬৪)

তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, এইজন্য তোমার হিতার্থে আমি পুনর্ব্বার সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা তোমাকে বলিতেছি।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ (১৮।৬৫)

হে অর্জ্জুন! মনে মনে আমায় চিন্তা কর, মদ্গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, ভজনশীল হও, আমার ভক্তি যাজন কর, পূজার্চ্চন কর, অহঙ্কার ছাড়িয়া আমাকে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক নমস্কার বিধান কর, তাহা হইলে তুমি আমাকেই পাইবে, ইহা আমি তোমার নিকট সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, কেননা তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

তুমি সমুদয় ধর্ম্ম (লৌকিক ধর্ম্ম ও বৈদিক ধর্ম্ম) পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর, (সর্ব্বধর্ম্ম ও সর্ব্ববিধ কর্ম্মত্যাগ-জন্য পাছে পাপ হয় এই আশঙ্কায়) শোক করিও না। আমিই তোমাকে সর্ব্বপাপ (পাপ ত' হইবেই না, তথাপি যদি মনে কর) তাপ হইতে মুক্ত করিব।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে—অর্জ্জুন সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগ অবলম্বন করত ভগবানে শরণ গ্রহণ করিলেন। ইহার পরেও তিনি যুদ্ধরূপ কর্ম্ম করিলেন কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—অর্জ্জুন "বিধির বৈকল্য্য" (শ্রীধরস্বামী) পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি আর কর্ম্ম করেন নাই, ভক্তিই করিয়াছিলেন। ভগবানের আদেশ পালনকে ভক্তিযোগ কহে।

ভক্তিযোগ—ভক্তি-সেবা, ভজ্ ধাতুঃ সেবায়াং, সেবাকে ভক্তি কহে।

ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতাঃ।

তস্মাৎ সেবাবুধৈঃ প্রোক্তাঃ ভক্তিসাধন ভূয়সী ॥ (হঃ নাঃ)

অনিত্য বস্তুকে ভক্তি করিলে, ভক্তির নিত্যত্ব থাকে না। সেইজন্য ভক্তি বলিতে একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরির সেবাকেই বুঝিতে হইবে।

অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম সঙ্গতা।

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈ ॥ (নাঃ পঃ রাঃ)

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।

হৃষীকেণ হৃষীকেন-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥ (নাঃ পঃ রাঃ)

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।

সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেদিতি ॥ (নাঃ পঃ রাঃ)

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।

হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥ (নাঃ পঃ রাঃ)

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যহ্যদাহৃতম্।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যাঃ ভক্তি পুরুষোত্তমে ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১২)

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।

আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥

এই শুদ্ধাভক্তি ইহা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।

পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥ (চৈঃ চঃ)

গীতার এই দুইটী শ্লোকে (১৮।৬৫-৬৬) সমস্ত শাস্ত্রের সার উপদেশ দিয়াছেন। ভগবানকে পাইবার পথ ভগবান্ নিজেই যখন বলিয়াছেন, তখন অন্য কথায় প্রয়োজন কি? অর্থাৎ কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। সর্ব্বধর্ম্ম—অর্থাৎ লৌকিক ধর্ম্ম, কৌলিক ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম, তপস্বীর ধর্ম্ম, কর্ম্মীর ধর্ম্ম, জ্ঞানীর ধর্ম্ম, যোগীর ধর্ম্ম ও অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তুমি কেবলমাত্র আমাতেই শরণাগত হও। শরণাগত হইয়া তুমি কি করিবে? মনের দ্বারা সতত (সর্ব্বক্ষণ) আমায় চিন্তা করিবে, (সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর [৮।৭]) মদ্গতচিত্ত হইবে। শুদ্ধভক্তি, পরাভক্তি, উত্তমা ভক্তি, প্রেমভক্তি, আশ্রয় করিয়া আমার ভক্ত হও। ভক্ত হইয়া নিত্য আমায় পূজার্চ্চন কর, আমায় ভোগ দাও, আমার সেবার জন্য সেই প্রসাদ গ্রহণ কর। নিজের জন্য রন্ধন করিবে না, গ্রাসে গ্রাসে পাপ ভোজন

হইবে। (৩।১৩) আমাকে না দিয়া খাইলে চোর হইবে। (৩।১২)। আর মস্তকে থাকে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কার ছাড়িয়া আমার চরণে প্রণাম করিয়া আত্মসমর্পণ কর। এই প্রকার করিলে, আমি তোমার যাবতীয় পাপতাপ, (হবে না, তথাপি যদি মনে কর) দুঃখকষ্ট, জন্মমৃত্যুমালা, ত্রিতাপজ্বালা প্রভৃতি সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্ত করিব। (১৮।৬৬)। আমার নিত্যধামে স্থান প্রদান করিব ? (১৮।৬২)। নিত্যকাল আমার সেবানন্দে, প্রেমানন্দে বাস করিতে পারিবে। আমি ছাড়া অভয়দাতা আর কেহ নাই, শান্তিদাতাও আর কেহ নাই, ইহা তুমি ভাল করিয়া জানিবে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে,—ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হইলে সে আর কিছু বলিতে পারে না, বা ফিরিয়া আসে না। এই কথা সত্য নহে, কারণ—না দেখিয়া যে যাহা কিছু বলিবে, সবই ভুল। ব্যাসদেব ভক্তিযোগ-সমাধিতে ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া (ভাঃ ১।৭।৪) তারপর ভাগবত লিখিয়াছেন। আর ধ্রুব ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন (ভাঃ ৪র্থ স্কঃ) এবং বহু বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিয়াছেন। পুনঃ সেই দেহেই হরিধামে গমন করিয়াছেন। (ভাঃ) প্রহ্লাদও ভগবানের দর্শনের পর বহুবৎসর যাবৎ রাজত্ব করিয়াছেন, ইহাও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে। (ভাঃ)

সমস্ত ধর্ম্মনেতাগণ বলিতেছেন যে,—"অধর্ম্ম পরিত্যাজ্যং ধর্ম্মেন শরণম্", অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে শরণাগত হও। আর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ," (১৮।৬৬)। সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাতেই শরণাগত হও। আমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত হইব কেন ? ইহার উত্তর শ্রীকৃষ্ণ নিজেই দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—আমাকে বাদ দিয়া তুমি যে ধর্ম্ম করিবে, সেই ধর্ম্ম তোমাকে আশ্রয় দিবে না, অভয় দিবে না, শাশ্বত শান্তি দিবে না। ব্রহ্মলোক হইতেও যখন তোমাকে আবর্ত্তন করিতে হইতেছে, (গীঃ ৮।১৬) তখন বেশী কথায় প্রয়োজন কি? সেইসব ধর্ম্মের ফল অন্তবৎ, সেইজন্য তাঁহাদিগকে "অল্পমেধা" (গীঃ ৭।২৩) অর্থাৎ বুদ্ধিহীন, বোকাচূড়ামণি বলা হইয়াছে। কাজেই তুমি বোকামিতে সময় নষ্ট না করিয়া, আমার চরণ ধরিয়া নির্ভয় হও। আমার ভক্তকে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। (৮।১৬)। আমার ভক্তের বিনাশ নাই। ৯।৩১। সমস্ত বিপদ হইতে প্রহ্লাদকে আমি রক্ষা করিয়াছি। (ভাঃ)। আমার ভক্ত শাশ্বত শান্তির অধিকারী হয়। (১৮।৬২) ধ্রুবকে আমি নিত্যধাম ও পরাশান্তি প্রদান করিয়াছি। (ভাঃ)। "ধর্ম্ম মদ্ভক্তিকৃৎ" (ভাঃ) আমাকে ভক্তি করাই জীবের

একমাত্র ধর্ম্ম। 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥' (ভাঃ ১।২।৬)। ভগবান্ অধোক্ষজকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভক্তি করাই জীবের পরম ধর্ম্ম। কি-প্রকার ভক্তি? অহৈতুকী—হেতুরহিতা অর্থাৎ নিজসুখ কামনা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মুক্তি প্রভৃতি কামনা থাকিবে না। অপ্রতিহতা—অর্থাৎ যে ভক্তি প্রাণসঙ্কটেও বাধাপ্রাপ্ত হয় না, যেমন প্রহ্লাদের ভক্তি। এইপ্রকার ভক্তি যাজিত হইলে আত্মা সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করে। পূর্ণ শান্তি, শাশ্বত শান্তি, নিত্যশান্তি লাভ করে। সিন্ধুর নিকট বিন্দু যে-প্রকার, কৃষ্ণপ্রেমের নিকট ব্রহ্মানন্দও সেই প্রকার জানিবে। কাজেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ সকলের গ্রহণ করা একমাত্র উচিত। এত বড় অভয়বাণী আর কেহ বলেন নাই। এইটিই গীতার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিগণের এই বিষয়টি ভাল করিয়া চিন্তা করা দরকার। যে ধর্ম্মের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে অজ্ঞ ধর্ম্মসঙ্গি বলা হয়। "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞঃ ধর্ম্মসঙ্গিণাম্", অজ্ঞ ধর্ম্মসঙ্গিদের বুদ্ধিভেদ করিতে নাই। অজ্ঞ ধর্ম্মসঙ্গি হওয়া কাহারও উচিত নহে। গীতা-জয়ন্তী পাঠ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে অন্ধ থাকা কাহারও উচিত নহে।

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে॥ (ভাঃ ১।১।২)

ছলশব্দে—কপট, কপট—অর্থাৎ আত্মবঞ্চনা। গীতা ও ভাগবত একই বস্তু, সেই ভাগবতে ভক্তির কথা এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবত বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং"। (গঃ পূঃ)

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ (ভাঃ ১২।১৩।১৫)

সমস্তবেদ এবং বেদান্তের সারই এই শ্রীমদ্ভাগবত; ভাগবতরস বা ভক্তিরসের আস্বাদ যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহাদের আর অন্যত্র রতি বা প্রীতি থাকে না।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্॥
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ (ভাঃ ১।১।৩)

বেদ কল্পতরুর প্রপক্ক গলিতরস ফল, আবার শুকমুখের অমৃতদ্রব সংযুক্ত হওয়ায় পরম আস্বাদের বিষয় হইয়াছে, অতএব হে ভাবনাচতুর রসিক ভক্তগণ! আপনারা এই ভাগবতরস, ভক্তিরস, প্রেমরস, মাধুর্য্যরস নিরন্তরপান করিতে থাকুন।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা এবং নিখিল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য একটী শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্,
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্,
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

(দশমূলশিক্ষা)

১। আম্নায়—গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। ২। প্রমাণ—বেদ ও তদনুগত প্রত্যক্ষাদি দশবিধ প্রমাণই প্রমাণ। ৩। সেই প্রমাণদ্বারা স্থির হয় যে, শ্রীহরিই পরমতত্ত্ব। ৪। তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। ৫। তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু। ৬। জীব—ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ, জীব বদ্ধ হইতে মুক্ত এবং নিত্যমুক্ত। ৭। বদ্ধজীব—মায়াগ্রস্ত, মুক্ত জীব মায়ামুক্ত। ৮। জীব অণুত্বপ্রযুক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে ভেদ, এবং চৈতন্যত্বহেতু অভেদ, ইহাকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বলে। চিদচিৎ সমগ্র বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ। ৯। শুদ্ধভক্তিই সাধন, সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। ১০। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু। এই দশমূল পাচন সেবনে ভবরোগে চিরমুক্তি ও নিজ স্বাস্থ্যসম্পদ্ প্রাপ্তি। শান্তি, স্বাধীনতা, সারাজ্য প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। ইহাপেক্ষা জীবের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি আর কিছু আছে বলিয়া শাস্ত্রাদিতে শ্রবণ করা যায় না। প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দর এই শিক্ষাই জগতে প্রদান করিয়াছেন। এই শিক্ষা সকলের গ্রহণ করা উচিত।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্, আপনার সমান কেহ নাই, আপনাতে যে শরণাগত হয়, তাঁর সমস্ত দুঃখ-কষ্ট আপনি দূর করেন। আপনার কথা সবই সত্য বলিয়া মনে করি। তথাপি কৌতূহলবশতঃ আপনার ঐশ্বরিকরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তোমার ঐ চক্ষু দিয়া সেইরূপ দেখা যায় না। এস তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, সেই চক্ষু দিয়া দর্শন কর।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ (১১।৮)

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দেব! তোমার দেহে চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্তপ্রাণীকে দেখিতেছি, অদ্ভুত বিরাট্‌রূপ বা বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছি॥ (গীঃ ১১।১৫-৩১)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি আমার বিশ্বরূপ দর্শন করিলে এবং গীতা একাগ্রমনে শ্রবণ করিলে। এখন বল তোমার মোহ দূর হইয়াছে কিনা?

(১৮।৭২)। অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তোমার কৃপায় আমার সকল মোহ দূর হইয়াছে। এখন তোমার আদেশানুরূপ কার্য্য করিব।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ (১৮।৭৩)

অর্জ্জুনের আনুগত্যে যিনি বলিতে পারিবেন যে "করিষ্যে বচনং তব" অর্থাৎ এখন হইতে আমি তোমার আদেশ পালন করিব। তাঁহারই একমাত্র গীতাপাঠ (গীতা-জয়ন্তী) কীর্ত্তন বা শ্রবণ করা হইয়াছে, জানিতে হইবে।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং শাস্ত্র কোটিভিঃ।
জীবঃ নিত্যহরের্দ্দাসঃ প্রীতিস্তস্য প্রয়োজনম্ ॥ (গ্রন্থকার)

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

—শ্রীজগবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

সেবা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৮ পৃষ্ঠার পর]

এক সময় কোন এক তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সহিত কোন ঠাকুর-মন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিগ্রহের অঙ্গে কতিপয় স্বর্ণালঙ্কার, মস্তকে স্বর্ণচূড়া ও পরিধানে বারাণসী কাপড় ছিল। তাহা দেখিয়া উক্ত বন্ধুটি বলিয়াছিলেন,—'কোথায় সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবকে ও অবধূত নিত্যানন্দকে কৌপীন ও ছেঁড়া কাঁথা পরাইয়া দেওয়া হইবে, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে ঐরূপ মূল্যবান্ অলঙ্কারে ভূষিত করা হইয়াছে! আর তাঁহাদের জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়া প্রাসাদোপম মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই সকল অলঙ্কার ও মূল্যবান্ কাপড়গুলি এই মুহূর্ত্তেই বিক্রয় করিয়া ঐ অর্থদ্বারা অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্রের আর্ত্তনাদ মোচন করা উচিত এবং এই অট্টালিকায় গৃহহীন দরিদ্রের স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ কথার উপর সরকার বাহাদুর কোনরূপ শুল্ক বসান নাই বলিয়া সন্ন্যাসিনামধৃক্ ঐরূপ উক্তি করিতে পারিয়াছিলেন এবং চিজ্জড়-সমন্বয়দলের একজন প্রধান সন্ন্যাসী হইয়া অচেতন পুতুল নারায়ণ (?) অপেক্ষা জীবন্ত মানুষ নারায়ণের (?) সেবাই (?) শ্রেষ্ঠ বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! আজ এই জাতীয় চিন্তাস্রোত মহামারীর ন্যায় কি তথাকথিত শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলকেই আক্রমণ করিয়াছে!

পূর্ব্বে যেমন আমরা দেখিয়াছি যে, 'সেবা'-শব্দটি বর্ত্তমানে প্রকৃত তাৎপর্য্য-ভ্রষ্ট হইয়া অধিকাংশ স্থলেই অনাত্মার (দেহ ও মনের) পরিচর্য্যা বা সাময়িক

অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ 'ধর্ম্ম'-শব্দটিও প্রকৃত তাৎপর্য্যভ্রষ্ট হইয়া কতকগুলি নৈতিক ও সামাজিক সুবিধা সংগ্রহের রফাদফার বাহনরূপেই প্রযুক্ত হয়। আধুনিক যুগে সেগুলিই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়—যেগুলি ঐরূপ কোন পার্থিব সুবিধা যোগাইবার এজেন্সি খুলিতে পারে।

কেহ কেহ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান দেখিলেই প্রশ্ন করেন,—সেখানে কি কার্য্য হয়? তথায় কতগুলি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে? বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য প্রতিবৎসর কত টাকা ব্যয় হয়? কতগুলি চামার ও মেথরের ছেলেমেয়েকে শিক্ষিত করিয়ে দেওয়া হয়? যদি তদুত্তরে শুনিতে পান যে, এগুলির একটীও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের ধর্ম্মানুশীলনের অন্তর্গত নহে, তাহা হইলে অমনি প্রশ্নকারিগণ সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলেন, উহা আদৌ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানই নহে, উহা একটী সেকেলে ধরণের আল্‌সেখানা মাত্র। অবশ্য যাঁহারা এইরূপ ধারণা করেন, তাঁহাদিগকেও আমরা অনভিজ্ঞ বলিতে চাহি না; কেননা, তাঁহারা শত শত ক্ষেত্রে দেখিয়াছেন যে, যাঁহারা কেবল ঠাকুরসেবা বা ধর্ম্মের কথা লইয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের আখ্‌ড়াগুলি প্রায়ই আল্‌সেখানা, গাঁজার আড্ডা, না হয় ব্যভিচারের স্থান! চূণগোলা খাইয়া যাহাদের মুখ একবার পুড়িয়াছে, দই দেখিলেও তাহাদের চূণগোলারই উদ্দীপনা হয়। বর্ত্তমানে ইহা যেমন একটী সামান্য কারণ, আর একদিকে 'অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের সেবা'—এই কথাটি একটা গল্পের কথা বা অবাস্তব কল্পনা বলিয়াই শতকরা প্রায় শতজন ব্যক্তিরই অন্তরের অন্তস্থলে ব্যক্ত ও গুপ্ত-ভাবে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই পরমেশ্বর যখন আছেন, কি নাই, ইহাতে সন্দেহ এবং অতীন্দ্রিয়ের সেবা অধিকতর সন্দেহজনক, তদুপরি আবার ভোগ ও ত্যাগের নানাপ্রকার প্রচ্ছন্ন তাড়না ও পরামর্শ আসিয়া উপনীত হইতেছে, তখন প্রত্যক্ষের সেবার নামে প্রত্যক্ষকে ভোগ করিবার অর্থাৎ তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়ের চাহিদাগুলিকে মিটাইবার পিপাসাই স্বাভাবিকী এবং তৎসঙ্গে উহাকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া স্থাপনের চেষ্টাদ্বারা প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য রক্ষা-কবচ-নির্ম্মাণও বহির্ম্মুখ মানব-জাতির একটা ধর্ম্ম হইয়া পড়িতেছে! এইরূপ শ্রেণীর ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বলেন,—

প্রতিমাও দেখি পাষাণের স্তূপ, ভাষা তা'রা নাহি জানে।
সবারে আমি ডাকিয়া দেখেছি, শোনে না তাহারা কানে॥
কহিছে কবীর সকলি মিথ্যা, সকলি জগতে ফাঁকি।
তীর্থ প্রতিমা মিথ্যা সকলি, প্রত্যক্ষ কেবল খাঁটি॥

এই শ্রেণীর চিন্তাস্রোতেরই প্রতিধ্বনি ভাষান্তরে শুনিতে পাওয়া যায়,—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?"

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ঈশ্বর" কথাটি 'প্রত্যক্ষ কেবল খাঁটি' বা প্রত্যক্ষই ঈশ্বর,অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃত পরমেশ্বর কবিকল্পনা বা আকাশকুসুম—ইহাই প্রচ্ছন্ন ভাষায় প্রতিপাদন করিতেছে, অথচ এইরূপ অবৈদিক মত গণগড্ডলিকার করতালির জোরে 'বৈদান্তিক মত' (?) বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে !

সেদিন কোন ভগবদ্ভক্তি-প্রচারক এইরূপ মতবাদকে অর্থাৎ তথাকথিত পরার্থিতাকে extended selfishness বা ব্যাপক অপস্বার্থপরতা বলিয়া প্রচার করায় গণগড্ডলিকা-প্রবাহে উত্তাল-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল। যে কথা জগতের গণগড্ডলিকার ভোটে ধর্ম্ম বলিয়া পাশ হইয়া রহিয়াছে, উহাকে 'অপস্বার্থপরতা' বলিলে ঐরূপ বক্তাকে হয় গণবাদ বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া উপহাস করিবে, না হয় লাঠি লইয়া মারিতে আসিবে, কিংবা যে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান এইরূপ ধর্ম্মের প্রচারক প্রেরণ করেন, সেই প্রতিষ্ঠানের রুটি বন্ধ করিয়া দিবে। বহির্ম্মুখ গণসমষ্টির আন্তরিক ধারণা—তাহারাই ভগবদ্ভক্তি-প্রচার-প্রতিষ্ঠানের পালয়িতা ও পোষ্টা, আর পরমেশ্বর নিরিন্দ্রিয়, নিঃশক্তিক ঠুঁটোরাম ! পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, ইহা কেবল কথার কথা !

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়বিহীন করিয়া (?) ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া প্রকৃত ভক্ত ও সাধুর প্রতি অসংখ্য নিন্দাবাদ করিয়াও অনেক ধর্ম্মপ্রচারক (?) মানবজাতির হাতে অবাধে রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু 'মানবজাতির ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা মানবজাতির উপকার বা সেবা নহে, উহা সেবার নামে হিংসা,' —এই সত্যকথা পৃথিবীতে প্রচারিত হইলে মানবজাতি তৎপ্রতি লাঠি উঠাইবে, ক্ষেপিয়া যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

যাহা বাজারে 'জীবসেবা', 'শিবসেবা' বা পরার্থিতা (Altruism) প্রভৃতি বলিয়া চলিয়াছে, তাহা কেন extended selfishness বা ব্যাপক অপস্বার্থপরতা, তাহা একটুকু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। এখানে 'স্বার্থপরতা'-শব্দ প্রয়োগ না করিয়া 'অপস্বার্থপরতা'-শব্দ প্রয়োগ করিবারও একটী বিশিষ্ট কারণ আছে। স্বার্থপরতা জিনিষটি ভাল, কিন্তু 'স্ব' বা আত্মাকে যেখানে স্থূল শরীর বা সূক্ষ্মদেহ (মন) বলিয়া ধারণা করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং সেই 'স্ব' বা দেহের অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজনেই তৎপরতা বা অভিনিবেশ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহাই 'অপস্বার্থপরতা'। আর 'স্ব' যেখানে আত্মবস্তু—চেতনবস্তু, সেই আত্মার অর্থ বা প্রয়োজনে যে তৎপরতা বা মনোযোগ, তাহাই প্রকৃত স্বার্থপরতা। বাজারে যাহা 'জীবসেবা', 'শিবসেবা' বা তথাকথিত 'দরিদ্রনারায়ণসেবা' নামে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কি দেহ ও মনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তৎপরতা, না আত্মার প্রয়োজনের জন্য

তৎপরতা ? উত্তরে কেহ হয়ত' বলিবেন,—উহা আপাত দৃষ্টিতে দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন চরিতার্থ করিবার চেষ্টা হইলেও দেহের মধ্যে আত্মার নিবাস বলিয়া দেহকে উপেক্ষা করিলে আত্মার প্রয়োজনকেও কার্য্যতঃ উপেক্ষা করা হয়। আমরা দেহের জন্য দেহের সেবা করি না, আত্মার স্বার্থের জন্যই দেহের সেবা করি।

যাঁহারা এইরূপ যুক্তি প্রদান করেন, তাঁহাদের ঐ যুক্তিতে ভ্রম প্রবিষ্ট হইত না, যদি তাঁহারা পরমেশ্বরের সেবোন্মুখ আত্মার স্বার্থের জন্য তাঁহার সাময়িক বাসস্থান দেহের পরিচর্য্যা করিতে উদ্যত হইতেন। কিন্তু যেখানে আত্মা অনাদিকাল হইতে বিমুখ ও সুপ্ত, সেইরূপ আবৃত আত্মার কেবল দৈহিক বা মানসিক পরিচর্য্যার দ্বারা আত্মার বিমুখতাকে 'ঘুম পাড়ান মায়াবীর দয়া দেখাইবার বা মায়ার ন্যায়ই অধিকতর ঘুম পাড়াইয়া রাখিবার' সহায়তা করিবে না কি ? যদি একটী মেথরের ছেলেকে পড়াইয়া শুনাইয়া হাইকোর্টের জজ করিয়া দেওয়া যায়, আর সে জজ হইয়া আধুনিক সভ্যতার রীতিনীতি-অনুযায়ী তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত গ্রাম্য ভোগকে মূল্যবান্ সভ্যভোগে পরিণত করিয়া স্বয়ং ও তাহার পারিপার্শ্বিক বহু ব্যক্তিকে সেই ভোগ শিক্ষা দেয়, তাহা হইলে ঐরূপ ভোগী গড়িয়া তুলিবার যোগান্দার হওয়াই কি 'জীবসেবা' বা 'শিবসেবা' ? কোন ফিরিঙ্গি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে, অথবা কলেরা রোগীকে ভাল করিয়া তুলিতে আপত্তি নাই, কিন্তু সে যে স্বাস্থ্য লাভ করিয়া পুনরায় ব্যভিচার না করিবে তাহার কি guarantee আছে ? আর যদি সে ব্যক্তি সুস্থ হইয়া অধিকতর বল সঞ্চয় পূর্ব্বক গুপ্ত ও ব্যক্তভাবে প্রবলতর ভোগে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, বা ভোগের তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া নাস্তিক ভোগী হইয়া যায়, তবে ঐরূপ ভোগ বা ত্যাগময় নাস্তিকতার মালমসলা সরবরাহ করাই কি তাহার উপকার সাধন বা সমাজের মঙ্গল-চেষ্টা ?

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন,—আপনাদের সম্মুখে যদি কোন ব্যক্তি কূপে পতিত হইয়া যায়, তাহা হইলে কি আপনারা তাহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিবেন, না ঐ ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত নহে, এই বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন ? আগে কূপ হইতে উত্তোলন করিবেন,—না আগে হরিনাম শুনাইবেন ? আগে বাঁচিলে ত' পরে সে ধার্ম্মিক হইবে ?

এই কথার উত্তর এক কথায় হয় না ; কারণ বিভিন্ন অধিকারের লোক তাহাদের স্বভাবক্রমে বিভিন্নভাবে ইহার উপকার করিতে যাইবে, কিন্তু **কোন্‌টি তাহার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত বাস্তব উপকার**, তাহা বিবেচনা না করিয়া আপাত-প্রতিম উপকার বা, প্রত্যক্ষ উপকারকেই প্রকৃত উপকার বলিয়া

সিদ্ধান্ত করা মানবজাতির পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে,—ইহাই উক্ত প্রশ্নের এক কথায় উত্তর।

কূপে পতিত ব্যক্তি ও তাহার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা মায়া-বিমোহিত হইয়া উভয়েই মনে করিতেছে যে, একজন কূপে পতিত আর একজন তাহার উদ্ধারের সহায়ক। বস্তুতঃ উভয়েই ঐরূপ কূপে পতিত বা পতিতের দ্রষ্টা হইবার বহু পূর্ব্বেই যে কিরূপ ভবান্ধকূপে অনাদিকাল হইতে পতিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভগবান্ সাধু, শাস্ত্র ও গুরুরূপে তাহাদের নিকট কৃপারজ্জু ফেলিয়া দিলেও তাহার হস্ত প্রসারণ করিবার স্বাধীনতাটুকু সদ্ব্যবহার করিয়া ঐ রজ্জু ধারণ করিতেছে না,—এই পরমসত্য কথাটি ভুলিয়া গিয়াছে। যে ভবমহান্ধকূপে পতিত হইবার একমাত্র মূল কারণ হইতে লক্ষ লক্ষবার বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের কূপে পতিত হইতে হইতেছে, কখনও কলেরা রোগী, কখনও বসন্তরোগী, কখনও রাজ যক্ষ্মার রোগী, কখনও নানাপ্রকার অভাবগ্রস্ত দরিদ্র, কখনও বা স্বর্গের ইন্দ্র হইয়া কাম-ক্রোধাদির কবলে পতিত হইতে হইতেছে, সেই পতনের মূল কারণটির কথা কিন্তু কাহারও স্মরণপথে আসিতেছে না! সাধু, শাস্ত্র ইহা স্মরণ করাইয়া দিলেও তাঁহাদের দয়াকে 'হিংসা' বলিয়া মনে হইতেছে এবং নানাপ্রকার যুক্তির অস্ত্র ও শাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সাধু ও শাস্ত্রের দয়াকে ব্যর্থ করিয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে! কেহ কেহ বলিতেছেন, প্রত্যক্ষ কূপে পতিত ব্যক্তিকে কূপ হইতে উত্তোলন না করিয়া ঐরূপ দার্শনিক কথা শুনাইলে কি লাভ হইবে?

সত্যসত্যই কি আমরা কূপ হইতে উদ্ধৃত হইতে চাই? বা অপরকে উদ্ধার করিতে সমর্থ? এক কূপে পতিত ব্যক্তি মনে করিতেছে যে, সে আর এক কূপে পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবে! তাই তাহাতে দয়া বা পরোপকারের নামে নানাপ্রকার অপস্বার্থপরতা প্রবেশ করিতেছে। নির্ব্বুদ্ধি ছাগল যেরূপ কূপে পতিত ধূর্ত্ত শৃগালের আর্ত্তনাদে ও প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া কূপে পতিত হইয়াছিল এবং কূপে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত শৃগালের ছলনা ধরিতে পারে নাই, মানবজাতি তদপেক্ষাও অধিকতর বিমোহিত হইয়া তথাকথিত পরার্থিতার ছলনা ধরিতে পারিতেছে না! শ্রীমদ্ভাগবত এই ছলনা ভরতের আদর্শদ্বারা জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন। ভরত তাঁহার সাধন-ভজনকে জলাঞ্জলি দিয়া মৃগশাবককে জলপ্রবাহ হইতে উদ্ধার করিতে গিয়াছিলেন এবং মৃগের দৈহিক মঙ্গল ভাবিতে ভাবিতে নিজের ও হরিণ-শাবকের আত্মমঙ্গলের দ্বার প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া পরে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"অহো কষ্টং, ভ্রষ্টোঽহমাত্মব্রতামুপথাদ্যদ্বিমুক্তসমস্তসঙ্গস্য বিবিক্তপুণ্যারণ্য-

শরণস্যাত্মবত আত্মনি সর্ব্বেষামাত্মনাং ভগবতি বাসুদেবে তদনুশ্রবণমনন-সঙ্কীর্ত্তনারাধনানুস্মরণাভিযোগেনাশূন্যসকলযামেন কালেন সমাবেশিতং সমাহিতং কার্ৎস্ন্যেন মনস্তৎ তু পুনর্মমাবুধস্যারান্মৃগসুতমনুসুস্রাব ॥"—(ভাঃ ৫।৮।২৯)

হায়, কি কষ্ট! আমি ধীরজনের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছি! কারণ আমি স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পুণ্যারণ্যে আশ্রয়-গ্রহণপূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলাম এবং সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের বিষয় শ্রবণ, মনন, সঙ্কীর্ত্তন, আরাধনা এবং অনুস্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গে অভিনিবেশদ্বারা যামসকলের সফলতা সম্পাদনপূর্ব্বক বহুদিন অতিবাহিত করিয়া চিত্তকে তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে স্থাপিত ও সুস্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু পুনরায় সেই মনই মৃগবালকে অভিনিবিষ্ট হইয়া তাঁহা হইতে দূরে নিঃসৃত হইয়া পড়িয়াছে। (ক্রমশঃ)

নন্দোৎসব

নীরদ-নিবিড় তিমির নিশীথে,
নিদ্রিত-পুরে রাখিয়া,
জীবন-কুমারে, গত বসুদেব
নন্দ-সুতারে লইয়া।
শারদ-সুষমা-সুন্দরী দিবা
হাস্য বদনে অমনি,
কান্তের সহ মিলিল আসিয়া
ধ্বান্ত-নাশন দ্যু-মণি।
লুপ্ত হইল নিমেষে সকল
সুপ্তি-বিলাস-রচনা,
নন্দ-আলয়ে উঠিল বাজিয়া
শঙ্খ-নিনাদে বাজনা।
দুন্দুভি-ঘন গরজে-গভীর
মন্দ মলয়-পবনে,
পঞ্চমে উঠে কি সঙ্গীত শুভ
বন্দি-মাগধ-বদনে!

অঙ্কে জননী যশোদার শোভে
　　সর্ব্ব শোভার স্বরূপ,
গোলোকের নাথ, ভূলোকে আজি গো,
　　নন্দ-কুমার অনুপ।
রঞ্জিত শত বসনে ভূষণে
　　সজ্জিতা ব্রজ-বনিতা,
কাঞ্চন-থালে আনে উপহার
　　নন্দ-ভবনে ত্বরিতা।
উৎসবে সবে ব্রজবাসিগণ
　　মত্ত বিবিধ বিলাসে।
দুগ্ধ, দধির, ঘৃত, নবনীর
　　উৎস বহিছে আবাসে।
ভাণ্ডার শত মোচন করিয়া
　　উল্লাসে নিজে নৃপতি,
বিশ্ববাসীরে বিলাইল ধন
　　বাঞ্ছা যাহার যেমতি।
স্বর্গে দেবতা, মর্ত্ত্যে মানব
　　নন্দ-দুলালে হেরিয়া,
নৃত্য করিছে কি সুখে আ-মরি,
　　নেত্র-সলিলে ভাসিয়া।
অম্বর ভেদি উঠিছে সঘনে
　　নন্দ-যশোদা জয় রে!
ধন্য আজিকে জগতের জীব,
　　বন্দি চরণ আয় রে!!

বিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা

শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

যত্র যত্র হরেরর্চ্চা স দেশঃ শ্রেয়সাং পদম্।
যত্র যত্র গঙ্গাদয়ো নদ্যঃ পুরাণেষু চ বিশ্রুতা॥ (ভাঃ ৭।১৪।২৯)

"যে স্থানে শ্রীহরির অর্চ্চাবিগ্রহ থাকে এবং যে স্থানে পুরাণপ্রসিদ্ধ গঙ্গাদি নদী বর্ত্তমান, সেই দেশ মঙ্গলের আশ্রয়।" শ্রীভগবানের বিগ্রহ, ধাম, নাম, ভক্ত এবং ভগবৎ-সম্বন্ধীয় নিকেতনাদি যাবতীয় বস্তু চিন্ময়, অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তুই। তাঁহারা কৃপাপ্রকাশে গুণময় বিশ্বে অবতীর্ণ হইলেও গুণাতীত, নিন্দা-প্রশংসাতীত এবং নিত্যোপাস্য। তাহাদিগকে মিথ্যা বলিলে অর্থাৎ জড়ীয় বস্তুর সহিত তুলনা করিলে মহা অপরাধ হয়। অর্চ্চাবিগ্রহ বাস্তব বস্তুর অবতার বিশেষ। শ্রীভগবানের স্বরূপ হইতে শ্রীবিগ্রহ ভিন্ন নহেন। ভগবান্‌ও যদাত্মক, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিও তদাত্মিকা। তত্ত্বান্ধ ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞানলাভে অশক্ত হইয়া ভক্তগণসেবিত অবিমিশ্র চিদ্বিলাস প্রকটিত শ্রীবিগ্রহসেবাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করেন। **বস্তুতঃপক্ষে বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন ও অবৈষ্ণবের পুতুলপূজা এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে।** শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও পৌত্তলিকতার মধ্যে বহুত অন্তর রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণসংহিতার (৬।১২) মধ্যে লিখিয়াছেন,—"পরমার্থতত্ত্বের নির্দ্দেশক শ্রীমূর্ত্তিসেবনদ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু নিরাকারবাদরূপ ভৌতিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই 'পৌত্তলিকতা' অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবন্নির্দ্দেশ।"

শ্রীবিগ্রহ কখনই কল্পিত বা জীবনির্ম্মিত জড়বস্তু হইতে পারে না। ভক্তের হৃদয়দেবতাই বাহিরে শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকাশিত। কৃষ্ণবিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণই। 'প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।' বিষ্ণুমূর্ত্তি—চিন্ময়, তাহা অপর দেবতার ন্যায় মানব কল্পিত নহে। ভগবানের নিত্যসত্য বিগ্রহ—জড়ের লৌকিক বিধি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা সত্যের মর্য্যাদা স্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধ মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ কখনও পৌত্তলিক নহেন। তাঁহারা 'কাঠের পুতুল', 'মাটীর পুতুল' প্রভৃতির বা স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে বহু দেবতার পূজা বা উপাসনা করেন না।

পঞ্চোপাসক তথা স্মার্ত্তগণ,—পৌত্তলিক, বাস্তবসত্য শ্রীবিগ্রহের উপাসক নহে

পঞ্চোপাসকগণ ভগবানের নিত্যস্বরূপ মানেন না, তাঁহারা স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না বলিয়া উপাসনা সুলভ করিবার নিমিত্ত ভগবানের কাল্পনিক মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহার সেবায় রত হন। তাঁহারা বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের কাল্পনিক সগুণ মূর্ত্তিসকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করিলেও চরমে নির্ব্বাণলাভই তাঁহাদের লক্ষ্য। মেয়েরা যেরূপ শিশুকালে পুতুলখেলা লইয়া ব্যস্ত থাকে, পরে বয়ঃকালে বিবাহ হইলে স্বামীর ঘরে চলিয়া যায় এবং পুতুলগুলি বাক্সের মধ্যে পড়িয়াই থাকে; তদ্রূপ পঞ্চোপাসকগণ উপায় ও উপেয়ে ভেদ স্থাপন করিয়া প্রথমে কাল্পনিক মূর্ত্তিসমূহের পূজা করেন এবং পরে তাঁহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তাঁহারা মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। মূর্ত্তিপূজা কোন উপেয় লাভের উপায় মাত্র—ইহা একটী অপরাধমূলক সর্ব্বনাশা চিন্তাধারা। এই প্রসঙ্গে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥　　(চৈঃ চঃ আঃ৭।১১৫)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও লিখিয়াছেন,—

চিদানন্দ-কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি' মানি।
—এই বড় পাপ সত্য চৈতন্যের বাণী॥　　(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৩৫)

'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা' প্রভৃতি বাক্যে যে-সকল কল্পিত মূর্ত্তি বা পুতুল সৃষ্ট হয়, তাহার সহিত শ্রীমূর্ত্তি এক নহেন। লোকরীতির ঘোরতম পক্ষপাতী স্মার্ত্তগণ মহাভাগবতের চরণাশ্রয় করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের প্রাকৃতবুদ্ধি প্রবল। তাই তাঁহারা মূঢ়তাবশতঃ প্রাকৃত-বুদ্ধিদ্বারা 'কাঠের ঠাকুর', 'মাটীর ঠাকুর', 'শূদ্রের ঠাকুর' প্রভৃতির সহিত ভগবানের ঐক্য কল্পনাপূর্ব্বক যে পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি প্রদান করেন, তাহা তাঁহাদের 'ভস্মে ঘৃতাহুতির' ন্যায় নিরর্থক হয়। 'জৈবধর্ম্ম' ভগবানের কল্পিত মূর্ত্তি-পূজাকে ব্যুৎপরস্ত বা ভূতপূজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় ভগবানের নিত্যবিগ্রহ পূজার কোন সম্পর্ক নাই।

অত্যন্ত অপরাধ ও দুর্দ্দৈববশতঃই স্মার্ত্তগণ অপ্রাকৃত ভগবৎবিগ্রহে বৈগুণ্য ও খণ্ডিতাদি-লক্ষণ দর্শন করেন। অক্ষজনেত্রে শ্রীবিগ্রহকে ভগ্ন ধারণা করিয়া তাঁহারা শ্রীবিগ্রহকে জলে বিসর্জ্জন দেওয়া বিধি বলিয়া শাস্ত্র ও মহাজনগণের

বিচারের প্রতিকূলাচরণপূর্ব্বক সকলপ্রকার অমঙ্গলের আবাহন করিয়া থাকেন। শ্রীবিগ্রহকে অযোগ্যজ্ঞানে পরিত্যাগ করা শাস্ত্রানুমোদিত বিচার নহে। অসুরমোহন-লীলাকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ জরা ব্যাধকর্ত্তৃক বিদ্ধ হন নাই, তদ্রূপ ভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন শ্রীবিগ্রহ প্রাকৃত দ্রষ্টার চক্ষে ভগ্ন বলিয়া প্রতিভাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা কখনও ভগ্ন হইতে পারে না। স্মার্ত্তদের চিত্তবৃত্তি ও সেবাবৃত্তি ভগ্ন হইবার ফলে তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহে ব্রজেন্দ্রনন্দন-বুদ্ধি, দেহ-দেহী-ভেদরহিত বুদ্ধি, সচ্চিদানন্দ বুদ্ধি নাই। ভগবানের সচ্চিদানন্দ নিত্যমূর্ত্তিকে প্রাকৃত বুদ্ধি করা ঘোরতম অপরাধ। তাই শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।

* * * *

পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর প্রাকৃত কায়॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী ভেদ।
স্বরূপ দেহ—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥ (চৈঃ চঃ)

কেবলাদ্বৈতবাদী তথা মায়াবাদীদের বিচারে ভগবদ্‌বিগ্রহ অস্তিত্বহীন

মায়াবাদিগণ ভগবান্‌কে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ বলিয়া জানেন, তাঁহারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্বীকার করেন না। ভগবৎস্বরূপ দর্শনাধিকারীর পক্ষে ভগবানের মিথ্যা কল্পিত-মূর্ত্তি যেমন অমঙ্গলজনক, স্বরূপাভাবরূপ নিরাকারভাবও তদ্রূপ অনর্থকর। ভগবানের প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই সত্য, কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ অবশ্যই স্বীকৃত। ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নির্ম্মল চক্ষের পক্ষে গ্রাহ্য। প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে তিনি চিদাকার বা সাকার। ভগবান্‌কে নিরাকার আখ্যা প্রদান করিলে তাঁহার নিত্য সচ্চিদানন্দ-রূপ ও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিতত্ত্ব অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমত্তাকে অস্বীকার করা হয় না কি? ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অস্বীকারকারীদের ভগবান্ স্বয়ং কঠোর শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। কেবলাদ্বৈতবাদের বিচারে ভগবদ্‌বিগ্রহ না মানায় মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল, তাহা শাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়।

পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২০।৩৪)
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ৩৩৭-৩৮)

যমদণ্ডী ও পাষণ্ডীরাই সচ্চিদানন্দাকার শ্রীবিগ্রহকে স্বীকার করেন না। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিচার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ডী॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৬-১৬৭)

নিম্নোক্ত পৌত্তলিকতাসমূহ অত্যন্ত ঘৃণার্হ

যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারাই অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহকে পুতুল বলিয়া ধারণা করেন। শাস্ত্র 'অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধী' শ্লোকে তাহাদিগকে নারকী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবেতর-দর্শনে পৌত্তলিকতার কথাই স্বীকৃত রহিয়াছে, তথায় অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহের কথা কোন উল্লেখ নাই। ভগবানের কল্পিত মূর্ত্তি-পূজাই পুতুল-পূজা নামে শাস্ত্রে অভিহিত। যাহারা প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নিত্য বাস্তব-চক্ষে ভগবানের চিদাকার দর্শন করে নাই, তাহারা যে মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন বা পূজা করেন, তাহা অবশ্যই পুতুল এবং সেই সেই পুতুল-পূজকমাত্রেই পৌত্তলিক। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ অধ্যাপক সাদার্সের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"বৈষ্ণব দর্শনের শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও অন্যান্য মানবচিন্তার সাকার নিরাকারবাদে বিস্তর ভেদ আছে। বৈষ্ণবদর্শনে পরমেশ্বরের নিত্যস্বরূপের অর্চ্চাবতারের পূজা বিহিত হইয়াছে, আর অন্যান্য মানব-চিন্তাস্রোতে কল্পিত জড়াকাশ-সদৃশ সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকারের কল্পনা বা প্রকৃতির কোন চাকচিক্যময় পদার্থের সাকার কল্পনা, কখনও জড়-বিপরীত ভাবকে পরমেশ্বর কল্পনা, কখনও ঈশ্বরের বাস্তবস্বরূপ অস্বীকার করিয়া জড়ীয়-রূপ-কল্পনা জীবে পরমেশ্বর বুদ্ধি প্রভৃতি কল্পনা-রূপ পৌত্তলিকতার তাণ্ডব-নৃত্য রহিয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ সকল পৌত্তলিকতা নিরাস করিয়া ভগবানের অবিচিন্ত্যশক্তি ও পরমকরুণাময় অর্চ্চাবতারের কথা জানাইয়াছেন।"

চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুতে যাঁহারা ঈশ্বরপূজা করেন, তাঁহারা একশ্রেণীর পৌত্তলিক। এই শ্রেণীর পৌত্তলিকেরা জড়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জড়ের বিপরীত ভাবকেই ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন। ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞান তাঁহাদের উদয় হয় নাই, অথচ তাঁহাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস স্বভাবতঃ থাকে। চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বরপূজা জীবের অজ্ঞানতা হইতে জাত। তাই অজ্ঞানতাবশতঃ আজকাল 'সোনার গৌরাঙ্গ', 'রূপার গৌরাঙ্গ' প্রভৃতির পূজা জনগণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও আবার পয়সার বিনিময়ে স্বর্ণাদি ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিসমূহ জনসাধারণকে দর্শন করানো হইয়া থাকে।

নির্ব্বিশেষবাদিগণও পৌত্তলিক, তাঁহারা বস্তুজ্ঞানাভাবে জড়কে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন। এই শ্রেণীর পৌত্তলিকগণ ভগবানের স্বরূপবিগ্রহ স্বীকার করেন না, অথচ নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব পাইবার জন্য মিথ্যা আকৃতি সৃষ্টি করিয়া তাহার উপাসনা করেন। তাঁহারা সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহকে মায়াকল্পিত ও মায়ানির্ম্মিত ঈশ্বরবিগ্রহ মনে করিয়া ভগবানের নিত্য সবিশেষত্ব বুঝিতে অক্ষম হন। নির্ব্বিশেষবাদিগণের কল্পিত মূর্ত্তিপূজা দাম্ভিকতা বা নাস্তিকতার পরিচায়ক। যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তিধ্যানই আর একশ্রেণীর পৌত্তলিকতা। তাঁহারা চিত্তবৃত্তির শুদ্ধতা ও উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করত তাঁহার একটী কাল্পনিক-মূর্ত্তি ধ্যান করেন। জীবকে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারাও এক শ্রেণীর পৌত্তলিক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামতে, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী পৌত্তলিক।

পুরাণাদিসমূহে অপ্রাকৃত ভগবদ্‌বিগ্রহের কথাই স্বীকৃত

পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহের সর্ব্বত্র ভগবানের অপ্রাকৃত প্রতিমা পূজার কথা উল্লেখ থাকিলেও ঐ শাস্ত্রসমূহের কোথাও কোথাও আবার প্রতিমা পূজার নিন্দা করা হইয়াছে কেন, এই প্রসঙ্গে বৃহদ্ভাগবতামৃতে গোপকুমার দেবর্ষি নারদকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, —"হে ভগবন্! পৃথিবীতে ভগবানের যে-সকল বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই নীলাদ্রিপতি শ্রীপুরুষোত্তমের ন্যায় সচ্চিদানন্দঘন, ইহাই কি আপনার মত? সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ এক ভগবান্‌ই কৃপাপূর্ব্বক সেই সেই স্থানে তৎ তৎ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপে লীলাবশতঃ বিরাজ করিতেছেন। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্ম-যোগাদিতে উদাসীন হইয়া সেইসকল প্রতিমা অর্চ্চনে কি দোষ হইতে পারে? বিচারদ্বারা জানা যায়, যে কোন প্রকারে প্রতিমা অর্চ্চনে মহালাভই হয়। কিন্তু প্রতিমা অর্চ্চনে যদি মহালাভই, তবে কেন পুরাণাদিতে নানারূপ বিরুদ্ধ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়? আর ঐ সকল বচন মহতের মুখ-নিঃসৃত বলিয়া অপ্রামাণ্যও নহে।"

গোপকুমারের প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—"সাক্ষাৎ ভগবৎসদৃশ যে-সকল প্রতিমা আমাকর্ত্তৃক উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের অর্চ্চন-মাহাত্ম্য দূরে থাকুক, স্বধর্ম্মাদিতে অনাসক্ত হইয়া 'ইনিই ভগবান্' এই বুদ্ধিতে প্রাচীনকালে বা সম্প্রতি আবির্ভূত, এমনকি স্বনির্ম্মিত প্রতিমার ভজনাকারিগণেরও স্বধর্ম্মত্যাগাদি-দ্বারা সদাচারভ্রংশ দোষ হয় না, বরং মহাগুণই হয়, ইহা সাধুগণের উক্তি। শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমার অর্চ্চনকারীদের পক্ষে বৈষ্ণবদিগকে অনাদর করা কখনও সম্ভব নয়। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপূজায় আসক্ত থাকাকালে যদি কখনও অনাদর হয়, তবে বৈষ্ণবেরা তাহাকে অপরাধ বলেন না, বরং তাঁহার প্রশংসা করেন। অর্থাৎ ভগবৎপূজায় তাঁহার আসক্তি লক্ষ্য করিয়া পরমানন্দিত-চিত্তে তাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা সেই প্রতিমাকে 'সাক্ষাৎ হরি নহেন' জ্ঞান করিয়া ভেদদৃষ্টিবশতঃ শৈলী, দারুময়ী, ধাতুময়ী ইত্যাদি বুদ্ধিতে কৃত্রিমভাবে পূজা করেন, তাহারা সর্ব্বভূতের অবমাননাকারী সংজ্ঞা লাভ করিয়া হরিভক্তগণের আদর বা পূজা করেন না এবং পূজাগর্ব্বে প্রভুর বেদরূপ আজ্ঞা লঙ্ঘনও করেন। তাঁহারাই সর্ব্বভক্তমধ্যে নিকৃষ্ট (প্রাকৃত ভক্ত) এবং সেই মন্দবুদ্ধি জনগণই শাস্ত্রানুসারে যথাযথ পূজাফল প্রাপ্ত হন না। এইপ্রকার অর্চ্চকগণের অর্চ্চনের ফল স্বতঃই (স্বর্গাদিভোগ-বিষয়ক-দোষ রাহিত্যহেতু) অশেষ সৎকর্ম্ম ফল হইতে অধিক। (অতএব) উত্তম হইলেও এতদ্বারা ভগবদ্ভক্তিযোগ্য ফললাভ হয় না, তজ্জন্য একান্ত সাধুশ্রেষ্ঠগণকর্ত্তৃক বা পুরাণাদিতে ঐরূপ অর্চ্চন নিন্দিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত পুরাণে তাদৃশ প্রতিমাপূজকেরই ন্যূনতা-প্রতিপাদনসূচক বচনাদি শ্রুত হয়, সমস্ত প্রতিমাপূজকের প্রতি নহে।"

নিত্যচিন্ময়মূর্ত্তির অর্চ্চাবতারই শ্রীবিগ্রহ, তাহা স্বরূপেতর বস্তু নহে

ভগবৎস্বরূপবিগ্রহ অলৌকিক ও অচিন্ত্য। সেই অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভগবান্ ভক্তগণের নিকট নিত্য লীলামূর্ত্তিময় অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তিযোগে শ্রীমূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন। শ্রীভগবানের বিগ্রহ কেবল চিন্ময় ও আনন্দময় বলিয়া ভক্তগণের অবশ্যই ভজনীয় ও সেব্য। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন ব্যতীত অন্য কোন বস্তু হইতে পারে না। তাই শুদ্ধভক্ত অর্চ্চাতে প্রাকৃত বুদ্ধি না করিয়া তিনি অর্চ্চাবতারকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দাকার ভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপবিগ্রহ বলিয়া জানেন। এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে"র মধ্যে লিখিয়াছেন,—"পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপকে অবলম্বন করত শ্রীবিগ্রহ সেবিত হন। জীবের চিদ্দেহগত চক্ষুদ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষিত হয়। ব্যাস-নারদাদি বিদ্বজ্জন এবং সাধারণত সমুদয় নিরুপাধিক

ভক্তবৃন্দ পরানন্দসমাধিসময়ে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের নিত্যরূপ দর্শন করেন, মনোবৃত্তিতে সেইরূপের অহরহঃ ধ্যান করেন। প্রাকৃতজগতে সেই নিত্যরূপের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করত নয়নানন্দ বর্দ্ধন করেন।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "জৈবধর্ম্মের" মধ্যেও লিখিয়াছেন,—মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূতচিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময় মূর্ত্তি ভাবনা করেন। ভাবিতে ভাবিতে ভক্তচিত্ত যখন জড়জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবৎ-শ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজন-কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময় বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময় বিগ্রহ হইলেও ক্রমশঃ ভাবশোধিত-বুদ্ধিতে চিন্ময় বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভজনীয়। কল্পিত মূর্ত্তির পূজার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিত্যমূর্ত্তির প্রতিমা বিশেষ মঙ্গলময়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও এইরূপ ত্রিবিধ অধিকারীর পক্ষে প্রতিমা পূজা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে কোন দোষ নাই। কেন না, এই ব্যবস্থাতেই জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গল আছে।"

এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ অধ্যাপক সাদার্সের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন,—"ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তিনি তাঁহার শক্তি বিজ্ঞানজ্ঞ মুক্তজীবের নিকটে নিত্য লীলামূর্ত্তিময়। কেবল নিরাকার চিন্তা অস্বাভাবিক ও বিশেষ চমৎকারিতাশূন্য। ভগবান্ সর্ব্বদা মঙ্গলময় ও যশোপূর্ণ, তিনি সৌন্দর্য্যপূর্ণ। অপ্রাকৃত নয়নে সেই সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বিশুদ্ধ, পূর্ণ ও চিৎস্বরূপে জড়াতীত বস্তু, তাঁহার চিৎস্বরূপই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি। * * * * সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবানের দেহ ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার রূপ ও গুণ পৃথক্ নহে, তাঁহার গুণ ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার লীলা ও রূপ পৃথক্ নহে, তাঁহার লীলা ও গুণ পৃথক্ নহে। বিশুদ্ধসত্ত্ব বা নির্ম্মল আত্মায় সেই ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবানের যে নিত্যমূর্ত্তি বিশুদ্ধসত্ত্ব নিজ নির্ম্মল আধারে প্রাপ্ত হন, সেই অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি ভগবৎ-স্বরূপের উদ্দীপক-তত্ত্বরূপে হৃদয় হইতে জগতে স্থাপন করিলে তাহা কখনই 'পুত্তল' পদবাচ্য হইল না। যেমন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে ভগবান্ প্রপঞ্চাতীত থাকেন, তেমনই ভক্তগণের বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত ভগবৎস্বরূপ ভক্তগণের দ্বারা জগতে অবতারিত হইয়াও প্রপঞ্চ ধর্ম্মের অতীতই থাকেন। এইজন্য বৈষ্ণবদর্শনে শ্রীমূর্ত্তিকে 'অর্চ্চাবতার' বলা হইয়াছে।"

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা ইহা প্রাপ্ত হই যে, যে ধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহসেবা নাই, সেই ধর্ম্ম নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। ভক্তিমার্গে শ্রীবিগ্রহসেবা-ব্যবস্থা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্মানুশীলনের অন্য কোন উপায় নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

সাধুসঙ্গে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনযোগে
শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-পদাঙ্কপূত প্রসিদ্ধ
তীর্থস্থানাদিসহ

শ্রীব্রজ ও দ্বারকাধাম তীর্থাদি দর্শন

"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থানে হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥"

তীর্থদর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থ-যাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে, ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাজন-বাক্যে দেখিতে পাই,—"যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ!"

শ্রদ্ধেয় সজ্জনসুধীবৃন্দ!

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও শ্রীমঠের সাধু সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দের পরিচালনায় আগামী ২১শে কার্ত্তিক, ১৪০১ (ইং ৮/১১/৯৪) মঙ্গলবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন ও কীর্ত্তনাদিমুখে লাক্সারী সুপার ডিলুক্স বাসযোগে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে ভোর ৫ ঘটিকায় শুভযাত্রা করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-ব্যক্তিগণকে এই পরিক্রমার উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী যোগদান করিতে আহ্বান জানান হইতেছে। পরিক্রমা-পঞ্জি ও নিয়মাবলী পরপৃষ্ঠায় জ্ঞাতব্য।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ—

শ্রীনবদ্বীপধাম, গয়া, বুদ্ধগয়া, কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকূট, আগ্রা, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড, গোকুল, জয়পুর, গলতা, পুষ্করতীর্থ, সাবিত্রীদেবী, দ্বারকা, বেট দ্বারকা, গোপীতলাও গোমতীগঙ্গা, পোরবন্দর (সুদামাপুরী), সোমনাথ, প্রভাসতীর্থ, নাথদ্বারা, কল্পবৃক্ষ, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কুরুক্ষেত্র, লছ্‌মন্‌ঝুলা, দিল্লী প্রভৃতি হইয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন।

যাত্রিগণের দুইবেলা মহাপ্রসাদ ও বাসভাড়া প্রভৃতির জন্য প্রত্যেককে ৩০০০৲ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে। বাসের সামনের ২৫টি আসনের জন্য আসন প্রতি অতিরিক্ত ৩০০৲ টাকা বেশী দিতে হইবে। এই পরিক্রমায় আনুমানিক ৩২/৩৫ দিন সময় লাগিবে।

চলিতে অসমর্থ ব্যক্তিগণকে রিক্সাদি ভাড়া নিজকে বহন করিতে হইবে। প্রত্যেককে হাল্কা বিছানা, টর্চ লাইট্, থালা, গ্লাস, জলের ফ্লাস্ক, প্রয়োজনীয় ঔষধ সঙ্গে লইতে হইবে। কোনরূপ আপত্তিকর কিছু হইলে তাহা পরিচালক কমিটিকে জানাইতে হইবে। নিজেদের বিছানাদি নিজকে বহন করিতে হইবে। তীর্থ-পাণ্ডা বিদায়, ঠাকুর-প্রণামী প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যয়।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

মূলকেন্দ্র ঃ—

শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, ফোন ঃ ৪০০৬৮

পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

শাখামঠ ঃ—

শ্রীভূতভাবনদাস ব্রহ্মচারী
শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ
অরবিন্দ লেন, কোচবিহার।

শ্রীজয়গোপালদাস ব্রহ্মচারী
শ্রীমদনমোহনদাস ব্রহ্মচারী
শ্রীনিমানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
গাড়িখানা রোড, ধুবড়ী, আসাম।

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য্য কারণে পরিক্রমা-সূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য এবং দৈব-দুর্ব্বিপাক বা কোনরূপ দুর্ঘটনার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। অগ্রিম ৫০০৲ টাকা ২১শে আশ্বিনের মধ্যে জমা দিতে হইবে। আসন-সংখ্যা সীমিত, সুতরাং সত্বর যোগাযোগ করিবেন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

লোকাপায়েদ্যাদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৬শ বর্ষ | ২৯ পদ্মনাভ, প্রদ্যুম্ন, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ | ৩১ আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৪০১, ইং ১৮/১০/৯৪ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(৬)

মৎস্যক-রূপ-লয়োদ-বিহারিন্ বেদ-বিনেতৃ-চতুর্ম্মুখ-বন্দ্য।
কূর্ম্ম-স্বরূপক মন্দর-ধারিন্ লোক-বিধারক দেব-বরেণ্য॥ ১॥

হে বেদোপদেশক, চতুর্ম্মুখ-বন্দ্য, প্রলয়-সলিল-বিহারিন্! **মৎস্য দেব**! হে মন্দর-ধারিন্! লোক-ধারক! দেব-বরেণ্য! **কূর্ম্ম-দেব**॥ ১॥

সূকররূপক দানব-শত্রো ভূমি-বিধারক যজ্ঞ-বরাঙ্গ।
দেবনৃসিংহ হিরণ্যক-শত্রো সর্ব্ব-ভয়ান্তক দৈবত-বন্দ্যো॥ ২॥

হে ভূমি-উদ্ধারক! দানব-রিপো! যজ্ঞ-মূর্ত্ত! **বরাহ-দেব**! হে

হিরণ্যকশিপু-বিনাশন ! দেবগণ-বন্দ্যো ! সর্ব্ব-ভয়ান্তক ! **নৃসিংহ-দেব** ॥ ২ ॥

বামন বামন মানব-বেশ দৈত্য-বরান্তক কারণ-রূপ ।
রাম ভৃগূদ্বহ সূজ্জিত-দীপ্তে ক্ষত্র-কুলান্তক শম্ভু-বরেণ্য ॥ ৩ ॥

হে দৈত্যবর রিপো ! কারণ-রূপিন্ ! ব্রহ্মচারি-বেশ ! **বামন-দেব** ! হে শম্ভু-বরেণ্য ! প্রবল-প্রতাপ ! ক্ষত্র-কুলান্তক ভৃগু-বংশধর ! **পরশুরাম** ॥ ৩ ॥

রাঘব রাঘব রাক্ষস-শত্রো মারুতি-বল্লভ জানকী-কান্ত ।
দেবকি-নন্দন সুন্দর-রূপ রুক্মিণী-বল্লভ পাণ্ডব-বন্ধো ॥ ৪ ॥

হে মারুতি-প্রাণবল্লভ ! রক্ষঃ-কুল-রিপো ! জানকী কান্ত ! **রাঘব-দেব** ! হে পাণ্ডব-বান্ধব, রুক্মিণী-বল্লভ, সুন্দর-মূর্ত্তে ! **দেবকি-নন্দন** ॥ ৪ ॥

দেবকি-নন্দন **নন্দ-কুমার** বৃন্দাবনাঞ্চন **গোকুল-চন্দ্র** ।
কন্দ-ফলাশন সুন্দর-রূপ নন্দিত-গোকুল বন্দিত-পাদ ॥ ৫ ॥

হে বৃন্দাবন-বিহারিন্ ! **গোকুলানন্দন** ! পূজিত-চরণ ! কন্দফল-ভোজিন্ ! সুন্দর-মূর্ত্তে ! গোকুলচন্দ্র ! **নন্দ-কুমার** ! **দেবকি-নন্দন** ॥ ৫ ॥

ইন্দ্র-সুতাবক নন্দক-হস্ত চন্দন-চর্চ্চিত সুন্দরী-নাথ ।
ইন্দীবরোদর-দল-নয়ন মন্দর-ধারিন্ গোবিন্দ বন্দে ॥ ৬ ॥

হে **ইন্দ্র-সুত-পালক** (**অর্জ্জুনের রক্ষক**), নন্দক-হস্ত, চন্দন-চর্চ্চিত, সুন্দরীগণ-নাথ, কমল-দল-বিলোচন, মন্দর-ধারিন্ ! গোবিন্দ ! আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

চন্দ্র-শতানন কুন্দ-সুহাস নন্দিত-দেবতানন্দ সুপূর্ণ ।
দৈত্য-বিমোহক নিত্য-সুখাদে দেব-সুবোধক **বুদ্ধ-স্বরূপ** ॥ ৭ ॥

হে চন্দ্র-শত-সুবদন ! কুন্দ-সুহাস ! দেবগণানন্দন ! আনন্দ-পরিপূর্ণ ! দৈত্য-বিমোহন ! নিত্য-সুখাদি-সম্পন্ন ! দেবগণজ্ঞানপ্রদ ! **বুদ্ধদেব** ॥ ৭ ॥

দুষ্ট কুলান্তক **কল্কি-স্বরূপ** ধর্ম্ম-বিবর্দ্ধন-মূল যুগাদে ।
নারায়ণামল **কারণ-মূর্ত্তে** পূর্ণ-গুণার্ণব নিত্য-বিবোধ ॥ ৮ ॥

হে দুষ্টকুল বিনাশন, ধর্ম্ম-বর্দ্ধন, সত্যযুগ-প্রবর্ত্তক, **কল্কিদেব** ! হে নিত্যজ্ঞান, পূর্ণ গুণ-সিন্ধো ! **কারণ-রূপ** ! বিশুদ্ধ-স্বরূপ ! নারায়ণ ! (আপনাকে বন্দনা করি) ॥ ৮ ॥

সুখতীর্থ-মুনীন্দ্র-কৃতা হরি-গাথা পাপ-হরা শুভ-নিত্য-সুখাথা ॥ ৯ ॥

শ্রীমদানন্দতীর্থ-মুনি-বিরচিত এই শ্রীহরিস্তোত্র পাপ-নাশন ও নিত্যশুভ সুখজনক ॥ ১ ॥

প্রশ্নোত্তর

পরমহংস

১। সহজ-পরমহংস কাহারা ?

"স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণই "সহজ" পরমহংস।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

২। গৌর-লীলায় ও পৌরাণিক যুগের কতিপয় সহজ-পরমহংস কাহারা ?

"শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণ, * * সকলেই সহজ-পরমহংস। পূর্ব্বকালে ঋভু প্রভৃতি অনেকের গৃহস্থাশ্রমে এইরূপ পারমহংস্য দেখা যায়।" —চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩। পরমহংসগণের স্বরূপ কি ? তাঁহাদের শাস্ত্র কি ?

"যে-সকল লোকের দিব্যচক্ষু আছে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে (পরমহংসগণকে) সমন্বয়যোগী বলিয়া জানেন। যাঁহারা অনভিজ্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারাসক্ত বলিয়া বোধ করেন ; কখনও কখনও ভগবদ্বিমুখ বলিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশীয় বিদেশীয় সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা-লিঙ্গ ও ব্যবহার-সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পরকে 'ভ্রাতা' বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস এবং পারমহংসী সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের শাস্ত্র।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৪। পরমহংস কি শাস্ত্রের শাসনাধীন বা বিধি-বাধ্য ?

"উচ্চ সোপানস্থ মহাপুরুষগণ নিম্ন-সোপানস্থ যে-কিছু নিয়ম পালন করেন, সে কেবল তাঁহাদের স্বেচ্ছা-বিলাস-মাত্র।

—'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

৫। পরমহংসগণ কাহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করেন ?

"কর্ম্মধর্ম্মসাপেক্ষ ভক্ত ও কর্ম্মজড়ের মধ্যে অনেক ভেদ আছে ; কৃষ্ণভক্তিশূন্য কর্ম্মীর ত' কথাই নাই। কর্ম্মধর্ম্মসাপেক্ষ-ভক্ত শুদ্ধভক্তিকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব-সেবা কীর্ত্তন-ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন ; হৃদয়ে কর্ম্ম-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ এবং ব্যবহারে ভক্তির অনুকূল জানিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করেন। যদিও নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্ম অনেক সময় ভক্তির বাধক হয়, তথাপি স্বচ্ছন্দে নিষ্পাপে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে তিনি যথাযোগ্য যত্ন করেন ; সুতরাং কৃষ্ণভক্তি-সাধনে

তিনি সর্ব্বদা নিরপেক্ষ; কিন্তু কর্ম্মজড়ের কার্য্য এই যে, মনে মনে কর্ম্মকেই তিনি নিস্তারের হেতু জানিয়া কৃষ্ণ-কর্ম্মে আত্মভাব অনুভব করেন না; কৃষ্ণের সুখ-দুঃখে উদাসীন হইয়া লোকদিগকে জড়ময় কর্ম্ম-ধর্ম্ম শিক্ষা দেন। বৈদিক হইয়াও নিরপেক্ষ পরুষোগীকে নিন্দা করেন এবং নিজের সিদ্ধান্তকে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বলিয়া লোকদিগের বুদ্ধি নাশ করেন। মূর্খলোক তাহাকে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত মনে করিয়া মোহপ্রাপ্ত হন এবং নিরপেক্ষ পরুষোগীকে লঘুবুদ্ধির দ্বারা বিতর্ক করিয়া নষ্ট হন। পরুষোগীর হৃদয়নিষ্ঠা বৈদিকগণ জানিতে পারেন না; সুতরাং কর্ম্মজড় শিক্ষককে মহাপুরুষ মনে করিয়া তদ্রূপ ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন। পরমহংস মহাত্মগণ তাঁহাদিগকে অবৈষ্ণব জানিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করেন না।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৬। এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য কে?

"এ জগতে **চিদচিদ্ বিচার-চতুর পরমহংস-ভক্তগণই** ধন্য। ভক্তগণই পণ্ডিত; কেন না, তাঁহারা জড়-জগতের মোহ-কলিলের পার পাইয়াছেন। ভক্তগণই গুণী; কেন না, মায়ার কুণ্ঠিত সত্ত্বরজস্তমোগুণকে ভেদ করিয়া তাঁহারা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভক্তগণই সুখী; কেন না, জড়গত সুখ-দুঃখ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ব্রজের চিৎসুখ লাভ করিয়াছেন। ভক্তগণই নির্ভয়; কেন না, মায়িক ভূত-ভবিষ্যদাত্মক কালকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা শুদ্ধ গোলোকবাসী হইয়াছেন। ভক্তগণ যুগে যুগে জীবিত থাকুন এবং হতভাগ্য মায়া-পীড়িত ব্যক্তিগণকে দর্শন, স্পর্শন, আলাপনের দ্বারা কৃতার্থ করুন।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

প্রচারক

১। নির্জ্জন-ভজনানন্দী ও হরিকীর্ত্তনকারী প্রচারকের মধ্যে কে জগতের অধিক উপকারক?

"রুচিক্রমে যে-সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন।" —'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

২। কাঁহাদের প্রচারক-যোগ্যতা আছে?

"শুদ্ধভক্তি যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা নিরপরাধে নামরস সেবন করেন, তাঁহাদেরই প্রচারক-যোগ্যতা।"

—'শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ,' সঃ তোঃ ১০।১১

৩। কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই কি প্রচারক হওয়া যায় ?

"প্রচার-কার্য্যটী ভজন-বিভাগের সভ্যগণের প্রতি ভার অর্পণ করিলেই ভাল হয়। **কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই কেহ গৌর-শিক্ষা-প্রচারক হইতে পারে না।**" —'শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

৪। প্রচারকের নামাপরাধ-তত্ত্ব জানা প্রয়োজনীয় কেন ?

"প্রচারকদিগের নামাপরাধগুলি ভালরূপে জানা আবশ্যক। তাহা জানিতে পারিলে তাঁহারা উপযুক্ত নাম-প্রচারক হইবেন। নাম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতে হইবে, নতুবা প্রচারকগণ নিজেও নামাপরাধী হইয়া পড়িবেন।"

—'শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ-সমাজ', সঃ তোঃ ১০।১১

৫। শুদ্ধ প্রচার-কার্য্যে কি কি প্রয়োজন ?

"শুদ্ধরূপে প্রচার করিতে গেলে প্রথম—নাম-গ্রহণের শুদ্ধতা, দ্বিতীয়—প্রচারকের শুদ্ধতা এবং তৃতীয়—গ্রাহকদিগের শুদ্ধতার প্রয়োজন। নাম-গ্রহণের শুদ্ধতা এই যে, প্রচারিত নাম ভগবল্লীলাসূচক ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি-গন্ধ-শূন্য হইবে।"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ, ১ম খণ্ড

৬। প্রচারকের আচারবান্ হইবার আবশ্যকতা কেন ?

"সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণের নাম—'আচার'। সেই ধর্ম্ম জগতে অন্য জীবের নিকট প্রচার করার নামই—'প্রচার'। আচার বা প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক; কিন্তু শিক্ষা করত কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই-প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন; তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। ** স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়। —'আচার ও প্রচার', সঃ তোঃ ৪।২

৭। স্মার্ত্তাচারী ব্যক্তি কি ভক্তি-তত্ত্বের প্রচারক হইতে পারেন না ?

"কোন কোন লোক স্বয়ং শুদ্ধভক্তির আচরণ করেন না, বরং কর্ম্মকাণ্ডাদৃত স্মার্ত্ত-সম্মত আচার করিয়া থাকেন; তাঁহারা যে ভক্তি-তত্ত্বের উপদেশ দেন, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক।" —'আচার ও প্রচার,' সঃ তোঃ ৪।২

৮। প্রচারকের শুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা কেন ?

"প্রচারকের শুদ্ধতাও নিতান্ত প্রয়োজন। নাম-গান সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে, কিন্তু নামে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাহা শুনিতে গিয়া প্রচারকদিগের অশুদ্ধতা দেখিয়া দুঃখ পাই। হয়ত' গ্রামের পীড়া-নিবৃত্তির জন্য নাম বাহির হইয়াছে, নয় কতকগুলি লোক শমনের ভয়ে নাম করিতেছেন। এরূপ ভুক্তি ও মুক্তি পিপাসা-

দূষিত হৃদয় হইতে যে নাম বাহির হয়, তাহা প্রতিবিম্ব-নামাভাস। তাহাতে জীবের নিত্য-মঙ্গল-লাভ সম্ভব নয়। বিপণিপতি ও ব্রাজক-বিপণি মহোদয়গণ যদি সেরূপ স্পৃহা-শূন্য হন, তাঁহাদের দ্বারা শুদ্ধনাম প্রচার হইবে। যদি তাঁহারা অর্থাদি প্রাপ্তির আশায় অথবা নাম-প্রচার করিয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় কার্য্য করেন, তাহা হইলে হাটের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।"

—'শ্রীশ্রীনামহট্ট', বিঃ পঃ ২য় বর্ষ

৯। প্রচারকের উপদেশ ভোগোন্মুখ জীবে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয় বলিয়া কি শুদ্ধ প্রচারক দায়ী?

"The reformers, out of their universal love and anxiety for good work endeavour by some means or other to make the thougtless drink the cup of salvation, but the latter it with wine and fall into the ground under the influence of intoxication; for, imagination has also the power of making a thing what it never was. Thus it is that the evils of nunneries and the corruptions of Akhras proceeded No, we are not to scandalise the Saviour of Jerusalem or the Saviour of Nadia for these subsequent evils. Luthers, instead of critics, are what we want for the correction of those evils by the true interpretation of the original precepts."

—The Bhagavat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

১০। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার ইতিবৃত্ত কি?

"১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ ২রা মাঘ রবিবার ঐ সভাটী হয়। তথায় সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমি ও দ্বারিকবাবু সকল কথা বুঝাইলে সকলে একমত হইয়া শ্রীমায়াপুরে সেবা প্রকাশের অনুমতি দিলেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী নামক একটী সভা সংস্থাপিত হইল। তাহাতে নফরবাবু সম্পাদক হইলেন। সভা সাধারণের নিকট টাকা সংগ্রহ করিয়া যথারীতি শ্রীমূর্ত্তি-সেবা সংস্থাপনের অনুমতি করিলেন।

সাধারণের নিকট হইতে ১৫৫১।১০, প্রথম বৎসরের প্রণামীতে এবং ঋণদ্বারা শ্রীমায়াপুরে ভূমি ক্রয়পূর্ব্বক তৃণাচ্ছাদিত কয়েকখানি গৃহ নির্ম্মাণ করত তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইলেন।

৮ই চৈত্র মহামহোৎসবের সহিত শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অসংখ্য যাত্রী আসিয়াছিলেন। মনোহরসাহী কীর্ত্তন, কীর্ত্তনাঙ্গের যাত্রা ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন বিশেষ আনন্দের সহিত হইল।" —ঠাকুরের আত্মচরিত

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

সর্ব্বক্ষণ রাইকানুর কীর্ত্তনই জীবের সহজ ধর্ম্ম—রাইকানুর প্রেমলীলার কথাই মুক্তজীবের সর্ব্বক্ষণ শ্রবণীয়। রাইকানুর কীর্ত্তন ব্যতীত আর বড় কোন কথা হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—আত্মা পূর্ণতমরূপে বিকাশ লাভ করিবে এবং পরমাত্মার সম্পূর্ণ অবিমিশ্র সেবা হইবে রাইকানুর কীর্ত্তনে—পারকীয় বিচারে শ্রীরাধাগোবিন্দের কীর্ত্তন। ইহাই মহাপ্রভুর সর্ব্বপ্রধান কথা।

এ জগতে যদি অত্যন্ত আসক্তি হয়, তখন বিয়োগ-ধর্ম্ম আসিলে শোক আসিয়া উপস্থিত হইবে। শোক-মোহ-মূঢ়তা হইতে আমাদের মুক্ত হওয়া আবশ্যক। অপ্রাকৃত বা অধোক্ষজের প্রতি উন্মুখ না হইয়া যদি কেবল আধ্যক্ষিক হই, তাহা হইলে ক্রমে প্রস্তরত্বে বা পশুত্বে নামিয়া যাইব। কয়েকদিন ত' মাত্র এই পৃথিবীতে থাকিব; তারপর জীবিতোত্তরকালে আমি কোথায় নীত হইব, কিরূপ থাকিব—চিন্তা করা উচিত। পৃথিবীতে যে কয়দিন আছি, অতি সহজভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কি-প্রকারে নিত্য-বাসস্থলীর দিকে অগ্রসর হইতে পারি, সেই বিচারটা উত্তরোত্তর প্রবল করা দরকার। পৃথিবীতে কিভাবে থাকিলে সুবিধা হইবে, তাহাতে আবদ্ধ না থাকিয়া কি-প্রকারে জীবিতোত্তরকালে নিত্যকাল সুবিধায় থাকিতে পারিব, তাহার বিচার করা আবশ্যক।

এ জগতে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছি। এখানে আমরা কামে আবদ্ধ হইয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করিতেছি। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—চিন্তা নাই—কাম কাটিয়া যাইবে কামের প্রকৃত পাত্রে অর্থাৎ অপ্রাকৃত কামদেবে সর্ব্বকাম নিযুক্ত হইলে—রাইকানুর গান কীর্ত্তন করিলে। যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদি মধুর লীলা নিজের অপ্রাকৃত হৃদয়ের দ্বারা বিশ্বাস করিয়া বর্ণন বা শ্রবণ করেন, তাহার প্রাকৃত মনসিজ কাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হইয়া যায়।

কৃষ্ণলীলার সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে চিৎপ্রেমের উদয়-পরিমাণানুসারে জড়াসক্তি ও জড়কামাদি দূর হইতে থাকিবে; সম্পূর্ণ চিন্ময় লীলা উদিত হইতে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না।

কামের ক্রীড়াপুত্তলি না হইয়া কিরূপে মঙ্গল লাভ করিব, তাহার আলোচনা

করা উচিত। অমঙ্গলময়ী স্বসুখকামের হাত হইতে অনায়াসে লোক পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে—অবিলম্বেই সকল দুষ্ট কামনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে—জড়বস্তুর প্রতি কাম, আসক্তি বিদূরিত হইতে পারে, যদি শ্রীরাধাগোবিন্দের কথা অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত মানুষ আলোচনা করে। শুধু কাম দূর করা নয়, কামের যথার্থ ব্যবহার অর্থাৎ কৃষ্ণকাম বা প্রেম লাভ হইতে পারে—এই রাইকানুর গান কীর্ত্তনে। কাম—পরমগতিশীল বৃত্তি; উহা কখনই কৃত্রিমভাবে রুদ্ধ হইতে পারে না, কেবল উহার যথার্থ ব্যবহার অর্থাৎ উহার গতি স্বাভাবিকী করা যাইতে পারে মাত্র। কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণে কাম নিযুক্ত করাই কামের একমাত্র যথার্থ ব্যবহার বা উহাই কামের স্বাভাবিকী গতি। গোপরামাগণের শ্রীচরণরেণুতে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, শ্রীরূপের পাদপদ্মে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া রাইকানুর গান কীর্ত্তন ব্যতীত কখনই সম্পূর্ণরূপে কাম বিদূরিত হইতে পারে না।

শ্রদ্ধান্বিত হইলে হৃদরোগ—মনের চাঞ্চল্য চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বকের দ্বারা বিষয়গ্রহণফলে হৃদয়ের দুষ্পিপাসা সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যায়। হাড়-মাংসের থলের দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত রাইকানুর সেবা হয় না। রাইকানুর গান করিবার জন্য যাঁহারা ব্যস্ত হইবেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি হইবে—হে ভগবন্! আমার ব্যক্তিগত আনন্দের মধ্যে যে দৌর ত্ম্য, সেই দৌরাত্ম্যে তোমাকে চাকর করিয়া খাটাইয়া লইব না—তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাতে যদি আমি কষ্টও পাই, সেই কষ্ট পাওয়াটাই আমার আনন্দ। এইভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইলেই কৃষ্ণ তাহার সেবকের নিবেদন গ্রহণ করেন, নতুবা কৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণের স্বার্থেই আমাদের স্বার্থ, তদ্ব্যতীত সমস্তই অপস্বার্থ।

অন্যান্য সব কীর্ত্তন—ছুঁচোর কীর্ত্তন। এক রাইকানুর কথা থাকিলেই—চৈতন্যের কথা থাকিলেই—ভাগবত গ্রন্থ থাকিলেই সমগ্র জগতের মঙ্গল হইবে।

গুরু ও বৈষ্ণব অপ্রাকৃত শ্রীমন্দির। সেই শ্রীমন্দিরে ভগবান্ বিরাজিত আছেন। ভগবান্ গুরু ও বৈষ্ণবের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া বাস করেন। ভগবদ্ভক্ত-দর্শন হইলেই ভগবদ্দর্শন হয়। ভগবদ্ভক্ত-দর্শন না হইলে ভগবদ্দর্শন হয় না। ভক্তির আরম্ভই হইবে না—যদি গুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে। আশ্রয়-বিচারে নিজ শক্তির উপরে নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সখ্য ও সাক্ষাতের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন

করেন, সেই করুণাশক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। কেবল সম্ভ্রমের সহিত দূরে থাকিয়া গুরুসেবা করিলে চলিবে না, বিশ্রম্ভের সহিত তাঁহার সেবা করিতে হইবে।

অধোক্ষজ-সেবায় অনর্থনিবৃত্তি হয়। এইজন্য অধোক্ষজ—চতুর্ভুজ। তিনি তাঁহার সমস্ত অস্ত্রের দ্বারা জীবের অনর্থ নিবৃত্তি বা অনর্থ ছেদন করিয়া থাকেন। অধোক্ষজ বস্তুতে মর্য্যাদাবিচার আছে। অপ্রাকৃতের বিচারে অনর্থ নাই। সম্যক্ অনর্থ উপশান্তির পর অপ্রাকৃতের বিচার উপস্থিত হয়। অপ্রাকৃত—দ্বিভুজমুরলীধর। তিনি বিশ্রম্ভের সহিত সেব্য। পরতত্ত্ব কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই হইতে পারে না। পরতত্ত্বেই অপ্রাকৃত-শব্দ প্রযোজ্য। ব্যূহ ও বৈভব-তত্ত্বে—অধোক্ষজ-শব্দ, অন্তর্যামিতত্ত্বে—অপরোক্ষ-শব্দ এবং অর্চ্চাতত্ত্বে —পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ-শব্দ প্রযোজ্য।

স্বহস্তে বা অপরের হস্তে ভগবন্নৈবেদ্য গ্রহণের কালে আমাদের এই বিচার থাকা উচিত যে, যাহারা বিষয়-বিষ মিশ্রিত করিয়া দিবে না, তাহাদিগের হস্তেই ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করা উচিত। বিষয়ীর অন্ন—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ব্রতী, তপস্বীর পাপপুণ্য-মিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করিলে হরিভজন হয় না। অপরের প্রদত্ত ভোগে বা বিষয়-বিষে লুব্ধ হইয়া গেলে কখনও ভগবদ্ভজন হইবে না। অপরে যে সেবা করে, পাখার বাতাস করে, তাহা তাহার শ্রীবার্ষভানবীর অঙ্গেই প্রদান করিতেছে, আমি শ্রীবার্ষভানবীর উচ্ছিষ্ট-ভোজী, শ্রীবার্ষভানবীর সেবাসুখেই আমার সুখ—এই বিচার না থাকিলে বৈষ্ণবের প্রদত্ত সেবা গ্রহণ করিবার অধিকার কাহারও নাই। ইহা অহংগ্রহোপাসনা নহে। দেহারামী বা অহংগ্রহোপাসক এই বিচারের অনুকরণ করিলে অমঙ্গলের পথে ধাবিত হইবে।

আমাদের শাস্ত্রবিমুখতার কারণ কি ?

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৮ পৃষ্ঠার পর]

রাজা মুচুকুন্দ "বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশ মায়য়া……"শ্লোকটিদ্বারা যে বিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, বর্ত্তমান শিক্ষিতাভিমানী সমাজ তাহাকে বিন্দুমাত্র সমাদর বা শ্রদ্ধা করেন না—একথা বলিলে মিথ্যা বলা হয় না বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান সমাজ বা তৎসমাদৃত সাধুজন যে মত প্রকাশ ও আচরণ করিতেছেন, তাহাতে ইহা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত। সমাজের, দেশের অথবা বিশ্বের যাঁহারা হিতকারী বলিয়া অভিমানী—তাঁহারা মানবিকতার গাত্রাবরণে গ্রাসাচ্ছাদন ও ইন্দ্রিয়তর্পণকেই পরম কল্যাণ বা মঙ্গল বা জনসেবা বা দরিদ্রনারায়ণসেবা বলিয়া আচরণ, প্রচারণ ও শিক্ষাব্যবস্থায় ইহাই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন —ইহা মিথ্যা নহে। রাজা মুচুকুন্দের বিচার ও যুক্তি তাঁহাদের আচরণদ্বারা কখনই সমর্থিত হয় না। পরন্তু যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত এই বিচারে দৃঢ়বিশ্বাসী ও তাহা আচরণ ও প্রচারণে রত তাহাদিগকে তাঁহারা সমাজহিতৈষী বলিয়া অনুমোদন বা সমাদর করা দূরে থাকুক, তাঁহা দিগকে হেয়জ্ঞান, সমাজের বোঝা ও সমাজের ক্ষতিকারক বলিয়া ধারণা ও প্রচার করিতে কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহাদিগেরই নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে এতদনুকূল সাহিত্য রচনাগুলি পাঠ্যরূপে ব্যবস্থিত হওয়ায় তাহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। শাস্ত্রকে মিথ্যা ও অসার প্রতিপন্ন করাই বর্ত্তমানে বহু শিক্ষকগণ কৃতিত্ব বলিয়া বিবেচনা করেন। সরলমতি শিশুদিগের চরিত্রে তাহার ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া সম্যক্‌ভাবে দর্শন করিয়াও তাহা হইতে বিরত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে যেন অসম্ভব। শিশুপাঠ্যের ২।১টী :—

"নীল আকাশের কোন্ খানে ঐ নীল আকাশের কোন্ কোণে
পরীরা সব করছে খেলা পারিজাতের ফুলবনে ?
মিথ্যে, অলীক, কল্পনা—কামধেনু আর স্বর্ণলতার ছলনাতে ভুলব না ॥"

"বোলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন।
দারা, পুত্র, পরিবার তুমি কা'র কে তোমার
বলে জীব ক'রোনা ক্রন্দন ॥…"

ডক্টরেট্ উপাধিধারী বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিও শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কত না কত কুযুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। রামায়ণকেও কাল্পনিক গ্রন্থ ; রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের অলৌকিক কার্য্যাবলীকেও মিথ্যা এবং শাস্ত্রের ছলনা

বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। হনুমানের লম্ফ দিয়া সাগর-লঙ্ঘনের পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বিদ্যমান ছিল—ইত্যাদি নানাপ্রকার মন্তব্য শুনা যায়। তাঁহারা বুঝিতে সক্ষম নহেন যে, শাস্ত্রকারগণ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল ছিলেন না। তাঁহাদের লোক-বঞ্চনা করার কোনই সার্থকতা ছিল না। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদ্রষ্টা ছিলেন। আমাদিগকে মিথ্যা অভিনিবেশ হইতে মুক্ত করিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত করাই মানবজাতির প্রতি তাঁহাদের অপার করুণা। তাঁহারা অসত্য বা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া আধুনিক ছলপূর্ণ নকল সাধু বা সমাজহিতৈষী ছিলেন না। তাঁহারা নকল ভগবান্ বা ভক্তের প্রচারকও ছিলেন না। তাঁহারা ভোগীর ভোগপর বিচারের সমর্থক বা পৃষ্ঠপোষকরূপে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার ভিখারী ছিলেন না। তাঁহারা মানবজাতিকে সংসারী সাজিতে উপদেশ না দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিতেই উপদেশ বা ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। "পঞ্চাশদূর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে সংসার পরিত্যাগ করত বানপ্রস্থ গ্রহণ করিবে—এই বিধিবাক্য বা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান দিয়াছেন।—ইহাই মনুর উপদেশ বা মানবিকতা। তাঁহারা গৃহব্রত বা গৃহমেধী হইবার উপদেশ করেন নাই। তাঁহাদের বাক্যে বা শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই গৃহব্রতকে গর্হণ করিতে দেখা যায় শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—গৃহব্রতগণের মতি কৃষ্ণপাদপদ্মে আসক্ত হয় না তাঁহারা অজিতেন্দ্রিয় থাকায় তমিশ্র নরকাদি গমন করে। "ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী তু গৃহমুচ্যতে'—অর্থাৎ গৃহকেই গৃহ বলা হয় না, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়। গৃহব্রত বলিলে গৃহিণীতে আসক্ত ব্যক্তিকে বুঝায়।

আমাদের এই ভারতের পূর্ব্বনাম অজনাভবর্ষ ছিল। যে মহাপুরুষের মহত্ত্বকে বিঘোষিত করিবার জন্য, আদর্শরূপে স্থাপন করিবার জন্য এবং চিরস্মরণীয় করিবার জন্য উক্ত নাম পরিত্যাগ করত 'ভারতবর্ষ' করা হইয়াছে, তাঁহার আদর্শ কি তাহা ভারতবাসী আমাদের বিস্মৃত হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। তিনি এই ভূভাগের মহাবরেণ্য একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াও নবীন যৌবনকালেই এহেন রাজ্যকে মলবৎ পরিত্যাগ করত বনগমন ও হরিভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। সংসারে সংসারী সাজিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই।

জন্মান্ধ বা আজন্ম মায়াভিনিবেশ প্রযুক্ত দৃষ্টিশক্তিহীন বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সত্যদ্রষ্টা বিদুর জ্ঞানচক্ষু প্রদান করত শোকান্বিত ও অসহায় বার্দ্ধক্যদশায় সংসার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া পরমগতি প্রদান করেন নাই কি? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মজীবনের চরম আচরণ কি? ইহা বিচার করিলে দেখা যায়—এ জীবন নিশার স্বপনবৎ মিথ্যা, স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি—মিথ্যা বা মোহ; ইহা

আদরের বস্তু নহে, পরন্তু সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সেই হেতু, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদীয় খুল্লতাতদ্বয় ও স্বয়ং এই সংসার হইতে মহাপ্রস্থান করাই সকলের কর্ত্তব্য বলিয়া শিক্ষা প্রদান ক'রয়াছেন।

যযাতি মহারাজ পত্নী শর্ম্মিষ্ঠাতে নিজ যৌবনের সমস্তকাল আসক্ত থাকিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত বিনিময়দ্বারা পুত্রের যৌবন গ্রহণ করত সুদীর্ঘকাল কামভোগে অতিবাহিত করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মঙ্গলেচ্ছু মানবের জীবাতু। তাঁহার মন্তব্যটি—

ন জাতু কাম কামনামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়োরেবাভিবর্দ্ধতে॥

শুধু ইহাই নহে, ছাগীর প্রতি অত্যাসক্ত কামাতুর ছাগরূপে নিজকে ব্যক্ত করত দুর্ল্লভ মানবজন্ম কিভাবে অনাদৃত, ব্যর্থ ও বিফল হয়, তাহা উপদেশ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় বারবণিতা মেনকার মোহে পতিত মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র এবং উর্ব্বশীতে আসক্ত মহারাজ পুরুরবার চরিত্রগুলি আমাদের মোহ বা মিথ্যা অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিতে উপদেশস্বরূপ নহে কি? বিজ্ঞানের উন্নত আবিষ্কার—টি, ভি; সিনেমা; রেডিও প্রভৃতিকে আমরা প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ইহাদ্বারা প্রচারিত ভোগ ও কামোদ্দীপক চিত্রগুলি সমাজের ও শিশুদের কামুকতাকেই উদ্দীপ্ত করিয়া কি ভয়ঙ্কর ক্ষতিসাধন করিতেছে তাহা গভীর চিন্তার বিষয়।

অঙ্গিরা এবং নারদ ঋষি চিত্রকেতু রাজার মৃতপুত্রের মুখ হইতে যাহা শুনাইলেন তাহাতে চিত্রকেতুর পুত্রাদিতে মমত্ববুদ্ধি বিদূরিত হইয়াছিল এবং তিনি রাজ্যাদি পরিত্যাগ করত শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র হইতে ইহা জানা যায়।

রামায়ণ হইতে সীতাদেবীর চরিত্র পাঠে পতিভক্তির পরাকাষ্ঠার জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। বাল্যজীবনে ইহার প্রভাব কি মঙ্গলজনক নহে? পরন্তু এই সমস্ত শাস্ত্রকে বর্জ্জন করত বিপরীত ভোগপর রচনা-প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া শিশুগণ বিপথগামী হইতেছে—ইহা সর্ব্বতোভাবে লক্ষ্যের বিষয়।

আদর্শ ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থায় গুরুকে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। বর্ত্তমানে সেই আদর্শ গুরুকে বর্জ্জন করত ভোগপরায়ণ পাশ্চাত্ত্যমোহগ্রস্ত তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়াছেন। ফলস্বরূপে পাশ্চাত্ত্যমোহ বর্ত্তমান ভারতকে গ্রাস করিয়া সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছে—ইহা সুমেধা ব্যক্তিগণ অনুভব করিতেছেন।

পরিণামস্বরূপে ভারত নিজস্ব গৌরব ও মহিমা জলাঞ্জলি দিয়া বিশ্বের দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া ভ্রমণ করিতেছে। অমৃতাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা কবিপ্রবর মধুসূদন যথার্থ অনুভব করিয়া খেদোক্তি করিয়াছেন,—"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব অমূল্যরতন, তা সবে অবোধ আমি, পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি…।"

পরশুরামপিতা জমদগ্নি ঋষির একটী কামধেনু ছিল। মহাপরাক্রান্ত সহস্রবাহু ক্ষত্রিয় রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও তৎপুত্রগণ নিন্দনীয়ভাবে জমদগ্নিকে হত্যা করিয়া গাভীটি অধিকার করিয়াছিল। ফলে পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় নিধন-পূর্ব্বক পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক জলন্ত সত্যকেও মিথ্যা বলিয়া শিশুচিন্তাস্রোতকে শাস্ত্রবিরোধী ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বিনষ্ট করিয়া শিশুগণকে কি-প্রকার শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে তাহা চিন্তানীয় ব্যাপার।

সত্যভামাদেবীর প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ হইতে পারিজাত বৃক্ষকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহা স্বর্গ ও পারিজাতের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিলেও নাস্তিকগণ ইহাকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা মিথ্যা ও অলীক ইত্যাদি বলিয়া শিশুদিগকে সত্যভ্রষ্ট করিতেছেন।

বর্ত্তমান ভারত একপ্রকার মিথ্যাশ্রয়ী হইলেও শাশ্বতবাণী মিথ্যা হইবে না। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—নিরন্তর উদ্গীত হইতেছে। পরন্তু মোহাচ্ছন্ন ভারতের তাহা কর্ণগোচর হইতেছে না। হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন, "পরিত্রাণায় সাধূনাং…সম্ভবামি যুগে যুগে"—তোমার এই বাণী আমাদের জীবাতু হউক।

আমরা এক্ষণে রাজা মুচুকুন্দের ভক্তিমূলক উপদেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছি। তিনি সমীপস্থ ভগবান্ বাসুদেবকে বলিলেন,—

"লব্ধ্বা জনো দুর্ল্লভমত্র মানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতি
র্গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ॥ (ভাঃ ১০।৫১।৪৬)

মনুষ্যজন্মলাভ যে ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা তাহা মহামূর্খও স্বীকার করে। আবার মনুষ্য হইয়াও অবিলাঙ্গ-দেহলাভ করা অধিকতর সৌভাগ্যসূচক। বিকলাঙ্গ মনুষ্যজন্মেও বহুবিধ দুঃখক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই প্রশংসনীয় জন্ম লাভ করত কিরূপভাবে জীবন-যাপন কর্ত্তব্য তাহাই বিশেষ চিন্তনীয়। ভোগী মনুষ্য এ হেন দেহদ্বারা সর্ব্বাধিক ভোগে লিপ্ত হইতে চাহে এবং তাহার পরিণাম যে কি

বিষময় ও ক্লেশজনক তাহা চিন্তা বা বিচার করে না। পরম বান্ধব ও পরম হিতৈষী সাধু-শাস্ত্র তাহাকে বহুভাবে শিক্ষা প্রদান করিলেও সুকৃতিহীন ভোগী ভোগাচরণরূপ দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়। তদ্দ্বারা অশেষ ক্লেশভাগী এবং পরমমঙ্গল বা পরমার্থভ্রষ্ট হইয়া এই দুর্ল্লভ জন্মেও লাভবান্ হইতে পারে না। যাহা অনিত্য বা অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসযোগ্য সেইরূপ বস্তুতে অনুরক্ত হইয়া তৃণাচ্ছাদিত গভীর গর্ত্তরূপ পরিত্যক্ত কূপমধ্যে পতিত হইয়া তথায় ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প ও বৃশ্চিকাদির দ্বারা দংষ্ট হইয়া থাকে। তথা হইতে নিজচেষ্টাদ্বারা তাহার বহির্গমন অসম্ভব। কূপমধ্যস্থ বিষধর প্রাণীদের দংশনে সে যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অবশেষে মৃত্যুকে বরণ করে। হতভাগ্য সুকৃতিহীন মনুষ্যও অযত্নপ্রাপ্ত অর্থাৎ মনুষ্যেতর পশ্বাদি জন্মে কোন প্রকার চেষ্টা ব্যতীতই ক্রমোন্নতি হয়। এইভাবেই অবর প্রাণী অযত্নেই মনুষ্যজন্ম লাভ করে। পরন্তু এই মনুষ্যজন্মে তাহাকে কর্ম্মানুসারে ফল লাভ করিতে হয়। হীনজন্ম হইতে এই শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজন্ম অযত্নে লাভ হইলেও মনুষ্যজন্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—একমাত্র মঙ্গলপ্রদ। হতভাগ্য মনুষ্য এই শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করিয়াও শূকরাদি জন্মেও যে ইন্দ্রিয়তর্পণ-সুখ অনায়াসে লাভ হয় সেই সুখভোগের জন্য ভগবন্মায়ারূপিণী স্ত্রীসঙ্গ ও ধ্বংসযোগ্য বস্তুতে আবিষ্ট হইয়া তোমার পাদপদ্মভজনরূপ মহানিধিকে পরিত্যাগ করে। কানাকড়ির বিনিময়ে হীরকাদি প্রদানের ন্যায় তাহার এই মূর্খতা প্রকাশ পায়। নিত্যাদি বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া সে পশুবৎ জীবনযাপন করত এই দুর্ল্লভ জন্মও সার্থক করিতে পারে না।

মনুষ্যদিগের মধ্যে রাজাই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। মুচুকুন্দ সেই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য হইয়াও প্রকৃতপক্ষে মহামূর্খ ছিলেন বলিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন,—

মমৈষ কালোঽজিত নিষ্ফলো গতো রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ।
মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোশভূষাসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া।

অর্থাৎ দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় বস্তু ও ব্যক্তিতে যাহাদের আমি ও আমার বুদ্ধি, তাহারা অজ্ঞান বা মূর্খ। আমি শ্রেষ্ঠ মানব রাজা হইয়াও যাহা সত্য নহে, সম্পূর্ণ মিথ্যা, সেই দেহকেই আমি বুদ্ধি করত দেহ সম্বন্ধীয় পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদি ও ধন-জন-গৃহ-বিত্তসম্পত্তিতে আমার বুদ্ধি করত প্রকৃত মূর্খতাই প্রকাশ করিয়াছি। মায়াশক্তির এবম্প্রকার প্রভাব যে যাহা সত্য নহে মিথ্যা, তাহাকে মায়ামুগ্ধজীব, সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। জড়বিদ্যা বা প্রাকৃত বস্তুজ্ঞান লাভ করিয়াও আত্মাকে জানা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও

তাহাদের এই আত্মজ্ঞান জন্মে না। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ইহাই স্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত।—

বিদ্বানপীত্থং দনুজাঃ কুটুম্বং পুষ্ণন্ স্বলোকায় ন কল্পতে বৈ।
যঃ স্বীয়পারক্য বিভিন্নভাবস্তমঃ প্রপদ্যেত যথা বিমূঢ়ঃ॥

এই বাস্তব জ্ঞান লাভ করিবার জন্যই গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"—ইহাই আত্মবিদ্যাবিশারদ ভারতের নির্দ্দেশ। শিক্ষাকেন্দ্রে ইহার সুব্যবস্থা হইলে ভারতের হৃতগৌরব পুনরায় অর্জ্জিত হইতে পারিবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

গৃহস্থ ও গৃহমেধী

বর্ত্তমানে যাহারা নিজেদের 'গৃহস্থ' বলিয়া অভিমান করেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে 'গৃহমেধী' বা 'গৃহব্রত'। কেবলমাত্র গৃহে বাস করিলেই গৃহস্থ হওয়া যায় না, যদি না সেই গৃহে ভগবদ্ভজনের অনুষ্ঠান হয়। গৃহসেবা ও ভগবৎসেবা—দুইটী পৃথক্ বস্তু। গৃহসেবাকে হরিসেবা বলিয়া চালাইতে গেলে মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা থাকে না। অনাত্মীয় বস্তু পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি প্রীতি ও সেবাবুদ্ধি থাকিলে হরিসেবা কখনই সম্ভবপর নহে। তাহাতে আবদ্ধ হইলে স্বজন-স্নেহই ভজনীয় বস্তুর স্থান দখল করিয়া লইবে। 'কে কাহার পুত্র, কে কাহার পিতা'—এই বিবেক নষ্ট না হইলে আমাদের অমঙ্গল অনিবার্য্য। স্বজনাসক্তি, পুত্রস্নেহপাশ, পত্নী সহবাসসুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু আমাদিগকে চিরকালের জন্য হরিসেবা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবে। তখন কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সংসারই আমাদের আকাঙ্ক্ষনীয় হইবে। অসৎসঙ্গ-প্রভাবেই গৃহসেবাকে হরিসেবা বলিয়া ভ্রম হয়।

আমরা শিশুকাল হইতে যে সমাজে লালিত-পালিত হই, তাহাতে জড়ভাবের পরিমাণ অত্যধিক থাকায় আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিত্য জীবনের অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের আলোচনা করিবার অবকাশ পাই না, ব্যবহারিক কার্য্যে অযথা ২৪ ঘণ্টা ব্যয় হইয়া যায়। সংসারে বেশীর ভাগ লোকই অসৎকার্য্যে নিযুক্ত—বালক খেলায়, যুবক সংসার-ধর্ম্মে এবং বৃদ্ধ সম্পত্তি ও দেহরক্ষার জন্য অনুক্ষণ যত্নবান্। জাগতিক স্বার্থ সংগ্রহের জন্য আমরা নিত্য স্বার্থে উদাসীন থাকিয়া

নিজেদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি। আমরা সকলেই কৃষ্ণের নিত্য সেবক, স্বয়ং কৃষ্ণ নহি। কৃষ্ণই আমাদের নিত্য সেব্য, নিত্য প্রভু। 'আমরা কৃষ্ণের নিত্য চাকর' এই কথাটি ভুলিয়া কৃষ্ণসেবার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে যাইয়া আমরা যে গৃহের কর্ত্তা, পাড়ার মাসিক, গ্রামের মোড়ল, দেশের নেতা বা জগতের ঈশ্বর প্রভৃতি হইবার প্রয়াস করিতেছি, তাহা আমাদের দুর্দ্দৈব। কৃষ্ণকে ভুলিলে মায়ার সংসারের পত্তন হইবে, তথায় কেবল নিজের ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণ সার। মায়ার সংসার তৃণাচ্ছাদিত অন্ধকূপ-সদৃশ। এই সংসারকূপে পতিত হইলে তথা হইতে উঠা খুবই কঠিন। হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত সংসার হইতে নিজে নিজে কেহ উদ্ধার লাভ করিতে পারে না।

গৃহমেধীর গৃহসুখ অতীব তুচ্ছ ও পরমার্থবিরোধী

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা ভোগ করিবার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিই গৃহমেধী বা গৃহব্রত। তিনি নিজেকে পুরুষ বা স্ত্রী অভিমান করেন। গৃহব্রতগণ গৃহের কর্ত্তা হইয়া যথেচ্ছভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার ব্রত বা লক্ষ্য গ্রহণ করেন। তাহারা কনকাদিকে ইন্দ্রিয়তর্পণের বিষয়রূপে গ্রহণ করিবার ফলে ভগবৎসেবাবিমুখ হইতে বাধ্য হন। জগৎকে ভোগনেত্রে দর্শন করিতে গেলেই সমস্ত অসুবিধাগুলি আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সংসার করিবার ফলই প্রকৃত মরণ ও নানা আধি-ব্যাধিরূপ ত্রিতাপ-জ্বালা। সংসারের চিন্তা-ভাবনা সমস্তই মরণের জন্য। তাহা যে আমাকে দিন দিন নরকের দিকে লইয়া যাইতেছে, উত্তরোত্তর দুঃখে নিক্ষেপ করিতেছে ও করিবে—এই চিন্তা গৃহমেধীর নাই। গৃহমেধী বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনের জন্য ব্যস্ত হইয়া স্ত্রীর মনোরঞ্জন করাই তাহার জীবনের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। যাহারা কেবল বহির্জগতের নীতি অবলম্বন করিয়া গৃহে প্রবেশ করেন, তাহাদের গৃহব্রতধর্ম্ম বিনষ্ট না হইয়া অধিকতর গাঢ় হয়।

গৃহমেধিগণ চক্ষুদ্বারা আকার ও বর্ণ দর্শন করেন, কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন, নাসিকাদ্বারা ঘ্রাণ আস্বাদন করেন, ত্বক বা চর্ম্মদ্বারা স্পর্শ করেন এবং জিহ্বাদ্বারা রস গ্রহণ করেন। তাহারা চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চদ্বার দিয়া জড়জগতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন। জড় যতই আসক্ত হওয়া যায়, ততই স্বীয় প্রাণনাথ কৃষ্ণ দূরে সরিয়া যান। ইহার নাম কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সংসার। এই সংসারে যাহারা মত্ত থাকেন তাহাদিগকে গৃহমেধী বা বিষয়ী বলা হয়। গৃহমেধী নিজের সুখভোগ ও আত্মীয়স্বজনের সন্তোষবিধান লইয়াই ব্যস্ত। সে সমদর্শী নহে। 'সকলে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করুক'—এই বিচার তাহার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল।

যে যত পরিমাণ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দিতে পারে, সে তাহার নিকট ততই প্রিয়। কেহ তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিলে সে অত্যন্ত বাজে লোক বলিয়া তাহার নিকট বিবেচিত হয়। আপাত রমণীয় বিষয়কে আদর করিয়া আমরা যে সংসারে চিরদিন থাকিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছি, তাহা আমাদের কৃষ্ণবিমুখতার পূর্ণ লক্ষণকে প্রকাশ করে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, ধনী, দেশনেতা, বিদ্বান, কর্ম্মী হইবার আকাঙ্ক্ষা মায়ার প্রভু হইবার চেষ্টা মাত্র।

গৃহমেধিগণের গৃহাদিজনিত সুখ অতীব তুচ্ছ, উহাতে করদ্বয় কণ্ডুয়নের ন্যায় দুঃখের পর দুঃখই দৃষ্ট হয়। কামুক ব্যক্তিগণ বহুদুঃখ ভোগ করিয়াও গৃহমেধসুখে পরিতৃপ্ত হয় না। গৃহব্রত-ধর্ম্ম গ্রহণ করা জীবের পক্ষে মোটেই উচিত নহে, যেহেতু তাহা গ্রহণ করিলে পরিণামে কেবল তমসাচ্ছন্ন নিম্নযোনি প্রাপ্ত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে উল্লেখ রহিয়াছে,—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা বালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।
অতৃপ্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥ (ভাঃ ১১।১৭।৫৭-৫৮)

"হায়! আমার বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশুসন্তান বিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তানগুলি আমা বিনা অনাথ ও দুঃখিত হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবনধারণ করিবে? এই প্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পুত্রকন্যাদিগকে সর্ব্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর 'অন্ধনামক' অতিতামসী যোনিতে প্রবেশ করে।"

প্রকৃত গৃহস্থের কৃষ্ণসেবা-সুখই একমাত্র কাম্য

হরিভজনের অনুকূল সংসার হইলে সেইরূপ গৃহাশ্রমই গ্রহণীয় আর যদি প্রতিকূল সংসার হয়, তাহা হইলে সেইরূপ গৃহান্ধকূপ পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত। সুষ্ঠুভাবে ভগবৎসেবা করিবার জন্য গৃহে বাস করা ভাল, নতুবা ভগবৎসেবা-বিহীন সংসাররূপ শ্মশানে বাস করিয়া কোন লাভ নাই। সমস্ত জগৎ ভগবৎসেবার বস্তু—এই সুবুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত আমাদের গৃহব্রতবুদ্ধি ঘুচিবে না, কেহই প্রকৃত গৃহস্থ হইতে পারিবে না। ভগবদ্ভক্তগণ কখনও কনকাদিকে নিজেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করেন না, উহাদ্বারা ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। তাহারা সমগ্র নারীজাতীকে কৃষ্ণভোগ্যারূপে, নিজেদের পিতামাতাকে কৃষ্ণের পিতৃ-মাতৃরূপে এবং আপন পুত্রকে বালগোপালের সেবকের গণরূপে দর্শন করেন। চিত্তবৃত্তিটি নিজের সুখে অথবা ভগবৎসেবা-বিমুখের সুখচেষ্টায় নিযুক্ত

না করিয়া ভগবান্ ও তদ্ভক্তের সুখসাধনে নিযুক্ত করিলেই চিদ্বৃত্তি প্রকাশিত হয়, সেবা হয়, ভক্ত হওয়া যায়, অন্যথায় অভক্ত হইতে হয়।

ভক্তগণ যখন গৃহস্থ থাকেন, তখন বিষয়ীদের ন্যায় বিষয়ে কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণ অন্বেষণ করেন না। তাঁহাদের সমস্ত জীবনই 'জীবে দয়া', 'কৃষ্ণনাম' ও 'বৈষ্ণবসেবন' এই মহোৎসবময়। অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগ কেবল গৃহস্থ-ভক্তেরই সম্ভব। তাঁহারা সদ্গুরুর আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করেন বলিয়া তাঁহাদের কোন জাগতিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। গৃহস্থ-ভক্ত কৃষ্ণসেবা ব্যতীত জগতের অন্য কিছু জিনিষ চাহেন না। তাঁহারা বিচার করেন,—"আমাদিগকে সুখ প্রদান করিবার মত নিত্যসুখদ কোন বস্তু হই জগতে নাই। এই পৃথিবীটা বদ্ধজীবের কারাগার। আমরা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া এখানে বন্দী হইয়া পড়িয়াছি। এইজন্য আমাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট। আমরা মনরূপ জেলদারোগার হুকুমমত এই কষ্টগুলিকে সুখ বলিয়া মনে করিতেছি। আমরা ভাবি—আমরা জগতের ভোক্তা, জগতের সকলেই আমার সেবা করিবে। কিন্তু ভাবি না যে, এই জগৎ কাহার জন্য? বস্তুতঃ জগৎটা জগদীশ্বরের সেবার উপকরণ। হরিভজন না করিলে জগতের একটী তৃণও গ্রহণ করিবার আমাদের অধিকার নাই। জড়জগতের সেবা করিলে কৃষ্ণসেবা হইবে না। জীবন্মৃত বা বহির্ম্মুখ ব্যক্তি ভগবানের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। যাঁহার প্রাণ আছে, তাঁহারই কৃষ্ণসেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়। সেবোন্মুখ ব্যক্তিই জীবন্ত।"

গৃহস্থ অনাসক্তভাবে অতিথির ন্যায় গৃহে বাস করিয়া কৃষ্ণভজন করেন বলিয়া তিনি কখনও গৃহে আবদ্ধ হন না। তিনি অনুক্ষণ নিজেকে গৃহকর্ত্তা কৃষ্ণের পাল্য কুক্কুররূপে জ্ঞান করেন। "তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর, বলিয়া জানহ মোরে।" "ভাল-মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি। তোমার সংসারে আমি বিষয়প্রহরী।" বাস্তবিকপক্ষে গৃহাসক্তি ছাড়িয়া সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় অর্পণ না করিলে, গুরু-কৃষ্ণের না হইলে কৃষ্ণনাম হয় না। যাঁহারা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়-স্বজন সকল ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাদিগকে নানাভাবে সাহায্য বা সেবা করিবার জন্য গৃহস্থ-ভক্তগণ অনুক্ষণ যত্নপর থাকেন। তাহা না করিলে গৃহস্থগণের মঙ্গল ত' দূরের কথা, সংসারাসক্তিই শিথিল হইবে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীভাগবতে পৃথু মহারাজ সনৎকুমারাদি ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণকে বলিয়াছেন,—

অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ॥

"যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবা-যোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবাসম্ভার বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য।" নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি ভগবদ্ভজন করিতেছে জানিলে গৃহস্থভক্ত তাঁহাদিগকে পোষণ করেন, নতুবা দুধ কলা দিয়া সাপ পোষণ করেন না, তাহাদের সঙ্গ প্রতিকূল বা ভক্তিবাধক জানিয়া তফাৎ হইয়া যান।

ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াও গৃহসেবাকে অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদির সুখবিধানকে বড় মনে করিলে আমাদের ভগবৎসেবা প্রবৃত্তি কখনও জাগিবে না—প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। তাহাতে বিষয়েই ডুবিয়া যাইতে হইবে। প্রকৃত ভগবৎসেবা করিলে ত' ভগবৎসেবক অভিমান হইবে, উত্তরোত্তর সেবা করিবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা হইবে। তাহা না হইয়া আমাদের চিত্ত যদি বিষয়ের দিকে ধাবিত হইল, গৃহের কর্ত্তা বলিয়া আমাদের অভিমান হইল, তবে কিরূপে গৃহস্থ-ভক্ত বলিয়া আমরা আমাদের পরিচয় প্রদান করিব? যুবতী নারী যদ্রূপ পিতার আশ্রয় ছাড়িয়া পতিকে আশ্রয় করিলে তাহার গোত্র পাল্টাইয়া যায়, তখন আর পিতৃগৃহে আসক্তি থাকে না, তদ্রূপ যাঁহারা বিষয়াসক্তি ছাড়িয়া কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াছেন, তৎপ্রতিই তাঁহাদের প্রীতি জন্মে, তৎসেবা ব্যতীত বিষয়সেবাতে কখনও তাঁহারা অনুরাগ-বিশিষ্ট হন না।

গৃহস্থমাত্রেরই সংসারাসক্তি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা উচিত। আচার্য্যগণের দার পরিগ্রহ ও বদ্ধজীবের সংসারভোগ একতাৎপর্য্যপর কথা নহে, নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমে অবস্থান করিলেও তিনি তত্তদবর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই তিনি হরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন।

আমরা গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মসংশোধনের জন্য যত্নবান্ না হইয়া দাগী চোরের ন্যায় গৃহ-কারাগারে বসবাসকেই বহুমানব করিতেছি। কালের প্রভাবে কলির আয়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জড়ভোগের তাণ্ডব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমানে বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলকর কৃত্য হইবে—মায়ার সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া কৃষ্ণসংসারে প্রবিষ্ট হওয়া, গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি পূর্ণ শরণাগতি প্রকাশ করা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-জয়ন্তী

পরিশিষ্ট

ভারত সমর কথা জানে সর্ব্বজন।
সাজিয়া আসিল পার্থ করিবারে রণ॥
বিপক্ষেতে মিত্র দেখি' কারুণ্য হৃদয়।
যুদ্ধ করিব না আমি কৃষ্ণপ্রতি কয়॥
তবে কৃষ্ণ করিলেন তত্ত্ব উপদেশ।
গীতারূপে জগতেতে আছয়ে বিশেষ॥
ক্ষর অক্ষর হইতে অধিক বিশেষ।
আমাকে জানিবে তুমি দেব হৃষীকেশ॥
সর্ব্বযজ্ঞ ভোক্তা আমি অধিযজ্ঞ নাম।
অধিদৈবতরূপে পূর্ণ করি দেবকাম॥
ব্রহ্মের প্রতিমা আমি বেদের অগোচর।
জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দর॥
পরমাত্মারূপে এক অংশদ্বারা আমি।
জগৎ ধরিয়া আছি শুন পার্থ তুমি॥
আমার সমান আর নহে কোন জন।
লীলাপুরুষোত্তম বলি' ঘোষে মুনিগণ॥
জগতের শ্রেষ্ঠ সব আমার বিভূতি।
মম ভয়ে চন্দ্রসূর্য্য করে দিবারাতি॥
তবে হরি কৃপা করি' পার্থবীরে কয়।
দিব্যচক্ষু দিল তোমা দেখহ আমায়॥
সুরসিদ্ধ নিষেবিত সেই বিশ্বরূপ।
কৃপায় অর্জ্জুন তাঁ'র দেখিল স্বরূপ॥
গীতা তাৎপর্য্যরূপে কিছু কহি আর।
মন দিয়া শুন সবে সেই সমাচার॥

শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি গীতা শিক্ষাসার।
ইহা ছাড়া অন্য ব্যাখ্যা নরকের দ্বার॥
কর্ম্মবীর ধর্ম্মবীর জ্ঞানবীরগণ।
কৃষ্ণকে না ভজে তার বিফল জীবন॥
হীনতম জনও লয় কৃষ্ণের শরণ।
সেই পরাগতি পায় গীতার বচন॥
তৎকর্ম্ম হরিতোষণম্ ভাগবত বচন।
গীতায় পার্থবীর তাহা করিল পালন॥
বিধির কৈঙ্কর্য্য ছাড়ি' যুদ্ধকর্ম্ম করি।
শ্রীহরির ইচ্ছায় ভার পৃথিবীর হরি॥
যেই কর্ম্মে শ্রীহরির প্রীতি বড় হয়।
সেই কর্ম্ম কর্ম্ম নয় ভক্তি তাকে কয়॥
অতএব গীতায় তিনবাক্য পরচার।
ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্ জান সমাচার॥
ভগবান্ হয় কৃষ্ণ, ভক্ত হয় অর্জ্জুন।
আদি মধ্য অন্তে ভক্তি কহে পুনঃ পুনঃ॥
ভক্তির দ্বারা বেদ্য হয় শ্রীভগবান্।
অন্য কোন পথে তাঁ'র না পাই সন্ধান॥
হরিমুখ-বিনিঃসৃত উপদেশ সার।
তাহার ভজনে জীব যায় ভবপার॥
তব শিষ্য হই শুন দেব হৃষিকেশ!
মঙ্গল যাতে হয় কর হিত উপদেশ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ গুরুগণ রণ তাঁ'র সনে।
অস্ত্র ধরি' যুদ্ধ আমি করিব কেমনে?
কৃষ্ণ কহে—আপৎকালে করিতে সমর।
হৃদয়দৌর্ব্বল্য তুমি কর পরিহার॥
আততায়ী মিথ্যাবাদী পাপী দুর্য্যোধন।
তার পক্ষ সমর্থন করে যেই জন॥
তার সঙ্গে যুদ্ধে পাপ নহে কদাচন।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—যুদ্ধ, শাস্ত্রে নিরূপণ॥

সর্ব্বকালে আমাকে করিয়া শরণ।
যুদ্ধ কর হবে জয় চিন্তা কি কারণ॥
স্থিতপ্রজ্ঞ সুখে-দুঃখে নহে বিচলিত।
কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে হইয়া সুসংযত॥
সকাম কর্ম্ম হয় বন্ধন কারণ।
নিষ্কাম কর্ম্ম তাই করেন মুনিগণ॥
যজ্ঞার্থ কর্ম্ম হয় মুক্তির কারণ।
'যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ' ইহা শ্রুতির নিরূপণ॥
সেই বিষ্ণু হই আমি জন্মেতে লক্ষণ।
সর্ব্বকর্ম্ম মোতে তুমি কর সমর্পণ॥
আমার কিঙ্কর জীব আমা নাহি ভজে।
সেই পাপে ত্রিতাপেতে দিবানিশি মজে॥
দুষ্কৃতি শন্দে পাপী বিধি লঙ্ঘন করিয়া।
হিংসা কার্য্যে রত হয় শুন মন দিয়া॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এই জ্ঞান নাহি যার।
মূঢ় বলিয়া খ্যাতি সংসারে তাহার॥
মূলতত্ত্ব আমি এই জ্ঞান নাহি যা'র।
মায়াপহৃত জ্ঞান বলি' খ্যাতি তা'র॥
মোর নিত্য নাম-রূপ-লীলা নাহি মানে।
অসুর বলিয় খ্যাত হয় সেই জনে॥
এই চারি নরাধম আমা নাহি ভজে।
জন্ম-মৃত্যু মালায় পড়ি' সংসারেতে মজে॥
আর্ত্ত জিজ্ঞাসু যদি সুকৃতিবান্ হয়।
সেই চারি ভাগ্যবান্ আমারে ভজয়॥
আমার ভজন ছাড়ি' যে উঠিতে চায়।
বুদ্ধি তার শুদ্ধি নয় মহা দুঃখ পায়॥
সেই সব ক্রূরমতি নরাধমগণে।
অধম যোনিতে আমি করিয়ে ক্ষেপণে॥

প্রীতি অর্ঘ্য দিয়া ভজে ভক্ত বলি যারে।
আমাকে না দিয়া খায় চোর বলি তারে॥
গ্রাসে গ্রাসে পাপ ভোজন করে সেই নর।
অন্তঃকালে যায় সেই যমের দুয়ার॥
আমাকে ত' নাহি পায় জীব যতক্ষণ।
জন্ম-মৃত্যু মালায় তারা করয়ে ভ্রমণ॥
কামের দ্বারা হৃতজ্ঞান জীব হয় যবে।
অন্যদেব ভজিবারে নর ধায় তবে॥
সেই সব বুদ্ধিহীন যে-সব ফল পায়।
দু'দিন পরেতে সব ফুরাইয়া যায়॥
পুণ্যকর্ম্ম করি' জীব স্বর্গসুখ পায়।
পুণ্য ফুরাইয়া গেলে আসিবে হেথায়॥
সত্ত্বগুণ ঊর্দ্ধলোক রাজস মধ্যম।
তমোগুণী অধোলোক এই সে নিয়ম॥
সত্ত্বগুণী সাত্ত্বিকদেব, রজ যক্ষ-রক্ষ।
তমোগুণী ভূত প্রেত পিশাচাদির পক্ষ॥
দেবযাজীর পুনঃ হয় হেতা আগমন।
মদ্‌যাজী মমধামে করয়ে গমন॥
নিষ্কাম কর্ম্ম আমাতে যে করে অর্পণ।
কর্ম্মযোগী বলি' তাঁরে ঘোষে সর্ব্বজন॥
বহুজন্ম নিষ্কাম কর্ম্ম আমাতে অর্পণ।
জ্ঞানী হইয়া মোর পদে সে লয় শরণ॥
শরণ লৈয়া সর্ব্বভূতে অনুভবে আমা।
জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ যোগী সেই কহিলাম তোমা॥
সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ি' আমা ভজে যেই জন।
যোগিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সেই জন॥
কায়-মন-বাক্যে আমা ভজে যেই জন।
দৈবীমায়া হৈতে পার পায় সেই জন॥

সততযুক্ত হইয়া যেই ভক্তজন।
প্রীতিপূর্ব্বক ভজে আমা পায় সেই জন॥
নির্ম্মল বুদ্ধিযোগ আমি দিয়ে থাকি তারে॥
তাহা হৈতে আমা পায় কহিনু তোমারে॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা গুহ্য উপদেশ।
তমেব শরণং গুহ্যতর উপদেশ॥
পুরুষোত্তমে ভক্তিযোগ হয় গুহ্যতম।
কৃষ্ণের ভজন হয় সর্ব্বগুহ্যতম॥
শ্রীহরির ভক্তবাৎসল্য দেখ সর্ব্বজন।
একান্তভাবে ভজ সবে গোবিন্দ চরণ॥

—শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ব্রহ্মচারী

বিশ্ব-ভোক্তা

নিখিল মানবের বিশ্ব-ভোগতৃষ্ণা আজ চরমসীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জগৎ জোড়া তাহার বিপুল বপু। তৃষ্ণাময়ী তাহার ভোগ-লোলুপ বিলোল কটাক্ষ সব কিছুরই উপর নিক্ষেপ করিতেছে।

অরুণ রাঙ্গা প্রভাতের সোনালী সুষমায়,—শ্যামপত্র-পল্লবচ্ছদ বনানীর শান্ত শোভায়,—কলনাদিনী তটিনীর সঙ্গীতে, আর গিরিদুহিতা ঝরণার নৃত্য-ভঙ্গীতে, —বিশাল সিন্ধুর ভৈরব কল্লোলে আর বসন্তের মৃদু মলয় হিল্লোলে,—কোথায় না তাহার সম্ভোগ-দৃষ্টি? ঐ দেখ, কোথায় সে না আছে!—মেঘলোকস্পর্শী হিমাদ্রি-চূড়ায়, আর ভিক্টোরিয়া প্রপাতের রজত-ধারায়, নায়াগ্রার ধূমায়িত ফেনপুঞ্জে,—আর (ভূস্বর্গ) কাশ্মীরের দ্রাক্ষাকুঞ্জে, খনির তিমির গহ্বরে এবং মায়াঘেরা মরুস্থানের প্রান্তরে—আছে সে, সর্ব্বত্রই আছে!

সে তাহার ভোগোপকরণ সংগ্রহের জন্য (সাজাহানের) 'মর্ম্মরস্বপ্ন' তাজের পাদদেশে বসিয়া জড়ীয় প্রেমের স্তুতি গাইতেছে, বলিতেছে, সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে,— মরিতে পারি শতবার, যদি এমন স্মৃতিসৌধ আমায় অমর করে!

যাইতেছে সে অনুসন্ধিৎসার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া,—অজন্তা, ইলোরা ইত্যাদি গুহা-মন্দিরের গাত্রে গাত্রে,—সংগ্রহ হইতেছে কত নক্সা, কত কারুনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা। বাহবা দিতেছে বিশ্বমানব, গাহিতেছে অতীতের বন্দনা গীতি। চায়ের টেবিল ঢাকা বস্ত্রখণ্ডের প্রান্তে প্রান্তে, কামিনীর কমনীয় কণ্ঠহারের মধ্য-দোলকে, কর্ণভূষণের দোদুল্যমান ছন্দে, 'কেশগ্রথিকা' আর 'বস্ত্রবন্ধনীর' শিল্পে ফুটিয়া উঠিতেছে সেইসব নৈপুণ্য! শিল্পসুন্দরী ধরা দিচ্ছেন তৃষ্ণাময়ীর কাছে। আমরা গর্ব্ব-ভরে বলিতেছি—দেশের বড় উন্নতি হইয়াছে, সব দিকেই উন্নতি!

বাদ দিবে না, সে কিছুই বাদ দিবে না,—বর্ণ, গন্ধ, ছন্দোময়ী এই ধরণীর পানপাত্রখানি ভরিয়া সে নিঃশেষে পান করিবে, ধরিত্রীর সুধা-(?) রস সে পান করিবেই করিবে!

তাই ত' সে বিপুল তৃষ্ণায় কেবলই খুঁজিতেছে—খোঁজার আর শেষ নাই, সে কিনা 'সৌন্দর্য্যের প্রয়াসী'।

ভোগময়ী এখন সভ্যযুগে মার্জ্জিত রুচি-বিশিষ্টা হইয়াছেন, তাই, যান্ত্রিকযুগ চলচ্চিত্র-সহযোগে, এমন কি, দুই হাজার বছর পরে পৃথিবী কতটা উন্নত হইবে, তা-ও তাঁহাকে দেখাইতেছে! কি দেখাইতেছে? ওগো বিশ্বমানব! ভোগযজ্ঞে নূতন নূতন ইন্ধন সরবরাহের খবর দেওয়া ছাড়া আর কিছু খবর পাইতেছ কি? 'জগতের উন্নতি'। মিথ্যা কথা;—সাধুগণ বলিতেছেন, উন্নতি নয়, অবনতি। ঘোর অবনতি। কুহকিনী ভোগতৃষ্ণা মানবের অন্তরাত্মা শোষণ করিয়া, তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া, রিক্ত করিয়া, শূন্য করিয়া দয়ার পাত্র করিয়া তুলিতেছে।

জগদ্রূপ চিত্রশালার হরেক রকম চিত্রে এখন আর তৃষ্ণাময়ীর মনস্তুষ্টি হইতেছে না। সেইজন্যই গ্রহ-তারা ইত্যাদির সম্পর্কে নানারকম ভোগময় কল্পকাহিনী তৈরী করিয়া, যান্ত্রিক সভ্যতা কত চলচ্চিত্র দেখাইতেছে। লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধ বণিতা একত্র হইয়া বাহবা দিচ্ছি; "বেশ, বেশ! জগতের চরম উন্নতির যুগ আসিয়াছে, বেশ, বেশ!"

তৃষ্ণাময়ী ত' সর্ব্বত্রই তাহার ভোগদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, কোকিল কুজিত-কুঞ্জ, কুসুম-গন্ধামোদিত কানন, চুত-মুকুল-গন্ধাবিহ্বল সমীরণ, আর ভিজা যুঁই-এর গন্ধ-বিধুর আর্দ্রবায়ু, এখন কি প্রথম বৃষ্টিপাতে ভিজা মাটির গন্ধ'—সবই ত' তাহাকে ভোগের যোগান দিতেছে। প্রকৃতির ভোক্তা সাজিয়াছে সে, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া চিত্ত তাহার ভোগাবেশে কত স্তুতি-গাথা উচ্চারণ করিতেছে।

রাজাধিরাজের প্রাসাদ-শিখর হইতে শাকান্নভোজী দীন-দরিদ্রের জীর্ণ কুটীর, সুখোচ্ছ্বাস-ফেনিল বিলাস-হাস্য হইতে মর্ম্ম-পঞ্জর-ভেদী শোকের হাহাকার, সর্ব্বত্রই যে বিশ্বভোগীর তৃষ্ণাবিলোল দৃষ্টি! কথা উঠিতে পারে,—দুঃখের প্রতিও কি ভোগদৃষ্টি যায়?—হ্যাঁ, বিশ্বভোগিগণ দুঃখের কাহিনী উপভোগ করেন বলিয়াই 'চলচ্চিত্র'-প্রদর্শকগণ অনেক সময় সেইরূপ দৃশ্যের অবতারণা করেন!

আচ্ছা, এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি, ওগো তৃষ্ণাময়ি! এত ভোগের উপকরণ পাইয়াও তোমার পিপাসার নিবৃত্তি হইল কি? অভাব তোমার গেল কি? বিশ্ব-ভোগকামী রাবণের মাত্র ছিল,—বিশটা চোখ; তোমার যে অনন্ত চক্ষু তুমি বিশ্বময় বিস্তৃত করিয়া দিয়াছ, ভোগ-পরিতৃপ্তির কত দূর?

গানে-গল্পে, প্রবন্ধে-নিবন্ধে, মাসিক-সাপ্তাহিক পত্রে, কবিদের রচনার ছত্রে ছত্রে, চিত্রকরদের নবীন 'আর্টে', নাট্যশালার অভিনয় নাট্যে—কত কিছুতেই ত' তোমার "ম্যায় ভুখা হুঁ" প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছি, তবু কি তোমার তৃপ্তি হইল না? জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে,—সবস্থানে ভোগাশায় ছুটিতেছ, তথাপি ত' আশা মিটিল না! ওগো দুর্ব্বার ভোগতৃষ্ণা! বলিহারি যাই তোমার সন্ধানী দৃষ্টিকে! তুমি অবশেষে ভাগবত-শাস্ত্র এবং ভক্ত-ভাগবতের বেষে, অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহে, আর ভগবত্তীর্থেও ভোগ-জিহ্বা বিস্তার করিতেছ! মিছা ভক্তের সাজে সেজে কত সরল জনের প্রাণনাশ করিতেছ,—হায়, ভাগবত-ধর্ম্মকে, ভাগবত-শাস্ত্রকে ভোগের সরবরাহকারী পণ্যরূপে পরিণত করিয়া, ভগবৎপ্রেমিক বলিয়া স্তুতি কুড়াইতেছ! কলিমল-বিধ্বংসী হরিগুণ-গাথা-প্রচারক ব্যাস-শুকের আসনে গিয়ে বসিতেছ তুমি, তোমাকে ধন্যবাদ! ওগো বহুরূপিণী! তুমিই ত' গুরুর সজ্জা নিয়ে শিষ্যের মস্তকে পা তুলিয়া দিতেছ! লোকে জানিতেছে,—পতিতপাবন গুরুদেবের এটা একটা পাবন-লীলা! বিমোহিনী! তুমি অনভিজ্ঞের নিকট সম্মান পাইতেছ বটে, কিন্তু সাধুগণের 'রঞ্জনরশ্মি' তোমার কপট-নাট্যের সব বাহাদুরী জানিয়া ফেলিয়াছে! ভগবদ্ধাম মথুরা, বৃন্দাবনাদিতে শ্রীবিগ্রহ লইয়া ব্যবসায় পাতিয়া বসিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সমগ্র উপকরণরাশি তুমি ভোগে লাগাইতেছ, তবু কি তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইল না?

এই যে হাটে-ঘাটে-মাঠে রাই কানুর গানের এত ছড়াছড়ি, কৃষ্ণলীলা, মান-ভঞ্জন ইত্যাদি যাত্রাগানের এত হুড়াহুড়ি, চলচ্চিত্রে সবাক্‌চিত্রে 'যমুনা পুলিনে' ইত্যাদি দেখিবার জন্য এত ভিড়,—এ সব ত' কৃষ্ণে ভোগ-বুদ্ধিরই জলন্ত দৃষ্টান্ত!

অনেকের মুখে শুনিতে পাই,—এ সবের দ্বারা নাকি মন উন্নত হয়! প্রাণে সরসতা আসে!

হায়রে ভোগ-তৃষ্ণা! তুমি কত রকম কথা দিয়েই যে নিজের সর্ব্বগ্রাসিনী বহুমূর্ত্তিকে ঢাকিতে চাহিতেছ! হায়রে, অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-প্রেমময়ী ব্রজরামাগণের উজ্জ্বল-মধুর সেবাকাহিনী, তাঁহাদের মহাভাবময় জীবন-মাধুরী কি মায়-মঞ্চের ছায়া-চিত্রে দেখাইতে পারিবে? কত বড় অধিকারী হইয়াছে সে?

আধ্যক্ষিক বিশ্ব-মানব সভ্য হইয়াছে বলিয়া অভিমান করিতেছে। যে যত ভোগ-তর্পণের যোগানদার হইতেছে—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি করিতেছে,—সেই তত অভিনন্দন লাভ করিতেছে!

পূর্ব্বে কেহ কেহ কখনও কখনও বা একটু আক্ষেপ করিতেন,—জীবনটা বাজে কাজে, কেবল বিষয়-ভোগে কাটিয়া গেল বলিয়া। বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার যুগে আর এখন কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কারও মুখেই ওই কথা বড় একটা শুনা যায় না। বিশ্বকে সর্ব্বপ্রকারে ভোগ করিয়া মনুষ্য-জন্মলাভের সার্থকতা (?) করিবে তাহারা! আধুনিক উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তাই হউন কিংবা অল্পশিক্ষিতাই হউন, মহিলা-সমাজে যেন ভোগের স্রোত আরও প্রবল বেগে বহিতেছে!

কত রকমে যে তাহারা দেহচর্য্যা করিতেছে, রক্ত-মাংস মেদ-মজ্জাময় জড় পিণ্ডটার রূপ বর্দ্ধনের জন্য নিয়ত কত যে চেষ্টা, কিসে আরও ভাল দেখাবে, সেইজন্য যেন চেষ্টার আর বিরাম নাই! হায়রে ভোগতৃষ্ণা!

কেবল দেহাত্মবাদ যে সভ্যতার মূলমন্ত্র, কেবল 'বাহির' দেখানো চাকচিক্য যে শিক্ষার ফল,—তাহা ত' বরণীয় নহে। কথা-সাহিত্যে, চিত্র-শিল্পে এবং বস্ত্র-সমস্যায় যে যত আর্টের উন্নতি দেখুন, রুচির পারিপাট্য দেখুন, কিন্তু আমরা কেহ কেহ ভারত-নারীর দুর্দ্দিন দেখিতেছি। দেখিতেছি সভয়ে তাকিয়ে, বিশ্ব-ভোগ-তৃষ্ণা বহু পল্লবিত বিরাট্ বপু বিস্তার করিয়া বিশ্বের অন্তঃকরণকে অক্টোপাসের মত আক্রমণ করিতেছে! আজ ভোগ-ব্যাধির মারাত্মক মহামারী দেখা দিয়াছে; এই রকম হবেই যে,—হরি-সেবা-প্রসঙ্গহীন বিশ্বকে হয় ভোগ-রাক্ষসী, নয় ত্যাগ-রাক্ষসী, একজন না একজন গিলিবেই গিলিবে।

এই কাল-ব্যাধির সংক্রামক বিষ দূর করিতে হইলে কি করিতে হইবে?—

বিশ্বের ভোক্তা নয়,—বিশ্ব-ত্যাগীও নয়, কিন্তু বিশ্বনাথ শ্রীগোবিন্দের সেবক,—নিখিল বিশ্বের যাবতীয় সুষমাময় উপকরণের দ্বারা সেবাকারী, হরিভক্তের কাছে গিয়া শ্রবণ করিতে হইবে অকপটে। নিজ নিজ আধ্যক্ষিক জ্ঞানের মাপকাঠিটা ফেলিয়া দিয়া, দৈন্য লইয়া, শুশ্রূষু হইয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলে জানিতে পারা যাইবে,—"বিশ্ববাসী এই বিশ্বের ভোক্তা নয়, তার ভোগে অধিকার নাই; প্রভুর দ্রব্যে কি বিশ্বস্ত ভৃত্যের উপভোগ-বাঞ্ছা যায়? তাই বলিয়া ওসব ত্যাগ

করিয়া গিরি-কন্দরেও যাইতে হইবে না। নিখিল বিশ্বের যাবতীয় উপচার দিয়া বিশ্বাত্মা শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা-নৈবেদ্য রচনা করিতে হইবে; তাঁহার তুষ্টি-বিধানে, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু উজ্জ্বল, যাহা কিছু মধুময়,—সবই সমর্পণ করিতে হইবে।"

তখনই জানিতে পারা যাইবে,—শ্রীভগবানই একমাত্র "অদ্বিতীয় ভোক্তা।"

—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

সেবা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭০ পৃষ্ঠার পর]

যাঁহারা 'জীবসেবা', 'শিবসেবা' প্রভৃতি বড় বড় কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের আবার কেহ কেহ অন্যান্য প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় হন, কিংবা সেখানে তাঁহারা শব্দের তাৎপর্য্যটি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলেন! ইতর প্রাণীগণ বোধহয় তাঁহাদের বিচারে 'শিব' নহেন! কোন কোন ধর্ম্মাবলম্বী কল্পনা করেন,—ইতর প্রাণিগণের আত্মা নাই, সুতরাং উহা কেবল মানুষের খাদ্যরূপেই সৃষ্ট। আবার শাক্তের মতবাদিগণের কেহ কেহ ছাগ বা পশুকে 'শিব' বলিয়া থাকেন এবং বলিদ্বারাই সেই শিবের উদ্ধার হয়—এরূপও অপস্বার্থপর মত কল্পনা করেন! যদি সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুগণ মানুষের ভাষায় কথা বলিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় আমরা স্পষ্টভাবে জানিতে পারিতাম যে, পশুরাও বলিতেছে,—মানবজাতির আত্মা নাই, মানবজাতি সিংহ, ব্যাঘ্রেরই খাদ্যরূপেই সৃষ্ট হইয়াছে।

তথাকথিত 'শিব-সেবায়' এইরূপ অপস্বার্থপর জাতীয়তা ও প্রাদেশিকতা নানাভাবে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা প্রত্যক্ষদর্শিসূত্রে কয়েকটী উদাহরণ জানি যে, কিছুদিন পূর্ব্বে বিহারের ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষের জন্য বঙ্গদেশের কোন সুবৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে বহু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সেই অর্থ বিহারে প্রেরণের উদ্যোগ হইলে বহুলোক উহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। আপত্তির কারণ এই যে, বিহারীগণ বাঙ্গালীর চাকুরী প্রভৃতিতে নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে, অতএব বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান বিহারের লোকের প্রতি কোন প্রকার দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাইবেন না। কেহ কেহ আবার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—

'Charity begins at home.' অতএব ঐ সংগৃহীত অর্থগুলি বিহারে বা বাঙ্গালায় কাহাকেও না দিয়া আনুকূল্যকারিগণকে ফেরত দেওয়া হউক ; কারণ যাঁহারা চাঁদা দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও ত' অনেকে দুস্থ ও অভাবগ্রস্ত আছেন। এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য ছিল, কেবল কি বাঙ্গালার দুস্থ ব্যক্তিগণই 'শিব' ? বিহারের বা পাঞ্জাবের কিংবা ভারতের বাহিরের লোকেরা কি আধুনিক জীবসেবক-গণের বিচারে 'শিব' নহেন ? যখন ঐ সকল প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তখন জীবসেবার নামে কতটা অপস্বার্থপরতা এবং প্রচ্ছন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদ সংগ্রহের কপটতা চলিয়াছে, তাহা ধরা পড়িয়া যায়।

বর্ত্তমানে গৃহস্থ-সম্প্রদায় সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের হস্তে ঐরূপ লোকসেবার (?) ভার সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন। অতিথি-সেবা, দরিদ্রকে ভিক্ষা-দান, প্রতিবেশীকে সাহায্য, দাতব্য-চিকিৎসালয় উন্মোচন প্রভৃতি কার্য্য যে-সকল গৃহস্থ রাজা ও প্রজার কর্ত্তব্য ছিল, সেগুলি এখন সন্ন্যাসিগণের উপর ন্যস্ত করিয়া গৃহস্থগণ ভারতের এই অর্থ-কৃচ্ছ্রতার দিনে স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত কখনও সিনেমার সত্বাধিকারীর প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিতেছেন, কখনও বা পাশ্চাত্ত্যের আনুকরণিক বসন-ভূষণের প্রতি সেবা-প্রবৃত্তি দেখাইতেছেন এবং পাল্য বা হীনবৃত্তিযুক্ত কুকুরকে একটুকরা রুটি বা পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া দিয়া নির্ব্বিবাদে নিজেরা ষোল আনা ভোগ করিবার ন্যায় যেন ঐ সকল সারমেয়বৃত্তিসম্পন্ন প্রার্থীর বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সাময়িক ও আংশিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির গৌণ উদ্দেশ্যের ছলে নিজ-ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনের জন্য সাহায্যের ছলে কোন-না কোন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে কিছু মাসিক চাঁদা দিয়া নিষ্কৃতি পাইতেছেন। কোন কোন সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বিষয়ীর সেই উচ্ছিষ্ট লুফিয়া লইয়া তদ্দ্বারা জীবসেবা (?) করিবার নামে বিষয়ীর খিদ্‌মদ্‌গারী বা ইন্দ্রিয়তর্পণের আনুকূল্য করিতেছেন। আর তাঁহাদের ধর্ম্মমত ত' 'যে যাহাই করে, সবই ঠিক, সব মতই পথ !' কাজেই কোন দিক্ দিয়াই ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগানদারী করিবার অভাব নাই।

যাঁহারা মানবজাতির দৈহিক বা মানসিক (সাময়িক) অভাব-নিবারণকে, 'পরার্থিতা' বা 'সেবা' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় বিচার করা আবশ্যক—(১) লোকের দৈহিক বা মানসিক উপকার একটী নৈতিক বা সামাজিক চেষ্টা মাত্র ; কারণ, এমন অনেক নাস্তিক ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা স্পষ্টভাবে (প্রচ্ছন্নভাবে নহে) ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, অথচ তাঁহারাও মানবজাতির (বা পশুজাতির) দৈহিক ও মানসিক উপকারকে ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন ; আর যাঁহারা মুখে

পরমেশ্বরকে অস্বীকার করেন না কিন্তু কোন প্রকার অজ্ঞাতসারেই হউক, বা কোন প্রকার জ্ঞাতসারেই হউক, পরমেশ্বরের বাস্তব ও নিত্য নাম, রূপ, গুণ ও লীলায় সন্দিহান, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত নাস্তিকের ন্যায়ই মানব-জাতিকে বা প্রাণিজাতিকে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া জীবের দৈহিক পরিচর্য্যাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। বিশেষ গভীরভাবে নিরপেক্ষতার সহিত বিচার করিলে দেখা যাইবে, অধোক্ষজ পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার নিত্যত্বে ও অপ্রাকৃতত্বে প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস হইতেই জীবকে 'ঈশ্বর', 'শিব' বা 'নারায়ণ' প্রভৃতি কল্পনা করিবার প্রবৃত্তি ও তাহাদের দ্বারা যে-কোনভাবে নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া লইবার রুচিকে 'সেবা' নামকরণ করিবার চেষ্টা হয়।

(২) আমরা অধোক্ষজ পরমেশ্বর অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দুস্থ বা সুস্থ মানবের শারীরিক ও মানসিক পরিচর্য্যার পক্ষপাতী কেন? এরূপ সহানুভূতির কারণ কি? ইহা গভীরভাবে অনুসন্ধান করিয়া অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, এরূপ স্ব-জাতি-প্রীতিমূলে আত্মভোগ-পিপাসা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। উপকর্ত্তা কোন না কোন আকারে মানব-জাতির নিকট হইতে ভোগ অভিলাষ করেন। অন্ততঃ সামান্য যশও অভিলাষ করেন, কিংবা কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বাঞ্ছা করেন বলিয়াই ঐরূপ সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। এমনও সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে যে, লোকে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ধাঙড়কে পয়ঃপ্রণালীর অভ্যন্তর হইতে রক্ষা করিতে গিয়াছে, সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মানবের প্রচ্ছন্ন যশোঽভিলাষ এতদূর প্রবল যে, নিজের দেহ বিসর্জ্জনের পর লোকে কীর্ত্তিগান করিবে, এজন্য মানুষ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বদ্ধজীব নিজে বুঝিতে পারে না; মনে করে উহাতে কোন প্রকার নিজের ইন্দ্রিয়লালসা নাই; এই জাতীয় বদ্ধজীব সমষ্টিও ঐরূপই ভাবিয়া থাকে।

(৩) এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, তাঁহারা সমস্ত ভোগ বিসর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া মাতা, পিতা, দেহ-সম্পর্কীয় পরিজনের নৈতিক পরিচর্য্যা উপেক্ষা করিয়া যখন অপর জীবের দৈহিক ও মানসিক পরিচর্য্যায় তৎপর, তখন তাঁহাদের যশোঽভিলাষ বা ইতরাভিলাষ নাই। তবে যে তাঁহারা ঐরূপ সৎকর্ম্ম করেন, তাহা তাঁহাদের অভীষ্ট লাভের একটী সোপান অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। এখানে বিচার্য্য, যাহা সোপান বা উপায়, তাহাই চরম লাভ বা উপেয় নহে। ঐরূপ জীব-পরিচর্য্যা চিত্তশুদ্ধির উপায় বিশেষ, সুতরাং চিত্তশুদ্ধি উপেয়। আবার উপেয় চিত্তশুদ্ধি নির্ব্বিশেষ-অনুভূতির উপায়; অতএব নির্ব্বিশেষ অনুভূতিই চরম

উপেয়! এখানেই জীব-পরিচর্য্যায় কপটতাটি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। একান্ত আস্তিকগণ বলেন,—পরমেশ্বরের সেবাই একমাত্র চরম উপেয়, কিন্তু যাঁহারা জীবকে 'শিব' বা 'ঈশ্বর' বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা উহাকে চরম উপেয় বলেন না। যদি তাঁহারা চরম উপেয় বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে 'সেবা', 'সেব্য' ও 'সেবক'—এই তিনটীরই নিত্য অবস্থান থাকিত। কলেরার রোগীরূপ 'শিব' বা সেব্য মরিয়া যায়, কিংবা সাময়িক সুস্থতা লাভ করে, তখন সেবক-কর্ম্মীর সেব্যের সেবাও থামিয়া যায়। আর যিনি সেবক, তিনিও কালে বিনষ্ট হইয়া পড়েন। কিন্তু অধোক্ষজ পরমেশ্বরের সেবা তাহা নহে। সেখানে সেব্য, সেবক ও সেবা নিত্যকাল অবস্থিত। যদি বল, সেখানে সেব্য বা শিব মরিয়া যায় না, ঐরূপ একটা ব্যবহারিকতার বিনাশ হয়। তাহা হইলেও বলিতে হইবে, সেইরূপ ব্যবহারিকতা পারমার্থিকতা হইল কিরূপে? কিন্তু 'সেবা' জিনিষটি একান্ত পারমার্থিক। উহা প্রত্যেক চেতনের বা আত্মার স্বরূপের নিত্যবৃত্তি।

(৪) আর একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলেও যাঁহারা জীবকে 'শিব' কল্পনা করেন, তাঁহাদের 'সেবা' শব্দটি নিরর্থক হয়। কোন অপ্রাকৃত সবিশেষ সিদ্ধান্তবিৎই জীবকে ঈশ্বর বা নারায়ণ বলেন না, ইহা স্পষ্ট। শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সাত্বত আচার্য্যগণ ও স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এবং সমগ্র সাত্বত শাস্ত্র জীবকে 'নারায়ণ' কল্পনা করা নাস্তিকতা ও পাষণ্ডতা বলিয়া জানাইয়াছেন,—

প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা॥
সন্ন্যাসী—চিৎকণ-জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব, ঈশ্বরতত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'॥
হ্লাদিন্যা সংবিদা শ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥
যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৮।১১১-১১৬)

সাত্বত শাস্ত্র, আচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর উক্তি ও শ্রীচৈতন্যদেবের কথা হইতে আমরা জানিতে পারিলাম—বদ্ধজীবকে 'নারায়ণ' বলা দূরে থাকুক, মুক্ত জীবকেও 'নারায়ণ' বলা পাষণ্ডতা। শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ ও বেদান্তদর্শনের "তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ"—১।১।১৪, 'ভেদব্যপদেশাচ্চ'—১।১।১৭ প্রভৃতি বহু সূত্র হইতে 'জীব' কখনও 'নারায়ণ' পদবাচ্য হইতে পারে না, ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব জাগতিক অভাবগ্রস্ত জীবকে অপার্থিব ঐশ্বর্য্যের অদ্বিতীয় অধিষ্ঠাতা 'নারায়ণ' বলা যেরূপ অযৌক্তিক, যে কোন জীবকে 'নারায়ণ' বলাও সেইরূপ বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র এবং আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ কার্য্য।

যাঁহারা বলিতে চাহেন যে, আমরা সাত্বত শাস্ত্র ও সাত্বত আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া আচার্য্য শঙ্কর বা নির্ব্বিশেষবাদের সিদ্ধান্তানুসারে জীবমাত্রকেই 'ব্রহ্ম' বলিব, তাঁহারাও দরিদ্রকে 'নারায়ণ' বলিলে অসুর-মোহনাবতার আচার্য্য শঙ্করের বাক্যের মর্য্যাদাকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। কেন না, আচার্য্য শঙ্কর উপরি-উক্ত বেদান্ত-সূত্রসমূহের ব্যাখ্যায় যে-সকল জীবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই, তাহাদিগকে বা সংসারী জীবকে 'ব্রহ্ম' বলা যাইবে না—ইহাই বলিয়াছেন। এরূপ বিচারেও 'দরিদ্র-নারায়ণ', 'মেথর-নারায়ণ' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ অসমীচীন।

কেহ বলিতে পারেন, বদ্ধ জীবের দেহকে লক্ষ্য করিয়া 'নারায়ণ' বলা হয় না, তাহার স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়াই 'নারায়ণ' বলা হয় বা 'দরিদ্রনারায়ণ' বলিতে দরিদ্ররূপী নারায়ণ অর্থাৎ যে 'নারায়ণ' প্রকৃত প্রস্তাবে পারমার্থিকতঃ দরিদ্র না হইলেও বর্ত্তমানে ব্যবহারিকতঃ দরিদ্ররূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই প্রাতিভাষিক সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই 'দরিদ্রনারায়ণ' বলা হইতেছে। এইরূপ যুক্তিও ভ্রান্ত; কেন না, নারায়ণ বা ব্রহ্মবস্তুটি পারমার্থিক। ব্রহ্মে দরিদ্রতা নাই, দরিদ্রতায় ব্রহ্মত্ব নাই। ব্রহ্ম মায়াগ্রস্ত—এইরূপ একটী মতবাদ 'মায়াবাদ'-নামে একশ্রেণীর অসৎসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত আছে সত্য; কিন্তু যদি নারায়ণকে দরিদ্রতাগ্রস্ত বলা হয়, তবে সেরূপ মায়াবাদ-মতবাদের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা সকলে স্বীকার করিবে কেন? মায়াবাদ মতান্ধকারকে সার্ব্বজনীন মত বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা বা সেই দেহ ও মনোধর্ম্মপর মতবাদ যে-সকল ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে প্রচলিত না থাকিবে, সেই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানসমূহ জগতের উপকর্ত্তা নহে,—এরূপ ভ্রান্ত ও অবৈধ গোঁড়ামি প্রদর্শন করিবারই বা কি যুক্তি আছে? যাঁহারা শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী বা শ্রীচৈতন্যদেবানুগ মহাজন অপেক্ষাও আপনাদিগকে অধিক ধার্ম্মিক মনে করেন, তাঁহারাই ঐরূপ এক অশাস্ত্রীয় নূতন মত সৃষ্টি করিয়া সেই মতে সকল অজ্ঞ ও বহির্ম্মুখ জীবকে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস

করিয়াছেন। তত্ত্বান্ধ বহির্ম্মুখ ব্যক্তি তত্ত্ব বিচার না করিয়া প্রত্যক্ষের মোহে মুগ্ধ হইয়া মায়াবাদ আশ্রয় করিতেছে। কারণ, অধোক্ষজ পরমেশ্বরের সেবায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ নাই, আর মায়াবাদের পথে প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ আছে।

(৫) যাঁহারা 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—নামে রুচি জীবে দয়া কি? জীব ত' দয়ার ভিখারী নহে, জীবকে শিব-জ্ঞানে পূজা কর —সেবা কর।

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়।
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সবে এ সবার পায়॥
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

এই কথাগুলিতে দেখা যায়, ব্রহ্মা হইতে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে প্রেমময় পরমেশ্বর আছেন। অতএব সর্ব্বভূত যে প্রেমময় নহে, ইহা স্বীকৃত হইল। যেমন গৃহে গৃহস্থ আছেন বলিলে গৃহই গৃহস্থ নহে, প্রমাণিত হয়। অতএব কীট পরমাণুর পদদেশে মন, প্রাণ, শরীর অর্পণ করিতে হইবে, ইহা কিরূপ? কীট পরমাণু দূরে থাকুক, সর্ব্বভূতের অন্তর্গত বেশ্যা বা মদ্যপ প্রভৃতির পায় কি মন, প্রাণ, শরীর অর্পণ করিতে হইবে? যিনিই ঐ কবিতা-লেখক হউন, তিনি কুক্কুট, কচ্ছপাদির পায় মন, প্রাণ, শরীর অর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে উহাদিগকে বিনাশ করিয়া ভোজন করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন—এরূপও ত' প্রমাণ পাওয়া যায়। অথবা ঐরূপ-ভাবে ঐ সকল ভূতকে বিনাশ করাই কি উহাদের পায়ে মন, প্রাণ, শরীর অর্পণ? ঐ সকল ঈশ্বরদের (?) প্রতি প্রেম কি উহাদিগকে ভোজন করিয়াই প্রদর্শিত হইয়াছিল বা হইয়া থাকে? ঐ সকল জীবকে জগদ্‌গুরু 'শিব' বলা এবং উহাদিগকে স্বভোগার্থ বিনাশ করা কি জগদ্‌গুরু শিবের অবমাননা নহে? পশু, পক্ষী বা বদ্ধজীবকে শিবের আসন প্রদান করা, ছাগলকে জনক বা পিতা বলা কি পিতার অমর্য্যাদা সাধনের চেষ্টা নহে?

"নামে রুচি, জীবে দয়া কি?" বলিয়া যিনি বা যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর প্রতি থুৎকার নিক্ষেপে উদ্যত হইয়াছে, তাঁহারা প্রেম বলিতে ছাগ, কুক্কুট বা গোমাংস-ভোজনের প্রেমকেই কি 'প্রেম' মনে করেন? শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-দেবের বাণীতে জানিতে পারি যে, একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অপ্রাকৃত গোপী-জনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত 'প্রেম' শব্দ নৃলোকের কোন বস্তুতেই প্রযুক্ত হইতে পারে না। (ক্রমশঃ)

নিশ্চয়তা

"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥"

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু "শ্রীউপদেশামৃতের" তৃতীয় শ্লোকে ভক্তির অনুকূল যে ছয়টী গুণ বর্ণন করিয়াছেন, নিশ্চয়তা তন্মধ্যে একটী বিশেষ গুণ ভজন-প্রয়াসীর পক্ষে। নিশ্চয়তার অপর নাম সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। এই নিশ্চয়তা যাঁহার আছে, তিনি শ্রদ্ধাবান্। তিনিই সৎসঙ্গ বা ভক্তির অধিকারী। শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা যতদিন না হয়, ততদিন সংশয় আছে বুঝিতে হইবে। সংশয়ীর কখনও মঙ্গল হয় না। সংশয়াত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণকে নিশ্চিত বা শ্রদ্ধাবান্ হইবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন।

এই নিশ্চয়তা, শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ়-বিশ্বাসই ভজনের মূল। উৎসাহই বলুন, আর ধৈর্য্যই বলুন, কোন কিছুই স্থায়ী হয় না—যদি মূলে সুদৃঢ়-বিশ্বাসরূপ নিশ্চয়তা বা শ্রদ্ধা না থাকে। যেখানে শ্রদ্ধা নাই অথচ কোন সাময়িক কারণে উত্তেজিত হইয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, এইরূপ কৃত্রিম উৎসাহ বেশীক্ষণ থাকে না। যে উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া উৎসাহ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার অভাব হইলেই সেই অন্যাভিলাষীর কৃত্রিম উৎসাহ বা ফিকে শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যেখানে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও নিশ্চয়তা আছে, সেখানে অসংখ্য বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলেও সাধক ধৈর্য্যহারা হন না, পরন্তু পরম ধৈর্য্য-সহকারে, পরম উৎসাহের সহিত অভীষ্ট লাভের জন্য যত্ন করেন। সেখানে আদরের সহিত অনুশীলন আছে। সেই সেবোৎসাহ বা সেবানুশীলন চৈতনের—দেহ-মনের নহে।

সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন, শ্রদ্ধাহীন ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ন্যায় হতভাগ্য আর কেহ নাই। তাহার ইহলোক বা পরলোক কোনখানেই সুবিধা হয় না। চিত্তের দোদুল্যমানতা ও বিশ্বাসঘাতক মনের অধীনতা স্বীকার করা হেতু সে কখনও সুখ পায় না। কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপায় যাঁহার শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা হইয়াছে, তিনি প্রথমেই নিঃসংশয় হইয়া নিশ্চিন্তে নির্ভীক হইয়া আনন্দের সহিত নিজ অভীষ্ট লাভে যত্নপর থাকেন। যতক্ষণ সংশয় আছে, ততক্ষণ চিত্তে দৃঢ়বিশ্বাস কখনই উদিত হইতে পারে না। শ্রদ্ধাবান্ বা নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট সজ্জনগণ সর্ব্বদাই সংশয়হীন, এবং নিরন্তর সেবোৎসাহী, ধীর ও শান্ত। গুরুকৃষ্ণের কৃপায় যখন এই সৌভাগ্য লাভ হয়, তখন ভজনবলে তাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় মায়াবন্ধন ছেদন

করত কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। এই শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা একটা কথার কথা নয়, গায়ের জোর বা মানসিক উত্তেজনা নয়; ইহা চেতনের বিকাশ, চেতনের অনুভূতি। ইহা মনঃকল্পিত ব্যাপার নহে; ইহা আত্মার সহজ, সরল স্বভাব। তাই এই নিশ্চয়তা বা বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনি দৃঢ়ভাবে জানেন—গুরুকৃপা কোন না কোনদিন অবশ্য হইবেই। কারণ গুরুকৃপা ব্যতীত আর অন্য গতি নাই। তাই তিনি কৃপা-প্রতীক্ষায় সেবাময় জীবনযাপন করিতে থাকেন এবং তজ্জন্য তাঁহার জন্ম-জন্মান্তর অপেক্ষা করিতেও কষ্ট হয় না। সেই সেবোৎসাহী শ্রদ্ধাবানের ধৈর্য্যের অভাব ত' হয়ই না, বরং ফলপ্রাপ্তিতে যত বিলম্ব হয়, তিনি ততই ধৈর্য্যশীল হইয়া কৃপালাভের জন্য যত্ন করেন। সেবাই আমার স্বরূপের ধর্ম্ম, সেবাই আমার জীবন, সেবাছাড়া আমার অন্য কৃত্য নাই, সেবাই আমার সত্তা, সেবাহীনতাই আমার মৃত্যু, সেবাই আমার নিত্যকাম্য—তাঁহার এইরূপ নিশ্চয়তা থাকায় তিনি আর অন্য কিছুর দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া গুরু-নিত্যানন্দের কৃপালাভের জন্য গুরু ও গুরুদাসগণের পশ্চাতে ছুটিয়াছেন। তাঁহার বিরাম নাই, তিনি কেবল ব্যগ্র-ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন—অভীষ্টসিদ্ধির জন্য। তাঁহার কৃপা-প্রার্থনা বা সেবার আর্ত্তি কমে না। কারণ, তাহা চেতনের আর্ত্তি। শুদ্ধভক্তের সঙ্গে থাকিয়া যাঁহার ঐরূপ ব্যাকুলতা জাগিয়াছে, তিনিই নিযুক্ত হইয়াছেন গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবানুসন্ধানে। উপলব্ধি করিতেছেন তাঁহাদের সঙ্গাভাব এবং ক্রন্দন করিতেছেন তাঁহাদের নিকট নিজের অযোগ্যতার জন্য। শরণাগতের ইহাই লক্ষণ, শরণাগতের ইহাই কার্য্য, শরণাগতের ইহাই সম্পত্তি।

আমরা সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক পরমার্থানুশীলনে অল্পবিস্তর যত্ন করিয়াও যে ফললাভ করিতে পারিতেছি না, তাহার একমাত্র কারণ শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তার অভাব। নিশ্চয়তা না থাকাতেই আমাদের পতন হইতেছে এবং হৃদয়ে পতনের আশঙ্কা জাগিতেছে। সাধুমুখে নিষ্ঠিতা ও অনিষ্ঠিতা—এই দুই প্রকার ভজন-ক্রিয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধার সহিত সাধুসঙ্গে হরিভজন করিতে করিতে নিষ্ঠার উদয় হইলে জীব যে ভজন-ক্রিয়ায় রত থাকেন, তাহাকে নিষ্ঠিতা ভজন-ক্রিয়া বলে। সাধু-গুরুর কৃপায় নিষ্ঠার উদয় হইলে সেই ভাগ্যবান্ জীবকে জাগতিক বাধাবিঘ্ন সেবাপথ হইতে বিচ্যুত ও বিচলিত করিতে পারে না। ভজনক্রিয়া যেখানে অনিষ্ঠিতা অর্থাৎ যেখানে নিষ্ঠা হয় নাই, সেরূপ ভজনক্রিয়ার প্রবৃত্তি একটা সাময়িক উত্তেজনাবশে হইয়া থাকে। তখন কোমলশ্রদ্ধ জীব ভজনের প্রকৃত রহস্য কিছুই জানিতে পারে না। তাই প্রথমে কিছুকাল তাহার খুব উৎসাহ থাকে। কিছুদিন উৎসাহের সহিত সেবা করিতে করিতে যখন সে তাহার

খেয়ালমত কিছুই দেখিতে পায় না, তখন তাহার উৎসাহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সাধুসঙ্গের অভাববশতঃই বদ্ধজীব আমাদের এইরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যদি সাধুসঙ্গ হয়, তাহা হইলে জীব তাঁহাদের কৃপায় ভক্তিপথে আকৃষ্ট হইতে পারে, আর দুর্ভাগ্যক্রমে যদি অসাধুর পাল্লায় পড়িয়া যায়, তাহা হইলে জীবের এই ফিকে শ্রদ্ধাটুকু বা লোক দেখান উৎসাহ সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। তৎফলে বিষয়োত্তম, ইন্দ্রিয়সুখলিপ্সা বা ইতরবাঞ্ছাই বাড়িয়া চলে। সেইজন্যই নিশ্চয়তা বা বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। ইহার অভাব থাকিলে ভক্তির দ্বারে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাইবে না। বিষয়কে বা ইন্দ্রিয়সুখকে যথাসর্ব্বস্ব—একমাত্র কাম্য বলিয়া জানিতে না পারিলে কি সংসারে এত উদ্যম থাকে? সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিতে নিশ্চয়তা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে সেবোদ্যম কি করিয়া আসিবে? হতাশার হাত হইতে আমাদিগকে কে বাঁচাইবে?

শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা লাভ করা বিশেষ আবশ্যক। গুরুকৃষ্ণের নিকট নিষ্কপটে কৃপা ভিক্ষা করিলে ইহা নিশ্চয়ই লাভ হইবে। তবে একটী কথা এই যে, যাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে, তাঁহার চরণে যেন জানিয়া শুনিয়া অপরাধ না করি, তৎপাদপদ্মে আঘাত করিবার বুদ্ধি না হয়। হৃদয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ গুরুবৈষ্ণবচরণে প্রথমাবস্থায় সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলেও জীব যদি তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাদের নিকট কৃপাভিখারী হয়, তাহা হইলে কৃপাময় গুরুবৈষ্ণবগণ তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে স্বচরণে স্থান দেন—কৃপা করেন। তাঁহাদের কৃপাতেই জীব শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা লাভ করিতে পারে এবং গুরুবৈষ্ণব সঙ্গ করিতে করিতে জীবের কোমল শ্রদ্ধা ক্রমশঃ শ্রদ্ধা ও দৃঢ় শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। তখনই জীবের জীবন ধন্য হয়।

হতাশা ত' অভক্তি। হতাশা আশ্রয়হীনতার লক্ষণ। কিন্তু আশ্রিত বা সেবকের সত্তায় হতাশা বলিয়া কোন কথা নাই। সেবক আশ্রয়ান্তরশূন্যচেতা। সেবকের আশ্রয় বা শরণ্যের প্রতি সংশয় নাই, তজ্জন্য তাঁহার হতাশাও নাই। মনোধর্ম্মীর হতাশা আসে। কিন্তু সেবক আত্মধর্ম্মী। সেবক নিশ্চয়ই জানেন, সেব্য তাঁহাকে অবশ্যই কৃপা করিবেন, রক্ষা করিবেন।

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

জন্মাষ্টমী

(১)

পৃথ্বী দগ্ধ পাপে, স্বস্তি নাই—
সাধু ও সজ্জন তাই ;
ভীত ত্রস্ত হয়ে
তাপ সহে,
ভাবে,
ভবে
প্রভু একি !
উগ্র মূর্ত্তি দেখি,—
পাপী বলে,—"আমি বড়"
পাপ 'পরে স্বর্গ রাজ্য গড়ো ;—

(২)

সীমান্তে চলে গোলা ও গুলী—
মৃত্যু সেথা তুচ্ছ ; ধূলি ,
প্রাণ লয়ে খেলা,
দুই বেলা,
দলে
দলে ;
খুনো-খুনী ;
দেখি আর শুনি,—
ফাটে বোমা, প্রাণ যায়,
তবু ফিরে কেহ না তাকায় ;

(৩)

ভিড়ে ছেড়ে চলে আসে কত,—
বুড়ো-বুড়ী শত শত ;
পুত্র-কন্যা লয়ে
দুঃখ সহে
ছিন্ন
ভিন্ন
বস্ত্র পরে,
বলে, মূঢ় ওরে,—
মোরা যে হেথা সবাই
এক রক্তের বোন ও ভাই ;

(৪)

রক্তে মাটি হয়ে গেছে লাল,
সেই সাথে বিল, খাল ;
ঘর-বাড়ী নাই,—
পুড়ে ছাই,—
শস্য
ভস্ম ;
ক্ষেত খালি,
যেন ধূ-ধূ বালি,
পথ সব শূন্য ফাঁকা,—
দুঃখ-কষ্ট যেন চিত্রে আঁকা ॥

(৫)

উপরে ঐ ঘন কালো মেঘ,
নিচে তীব্র বায়ু বেগ ;
বজ্র-বিদ্যুৎ মিলে ;
তিলে তিলে
শ্বাস ;
গ্রাস
করে চলে
দৃঢ় মুষ্টিবলে,
কণ্ঠ বুঝি রোধ হয় ;—
তুমি এসে হও গো সহায় ;

(৬)

দিকে দিকে বেজে ওঠে খোল,—
তোলে হরি হরি বোল ;
দেহ পড়ে লুটে
গ্রন্থী টুটে
যায়,
প্রায় ;
স্বর ক্ষীণ
হ'য়ে আসে লীন,—
বলে,—প্রভু তুমি এসো,—
নিত্যসেবা নিতে হৃদে মেশো,—

(৭)

কাঁদে ভক্ত, অশ্রু ঝরে তাঁর
বলে—এ কথা সবার
প্রতি শুদ্ধ চিতে,
জ্ঞান দিতে
কংস
বংশ
ধ্বংস করো,—
রুদ্র মূর্ত্তি ধরো,—
দর্প যেন চূর্ণ হয়,—
দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, নাহি যেন রয়,

(৮)

জ্বলে আলো কারা মুক্ত হয়—
দিব্যশিশু জন্ম লয়,—
স্বর্গ মর্ত্ত্য বলে
লীলা ছলে
এলো
পেলো,
প্রভু সব
তাই ওঠে রব,—
জয় হোক্, তব জয় ;—
পৃথ্বী হোক্ পূর্ণ আলোময় !

—শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ
সাংবাদিক, পি. টি. আই

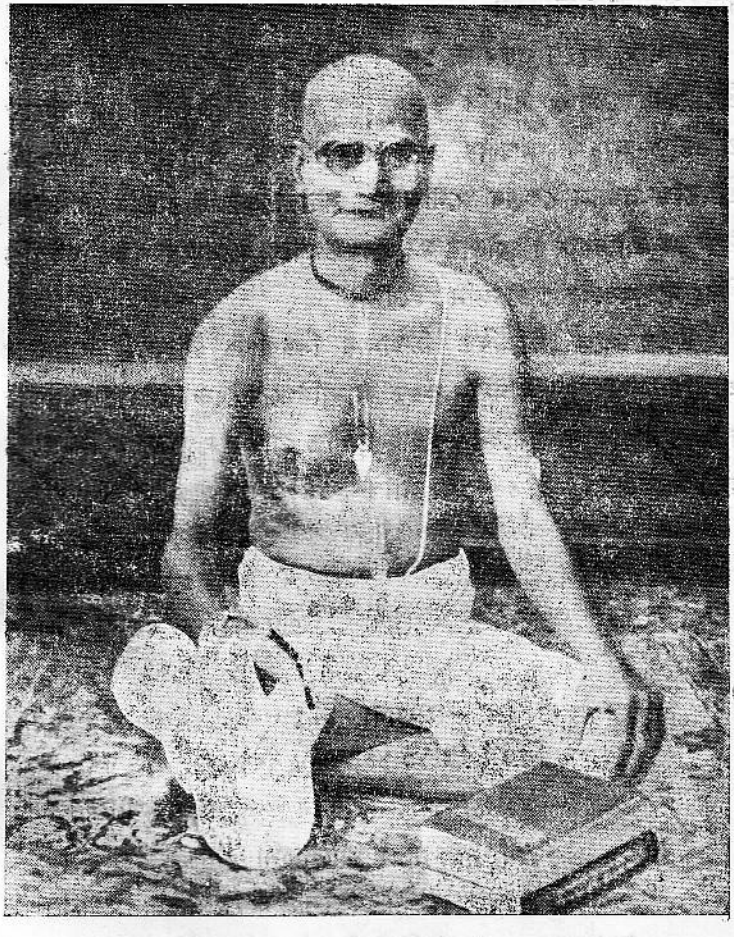
———

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

২৬শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২৮ হৃষীকেশ, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ১লা কার্ত্তিক, ১৪০১ (১৯।১০।৯৪) বুধবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ২৬শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধবে যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—১লা আশ্বিন, ১৪০১

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

১লা কার্ত্তিক (ইং ১৯।১০।৯৪), বুধবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে "সাধারণ-সম্পাদক"-এঁর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৬শ বর্ষ | ২৯ দামোদর, কারণোদশায়ী, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ | ৩০ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৪০১, ইং ১৭/১১/৯৪ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(৭)

বিশ্ব-স্থিতি-প্রলয়-সর্গ-মহাবিভূতি-
বৃত্তি-প্রকাশ-নিয়মাবৃতি-বন্ধ-মোক্ষাঃ।
যস্যা অপাঙ্গ-লব-মাত্রত উজ্জিতা সা
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি॥ ১॥

যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গীহেতু এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, মহা-বিভূতি, বৃত্তি-সমূহের প্রকাশ, নিয়মন ও আবরণ এবং বন্ধ-মোক্ষ সাধিত হয়, সেই প্রবলা শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার॥ ১॥

ব্রহ্মেশ-শক্র রবি-ধর্ম্ম-শশাঙ্কপূর্ব্ব-
গীর্ব্বাণ-সন্ততিরিয়ং যদপাঙ্গ-লেশম্।
আশ্রিত্য বিশ্ব-বিজয়ং বিসৃজত্যচিন্ত্যা
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা, শম্ভু, ইন্দ্র, সূর্য্য, যম, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার অপাঙ্গ-দৃষ্টির লেশমাত্র আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বে উৎকৃষ্টরূপে বিরাজমান, সেই **অচিন্ত্যস্বরূপা শ্রীদেবী** যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ২ ॥

ধর্ম্মার্থ কাম-সুমতি-প্রচয়াত্তশেষ-
সন্মঙ্গলং বিদধতে যদপাঙ্গ-লেশম্।
আশ্রিত্য তৎপ্রণত-সৎপ্রণতা অপীড্যা
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥ ৩ ॥

যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রণত এবং সজ্জনগণকর্ত্তৃক সম্মানিত পুরুষগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও উত্তম জ্ঞানরূপ অশেষ পরম-মঙ্গল বিধান করেন, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

ষড়্বর্গ-নিগ্রহ-নিরস্ত-সমস্তদোষা
ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুমৃষয়ো যদপাঙ্গ-লেশম্।
আশ্রিত্য যানপি সমেত্য ন যান্তি দুঃখং
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥ ৪ ॥

কামাদি ষড়্বর্গ-বিজয়হেতু যাঁহাদের সমস্ত দোষ নিরস্ত হইয়াছে এবং যাঁহাদের সঙ্গবশতঃ অপর লোকও দুঃখভাগী হয় না, তাদৃশ ঋষিগণ যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে নিরত, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

শেষাহি-বৈরি-শিব-শক্র-মনুপ্রধান-
চিত্রোরু-কর্ম্ম-রচনং যদপাঙ্গ-লেশম্।
আশ্রিত্য বিশ্বমখিলং বিদধাতি ধাতা
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥ ৫ ॥

যে শ্রীদেবীর অপাঙ্গভঙ্গী শেষ, গরুড়, শিব, ইন্দ্র ও মনুপ্রমুখ পুরুষগণের বিচিত্র মহৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেরণা দান করে এবং যে অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

শক্রোগ্র-দীধিতি-হিমাকর-সূর্য্যসূনু-পূর্ব্বং
নিহত্য নিখিলং যদপাঙ্গ-লেশম্।
আশ্রিত্য নৃত্যতি শিবঃ প্রকটোরুশক্তিঃ
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥ ৬ ॥

যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক **প্রকট মহাশক্তিশালী** শিব, ইন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র ও শনিপ্রমুখ নিখিল বিশ্বের সংহার করিয়া তাণ্ডবরত, সেই শ্রী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

তৎপাদ-পঙ্কজ-মহাসনতামবাপ
শর্ব্বাদি-বন্দ্যচরণো যদপাঙ্গ-লেশম্।
আশ্রিত্য নাগ-পতিরন্য সুরৈর্দুরাপাং
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥ ৭ ॥

শম্ভুপ্রমুখ দেবগণেরও পূজ্যপাদ নাগরাজ যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক অপর দেবগণের দুর্ল্লভ, শ্রীহরিপাদপদ্মযুগলের উত্তম আসন-স্বরূপ হইয়াছেন, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

নাগারিরুগ্র-বলপৌরুষ আপ বিষ্ণো-
র্ব্বাহত্বমুত্তমজবো যদপাঙ্গ লেশম্।
আশ্রিত্য শক্র-মুখ-দেব-গণৈরচিন্ত্যং
শ্রীর্যৎ-কটাক্ষ-বলবত্যজিতং নমামি ॥ ৮ ॥

প্রবল পৌরুষশালী মহাবেগবান্ শ্রীগরুড় যাঁহার অপাঙ্গভঙ্গী আশ্রয়পূর্ব্বক বিষ্ণুর বাহনত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই শ্রীদেবী যাঁহার কটাক্ষপাতে বলবতী, সেই অজিতকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

আনন্দতীর্থ-মুনি-সম্মুখ-পঙ্কজোত্থং
সাক্ষাদ্রমা-হরি-মনঃ-প্রিয়মুত্তমার্থম্।
ভক্ত্যা পঠত্যজিতমাত্মনি সন্নিধায়
যঃ স্তোত্রমেতদভিযাতি তয়োরভীষ্টম্ ॥ ৯ ॥

যিনি হৃদয়ে অজিত শ্রীহরির ধ্যানপূর্ব্বক আনন্দতীর্থ মুনিবরের শ্রীমুখ-বিনির্গত এবং শ্রীদেবী ও শ্রীহরির প্রীতিপ্রদ এই উত্তম অর্থবিশিষ্ট স্তব পাঠ করেন, তিনি নিজ অভীষ্ট লাভ করেন ॥ ৯ ॥

———

প্রশ্নোত্তর

বিজ্ঞান

১। উত্তাপের মূল কারণ কি ?

"গন্ধক-লৌহাদি ধাতুর সংযোগের দ্বারা পর্ব্বত-সকল ভগ্ন হয়, পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং বন্দুক হইতে অস্ত্রসকল নির্গত হইয়া বৃহদ্ বৃহদ্ ব্যাপার সম্পাদন করে। এই সকল কার্য্যে চেতনের প্রেরণা কোথায় ? * * * যদি উত্তাপকেই সমস্ত সঞ্চালনের কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়, তথাপি চেতনের প্রেরণা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। উত্তাপ কি পদার্থ ? বিশেষ বিচার করিলে উত্তাপকে 'গুণ' বলা যায়। যখন অন্তঃকরণে কোন বৃত্তির বিশেষ সঞ্চালন হয়, তখনই উত্তাপ দেহে প্রকাশ হয়। কামের আধিক্যে জ্বর হইয়া গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। সমস্ত প্রকার প্রাকৃত-পদার্থে যে উত্তাপের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল চেতন-পদার্থের ক্রিয়ার ফল বলিলেই হইতে পারে।"

—তঃ সূঃ, ২২ সূঃ

২। যুক্তিই কি জড়-বিজ্ঞানাবিষ্কারের মূল নহে ? মানব-প্রকৃতি কি ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিয়া তৃপ্ত হয় ?

"যুক্তিদ্বারাই সমস্ত মানস ও জড়-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়। জড়-বিজ্ঞান অনেক প্রকার। যথা—জড়-গুণ-বিজ্ঞান (Science of matter and motion), চৌম্বক-বিজ্ঞান (Magnetism), বৈদ্যুতিক-বিজ্ঞান (Electricity), আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান (Medicine), দেহ-বিজ্ঞান (Physiology), দৃষ্টি-বিজ্ঞান (Optics), সঙ্গীত-বিজ্ঞান (Music), তর্কশাস্ত্র (Logic), মনস্তত্ত্ব (Mental Philosophy) ইত্যাদি। দ্রব্যগুণ ও দ্রব্যশক্তির বিজ্ঞান হইতে যতপ্রকার শিল্প ও কারু (Art and manufacture) আবিষ্কৃত হয়। বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পর সাহায্য করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করিতে থাকে। ধূম্রযান (Railway), তড়িদ্‌বার্ত্তাবহ (Electrical wire), অর্ণবপোত (Ships) এবং মন্দির ও গৃহ নির্ম্মাণ (Architecture ,—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম্ম। দেশ-জ্ঞান অর্থাৎ ভূগোল-সমাচার ও কাল-জ্ঞান অর্থাৎ অব্দবোধ (Geography & Chronology), জ্যোতিষ (Astronomy) প্রভৃতি সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান। পশুবৃত্তান্ত-জ্ঞান (Zoology) এবং পার্থিব-বিজ্ঞান (Minerology), তথা অস্ত্র-চিকিৎসা (Surgery) এই সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞান। যাঁহারা এই জ্ঞানে

আবদ্ধ থাকিতে চান, তাঁহারা এইরূপ জ্ঞানকে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা **Positive knowledge** বলেন। মানব-প্রকৃতি কেবল ইন্দ্রিয়জ সাক্ষাৎ জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না বলিয়া উচ্চ উচ্চ জ্ঞানের অধিকার লাভ করে।"

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৩। সারগ্রাহিগণ কাহাকে বিজ্ঞান বলেন ?

"বৈষ্ণবগণ বিষয়-জ্ঞানকে যথাযথ সংস্থাপন করাকে 'বিজ্ঞান' বলেন। * * যাঁহারা জড়-প্রবৃত্তি-অনুসারে জড়জ্ঞানের উন্নতি-সাধনে রত, * * তাঁহারা জড়োন্নতির যত্ন করিয়া বৈষ্ণবের চিদুন্নতির কিয়ৎপরিমাণে পরোক্ষভাবে উপকার করেন।"

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

৪। কোন্ ধর্ম্মে চিদ্‌বিজ্ঞানের পূর্ণ অনুশীলন হয় ?

"আধুনিক ধর্ম্মনিচয়ে ভক্তির বিজ্ঞান দেখা যায় না। আর্য্যবুদ্ধি হইতে যে সনাতন-ধর্ম্মের উদয় হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণব-তত্ত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব বৈষ্ণব-ধর্ম্মেই কেবল ভক্তি-বিজ্ঞানের সম্ভাবনা। শ্রীজীব গোস্বামীর সন্দর্ভে ও শ্রীরূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তিবিজ্ঞান বিশেষরূপে বিবেচিত (বিচারিত) হইয়াছে।"

—প্রেঃ প্রঃ ৬ষ্ঠ প্রঃ

৫। বিজ্ঞান কোন্ বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হইলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার হয় ?

"শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞান-বিদ্যাকে উন্নত করিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণের সেবা করাই শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকগণের কর্ত্তব্য। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গুঢ়, যাহারা উহার আলোচনায় নিযুক্ত, তাহাদের সামান্য শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে আবদ্ধ হওয়ার অবসর নাই। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের শরীর-নির্ব্বাহী ব্যাপার-সকলের সাধনের জন্য অন্যান্য লোকের চেষ্টা করা উচিত। হে ভ্রাতঃ ক্রমোন্নতিবাদিন্! হে ভ্রাতঃ ক্রমোৎপত্তিবাদিন্! তোমরা আপনাপন কার্য্য কর, তাহাতে তোমাদের ও জগতের উভয়ের মঙ্গল হইবে। তোমরা অনধিকার-চর্চ্চাপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের দোষ-গুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। তোমরা ভালমানুষ হইয়া কার্য্য করিলে আমরা তোমাদিগকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিব।"

—'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান', সঃ তোঃ ৭।৭

৬। বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প কোন্ সময়ে সর্ব্বোন্নত হয় ?

"কর্ম্ম যখন ভক্তির যথার্থ অনুগত হয়, তখন আপনাকে 'কর্ম্ম' বলিয়া পরিচয় দেয় না, 'ভক্তি' বলিয়াই পরিচয় দেয়। যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম নিজ-নামে পরিচিত, ততদিন সে ভক্তির সমৃদ্ধি-তত্ত্বরূপে আপনারই গৌরব অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প—ইহাদের উন্নতি-চেষ্টাকে কর্ম্ম নিজ-তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু

যখন কর্ম্ম ভক্তি-স্বরূপে পরিণত হইয়া যায়, তখন বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প আরও উজ্জ্বল হইয়া উন্নত হয়।" —তঃ বিঃ, ১ম অনু ৯-১২

৭। সারগ্রাহী-বৈষ্ণবগণ কিরূপ ধন-বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পারদর্শী ?

"শারীরিক ও মানসিক যতপ্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আছে এবং শিল্প-শাস্ত্র ও ভাষা-বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র প্রভৃতি, সেই সকলই 'অর্থশাস্ত্র'। ঐ সকল শাস্ত্রদ্বারা কোন না কোন শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক বা সামাজিক উপকার উৎপন্ন হয়; ঐ উপকারের নাম—অর্থ। ইহার উদাহরণ এই যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রদ্বারা আরোগ্যরূপ অর্থ পাওয়া যায়; গীত-শাস্ত্রদ্বারা কর্ণ ও মনঃসুখরূপ অর্থ পাওয়া যায়; প্রাকৃত-তত্ত্ব (পদার্থ) বিজ্ঞানদ্বারা অনেকানেক অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মিত হয়; জ্যোতিষ-শাস্ত্রদ্বারা কালাদি নির্ণয়রূপ অর্থ-সংগ্রহ হয়; এই প্রকার অর্থশাস্ত্র যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা অর্থবিৎ পণ্ডিত। বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক স্মৃতি-শাস্ত্রকেও 'অর্থশাস্ত্র' বলা যায় এবং স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণকে অর্থবিৎ পণ্ডিত বলা যায়; যেহেতু সমাজরক্ষারূপ অর্থই তাঁহাদের ধর্ম্মের একমাত্র সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু পারমার্থিক পণ্ডিতেরা ঐ অর্থ হইতে সাক্ষাদ্রূপে পরমার্থ সাধন করেন। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ অর্থশাস্ত্রের যথোচিত আদর করত তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে কখনই বিরত হন না। ঐ সমস্ত অর্থশাস্ত্রের চরমগতিরূপ পরমার্থ অনুসন্ধান করত তিনি সকল অর্থবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে বিশিষ্টরূপে পূজিত হয়েন। পরমার্থ-নির্ণয়ে অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহকারিত্বে পরিশ্রম করিতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তিসংস্থাপকরূপে সারগ্রাহী বৈষ্ণব বিরাজ করেন, নানাবিধ পাপীদিগকে ঘৃণা করিয়া তিনি পরিত্যাগ করেন না—কখনও গোপনীয় উপদেশ, কখনও প্রকাশ্য বক্তৃতা করত, কখনও বন্ধুভাবে, কখনও বিরোধভাবে, কখনও স্বীয় চরিত্র দেখাইয়া, কখনও বা পাপের দণ্ড বিধান করত সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পাপীদিগের চিত্ত-শোধনে বিশেষ তৎপর থাকেন।"

—কৃঃ সঃ ১০।১৪

—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

———

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনেই আমাদের সমস্ত সুবিধা হইবে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্য বিষয়রূপ ধূলি আসিয়া পড়িয়াছে। সেই ভোগোন্মুখ চিত্তে সত্যবস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে পারিতেছে না। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের জগতের লোকের প্রতি ছোটজ্ঞান থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত জগতের সব লোক হরিভজন করিতেছেন, "সবে কৃষ্ণ ভজে এইমাত্র জানে"—এই প্রতীতিটী না হইবে, সেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইবে না।

কৃষ্ণকীর্ত্তন—ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণকারী। একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনে চরম-শ্রেয়োলাভ হয়। উহা পরমস্নিগ্ধ। কৃষ্ণকীর্ত্তন বিদ্যাবধূ জীবনস্বরূপ। লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষকথা—"শ্রীহরিনাম"। পণ্ডিত না হইলে হরিনাম হয় না।

কামিনীকে যেরূপ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে, কনকের দ্বারাও তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাই করিতে হইবে। কনক ভোগ করিতে হইবে না বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের বাসনায় ফল্গুত্যাগও করিতে হইবে না। কনককে যোষা বা প্রাকৃত না করিয়া চিন্ময় করিয়া লও। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যে কনক হরিভজন করে, তাহা ব্রহ্মজাতীয় কনক। চিন্ময় কনক হরিভজনে সাহায্য করে, হরিভজন ও হরিসেবায় আনুকূল্য বিধান করে। হরিসেবায় অনুকূল বস্তুকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করা ফল্গুবৈরাগ্য বা জড়প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কি? হরিসেবোন্মুখ জীবন্মুক্ত পুরুষ যথাসর্ব্বস্ব দিয়া হরিসেবা করেন। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, তিনি মুক্ত।

আমরা যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিব, বেশী বিলাসিতার মধ্যে যাইব না। কিংবা যাহাতে আত্মহত্যা হয়, এইভাবেও শরীরকে কর্ষণ (পীড়ন) করিব না। আমরা সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনের অনুশীলনে তদনুকূল জীবন যাপন করিব। শব্দব্রহ্মের সেবা ব্যতীত জীবের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই হরির ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়।

একটী মাত্র অন্ত যাঁহার, তিনি ঐকান্তিক বা ভক্তভৃত্য। লক্ষ্যবস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে, দুই নৌকায় দুই পা দিলে অকল্যাণ প্রসব করে। ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হয়। ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার। লক্ষ্যভষ্ট জীবের তাহাই উপাস্য। অসংযত ব্যক্তিগণ

বহু লক্ষ্যের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারে না। যেখানে সজাতীয়-আশয় স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত না হন, সেখানেই বিষমজাতীয় সংহতিতেই ব্যভিচার।

যিনি শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবে অচলা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পারমার্থিক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। গুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন।

জীব তাহার নিত্যস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বৈষ্ণবের নিত্য 'জুতাবরদার'। চেতনতার সদ্ব্যবহারই ভগবদুন্মুখতা বা ভগবৎসেবোন্মুখরূপ বিষয়ে স্পৃহা, আর চেতনতার অপব্যবহারই ভগবদ্‌বিমুখতা বা ভগবৎ-সেবকের কার্য্যে অনাগ্রহ।

সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ব্যতীত আমাদের ভজনক্রিয়া বা অনর্থনিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। অনর্থনিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নৈরন্তর্য্য ও রুচি প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না। যেদিন আমরা সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে চৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করিতে পারিব, সেই দিনই শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ হইবে। আমরা যদি নিত্য আশ্রয়-জাতীয় বস্তুকে আশ্রয় করিতে পারি, তাহা হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়ের সন্ধান পাইব।

আত্মার বৃত্তি একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন। আত্মবৃত্তিতে অন্য কোনপ্রকার ব্যাপার নাই। চেতনের ধর্ম্মের অপব্যবহারহেতু পরমাত্মা ব্যতীত খণ্ডবস্তুতে মমতা। আমাদের আত্মার বৃত্তি সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'আত্মার বৃত্তি সুপ্ত'—একথাও ঠিক নহে। কারণ চেতনের বৃত্তি কখনও সুপ্ত থাকে না। চেতনের বৃত্তি সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল। তবে আত্মার বৃত্তির দ্বারা যখন পরমাত্মার অনুশীলন হয়, তখনই আত্মবৃত্তির যথাযথ ব্যবহার, আর যখন আত্মবৃত্তির দ্বারা আত্মানুশীলন হইতেছে না, তখন আত্মার বৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে জানিতে হইবে। তখনও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অনিত্য বস্তুতে ধাবিত হইতেছে, এইমাত্র।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নন্দনন্দনের সেবা করিতেছেন। শ্রীগুরুদেবের এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না করা পর্য্যন্ত আমরা গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হই না। শ্রীনন্দনন্দনের সেবা ব্যতীত মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের অন্য কোন কার্য্য নাই। ইহা লক্ষ্য না করিলে আমরা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি নাই।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন আমাদিগকে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মন্ত্র প্রদান করেন, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, গুরুপাদপদ্মসেবাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের নিদান। বর্ত্তমান সময়ে গুরুপাদপদ্মসেবা করিব, পরজন্মে গুরুপাদপদ্মসেবা করিব। যদি

গুরুপাদপদ্ম সেবার ফলে আমাদের কোন দিন মুক্তজীবন হয়, তখনও আমরা গুরুপাদপদ্মের অত্যন্ত বিশ্রম্ভ পাত্র হইয়া নন্দনন্দনের সেবা করিব। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে গুরুপাদপদ্মের সেবাই আমার নিত্যধর্ম্ম।

গুরুপাদপদ্ম নিত্য। তাঁহার সঙ্গরাহিত্য যেন মুহূর্ত্তের জন্য না হয়। মুহূর্ত্তের জন্যও যেন গুরুপাদপদ্মের বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন না হই। অন্য কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া লবমাত্রও যেন গুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া না দিই—অন্য বাজে লোকের পরামর্শ শুনিয়া যেন গুরুপাদপদ্ম হইতে বঞ্চিত না হই।

ভগবানের পরাক্রমপূর্ণ বীর্য্যবতী কথা শুনিতে শুনিতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি কাটিয়া যাইবে, হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সাহস আসিবে। তখন শরণাগতি বা আত্মার সহজধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে উদিত হইবে। সেই হৃদয়ে চতুর্থমান অর্থাৎ তুরীয় অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইবে।

কেবলাদ্বৈতবাদীর ভক্তি

সম্যক্-বিচারে এই বাক্যটি মিথ্যা। সোনার পাথর-বাটী, দরিদ্র-নারায়ণ প্রভৃতি বাক্যসমূহও সমপর্য্যায়ভুক্ত। পাথর-বাটী কখনও স্বর্ণ-বাটী হইতে পারে না। পাথর-বাটীকে কেহ স্বর্ণমূল্যে ক্রয় করিবে না; যদি কেহ তাহা স্বর্ণমূল্যে ক্রয় করে, তাহাকে মূর্খ ব্যতীত জ্ঞানী বলা সঙ্গত হয় না। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানীর অদ্বৈত-সিদ্ধিও বাস্তব-বিচারে সত্য নহে। তাহার অদ্বৈত-সিদ্ধাবস্থায় একমাত্র "একের" ধারণা কখনই ভক্তির ধারণা হইতে পারে না। সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদীকে ভক্ত বলাও অসঙ্গত ব্যাপার। কেবলাদ্বৈতবাদীর নিকট ব্রহ্ম—নিরাকার, নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ; তাহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর বলিয়া কিছুই নাই।

ত্রিপুটী স্বীকার করিলে কেবলাদ্বৈতবাদ বিলুপ্ত হয়; তদ্রূপ কেবলাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে ভক্তিলাভ করা যায় না। কেবলাদ্বৈতবাদ ও ভক্তি দিবা-রাত্রের ন্যায় বিরুদ্ধ তত্ত্ব। ইহাদের একত্ব প্রকাশ করিয়া উদারতা বা সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। একত্ব এবং বহুত্ব বা নানাত্বকে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী কখনই এক হই তাৎপর্য্যপর বলিতে পারেন না। ভক্তিতত্ত্বে নানাত্ব বা অনন্তত্ব সুষ্ঠুভাবে স্বীকৃত হয়, পরন্তু কেবলাদ্বৈত-চিন্তায় নানাত্ব বা অনন্তত্ব অসম্ভব ব্যাপার, ব্যবহারিক বা মিথ্যা। ভক্তিমার্গে ভগবান্ ভক্ত ও ভক্তির

নিত্য-বর্ত্তমানতা, পক্ষান্তরে কেবলাদ্বৈতসিদ্ধিতে এক ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্বের উপলব্ধি না থাকায় ভক্ত, ভগবান্ এবং উভয়ের সম্বন্ধজনিত ব্যবহার, প্রীতি, ভক্তি বা প্রেম উপলব্ধ হইতে পারে না। বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় যে, কেবলাদ্বৈতসিদ্ধি ও ভক্তির মধ্যে সত্য ও মিথ্যা গুণদ্বয়ের যোগ্যপাত্র কোন্‌টি—ইহার বিচার অপরিহার্য্য।

বৈদিক অদ্বৈতবাদ ও আচার্য্য শ্রীশঙ্কর-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ অভিন্ন বা এক নহে। বৈদিক অদ্বৈতবাদে নানাত্ব বা অনন্তত্ব অস্বীকৃত নহে। পরন্তু শাঙ্কর অদ্বৈতবাদে ইহা অস্বীকৃত হওয়ায় ইহা কাল্পনিক হইয়াছে। ইহার বাস্তবতা বা সত্যতা লোপ পাইয়াছে। এইজন্য ইহার অপর নাম মায়াবাদ বা মিথ্যাত্ববাদ। ইহা প্রচ্ছন্নভাবে বুদ্ধের শূন্যবাদও বটে। শঙ্কর নিজেই পার্ব্বতীকে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন, দেখা যায়।—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে ২৫অঃ, ৭ম শ্লোক)

বঙ্গানুবাদ—হে দেবি! আমি কলিকালে ব্রাহ্মণরূপে (আচার্য্য শঙ্করূপে) অবতীর্ণ হইয়া অসচ্ছাস্ত্র মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ প্রচার করিয়াছি।

কূর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বভাগ ১৬।১১৫-১১৭ শ্লোকে ভগবান্ শিবকে আদেশ করিয়াছেন,—

"তস্মাদ্ হি বেদবাহ্যানাং রক্ষণার্থায় পাপিনাম্।
বিমোহায় শাস্ত্রাণি করিষ্যসি বৃষধ্বজ॥
এবং সঞ্চোদিতো রুদ্রো মাধবেনাসুরারিণা।
চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবেস্থিতঃ॥
কাপালাং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পাঞ্চরাত্র-পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥

শিবজী সুযোগ্য ও পরম ভক্ত বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু শিবকে অসুর-মোহনরূপ কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া এই কাল্পনিক মতবাদ প্রচার করাইয়াছেন।—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ (পদ্মপুরাণ)

বঙ্গানুবাদ—তুমি কাল্পনিক নিজ যুক্তিবাক্যদ্বারা আসুরিক জনগণকে বিমোহিত করত আমার ভক্তিপথ হইতে বিমুখ করিয়া আমাকে তাহাদিগের নিকট হইতে গোপন কর, যদ্দ্বারা এই সৃষ্টি রক্ষা পাইবে।

এই মায়াবাদ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ ভক্তিতত্ত্বের অত্যন্ত বিরোধী। ইহাকে

ভক্তি বলিলে মায়াত্মক ব্যাপার হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার,—

মায়াবাদ-দোষ যার হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম ভেল॥
প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
ব্রহ্ম-আত্মা-চৈতন্য কহে নিরবধি॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ অঃ)

বৈদিক অদ্বৈতবাদে নানাত্ব বা ত্রিপুটী-নাশের ধারণা নাই। তাহা সাম্প্রদায়িক বিচার।—

রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে, মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

রুদ্র বা শিবজীর সাম্প্রদায়িক যে মত তাহা শুদ্ধভক্তি; তাঁহার সম্প্রদায়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামী মূল আচার্য্যরূপে ঐ মত প্রচার করত শুদ্ধভক্তির বিচার প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলে। ইহাতে কেবলাদ্বৈতবাদীর নির্ব্বিশেষ বাদরূপ অদ্বৈতসিদ্ধির বিচার নাই। ইহাতে শুদ্ধভক্তি বা ভক্ত, ভগবান্ ও ভক্তি বা প্রেমই উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

চতুঃসন বা সনকাদি ঋষি-চতুষ্টয় জ্ঞানী বা অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুশীলনকারী ছিলেন না। ব্রহ্ম বলিতে তাঁহারা ভগবান্ বিষ্ণুকেই চরম উপাস্য বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃত বৈদিক অদ্বৈতসিদ্ধি বলিতে বিষ্ণুভক্তিকেই বুঝায়—ইহাই তাঁহারা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে অদ্বৈতসিদ্ধি বা ব্রহ্মজ্ঞান তাহা মিথ্যা ও কাল্পনিক। তাহা অসাম্প্রদায়িক বা ভুঁইফোড় বিচার। তাহার ফল—

"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।"

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করমতের অদ্বৈতসিদ্ধিকে ব্রহ্মজ্ঞান বলেন নাই:—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

শ্লোকটীতে ব্রহ্মভূতঃ অবস্থা যিনি লাভ করেন, তিনি সর্ব্বভূতের প্রতি সমদর্শন করেন উক্ত হওয়ায় ব্রহ্মভূত অবস্থাতেও সর্ব্বভূতকে দর্শন করিয়া থাকেন

বলা হইয়াছে। তিনি নানাত্বহীন একক ব্রহ্ম দর্শন করেন—ইহা বলা হয় নাই। সুতরাং ইহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের অদ্বৈতসিদ্ধি হইতে পারে না। অধিকন্তু, এরূপ অবস্থা অতিক্রম করত তিনি পরাভক্তি লাভ করেন, উক্ত হইয়াছে। নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈতীর অদ্বৈতসিদ্ধির পর কেবলাভক্তি লাভ হয়—একথা কেবলাদ্বৈতবাদী স্বীকার বা সহ্য করিবেন কি? বৈদিক অদ্বৈতবাদের চরম অবস্থা যে ভক্তি, তাহা বেদ, উপনিষদাদি যাবতীয় শাস্ত্রের বিচার, ইহাতে সন্দেহ নাই। কেবলাদ্বৈতবাদ—কাল্পনিক, অবাস্তব, মিথ্যা বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ বলিয়াই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কেবলাদ্বৈতবাদীর কাল্পনিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে ত্রিপুটী থাকে না, সেইহেতু তন্মতে কখনই ভক্তিলাভ করা যায় না।

সনকাদির ন্যায় শ্রীশুকদেব গোস্বামীও অদ্বৈতবাদী জ্ঞানী ছিলেন। এই অদ্বৈতবাদ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ নহে। সেই কারণেই শুকদেব "মদ্ভক্তিং লভতে পরাং"-বাক্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শ্রীশুকদেব নিজমুখে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈগুণ্যে উত্তমঃশ্লোক-লীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী॥ (ভাঃ ২।১।৯, ১০)

বঙ্গানুবাদ—হে রাজর্ষে! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে বিশেষভাবে মগ্ন থাকিলেও উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের লীলাদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি। হে রাজন! আপনি মহাপুরুষ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র; অতএব আপনার নিকট এই ভাগবতশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছি। ইহাতে যাহার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, তাঁহার শীঘ্রই ভগবান্ মুকুন্দে রতি উপস্থিত হয়। শ্রীসূত গোস্বামীর বাক্যে ইহাই সমর্থিত :—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥ (ভাঃ ১২।১২।৫২)

বঙ্গানুবাদ—যিনি প্রথমে ব্রহ্মসুখে নিভৃতচিত্ত (আবিষ্ট) ছিলেন এবং পরে সেই সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের মাধুর্য্যময়লীলাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধীতত্ত্বদীপ-স্বরূপ শ্রীভাগবতপুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিলপাপনাশী গুরুদেব ব্যাসপুত্র শ্রীশুককে আমি নমস্কার করি।

শ্রীলীলাশুকের উক্তিও ইহাই—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত)

বঙ্গানুবাদ—অদ্বৈতমার্গের পথিকগণদ্বারা উপাস্য এবং আত্মানন্দ-সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপবধূলম্পট শঠকর্তৃক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই বেদবাক্যটীতে এবং গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" বাক্যটীতে একই তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানে "সর্ব্ব"-পদোক্ত বস্তুর অনুভবের বর্ত্তমানতা সত্য; তাহা ব্যবহারিক সত্য বা পারমার্থিক মিথ্যা নহে।

পক্ষান্তরে কেবলাদ্বৈতসিদ্ধি যাঁহারা লাভ করিয়াছেন বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা পুনঃ জন্মগ্রহণ করিলে অদ্বৈতসিদ্ধি মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। যথা—

গৌড়পাদের অপ্রকটকালে আচার্য্য শ্রীশঙ্কর তাঁহার রচিত মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকাটি শঙ্করের গুরুদেব গোবিন্দপাদ নিজগুরু গৌড়পাদকে প্রদর্শন করায় গৌড়পাদ শঙ্করের রচনার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ থাকায় শাঙ্কর অদ্বৈতসিদ্ধিতেও জীবসত্তার বিলোপ বা মিথ্যাত্ব কোথায়?

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ক্ষেত্রেও একই অবস্থার বর্ণনা শুনা যায়। বিস্তারণ্য ভারতীরূপে শঙ্করাচার্য্যের অবতারত্ব—ইহাই প্রমাণ করে।

সুতরাং ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষবাদ কাল্পনিক বা মিথ্যা; ব্রহ্ম-সবিশেষ,—ইহাই সিদ্ধান্ত বা সত্য। ব্রহ্মের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, শক্তি প্রভৃতি যাবতীয় বিজ্ঞান সত্য; তাহা ব্যবহারিক বা মিথ্যা নহে। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতেই জাত, রক্ষিত ও ব্রহ্মেরই আশ্রিত। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-মন্ত্রটী ব্রহ্মকে এতাদৃশ শক্তিমান্ ও গুণবান্ বলিয়া যথার্থই প্রকাশ করিয়াছেন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-যথার্থ ই একতাৎপর্য্যপর। জীব প্রকৃত মুক্ত হইলে পরাভক্তি লাভ করেন; নির্ব্বিশেষ মুক্তি তাঁহার পক্ষে কাল্পনিক ও মিথ্যা।

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৯)

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

(ভাঃ ১০।২।২৬)

অর্থাৎ—নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী কখনই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন না। তাহার মুক্তাভিমান কাল্পনিক বা মিথ্যা। সবিশেষজ্ঞানী বা বৈদিক জ্ঞানীরও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইলেও অপরাধ ঘটিলে তথা হইতে পতনের সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু কৃষ্ণভক্তরূপ বাস্তব স্বরূপাভিমান জন্মিলে পতনের আশঙ্কা থাকে না এবং ভক্তি বা প্রেমামৃতের অধিকারী হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

সেবা

[পূর্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১৩, পৃষ্ঠার পর]

"কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি প্রেম।" **বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা** বেশ্যার ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা—মদ্যপের ইন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা—কাম-ক্রোধাসক্ত রোগীর বা ভোগীর (দরিদ্রই হউক বা ধনীই হউক, পণ্ডিতই হউক আর মূর্খই হউক) প্রীতিবাঞ্ছা যদি ধর্ম্ম বা প্রেম হয়, তবে উহা কি ভণ্ডামী ও গুণ্ডামীর ধর্ম্ম নহে? —উহা কি কামুকের কাম নহে? শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই,—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৬)

অর্থাৎ মধ্যমভাগবত পরমেশ্বরে প্রেম, ভগবদ্ভক্তে মিত্রতা, অজ্ঞজনে দয়া ও ভগবদ্‌বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিবেন। যাহারা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেবের কথিত 'জীবে দয়া' কথার প্রতি থুৎকার নিক্ষেপে উদ্যত, সেই সকল স্থূলবুদ্ধিমস্তিষ্কে 'জীবে দয়া' বাক্যের অর্থই প্রবিষ্ট হয় না। 'দয়া' বলিতে আত্মবিদ্‌গণ পরমেশ্বরের প্রতি সেবোন্মুখতা-বিধানকেই বিচার করিয়া থাকেন। আত্মবিদ্‌গণের বিচারে অনাত্মা বা দেহ ও মনের সৌখ্য-বিধান দয়াও নহে, সেবাও নহে, প্রেম ত' দূরের কথা; উহা হিংসা, মায়া বা কাম। অপরের অনাত্মার অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সৌখ্য-বিধানের চেষ্টা সিংহ-ব্যাঘ্র-সর্পাদি হিংস্রজন্তু, কুক্কুর-বানর-পিপীলিকাদি ইতর প্রাণীদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। তাহারাও স্বজাতি-প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। একটী কাককে আক্রমণ করিলে সেখানে সহস্র সহস্র কাক উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। ডোম যখন একটা কুকুরকে মারিতে যায়, তখন অন্যান্য কুকুরগুলিও ঘেউ ঘেউ করিয়া জাতিভ্রাতার প্রতি

সহানুভূতি প্রকাশ করে, অথচ অন্য সময় এক কুকুরের মাংস আর কুকুর ভোজন করিতে উদ্যত হয়, পরস্পর কত ঝগড়া করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত 'বালিশ অর্থাৎ ভগবৎসেবা-বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিই ভগবৎ-সেবা-বিজ্ঞান প্রদান করিয়া 'কৃপা' করিতে বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের গোপী-গীতায় ভগবৎ-কথামৃত বিতরণকারিগণকে 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব মন্দোদয়-দয়া অর্থাৎ যে দয়ায় মন্দফল প্রসব করে এবং অমন্দোদয়-দয়া অর্থাৎ যে দয়ায় অমন্দ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ফল উদয় করায়—এই দুইপ্রকার দয়ার কথা বলিয়াছেন। যে কোনপ্রকার বদ্ধজীবের অনাত্মগত সৌখ্য-বিধানকে অবৈধভাবে 'সেবা' নাম দিলেও তাহা মন্দোদয়-দয়া, অর্থাৎ তদ্দ্বারা জীবের কোন আত্মকল্যাণ হয় না, উহা মন্দ ফল প্রসব করে। কেন না, উহাতে জীবের অবিদ্যা-ধ্বংসের কোন চেষ্টা না হইয়া উহা অবিদ্যাগ্রস্ত জীবকে অবিদ্যার মধ্যেই অনাদিকাল ঘুম পাড়াইয়া রাখিবার আনুকূল্য করে। যাঁহারা ঐরূপ দরিদ্রকে নারায়ণ বা ঈশ্বর প্রভৃতি বলিতেছেন, তাঁহারা অনাত্মা বা ব্যুৎপরস্তের পূজক বা অতীব ঘৃণ্য শ্রেণীর পৌত্তলিক ইহাই প্রমাণিত হয়। শ্রুতি, স্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যদেব ও আচার্য্যগণ—সকলেই এইরূপ অনাত্মার সেবাকে নিরাস করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু মায়াবদ্ধ বহির্ম্মুখ গণগড্ডলিকার অজ্ঞতা ও বহির্ম্মুখতার সুযোগ লইয়া কতকগুলি লোক অনাত্মাকে ঈশ্বর ও অনাত্মার কামবর্দ্ধনকে 'সেবা' বলিতেছে। ইহারা 'সেবা' বা 'প্রেম' কাহাকে বলে, কোনদিন তাহার চতুঃসীমানার কোন সন্ধান পায় নাই বা পাইবেও না।

(৬) যদি 'সেবা বা 'দয়া শব্দের অর্থ অনাত্মার সৌখ্য-বিধানকেই লক্ষ্য করিত, কলেরা রোগীর কলেরা সারাইয়া দেওয়া, অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ দিয়া দেওয়া, কামুকী বিধবার পতি যোগাইয়া দেওয়া বা স্বয়ংই তাহাকে বিবাহ করা, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিকে আর্থিক সাহায্য করা প্রভৃতিই যদি বা সেবার আদর্শ হইত, তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান্‌ই জীবের প্রতি ঐরূপ দয়া না করার জন্য সর্ব্বাগ্রে অপরাধীর অগ্রণী বলিয়া বিবেচিত হইতেন, কারণ, তিনি ইচ্ছা করিলেই ত' জগৎ হইতে অভাব, অসুবিধা, রোগ, শোক বিনষ্ট করিয়া দিতে পারেন। রাজা ইচ্ছা করিলেই ত' সমস্ত অপরাধী বা বন্দীগুলিকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিতে পারেন। যদি বলা যায়, ভগবান্ জীবের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য করাইয়া তাহাদের মঙ্গল বিধানের জন্য নিজে ঐ সকল কার্য্য করেন না, তাহা হইলে বলিতে হয়, কর্ম্ম-ফলানুসারে যে-সকল জীব এই ভবকারাগারে পরমেশ্বরের নির্দ্দেশমত দুঃখ, কষ্ট ও নানাপ্রকার অভাবে পতিত হইয়াছে, বন্যা-দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইতেছে, সেই সকল

বন্দীগুলিকে অপরের দ্বারা ছাড়িয়া দেওয়াই ভগবানের অভিপ্রায়। রাজা অপরাধীগুলিকে তাহাদের সংশোধনের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিয়া কারাগৃহে আবদ্ধ করাইলেন, আর প্রজাবৃন্দ (রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে) সেই সকল অপরাধী জীবের সংশোধনের পূর্ব্বে বা নির্দ্দিষ্টকাল কারাদণ্ড ভোগের পূর্ব্বেই তাহাদিগকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া খুব রাজসেবার মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন! ভবকারাগারের কয়েদী অপরাধী কর্ম্মফলবাধ্য জীবগুলি কয়েদী নহেন, তাঁহারা মুক্ত সম্রাট্—ইহা মুখে বলিলেই যেন তাঁহারা মুক্ত বা ঈশ্বর হইয়া গেলেন।

এক বদ্ধজীব আর এক বদ্ধজীবকে কতটাই বা মুক্ত করিতে পারেন? অসংখ্য কর্ম্মফলবাধ্য জীবের অসংখ্য-প্রকার দৈহিক ও মানসিক অভাবের কোট্যংশের একাংশেরও সাময়িক নিবৃত্তি করিতে পারেন কি না সন্দেহ,—মানসিক অভাব দূর করা ত' দূরের কথা। এক হিন্দুস্থানী কবি বলিয়াছেন,—

তনকি ভুখ্ তনথ্ হ্যায় তিন পাও কে সের্।
মন্‌কি ভুখ্ অনেক হ্যায় মগৎ মেরু সুমের্ ॥

অর্থাৎ তনু বা দেহের ক্ষুধা অতি সামান্য, তিন পোয়া বা এক সের খাদ্য হইলেই তাহা মিটিয়া যায়; কিন্তু মনের ক্ষুধা অনেক, মেরু পরিমাণ বস্তু হইলেও সেই ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই।

অতএব যাহারা জীবের ক্ষুধা বা অনর্থ-নিবৃত্তিকেই 'ঈশ্বর-সেবা' মনে করিতেছে, তাহারা উহাদের দেহের ক্ষুধার সাময়িক নিবৃত্তি করিতে পারিলেও তাহাদিগকে ভগবৎসেবোন্মুখ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহাদের মানসিক অভাব—যাহা দৈহিক কষ্টেরও কারণ, তাহা নিবৃত্তি করিতে পারিবে না। তাহারা বাসনার দাস হইয়া অপরের বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া অপরকে জন্ম-জন্মান্তর বাসনার নানাবিধ ক্লেশে পীড়া দান করিতে থাকিবে। অতএব বদ্ধজীবের অনাত্মার অভাব-মোচন তাহাদের সেবা বা দয়া নহে, উহা হিংসা। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেব 'জীবে দয়া' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবৎসেবাবিষয়ে অজ্ঞ বা বালিশকে হরিকথামৃতৌষধ পান করাইয়া তাহার ভবরোগ বিনাশ করিতে হইবে, তাহাকে অধোক্ষজ ভগবানের সেবায় উন্মুখ করিয়া দিতে হইবে। 'জীবে দয়া' শব্দের পূর্ব্বেই 'নামে রুচি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাঁহাদের ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্যনামে রুচি নাই, যাঁহারা ভগবানের নামের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা অপর জীবকেও দয়া করিতে পারেন না। তাঁহাদের সেবা বা দয়ার ছলনা নাস্তিকতা, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ, আত্মহিংসা ও পরহিংসা।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছে ঈশ্বর ?" প্রভৃতি মতবাদ যে-কোন সন্ন্যাসীর আখড়া হইতে বৈদান্তিক মত বলিয়া প্রচারিত হউক না কেন, তাহা প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতাগর্ভ আত্মহিংসা ও পরহিংসা ব্যতীত আর কিছু নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও সাত্বতশাস্ত্র বৈষ্ণবসেবার কথা বলিয়াছেন। বৈষ্ণবে 'দয়া' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না ; কারণ বৈষ্ণব—ভগবৎসেবোন্মুখ। "বৈষ্ণবে দয়া' শব্দ প্রয়োগ দাম্ভিকতা-ব্যঞ্জক। আর বৈষ্ণবসেবা পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণ-সেবা, পরমেশ্বর-সেবাও দাম্ভিকতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। বৈষ্ণব কখনও দরিদ্র বা ধনী, দুঃখী বা সুখী—এরূপ অভিমান করেন না। সেবোন্মুখের সেবা করিলে আমাদেরও ভগবৎসেবায় অধিকতর উন্মুখতা হয়। কিন্তু বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সেবা করিতে গেলে আমাদের বদ্ধদশা আরও বাড়িয়া যায়। এইজন্য ভাগবতশাস্ত্রে ভরতের দুষ্ট ও অনাথ হরিণ-শাবকের সেবা নিন্দিত এবং রন্তিদেবের বৈষ্ণব-সেবা বন্দিত হইয়াছে। হরিণের সেবাদ্বারা হরিণত্বপ্রাপ্তি ঘটে, দরিদ্রের সেবাদ্বারা ভগবৎসেবায় দারিদ্র্য লাভ হয়। আর বৈষ্ণবের সেবার দ্বারা বৈষ্ণবতা বা ভগবৎসেবোন্মুখতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

আধুনিক নাস্তিক জগৎ এই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া ও কাম-ক্রোধাদি-রিপু-তাড়িত হইয়া প্রচ্ছন্ন ভোগ ও ত্যাগ-পিপাসা লইয়া যে জনসেবার ধুয়া উঠাইয়াছে তাহা সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের শ্রৌতসিদ্ধান্ত নহে। ঐ সকল মতবাদ পাশ্চাত্যদেশ হইতে আমদানী হইয়া ভারতে ধর্ম্মের ধ্বজা উঠাইয়া বিমুগ্ধমোহন করিতেছে।

দরিদ্রকে অর্থ-দান, বস্ত্র-দান, পীড়িতকে ঔষধ-দান বা তাহার দৈহিক পরিচর্য্যাকে নৈতিক ধর্ম্ম বা নৈতিক উপকার বলিলে নিরপেক্ষ বিচার হয়। কিন্তু দরিদ্র—ভগবান্, রোগী—নারায়ণ, দুষ্ট—পরমেশ্বর—এই সকল বিচার নৈতিকধর্ম্ম দূরে থাকুক, ভীষণ পাষণ্ডতা ও নাস্তিকতা। ইহা অধোক্ষজ পরমেশ্বরের ভক্তির পথে দ্রোহাচরণ।

কলেরা, বসন্ত, বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি অসংখ্যপ্রকার ত্রিতাপ-বৈচিত্র্যের অন্তর্গত কতকগুলি বিচিত্রতামাত্র। দশ-পাঁচ-প্রকার ত্রিতাপ-বিচিত্রতার সাময়িক উপশমের প্রস্তাবকগণকে সমাজের উপকারক বলিয়া ত্রিতাপের মূলোৎপাটনের বাস্তব চিকিৎসকগণকে অকর্ম্মণ্য, অলস ও সমাজের ভারস্বরূপ বলিলে অসৎ ও অনিত্য-বিষয়ে অর্থাৎ নাস্তিকতার নেশাই অধিকতর আসক্তি প্রমাণিত হয়।

আপাত উপশম—উপশম নহে, আপাত ক্ষতিও ক্ষতি নহে। আমরা একটী সত্য ঘটনা জানি, কোন এক অতি দুস্থ পরিবারে একজন পুরুষ, তাহার

একটী সাধ্বী স্ত্রী ও একটী শিশুপুত্র ছিল। উপার্জ্জনক্ষম পুরুষটি অকস্মাৎ পাগল হইয়া যায়, দুস্থা স্ত্রীলোকটি পাগল স্বামী ও শিশুপুত্রকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়েন। এমন সময় প্রতিবেশী জনৈক সহৃদয় জমিদারঅন্তরে দুস্থা স্ত্রীলোকটীর অসহায়া অবস্থা-দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বেচ্ছায় প্রস্তুত হন। কিছুদিন অর্থ-সাহায্য করিবার পর জমিদারটি উক্ত দুস্থা স্ত্রীলোকের নিকট তাহার দুস্থাবস্থা ও অনাথাবস্থার সুযোগ লইয়া কুপ্রস্তাব করেন। সাধ্বী স্ত্রীলোকটি তখন হইতে উক্ত জমিদারের সর্ব্ববিধ সাহায্য অস্বীকার করে। সে অনেক কষ্টে তাহার পুত্রটিকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়া তুলে। একটী চিনির কলে পঁচিশ টাকা মাহিনায় ছেলেটি একটী চাকুরী প্রাপ্ত হয়। যে দিন ছেলেটি চাকুরিতে ভর্তি হইল, সেইদিন দুস্থা জননী চিন্তা করিলেন,—এতদিন পরে তাঁহার শুভদিনের অরুণোদয় হইল। কিন্তু সেই দিনই উক্ত জননী ভীষণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম যুবকপুত্র যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করিয়া দুস্থা জননীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাহাতে মাতা সারিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুত্রটি বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েকদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। মাতার সমস্ত সুখের আশা চিরদিনের তরে লুপ্ত হইল। কিছুদিন পরে পূর্ব্বোক্ত জমিদারবাবু পুনরায় দুস্থা স্ত্রীলোকের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, মনের সুখ-শান্তি করিতে হইলে ঘরে বসিয়া থাকা উচিত নহে, তাঁহার পরিবারবর্গ সিনেমা দেখিতে যাইতেছেন, উহা দেখিলে তাঁহার মনের শান্তি হইবে। কোন কোন প্রতিবেশীর পরামর্শে উক্ত দুস্থা স্ত্রীলোকটি সিনেমা দেখিয়া মনের শান্তি আনয়ন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্যন্তিক শান্তি হইল না, বরং ক্রমে ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে বিলাস-ব্যসনের প্রতি স্পৃহা জাগিয়া জমিদারের উদ্দেশ্য সফল হইল।

যাঁহারা সাময়িক উপকারের প্রণালী অনুসরণ করিয়া দৈহিক ও মানসিক উপকারের চেষ্টা করেন, যাঁহারা একান্ত ভগবৎসেবকগণের সঙ্গে ভগবৎসেবার সৌন্দর্য্য ও আনুসঙ্গিকভাবে ত্রিতাপ-উন্মূলনের পরমৌষধের সন্ধান পান নাই, তাঁহারাই অধোক্ষজ ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত বা বহির্ম্মুখ সার্ব্বজনীন ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুসন্ধিৎসু হইয়া অধিকতর বদ্ধদশা লাভ করেন। একান্ত আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ ব্যক্তিগত সুখ বা সাধারণের সুখানুসন্ধান, কোনটিকেই সেবা বা সমাজের মঙ্গলকর বলিয়া জানেন না। তাঁহারা একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকেই সেবা এবং উহাতে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত নিত্যমঙ্গলের খনি নিহিত রহিয়াছে জানিয়া উহাকেই বরণ করেন। অতএব অধোক্ষজ স্বরাট্ পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়তর্পণানুসন্ধানই 'সেবা'।

———

শ্রীগুরু-পদাশ্রয়

"অনাদি করম-ফলে, পড়ি ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।"

এই দুস্তর সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়াছি। আমার নিজ শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা এই অকূল সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাওয়া কখনই সম্ভব নয়। বিশেষ ভাগ্যবশতঃ আমি ভজনের মূল—নরতনু পাইয়াছি। ইহাই আমার এই দুস্তর সমুদ্রের তরণী। কিন্তু তরণীর ত' কর্ণধার প্রয়োজন—যিনি সুদৃঢ় হস্তে হাল ধরিয়া এই তরণীকে কূলে পৌছাইয়া দিবেন। কে সেই কর্ণধার? শ্রীগুরুপাদপদ্মই সেই কর্ণধার। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—শ্রীগুরুদেবকে যদি নরদেহরূপ তরণীর কর্ণধার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) আনুকূল্যরূপ বাতাস তাহাকে চালাইয়া সংসার-সমুদ্রের অপর তীরে লইয়া যাইবে, জীব সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তাহার চরণান্তিকে উপনীত হইতে পারিবে। এত সুযোগ পাইয়াও যে লোক সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে না পারে, সে আত্মঘাতী। "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥" (ভাঃ ১১।২০।১৭)। সুতরাং শ্রীগুরুপদাশ্রয় করিয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে চলা সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

এখন প্রশ্ন হইল, গুরু ত' বহু প্রকারের আছেন। কিন্তু কি-প্রকার গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে আমরা প্রকৃতই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব? কর্ণধার শক্ত না হইলে ত' পার হইতে পারিবই না, উপরন্তু ডুবিয়া মরিতে হইবে। সুতরাং কর্ণধার ঠিক কিনা তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

প্রথমতঃ—যাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিব তিনি বৈষ্ণব কিনা? শাস্ত্রবাক্য অনুসারে চলিলেই আমরা মঙ্গলের দিকে ধাবিত হইতে পারিব। শাস্ত্র বলেন,—অবৈষ্ণব গুরুর উপদিষ্টমন্ত্রে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে বলেন,—"অন্য উপাসক-স্থানে কৃষ্ণদীক্ষা করে। বিপর্য্যয় হয় সেই সংসার না তরে॥" শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখবাণী—'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ'—সেই ভগবানের সঙ্গে যে গুরুর সম্বন্ধ নাই, যে গুরুদেব সেই ভগবানের উপাসনা নিজে করেন না বা জানেন না, তিনি শিষ্যকে কিভাবে সেই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ করাইয়া দিবেন বা সেই ভগবানের শ্রীচরণে পৌছাইয়া দিবেন? সেকারণে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়

করিবার সময়ে প্রথমে দেখিতে হইবে তিনি বৈষ্ণব কিনা? বৈষ্ণব-গুরু সিদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণের সেবা করেন এবং সেই সেবা-শিষ্যকে তিনিই একমাত্র দিতে পারেন, অন্য উপাসকের গুরু তাহা পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ—বৈষ্ণব হইলে দেখিতে হইবে, তিনি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব কিনা। সম্প্রদায়-শব্দের আভিধানিক অর্থ—"গুরুপরম্পরাগতঃ সদুপদেশঃ।" —গুরুপরম্পরাগত-সদুপদিষ্ট ব্যক্তিই—সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব,—যিনি আরোহপন্থায় শব্দকল্পদ্রুমের উপাসক। যিনি বৈকুণ্ঠ বস্তুর সন্ধান জানেন ও শিষ্যকে তাহা দিতে পারেন। শাস্ত্রানুমোদিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় যথা—শ্রী-সম্প্রদায়, মাধ্ব সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়, নিম্বার্ক সম্প্রদায়, গৌড়ীয় সম্প্রদায় প্রভৃতি। স্বয়ং ভগবান্ হইতে এই সকল সম্প্রদায়ী গুরুপরম্পরা-ধারা নামিয়া আসিয়াছে। এই গুরুপরম্পরা-ধারা সনাতনী-ধারা, নিত্যসত্য ধারা। এই সনাতনী সম্প্রদায় গুরুপরম্পরা ধারা হঠাৎ গজাইয়া উঠা মনগড়া, দেহমনের ধর্ম্মের ছলচাতুরীর পন্থা নহে, ইহা আত্মধর্ম্মের পন্থা, যাহা আশ্রয় করিলে জীব চরম মঙ্গল লাভ করিতে পারে, যাহা আশ্রয় করিলে জীবের আর কোনদিন পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং এইপ্রকার গুরুপরম্পরাগত সম্প্রদায়ী গুরুকেই আশ্রয় করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ—সম্প্রদায়ভুক্ত গুরু পাইলে এবার দেখিতে হইবে সেই গুরুদেব নিজের ভাবের অনুকূল সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা? একই শ্রীহরির উপাসনা সব সম্প্রদায় করিলেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সহিত এই উপাসনা চলিয়া থাকে। যাঁহারা আরাধ্য ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের দ্বারা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরুর শরণাপন্ন হইতে হইবে।

চতুর্থতঃ—এই চারি ভাবের যে ভাবটির দ্বারা যিনি সেবা করিতে চাহেন, তিনি আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত নিজের ভাবানুকূল গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিতে পারিলে তাঁহার পক্ষে অধিক মঙ্গলপ্রদ। যেমন, যিনি বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রার্থনা করেন, তাঁহার বাৎসল্যভাবের গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে সুবিধা হইবে। অথবা যিনি মধুর ভাবের সেবা প্রার্থনা করেন, তাঁহাকে মধুরভাবের উপাসনার গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিলেই অধিক মঙ্গল হইবে। শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন—বৈষ্ণবসঙ্গ করিতে হইলে স্বজাতীয় আশয়যুক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবে। স্বজাতীয়-আশয়যুক্ত বলিতে বুঝায়—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই চারিটী ভাবের সেবককে। নিজ নিজ ভাবের গুরুর সঙ্গ করিলে এবং বৈষ্ণবসঙ্গ করিলে প্রাণ-খোলা ইষ্টগোষ্ঠী সম্ভব হইবে এবং ভাবপুষ্টি হইবে। গুরু-শিষ্যের ভাব পৃথক্ হইলে

সিদ্ধাবস্থায় গুরু-শিষ্য একই ভাবের পরিকরদলভুক্ত হইবেন না। গুরু যদি মধুর ভাবাশ্রিত হয়েন, তাহা হইলে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কিঙ্করীরূপে তাঁহার শ্রীচরণসান্নিধ্যে থাকিবেন, এবং শিষ্য যদি বাৎসল্য ভাবাশ্রিত হয়েন, তাহা হইলে যশোদা মাতার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে অবস্থান করিবেন। ইহাতে গুরু-শিষ্যের অন্তরঙ্গতার ব্যাঘাত ঘটিবে। এ কারণে গুরু-শিষ্য একই ভাবের উপাসক হইলে ভাল হয়।

পঞ্চমতঃ—গুরুদেব শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ হওয়া প্রয়োজন, নতুবা শিষ্যের প্রশ্নের সমাধান করিয়া তাঁহার সন্দেহ দূর করিতে পারিবেন না।

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।"

ষষ্ঠতঃ—যে গুরুর শরণাপন্ন হইতে হইবে তাঁহার প্রতি শিষ্যের চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে কিনা, তাঁহার দর্শনে চিত্ত উৎফুল্ল হইতেছে কিনা, তাঁহার প্রতি প্রাণের টান আছে কিনা তাহা দেখিতে হইবে।

সপ্তমতঃ—উপরিউক্ত লক্ষণযুক্ত কোন বৈষ্ণবের নিকটে যদি কোনও প্রকার অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীচরণই আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা হইলে অপরাধ খণ্ডন হইয়া যাইবে।

অষ্টমতঃ—ভুলবশতঃ যদি কোন অবৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই গুরু ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিধিমত বৈষ্ণবগুরুর নিকটে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে কোন প্রকার অপরাধ হইবে না—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

সুতরাং শ্রীগুরুপদাশ্রয় করাই সংসারী জীবের একমাত্র সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায়। কিন্তু শাস্ত্রসম্মতরূপ সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় যদি না করিতে পারা যায় তাহা হইলে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া ত' সম্ভব হইবেই না, উপরন্তু সংসার-সমুদ্রেই ডুবিয়া যাইতে হইবে। একারণে শ্রীগুরু-কর্ণধারকে অতি সতর্কতার সহিত অবলম্বন করিতে হইবে।

কিন্তু নিজ শক্তির দ্বারা জীবের পক্ষে সদ্‌গুরুলাভ সম্ভব নয়। বৈষ্ণবকে দেবতারাও চিনিতে পারেন না, সেকারণে জীবের পক্ষে নিজশক্তিতে সদ্‌বৈষ্ণবগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় কখনই সম্ভব নয়। কোন ব্যক্তি যদি সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ের জন্যে নিষ্কপট আর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচরণে জানান, তাহা হইলে কৃষ্ণকৃপায় অবশ্য সদ্‌গুরু মিলিবে। আবার সেই গুরু-কৃপাতেই শ্রীকৃষ্ণচরণ অবশ্যই লাভ হইবে। এ বিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহের অবকাশ এবং ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কোনও পন্থা নাই।

—**শ্রীমতী মায়া সরকার,** বসিরহাট (উত্তর ২৪ পরগণা)

———

"সেই চরণের পরশখানি"

বহু যুগ পেরিয়ে কোন এক হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। এক একজন মানুষ হয়ে ওঠেন ভক্ত। কিন্তু ভক্ত কে? এককথায় পরমপিতাকে যিনি চেনেন, তিনিই ভক্ত। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়,—অল্পকালের ব্যবধানেই কি ভক্ত হওয়া যায়?

শ্রীশ্রীগীতা বলেন,—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

বহু বহু জন্মের পর মানুষ জানতে পারে যে, 'বাসুদেবই সব'। মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরমুহূর্ত্ত থেকেই মায়ার জালে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হয়ে যায়। কোনক্রমেই ভগবানের সেই বৃহৎ ফাঁদকে শিশু এড়িয়ে যেতে পারে না। তিল তিল করে এগিয়ে যায় মায়াদেবীর আকর্ষণে। ক্রমশঃ মা-বাবা, ভাই-বোন, মামা-মামী প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের স্নেহের আলিঙ্গনকে পরম-প্রাপ্তি বলে মনে করে। তারও মাঝে মাঝে শিশু কেঁদে ওঠে। কারণ তখনও পরমপিতার শ্রীচরণকে পরমশ্রেয়ঃ বলে মনে হয়। ধীরে ধীরে শিশু বড় হয়, বড় হয়ে কিশোর, পরে যৌবনের দ্বারে পা রাখে শিশু।

যতই বড় হতে থাকে, ততই বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যেতে থাকে সেই শিশু কিশোর যুবক। অথচ ঐ শিশুই জন্মের পর জানতে পারে না, তবুও আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে থাকে,—সে কোন্ অদৃশ্য শক্তির-প্রভাবে গভীর অন্ধকার থেকে এই পরম-বিস্ময়কর ঝল্‌সানো আলোর মাঝে এসে হাজির হল। কেঁদে ওঠে তাই সজোরে, ডুকরে, ঘনিষ্ঠ মানুষজনরা তা হয়তো বুঝতেই পারেন না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়াকবলিত মানব সেই পরমপ্রিয়, পরমজন, পরমপিতাকে ভুলে যায়। স্ত্রী, পুত্র-কন্যাকে নিয়ে বড্ড বেশী ভাবনায় পড়ে। এইভাবে রঙ্গমঞ্চে বেশ কিছুদিন চলে নাট্য-অভিনয়। রঙ্গমঞ্চ কলকোলাহল ও আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। সেই ব্যক্তি কত মানুষের পরমবন্ধু, আবার কত মানুষের চরম শত্রু হয়ে ওঠে।

ক্রমশঃ দিন ঘনিয়ে আসে পরপারে যাওয়ার। রঙ্গমঞ্চের খেলা শেষ হতে থাকে। এগিয়ে আসে মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেওয়ার চরম মুহূর্ত্ত। চরম মুহূর্ত্তকে

অবকাশ দিয়ে থামিয়ে রাখা যায় না। একদিন না একদিন সাড়াতো দিতেই হবে। দুঃখ-আঘাত এসে বার বার ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে তাকে। দুঃখের জালে পড়ে ছট্‌ফট্ করাটাই সার হয়ে পড়ে। তখন কানে কানে কেউ যেন বলে দেয়,—'দুঃখ যদি না পাবে তো, দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?'

চরম দুঃখ পেতে পেতে একসময় বুঝতে পারে যে, জীবনের চরম শ্রেয়-ধন হল পরমেশ্বরের শ্রীচরণ স্পর্শ করা। সেই চরণের পরশখানি অবশ্যই চাই-ই। জীবন যে শেষ হয়ে এল। মুহূর্তেই মৃত্যু এসে গ্রাস করলেই যে সব শেষ হবে, তার আগেই তো সবকিছু চাই। সেই চরণের পরশখানি পেলে জীবন-পথের সমস্ত কণ্টক তো দূর হয়ে যাবে। যে বহু-আকাঙ্ক্ষিত পরমধন প্রাপ্তি অনেক দূরে, সেই পরমধনকে পাওয়ার এতটুকু প্রয়াস ও করব না—এ হতে পারে না।

জীবনের তাই পরম শ্রেয়ঃ—পরম আকাঙ্ক্ষিত সেই চরণখানি। যে শিশু প্রথমে কেঁদে ওঠে, রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় করে, সেই-ই বৃদ্ধবয়সে আবার এক শিশুতে পরিণত হয়ে ফেলে আসা দিনের মত সেই চরণের পরশ পেতে ছুটে যায়। শ্রীগীতা বলেন,

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

সেই চরণের পরশখানি পেতে একসময় সবই ত্যাগ করতে হয়। যা কিছু হোমের দানসামগ্রী, যা কিছু ভোজনীয়, যা কিছু দানের উপযোগী, যা কিছু তপস্যা করা যায়; সব কিছুই অর্পণ করতে হয় তাঁকে। সব মানুষ শিশুর মত অবোধ হয়ে যায়—বৃদ্ধবয়সেই। আর বৃদ্ধবয়সেই সেই চরণের পরশখানি অনুভব করার অধিক সুযোগ আসে।

আমাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত, সেই চরণের পরশখানি পাওয়ার প্রবণতা ও প্রচেষ্টা আমাদের সকলেরই রাখতে হবে,—না হলে আমাদের জীবন হবে একান্তই দুঃখময়!

—শ্রীমতী কুহু বেরা
অমর্ষি (মেদিনীপুর)

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবে

পরম কল্যাণময়,
অতি দয়ার্দ্র-হৃদয়,
এক মহাজন।
জীব উদ্ধার-তরে,
মহানামামৃত ঘরে,
অবতীর্ণ হন॥
তখন আচ্ছন্ন প্রাণ,
মেঘমুক্তি নাহি পান
ছিল জর্জ্জরিত।
জ্ঞানের ভাণ্ডারগুলি,
দেয় না-কো কেহ তুলি,
হ'য়ে অতি প্রীত॥
হিংসা, দম্ভ, তম, দ্বেষ,
ঘৃণাযুক্ত পরিবেশ,
আছিল প্রবল।
পবিত্র প্রেমের বাণী,
ভজনের পথখানি,
হয়নি সরল॥
ছিল না-কো স্নেহ-প্রীতি,
সদাচার, ন্যায়-নীতি,
জীবের জীবনে।
কপটতা, কলুষতা,
স্বেচ্ছাচার, বিলাসিতা,
নিত্য স্বরে আনে॥

সংযমের গ্রন্থিগুলি,
তুচ্ছতায় ভরে তুলি,
বিধি বহির্ভূত।
অজ্ঞান আঁধার সম,
বেড়ে ওঠে দুষ্ট তম,
অধর্ম্ম অচ্ছুৎ॥
পূতঃ শুভলগ্ন আসে,
মহানন্দে জীব ভাসে,
শুদ্ধ প্রার্থনায়।
শরতের শান্ত শোভা,
ছিল অতি মনোলোভা,
জীবের সহায়॥
হরিধ্বনি, শঙ্খধ্বনি,
চৌদিকে ছড়ায় অনি,
জানায় আহ্বান।
বহু বর্ষ পরে, ওরে,
অতিথি এসেছে ঘরে,
অতি মহাপ্রাণ॥
অবশেষে ভাদ্রমাসে,
আঠের তারিখে আসে,
মহাশক্তিধর।
ইনি-ই কেদারনাথ,
সু-ললিত সু-প্রভাত,
বিশ্বশ্রী প্রবর॥

বারোশো পঁয়তাল্লিশ,
বছরটি মহাশীষ,
বড়ই অমূল্য।
বৈষ্ণব বিশ্বের কাছে,
স্মরণীয় হ'য়ে আছে,
অসীম, অতুল্য॥
গৌর ত্রয়োদশী-তিথি,
মহাবরেণ্য অতিথি,
আলোকে উজ্জ্বল।
গৃহখানি স্তরে স্তরে,
আত্মীয় স্বজনে ভরে,
করে ঝল্-মল্।
প্রাথমিক ক্রিয়াকর্ম্ম,
বৈষ্ণবীয় শুদ্ধধর্ম্ম,
তার অনুষ্ঠান।
পরম প্রীতির সাথে,
সকলেই তাহে মানে,
পবিত্র পরাণ॥
দিন যায়, মাস যায়,
বর্ষ আসে পুনরায়,
এক এক করে।
নবাগত নবরূপে,
বেড়ে ওঠে চুপে চুপে,
সত্যপথ ধরে॥
আসেও উপঢৌকন,
মিষ্টি মধুর বচন,
অতি পরিচ্ছন্ন।
দুর্লভ দ্রব্য-সম্ভার,
গৃহে আসে ভারে ভার,
অপূর্ব্ব, অনন্য॥

পিতা 'আনন্দ' আনন্দে,
জগৎমোহিনী বন্দে,
অতি মৃদু ভাসে।
তোমারই জঠরেতে,
পরম আনন্দ পেতে,
গৌরজন আসে॥
শৈশবেতে ধর্ম্মগ্রন্থ,
হয় অতি প্রাণবন্ত,
করি আস্বাদন।
আলোকে আলোক করে,
মধুর মূরতি ধরে,
গৌড়ীয়-ভুবন॥
ভক্তির শক্তির কথা,
ধ্যান-জ্ঞানের বারতা,
হয় মধুময়।
পবিত্র প্রশস্তি আসে,
দুর্জ্জন, কু-জন নাশে,
প্রদানে অভয়॥
বাল্যকালে শাস্ত্রপ্রীতি,
বেড়ে চলে নিতি নিতি,
মধুর, মধুর।
শাস্ত্রাদির উপদেশে,
মন, প্রাণ ভেসে ভেসে,
যায় বহুদূর॥
জ্ঞান বিকশিত হয়,
ধর্ম্মগ্রন্থ জন্ম লয়—
প্রায় শতাধিক॥
ঐগুলির ভাব ভাষা,
জাগায় নূতন আশা,
অতি প্রাণাধিক॥

বৈষ্ণবীয় প্রতিভায়,
ভক্তি-গীতি রচনায়,
অদ্বিতীয় যিনি।
গৌরচন্দ্র গুণগানে
অন্তরে ভকতি দানে,
বিশ্বগুরু তিঁনি॥
শ্রীভক্তিবিনোদ নামে,
খ্যাতি হন গৌরধামে,
তাঁর পরিচয়।
ধর্ম্মজগতের কাছে,
স্তম্ভরূপে হ'য়ে আছে,
অমর অক্ষয়॥
ইংরাজী, হিন্দি, সংস্কৃত,
বাংলা, উর্দ্দু, আব্বী-কৃত
সুখপাঠ্য গ্রন্থ।
ধ্যান, জ্ঞানে, গরিমায়,
অপরূপে শোভা পায়,
যেন তা বসন্ত॥

সাহিত্যে গৌড়ীয়-ভাষা,
প্রদানে বহু প্রত্যাশা,
নিত্যই নূতন।
ভক্তিরসে রসামৃত,
বিশ্বজন হয় প্রীত,
করি আস্বাদান॥
স্মরণীয় 'জৈবধর্ম্ম',
তার তত্ত্ব, তার মর্ম্ম,
পশিলে অন্তরে।
জীব হয় আত্মহারা,
চোখে আসে বারিধারা,
ঝর ঝর ঝরে॥
হরিনাম স্বয়ং হরি,
যেন তাঁর সেবা করি,
নিত্য হই দাস।
কামনাবিহীন মন,
থাকে যেন অনুক্ষণ,
বর্ষে বারো মাস॥

—শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ, সাংবাদিক পি. টি. আই.

———

আহার-শুদ্ধি

বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্তির ফলেই জীবসকল মায়াবদ্ধ হইয়া জন্মজন্মান্তরে এই পৃথিবীতে নানাবিধ দুঃখাদি ভোগ করিতেছে। এই যাবতীয় ক্লেশ-নিবৃত্তির জন্য বিষয়-ভোগস্পৃহা-বর্জ্জন একান্ত আবশ্যক। অত্যন্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি মানব-জন্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মসাধনের দ্বারা এই ভোগস্পৃহা দূরীকরণের জন্য যত্নবান্ হন। ত্রিগুণাতীত হইতে হইলে ক্রমিক-পন্থানুসারে রজোগুণের দ্বারা তমোগুণ, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণ এবং শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সত্ত্বগুণকে ধ্বংস করা প্রয়োজন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিষয়ভোগই একমাত্র মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির লোভে খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া সকলপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করিতে চান, এমন কি, কুকুরের জন্য ব্যবহৃত অমেধ্য-ভক্ষণেও অধিক তৃপ্তি লাভ করেন। ইন্দ্রিয়তর্পণকারীরা আহারের সহিত ধর্ম্মের সুদৃঢ় সম্বন্ধের কথা অস্বীকার করেন। আধুনিককালের অনেকের আবার ধারণা—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" অর্থাৎ শরীর রক্ষাই সকল ধর্ম্মসাধনের মূল।" তাই তাঁহারা শরীর রক্ষার দোহাই "দিয়া অমেধ্য-কুমেধ্য ভক্ষণপূর্ব্বক পরকাল ঝরঝরে করিতে পিছ্‌পা হন না। সকল সাধু ও শাস্ত্র মনোনিগ্রহকেই ধর্ম্মসাধনের মূল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেহের সহিত মনের নিকট সম্বন্ধ থাকায়, যে-সকল খাদ্যগ্রহণে দেহের পুষ্টির সঙ্গে মনের বৃত্তির ভেদ প্রকাশ করে, ধর্ম্মসাধকের তাহাই আহার্য্য বিষয় বিচার করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্যই গীতাতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—ত্রিবিধগুণ-প্রকাশক আহার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা আয়ু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্তপ্রসন্নতা ও রুচি—এই সকলের বর্দ্ধনকারী এবং সরস, স্নেহযুক্ত, সারবান্ ও প্রীতিকর—এইরূপ আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিদাহী এবং দুঃখ, শোক ও রোগ উৎপাদক আহার রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয়। বহু পূর্ব্বে পক্ক, নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুষিত (বাসি), উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র আহার তামস ব্যক্তিগণের প্রিয়।

সকলপ্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রই আহারশুদ্ধির বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন। "শাস্ত্রকে মানি, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ মানি না", তবে কিরূপে শাস্ত্রকে মানা হইল? শ্রুতি বলেন,—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" অর্থাৎ "আহার শুদ্ধ হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্ব্বদা ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত

থাকে।" শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য খাদ্যের ত্রিবিধ দোষ পরিহার করিতে উপদেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, জাতি দোষ অর্থাৎ খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ—যেমন মদ্য, মাংস, রশুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি উত্তেজক খাদ্য পরিত্যাগ করা বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ, আশ্রয়-দোষ অর্থাৎ যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাদ্যগ্রহণ করা হয়, তাহার দোষে খাদ্যে যে দোষ জন্মে; অশুচি, অতিকৃপণ, আসুর-স্বভাব, কুৎসিৎ রোগাক্রান্ত খাদ্যবিক্রেতা, দাতা, পাচক বা পরিবেশনকারী প্রভৃতি এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। তৃতীয়তঃ, নিমিত্ত দোষ অর্থাৎ খাদ্যে ধূলি, ময়লা কেশ, মুখের লালা প্রভৃতি অপবিত্র দ্রব্যের সংস্পর্শ। এইরূপ দূষিত খাদ্য সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য।

মাদকদ্রব্য সেবন কৃষ্ণভজনের প্রতিকূল

শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা জন্মযোগী শুকদেব গোস্বামী "দ্যূতং পানং" শ্লোকে "পান"-কে কলিপঞ্চকের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আসবমাত্রই পান। কেবলমাত্র মদ্য বা সুরা পান নয়, পানও বহু আকারে দৃষ্ট হয়। তাম্বূল, গুবাক, নস্যি, গাঁজা, অহিফেন, চা, চরস, সিদ্ধি, হেরোইন, তামাক, সুরা প্রভৃতি পান-মধ্যে গণ্য। তাম্বূল-সেবনে বিলাসেচ্ছা বৃদ্ধি হয়, গুবাকদ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। শাস্ত্রে ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বিধবা-স্ত্রী এবং সাধকগণকে সম্পূর্ণরূপে তাম্বূল গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাম্বূল সেবনে তাঁহাদের গোমাংস ভক্ষণ ও সুরাপান করা হইয়া যায়। শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

তাম্বূলং বিধবা-স্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
সন্ন্যাসিনাঞ্চ গোমাংসসুরাতুল্যং শ্রুতৌ শ্রুতম্॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৩ অধ্যায়)

অনেকে তাম্বূল ভগবান্‌কে নিবেদনপূর্ব্বক প্রসাদরূপে তাহা গ্রহণ করিয়া নিজেদের কৃতকৃতার্থ মনে করেন। তাম্বূল গ্রহণকারিগণকে ধিক্কার দিতে গিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ (ভাঃ ১।১৭।৩৮) শ্লোকের টীকার বিবৃতিতে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি :—"কোনও কোনও ভক্তব্রুব তাম্বূল ভগবান্‌কে নিবেদন করিতে পারা যায় এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রমুখ ভক্তগণও তাম্বূল ব্যবহার করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রসাদী তাম্বূল ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া থাকেন। এতদুত্তর এই যে, "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।" শক্তিশালী ব্যক্তির কোনও বিষয়ে দোষস্পর্শ করে না, যেমন অগ্নি যাবতীয় বস্তুকেই গ্রাস করিতে পারে তদ্রূপ শ্রীভগবান্ একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা, সুতরাং যাবতীয় ভোগ্যসামগ্রী তাঁহারই

ভোগোপকরণ। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি পরমহংসকুলের আচরণ বদ্ধজীবের অনুকরণীয় নহে। সুধী ভক্তগণ তাম্বূলাদি ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণে নিজদিগকে অযোগ্য মনে করিয়া দূর হইতে সম্মান করিবেন। শুদ্ধভক্তগণ বিপ্রলম্ভতনু শ্রীগৌরসুন্দরের ভৃত্যানুভৃত্যজ্ঞানে শ্রীল রূপপাদের "যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।" এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করত যাবতীয় বিলাসেচ্ছা বা উপাধি পরিত্যাগ করিবেন।"

তামাকের দ্বারা মতিভ্রংশ, জাড্য ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা হয়। গাঁজাপানে বুদ্ধি নষ্ট হয়। আহিফেন, ভাং, কালকূট, তামাক, গাঁজা—এই দ্রব্যগুলি মানুষকে পশুবৎ করিয়া তোলে। অধিক চা পানে মানুষের Liver function সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়। কারণ চায়ের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ 'Caffeine' বর্ত্তমান। ধূমপান করিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই Emphysema, Heart diseases, Cancer, Chronic Bronchits প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া অল্প বয়সে ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছেন। World Health Organisation (W.H.O.) একটী সমীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পৃথিবীর প্রায় 2.5 million অর্থাৎ ২৫ লাখ লোক প্রত্যেক বৎসর কেবলমাত্র ধূমপান করিয়া মারা যাইতেছেন। ধূমপানের তামাকই প্রধান উৎস। তামাক পাতার মধ্যে Nicotina tabacum ও Nicotina rustica নামক দুইটী রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান। রাসায়নিক পদার্থগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে অত্যন্ত বিষাক্ত ও জীবনঘাতী পদার্থ Nicotine ($C_8H_{14}N_2$) পাওয়া যায়। ধূমপানের সহিত "carbon monoxide, nitrites, ammonia, nitrosamines, hydrogen cyanide, sulpher compounds, vinyl chloride, hydrocarbones, volatile alchohol, formaldehyde, hydrazine ও urelhane" প্রভৃতি পদার্থগুলি বিশেষভাবে জড়িত। এই পদার্থগুলি Cancer সৃষ্টির প্রধান উপাদানরূপে চিহ্নিত। "Smoking is injurious to health"—ইহা জানিয়াও আমরা ধূমপান হইতে বিরত হইতেছি না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!

'পান' শব্দের টীকায় স্বামীপাদ 'মদ্যাদি' বলিয়াছেন। সুতরাং মাধ্বিক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষ্য, তাল, খর্জ্জুর, পনসজাত, মৈরেয়, মাক্ষিক্, টাঙ্ক, নারিকেল জাত ও অন্নজাত মদ্যও পানমধ্যে গণ্য। মদ্য বা সুরার মধ্যে অত্যন্ত বিষাক্ত 'Ethyl alchohol' বিদ্যমান। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতির

অনুন্নত জায়গাগুলিতে প্রায়ই বিষাক্ত মদ্যপান করিয়া বহু মানুষের মৃত্যুসংবাদ আজকাল সংবাদপত্রের শিরোনাম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের পার্ব্বত্য রাজ্যগুলিতে ঘাড়, গলা ও মাথায় ক্যান্সারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় এই তথ্য মিলিয়াছে। এই তথ্য অনুযায়ী, এই সংখ্যা আন্তর্জাতিক হারের প্রায় তিনগুণ বেশী। সমীক্ষাটি করিয়াছেন বিখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ Dr. Suraj Burma। সমীক্ষক Dr. Suraj Burma মিজো ন্যাশন্যাল ফ্রন্টের প্রধান এবং মিজোরামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালডেঙ্গার (Laldenga) ক্যান্সারের চিকিৎসা ও অপারেশন করিয়াছিলেন এবং উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে একটী ক্যান্সার রোগনির্ণয় প্রকল্পও চালু করিয়াছেন। দেশের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে ঘাড়ে ও মাথায় ক্যান্সারের হারের বিপজ্জনক বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে সমীক্ষায় বলা হইয়াছে,—দোক্তা, জর্দ্দা, তামাক ও বিড়ির নেশা এবং স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত মদ্যের অত্যধিক প্রচলনই এই রোগ ছড়াইতেছে। ডাঃ বর্ম্মা জানাইয়াছেন, দেশের ঐ অঞ্চলের যুবকদের মধ্যেই ঘাড়, গলা ও মাথায় ক্যান্সার বেশী। কারণ এই যুবকেরা ধূমপান ও মদ্যপান শুরু করিয়া থাকেন খুব কম বয়স হইতে। তাছাড়া মাদকাশক্তির জন্য স্বাভাবিকভাবেই এদের শরীরে রোগ প্রতিরোধের শক্তি কমিয়া যায়। ফলে ক্যান্সার দ্রুত এদের ঘাড়, মাথা ও মুখের অন্য অঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। মোট কথা, মদ্যপান করিলে মানবের হিতাহিত বুদ্ধি লুপ্ত হয়। পাপাসক্ত জনগণ মাদকদ্রব্য সেবা করিয়া আত্মগ্লানি আনয়ন করেন।

আমিষ-ভক্ষণ শাস্ত্র-বিরোধী

শ্রেয়ঃপথের পথিকগণ শাস্ত্রের বিধি-নিষেধকে বহুমাননপূর্ব্বক মৎস্য-মাংসকে অত্যন্ত ক্ষতিকারক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্ব্বিত, দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ নিজেদের শরীরের পুষ্টির জন্য নিঃশঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। নিজ দেহ পোষণের নিমিত্ত অপরকে হত্যা করিবার নামই প্রাণিবধ। এ জন্মে একটী জীব যাহাকে হত্যা করে, পরজন্মে আবার সেই হতজীব অন্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া হত্যাকারী জীবকে হত্যা করিয়া থাকে—তাহা (ভাঃ ১১।৫।১৪) "যে ত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ" শ্লোকে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনুসংহিতাতেও পাওয়া যায়,—"মাংস ভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্। এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবিদন্তি মনীষিণঃ॥" (মনু ৫।৫৫)। কেবলমাত্র শরীর পুষ্টি বা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য

মৎস্য-মাংস ভক্ষণ করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কারণ মানুষ ত' চিরজীবী নয়, একদিন না একদিন তাঁহাকে ধরাধাম ছাড়িয়া যাইতে হইবে। শুধু কিছু সময়ের জন্য শাস্ত্রনিষিদ্ধ "মৎস্য-মাংস" ভক্ষণ করিয়া নরকের দ্বার পরিষ্কার করিয়া কি লাভ? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব হইয়াও মানুষ কেন 'Carnivorous animal' এর উপাধি গ্রহণ করিবে? ভগবান্ মানুষের পাকস্থলী (Stomach) নিরামিষ আহার গ্রহণের উপযোগী করিয়া তৈয়ারী করিয়াছেন। তাই অমেধ্য-কুমেধ্য গ্রহণ করিবার মানুষের ত' কোন অধিকার থাকিতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের কথা, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াও অনেকে মৎস্য-মাংস ভক্ষণের লোভ ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না।

কেবল নিজহস্তে হত্যা করিলেই পশুবধ হয় না, পশুবধ বহুপ্রকারে হইতে পারে। যথা—

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতিঘাতকাঃ॥ (মনু ৫।৫৬)

"পশুহননে অনুমোদনকারী, হতপশুর মাংস-বিভাগকারী, স্বয়ং হন্তা, মাংস ক্রয়-বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক ও ভক্ষক—এই কয়জনই ঘাতকশ্রেণীভুক্ত।" কর্ম্মশাস্ত্রে যজ্ঞাদিতে পশুহননের ও পিতৃশ্রাদ্ধে মৎস্য-মাংসের যে ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা কেবল জীবের স্বাভাবিকী লালসা সঙ্কোচিত করিয়া নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই জানিতে হইবে। শাস্ত্রের এই গূঢ় রহস্য না বুঝিয়া দেহরক্ষার জন্য যাহারা পশুহননাদি করেন বা প্রশ্রয় দেন, তাহারাও কলির কবলে পতিত।

বর্ত্তমানে মৎস্য-মাংস ভক্ষণের ব্যাপারে জড় বিজ্ঞানজগৎও দ্বিধাবিভক্ত। বিজ্ঞানীদের অনেকে মাংসাদি গ্রহণের পক্ষপাতী, অপরপক্ষে অধিকাংশ বিজ্ঞানী তাহা দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক বলিয়া বর্জ্জন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা মাংসাদির পরিপূরক হিসেবে অধিক পরিমাণে দুধ, মাখন, ছানা, ঘি গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞানীদের মতবাদগুলি পাঠ করিলে এই সকল তথ্য অবগত হওয়া যায়। বাস্তবিকপক্ষে মাংসাদি গ্রহণে মানুষের আয়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অনেক মুনি-ঋষিকে শুধুমাত্র ফলমূল খাইয়া বা দুগ্ধ পান করিয়া অনেক অনেক বৎসর বাঁচিতে দেখা গিয়াছে। তাই মাংসাদি ভক্ষণকে আয়ুবর্দ্ধক বলিলে বোকামির পরিচয়ই দেওয়া হইবে। অত্যধিক মাংস ভক্ষণের ফলে আমেরিকাতে "Coronary heart disease" epidemic আকারে আজকাল দেখা দিয়াছে, National Academy of Science এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংস্থা "common cancers"

গুলির প্রতিষেধক হিসেবে মাংস পরিত্যাগের বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, —"People may be able to prevent many common cancer by eating less falty meats and more vegetables and grains". মাংসের মধ্যে Nitrosamines, Sodium nitrate এবং Sodium nitrite প্রভৃতি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলি পাওয়া যায়, যেগুলি Cancer রোগের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত। তাই Rollo Russel তাঁহার "Note on the causation of cancer" গ্রন্থে লিখিয়াছেন",—I have found of twenty-five nations eating flesh largely, nineteen had a high cancer rate and only one had a low rate, and that of thirty five nations eating little or on flesh, none had a high rate." আজকাল অনেকের মধ্যে শিশুকেও মাংস-ডিম খাওয়াইবার প্রবণতা দেখা যায়। FAO/WHO উভয়েই এইসব অদূরদর্শিদের সতর্ক করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"Nitrate should on no account be added to baby food". F. D. A. এর প্রধান A. J. Lehman-ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"Only a small margin of sefety exists the amount of nitrate that is safe and that which may be dangerous". U. S. Department of Agriculture ও (USDA) মাংসের মধ্যে arsenic নামক একটী বিষাক্ত পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন। কোন জাতির বা দেশের উন্নতি করিতে হইলে মাংস বর্জ্জন একান্ত আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে Henry David Thoreau বলিয়াছেন,—"I have no doubt that it is a part of the destiny of the human race, in its gradual improvement, to leave off eating animals". H. G. Wells "A Modern Utopia" গ্রন্থে মাংসবর্জ্জিত একটী দেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—"In all the round world of Utopia there is no meat".

কেবলমাত্র মৎস্য ভক্ষণেই সকলপ্রকার মাংস ভোজন করা হয়, বিভিন্ন শাস্ত্রে তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। অনেকে বলেন,—"মৎস্যের ঝোল খাইয়া শ্রীহরিনাম করিলে ক্ষতি কি? শ্রীহরিনাম গ্রহণই ত' প্রধান, সেখানে খাদ্যাখাদ্য বিচারের প্রশ্ন কেন?" প্রকৃতপক্ষে "খাইয়া মৎস্যের ঝোল, রাখিয়া কামিনীর কোল, মুখে হরি হরি বোল" প্রভৃতি গ্রাম্য প্রলাপগুলির কোন মূল্য নাই। ঐরূপ বিচারসম্পন্ন ব্যক্তির মুখে কখনও "হরি বোল" উচ্চারিত হইতে পারে না। জিহ্বার লালসকারী ব্যক্তির কখনও কৃষ্ণের সহিত কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে

পারে না, ইহা শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীহরিনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যতীত অন্য অধিষ্ঠানে কৃষ্ণের অবতার হয় না। যে জিহ্বা ভোগোন্মুখ বা প্রাকৃত কামের ক্রীড়াভূমি, সে স্থানে কখনও অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইতে পারে না—ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীদ্বারা প্রচার করাইয়াছেন।

মহাপ্রসাদ গ্রহণই শুদ্ধ আহার ও আত্মকল্যাণজনক

মনোধর্ম্মিগণের ভগবান্ সম্বন্ধে ধারণা বিপরীত, তাঁহারা মায়াকে 'ভগবান্' মনে করে। গুণগত-বিচারে আমিষ হইতে নিরামিষ ভাল অথবা রাজসিক ও তামসিক হইতে সাত্ত্বিক আহার ভাল, কিন্তু উভয়েই প্রাকৃত। সাত্ত্বিক আহার গ্রহণে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাপ নহে। কারণ শাক-সব্জী, ফল-মূল, বৃক্ষলতারও জীবন আছে, নিরামিষ আহারে ঐ সকল জীবন-নাশের ফলে পাপের সৃষ্টি হয়, কাজেই নিরামিষ আহারেও হিংসাজনিত পাপ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না। নির্গুণ ও সর্ব্বতোভাবে পাপরহিত শ্রীভগবৎ-প্রসাদই শুদ্ধভক্তগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তগণের বিচারে ভগবৎপ্রিয়-দ্রব্য ভক্তি-সহকারে শ্রীভগবানে নিবেদিত হইলে, সেই নিবেদিত বস্তুই প্রসাদরূপে গ্রহণযোগ্য, আর শ্রীভগবানে অনিবেদিত বস্তুমাত্রই অমেধ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—"অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্ বিষ্ণোরনিবেদনম্।" আবার অমেধ্য দ্রব্য, যথা মৎস্যাদি কখনও ভগবানের নৈবেদ্যযোগ্য বস্তু নহে। যাহারা বন্য-বরাহ প্রকৃতির, তাহারাই বিষ্ঠা-সদৃশ অপ্রসাদ-বস্তুতে আদরবিশিষ্ট। জিহ্বা-লাম্পট্য হইতে অন্যান্য যাবতীয় লাম্পট্য উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

অনর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈর্ভুক্তং ধর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ।
শ্বানবিষ্ঠাসমং চান্নং নীরঞ্চ সুরয়া সমম্॥
যো মোহাদথবালস্যাদকৃত্বা দেবতার্চ্চনম্।
ভুঙ্‌ক্তে স যাতি নরকং শূকরেধ্বজায়তে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৫-১০৬ ধৃত কূর্ম্মপুরাণ-বচন)

"যে-সকল ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তি শ্রীহরির পূজা না করিয়া তাঁহার অবশেষ ব্যতীত অন্যবস্তু গ্রহণ করে, সেই সকল ব্যক্তির ভোজ্য অন্ন কুক্কুরের বিষ্ঠা-সদৃশ এবং পানীয়-জল মদ্যতুল্য হইয়া থাকে। জ্ঞাতসারে ত' দূরের কথা, প্রমাদবশতঃ কিংবা আলস্যবশতঃও যদি কেহ শ্রীহরির অর্চ্চনা না করিয়া কোন বস্তু আহার করে,

তাহা হইলে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয় এবং পৃথিবীতে শূকর-যোনিতে দেহধারণ করিতে হয়।"

ভগবানে নিবেদিত অন্নাদিই মহাপ্রসাদ ও নির্গুণ, তাহা ভক্তলোকের অত্যন্ত প্রিয়। মহাপ্রসাদ সাক্ষাৎ 'ব্রহ্ম' বস্তু, তাহাকে প্রাকৃত ভাল-ভাত মনে করিলে ঘোরতম অপরাধ হয়। মহাপ্রসাদে বিতর্ক ত্যাগ করিয়া তাহা সেবন ব্যতীত জিহ্বালাম্পট্য জয় করিবার এবং ভবপারে পৌঁছাইবার জীবের অন্য কোন উপায় নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

সাধুসঙ্গের বাধা

তিনিই সাধু, যাঁহার ভগবানের সেবা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নাই। সাধুগণ ভগবানের লোক, ভগবানের সহিত তাঁহারা প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ। এই সাধুগণের সন্ধান না পাওয়া গেলে এবং তাঁহাদের সঙ্গ না হইলে ভগবানে রতি বা প্রীতির উদয় হয় না। 'কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।'—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। সুতরাং সাধুকে বাদ দিয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকারের চেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অসৎ বা অসাধুগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সাধু-সঙ্গের জন্য লালায়িত হন, নিষ্কপট প্রার্থনার ফলে ভগবৎকৃপায় সাধুর সন্ধানও পান এবং তাঁহার সেবা বা সঙ্গ করিতে করিতে ক্রমশঃ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, নিরন্তর সাধুর নিকটে থাকিয়াও আমাদের ভগবানের জন্য আর্ত্তি জাগে না। সেইজন্যই সাধুর নিকট থাকিয়াও আমাদের সাধুসঙ্গ হয় না।

সাধুসঙ্গ কিরূপে করিতে হয়, সাধুসঙ্গের প্রণালী কিরূপ, সাধু কাহাকে বলে, সঙ্গের প্রকৃত অর্থ কি, এই সকল বিচার সুষ্ঠুভাবে জানা আবশ্যক। নতুবা সঙ্গের অভিনয়ে সাধুর কৃপালাভের পরিবর্ত্তে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

সাধুসঙ্গ করিলে জীবের গতি উত্তরোত্তর ভগবদুন্মুখী হইবেই, কিন্তু সাধুর নিকট থাকিয়াও ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেলে - অর্থাৎ সেবা-লালসাবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্ম-জ্ঞানাদিরূপ স্ব-সুখবাসনা হৃদয়ে স্থান পাইলে সাধুসঙ্গ নিশ্চয়ই হইতেছে না, জানিতে হইবে।

সম্যগ্ গমনের নাম সঙ্গ। সাধুকে অনুকরণ না করিয়া তাঁহার আচরণ গ্রহণ, তাঁহার ন্যায় চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হওয়া, তৎপ্রদর্শিত পথে চলা, তাঁহার ন্যায় সেবাময়

জীবন যাপন করা, নিরন্তর কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পথে দ্রুতগতিতে গমনশীল মহতের অনুসরণ করার নামই সাধুসঙ্গ। তাঁহার নিরন্তর হরিভজনের কথা হরিবিমুখ আমরা প্রথম-মুখে বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও তাঁহার কৃপাময়ী বাণী আমাদিগকে তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট করে এবং তদনুসরণ করিবার বা তদানুগত্য স্বীকারের একটী অভাবনীয় প্রেরণা দেয়। তাঁহার বাণী আমাদের গতিকে ভগবানের দিকে লইয়া যায় এবং তাঁহার কৃপাতেই আমরা তাঁহার আচারময়—সেবাময় জীবন কিছুদিন পরে দেখিবার সৌভাগ্য পাই। আনুগত্যই সঙ্গ বা সেবা। **যেখানে আনুগত্য নাই, সেখানে সঙ্গের কোন কথা নাই।** আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, কোন অপরিচিত বস্তুর সঙ্গ করা কঠিন। সুতরাং সাধু না চিনিলে, সাধুকে সাধু বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য না হইলে, সাধু বা গুরুতে সাধুবুদ্ধি বা গুরুবুদ্ধি না হইলে সাধুসঙ্গ কি করিয়া হইবে? সেইজন্যই সাধুগুরুর সন্ধানার্থ সাধুগুরুর নিকটেই কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। যাঁহারা সাধুর সেবা করেন, তাঁহাদের নিকট নিষ্কপটে প্রাণের কথা জানাইতে হইবে। সাধুর কথা তাঁহাদের নিকট শুনিতে হইবে; নতুবা অন্য কোন উপায় নাই।

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ হইলেই জীবের পরমঙ্গল লাভ হয়, সুতরাং সাধুসঙ্গ কি করিয়া হইতে পারে, এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সাধুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত হরিকথা-শ্রবণ-মুখেই সাধুর সঙ্গ হয়। অনেকে মনে করেন যে, সাধুর পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ সেবন ও তাঁহাকে কিছু অর্থদান করিলেই বুঝি সাধুসঙ্গ হয়। এই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধুর সম্মাননা হয়। তাহাতে যে কোন প্রকার লাভ হয় না, একথা আমরা বলিতে চাহি না। তবে তাহাই যে প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গ, ইহাও বলা যায় না। আমরা যদি সাধুর কাছে থাকি, কিন্তু তাঁহার বাণী বা উপদেশ নিজ জীবনে পালন করিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে তাঁহার কাছে থাকিয়াও আমাদের বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে না। পরন্তু তাঁহার আচরণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রাকৃতবুদ্ধি করত তচ্চরণে অপরাধের ফলে পতনের আশঙ্কাই বেশী। সেইজন্যই বলিতেছি, সাধুর বাণীকে অবহেলা না করিয়া দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল একদিন না একদিন হইবেই। সাধুর কথা হৃদয়গ্রন্থিনাশক। সাধুর বাহ্য আচরণে অনেক সময় বঞ্চনা থাকিতে পারে, কিন্তু সাধুর মঙ্গলময়ী বাণীতে বঞ্চনা বলিয়া কোন কথা নাই। তাঁহার বাণী বা সিদ্ধান্তে তাঁহার অবঞ্চক রক্ষকরূপটী প্রকাশিত বা জীবের প্রতি নিষ্কপট অমায়ায় কৃপা বর্ষিত।

সাধুসঙ্গ যেরূপে করিতে হয়, সেকথা শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী-শূদ্র-হূন-শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীল-শিক্ষা-
স্তির্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুতক্রম। তাঁহার শুদ্ধভক্তগণ অদ্ভুতক্রমপরায়ণ। সেই ভক্তগণের শীল অর্থাৎ স্বভাব ও সচ্চরিত্র যিনি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবানের মায়াকে জয় করিতে পারেন। সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে একমাত্র তিনিই সমর্থ। স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর, অন্য পাপজীব ও পশু-পক্ষী, যে কেহ কৃষ্ণভক্তের স্বভাব শিক্ষা করিতে পারিলে অনায়াসে ভবসাগর পার হইতে পারে। সুতরাং নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু শ্রদ্ধালু জনগণ যে ভক্তচরিত্র অনুসরণ করিয়া অনায়াসে সংসার অতিক্রম করিতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বহু শাস্ত্র-জ্ঞান, উত্তম জাতি, শুষ্ক-বৈরাগ্য অবলম্বন, প্রচুর ধন ও সৌন্দর্য্যের দ্বারা ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না। কেবলমাত্র শুদ্ধ সাধুগণের স্বভাব বহু যত্নে অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুসরণ করিতে পারিলেই মঙ্গললাভ অনিবার্য্য, কিন্তু কপটতা করিলে হইবে না। জীবনে আমাদের ভাগ্যে অনেক সাধুর সাক্ষাৎ লাভ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারের জন্য আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফলই লাভ করিতে পারি না। সাধুতে শ্রদ্ধার অভাবে তাঁহার পূর্ণানুগত্য, তচ্চরণে বিক্রীত হইতে না পারার দরুণ আমরা তাঁহার উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। তাই আমাদের সুবিধাও হয় না। সুতরাং সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সাধুসঙ্গ করিবার জন্য প্রযত্ন করিব, তাহা হইলে আমাদের আত্মোন্নতি হইবে।

সাধুসঙ্গ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ রাখিয়া সাধুসঙ্গ হয় না, আবার মুখে বা বাহ্যভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্নের সহিত মনোযোগসহকারে সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই আমাদের অনর্থ ক্রমশঃ কমিয়া গেলে আমরা এইসকল কথা সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব। হরিকথা সাক্ষাৎ হরি। সাধুগণ শব্দ-দ্বারে আমাদিগকে হরিই দান করেন। সাধু এত দয়াল। কিন্তু তাঁহার এত বড় দানের কথা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সাধুদর্শন না হইলে প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গ হয় না এবং তজ্জন্য আমাদের বাধাও কাটে না।

সাধুর কৃপা ব্যতীত কিছুই হইবার উপায় নাই। সুতরাং সাধুর অনুগত হইয়া থাকা ছাড়া আমাদের আর কোন কৃত্য নাই।

যোগ্যতা-বিচারে,　　কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে,　　কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর॥

—শ্রীসত্যপ্রকাশ দাস

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)

গত ১২ই ভাদ্র, ১৪০১ (২৯শে আগস্ট, ১৯৯৪) সোমবার শিলিগুড়ি মিলনপল্লীস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে মহাসমারোহে গোকুল-মহোৎসব শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহাতিথি উদ্‌যাপিত হইলেন। তাহাতে মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সদয় উপস্থিতি গুরু-গৌরাঙ্গগতপ্রাণকুলের যার-পর-নাই হর্ষবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ঐকান্তিক আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অহৈতুকী প্রীত্যুৎপাদনই উক্ত মহদনুষ্ঠানের অমল শিক্ষা।

এই বৎসর উত্তরবঙ্গাঞ্চলে প্রকৃতি রুষ্টা হইয়া শুষ্কাভাব ধারণ করিলেও ব্রতের বেশ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে স্বাভাবিকা শারদীয় সজ্জায় সজ্জিত হইয়া "রসো বৈ সঃ" কৃষ্ণের জন্মোৎসবের অধিবাস পালন করিয়াছিলেন। ১১ই ভাদ্র, ১৪০১ রবিবার নানাস্থান হইতে সুমেধাগণ একত্রিত হইয়া গৌড়ীয়গণের পদাম্বানুসরণে হরিনাম মহামন্ত্রের সঙ্কীর্ত্তন নিনাদ নগরের প্রধান প্রধান পথ-উপপথ ইত্যাদি মুখরিত করিয়াছিলেন।

পরদিন শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস। দীর্ঘ সময়ের নিরম্বু ব্রতোপবাসকে লক্ষ্য রাখিয়া ভক্তগণ মহানন্দে শ্রীমঙ্গলারাত্রিক, মধ্যাহ্ন ভোগারতি, সন্ধ্যারতি পালন করত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা নিরন্তর আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে আস্বাদন করাইয়াছিলেন। শ্রীবাঁকেবিহারী দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রিয়ব্রত দাস ব্রহ্মচারী

নিরলসভাবে ব্রজের হৃৎকর্ণ-রসায়ন কীর্ত্তন পরিবেশন করিয়া অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বৈকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীসুবলসখা দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকবিহারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরমেশকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভজনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী এবং উপস্থিত অন্যান্য ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এবং শুদ্ধা-ভক্তি বিচারের ভাগীরথী শ্রৌতধারা প্রবাহিত করাইয়া তাহাতে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীকে নিমগ্ন রাখিয়াছিলেন। অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ গোকুলে শ্রীযশোদামাতার গর্ভসিন্ধু হইতে পূর্ণতমরূপে জন্মগ্রহণ এবং মথুরায় শ্রীদেবকীদেবীর গর্ভ হইতে পূর্ণচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ণতমতত্ত্ব যশোদানন্দন পূর্ণতত্ত্ব দেবকীনন্দনকে ক্রোড়ীভূত করিয়া ব্রজের অখিলরসামৃত মূর্ত্তিরূপে নিত্য সেবিত তত্ত্ব। স্বয়ং ভগবান্, লীলাপুরুষোত্তম, অবতারোৎসব (অর্থাৎ অবতারী), সর্ব্বকারণকারণ, অনাদির আদি, পূর্ণব্রহ্ম, অপ্রাকৃত তত্ত্ব ইত্যাদি বিশেষণে সমগ্র উপনিষদ্, সংহিতা, পুরাণাদিতে তিনি পরিকীর্ত্তিত। দ্বাদশ রসের একচ্ছত্র অধিনায়করূপে তিনি সর্ব্বাকর্ষক। শ্রীরাধা-বিনোদ আস্বাদন ও নিজভজন মুদ্রা প্রদর্শনোদ্দেশ্যে তিনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত নিত্য তনু—শ্রীশচীনন্দন। ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা ধিক্কারিণী, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-তপস্যাদ্বারা অনাবৃতা এবং একমাত্র কৃষ্ণপ্রীত্যনুশীলনময়ী উত্তমা ভক্তির বার্ত্তাবাহক। ঐশ্বর্য্যদ্বারা শিথিল প্রেমপ্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করিয়া অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বলময় "স্বভক্তিশ্রী" সম্প্রদায়ক। হরিনাম মহামন্ত্রাধিপতিরূপে তিনি নিত্যোপাস্য তত্ত্ব হইয়া কলিযুগে একমাত্র উপাস্য। সেই অবতার সার শ্রীগৌরবিগ্রহ এবং তৎসঙ্কীর্ত্তন-বিহারস্থলী শ্রীনবদ্বীপধামের আশ্রয়েই ব্রজেশতনয় এবং তদ্ধাম বৃন্দাবন আমাদের পরমারাধ্য-তত্ত্ব। রাত্র দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এইরূপে বৈকুণ্ঠবার্ত্তা এবং ব্রজ-কীর্ত্তন পরিবেশনান্তে অর্দ্ধ সহস্রাধিক উন্মুখ উপবিষ্ট জনগণের সম্মুখে শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণের অভিষেক ক্রিয়া বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হইল।

পদদিবস ১৩ই ভাদ্র, ১৪০১ মঙ্গলবার শ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে দ্বিসহস্রাধিক শ্রদ্ধালু আবালবৃদ্ধবনিতার মাঝে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজের পরিচালনায় মঠস্থ ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ ভক্তগণের সুসংঘটিত সেবাসৌষ্ঠব বিশেষ প্রশংসনীয়। ব্রজরাজ শ্রীনন্দের আনুগত্যে তাঁহার স্নেহঘন পুত্তলিকার জন্মোৎসব অনুষ্ঠান গৌড়ীয় স্বারস্বতগণের প্রচার্য্য বিষয়। যিনি সমগ্র চিদচিদ্ জগৎসমূহের পালনকর্ত্তা, নন্দবাবা তাঁহার লালনপালনে সদা উদ্বিগ্ন, ভয়ও যাঁহাকে সর্ব্বদা ভয় করেন নন্দমহারাজ

তাঁহার নন্দনের বিপদাশঙ্কায় সদাসন্ত্রস্ত। সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর তত্ত্বকে নিছক পিতৃরূপে ভাবনার মধ্যে আছে মূলতঃ সেবক হইবার পরিবর্ত্তে সেব্যের আসন দখলের হীনমন্যতা। তাহাকে নিরাকৃত করিয়াই নন্দবাবা সেই পরাৎপরতত্ত্বকে তাঁহার লাল্য-পাল্যজ্ঞানে যথার্থ সেবা ভাবনার আলোকবর্ত্তিকা। গৌড়ীয়গণ তাই স্বয়ং নন্দবাবার ভূমিকাবলম্বনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করিয়া শ্রীচৈতন্যমহাভুর হর্ষোৎপাদায়ক রঘুনাথ উপাধ্যায়কৃত শ্লোকটি সর্ব্বদা কীর্ত্তন ও মনন করিয়া থাকেন,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরা (ওয়েষ্ট গারো হিলস্)

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বর্ষেও শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা মঠসমূহে উহা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলেও এই শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-মহোৎসব শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসবরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বিগত ১২ই ভাদ্র, সোমবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর শুভ মঙ্গলারতি ও প্রাতঃ কীর্ত্তনান্তে সুসজ্জিত মোটর গাড়ীতে শ্রীগুরুবর্গের ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অর্চ্চালেখ্য লইয়া মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তনসহকারে হিল্ নগরী তুরা শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেন। পরিক্রমান্তে সারাদিন শ্রীমঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী পাঠ হয়।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ব্রহ্মচারিগণ মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে ধর্ম্মসভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পুরী মহারাজ সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন Mr. T. K. Das (Principal, Tura Govt. College)। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ, শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী, Prof. K. P. Chowdhury (Tura Govt. College) প্রভৃতি বক্তৃবৃন্দ "শ্রীকৃষ্ণ ও সনাতন ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব মুহূর্ত্তে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক ও

বিশেষ ভোগ-রাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। তদনন্তর উপস্থিত সকলকে অনুকল্প প্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

১৩ই ভাদ্র, মঙ্গলবার নন্দোৎসব-দিবসে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আহূত, অনাহূত ও রবাহূত প্রায় পঞ্চ সহস্রাধিক শ্রদ্ধালু জনসাধারণকে বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদ দান করা হয়।

বৈকাল ৪ ঘটিকা হইতে আসাম প্রদেশবাসী ভক্তগণ অসমীয়া ভাষায় বিভিন্ন ভক্তিগীতি কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সভাপতি—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পুরী মহারাজ, বিশেষ অতিথি—Prof. S. Mishra (Don Bosco College, Tura), প্রধান বক্তা—Mr. R. N. Pandey (Headmaster, Tura Hindi High School), শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ ও শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তৃগণ "বর্ত্তমান সমাজ ও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন" বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। অনন্তর রামায়ণ গান পরিবেশন করেন শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী।

১৪ই ভাদ্র, বুধবার শ্রীসমিতির পরিচালনাধীন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যাপীঠের (English medium school) শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণের ব্যবস্থাপনায় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গীত, আবৃত্তি, গীতিনাট্য প্রভৃতি দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করে। অবশেষে উক্ত বিদ্যাপীঠের Principal শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ কৃতী ছাত্রছাত্রীগণের নাম ঘোষণা করেন এবং শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ পুরস্কার বিতরণ করেন। এই উৎসবের আর একটী বিশেষ আকর্ষণ ছিল মূর্ত্তিসহযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীগৌরলীলার বিভিন্ন মৃন্ময়ী প্রদর্শনী।

উক্ত মহোৎসবে যে-সকল মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ বিশেষ সেবায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারিকানাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্বেতকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবক্রেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনকুল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজবাসী, শ্রীপূর্ণানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীনন্দদুলাল দাসাধিকারী, শ্রীফণিমানন্দ দাসাধিকারী, তুরা নিবাসী মাননীয় শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র দাস, শ্রীকিশোরীলাল জাজোদিয়া ও শ্রীরতন চন্দ্র সাহা প্রভৃতির সেবাপ্রবৃত্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। সর্ব্বোপরি শ্রীধাম নবদ্বীপ, বানুগাঁও, কুচবিহার, ধুবড়ী, কোকড়াঝাড়, মহেন্দ্রগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভক্তবৃন্দ এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বলাবাহুল্য, এই শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব সমিতির মূলকেন্দ্র ও অন্যান্য সকল শাখামঠসমূহেও বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৬শ বর্ষ | ২৯ কেশব, গর্ভোদশায়ী, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ | ২৯ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৪০১, ইং ১৬/১২/৯৪ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(৮)

নন্দিতাশেষ-বন্দ্যারু-বৃন্দারকং
চন্দনাচর্চ্চিতোদার-পীনাংসকম্।
ইন্দিরাচঞ্চলাপাঙ্গ-নীরাজিতং
মন্দরোদ্ধারি-বৃত্তোদ্ভুজাভোগিনম্॥ ১॥

যিনি সর্ব্বলোকমান্য উত্তম দেবগণকেও আনন্দ প্রদান করেন, যাঁহার প্রশস্ত ও স্থূল বাহুমূলদ্বয় চন্দনচর্চ্চিত, যিনি ইন্দিরাদেবীর চঞ্চল-কটাক্ষদ্বারা নীরাজিত এবং যাঁহার সুগোল, পরিপুষ্ট ও উদ্ধ্বীকৃত ভুজ মন্দরগিরির উদ্ধারক॥ ১॥

সৃষ্টি-সংহার-লীলাবিলাসাততং
পুষ্টষাড়্‌গুণ্য-সদ্বিগ্রহোল্লাসিনম্ ।
দুষ্টনিঃশেষ-সংহার-কর্ম্মোদ্যতং
হৃষ্টপুষ্টানুশিষ্ট-প্রজাসংশ্রয়ম্ ॥ ২ ॥

যিনি সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ লীলাবিলাসে ব্যাপৃত, ঐশ্বর্য্যাদি ষাড়্‌গুণ্য-পরিপুষ্ট সদ্‌বিগ্রহের প্রকাশক, দুষ্টগণের নিঃশেষরূপে সংহার-করণে উদ্যত এবং হৃষ্ট-পুষ্ট ও অনুগত প্রজাগণের আশ্রয় ॥ ২ ॥

উন্নতপ্রার্থিতাশেষসংসাধকং
সন্নতালৌকিকানন্দদ-শ্রীপদম্ ।
ভিন্ন-কর্ম্মাশয়-প্রাণিসংপ্রেরকং
তন্নকিন্নেতি বিদ্বৎসুমীমাংসিতম্ ॥ ৩ ॥

যিনি অশেষ শুভকামনার পরিপূরক, প্রণতগণের অলৌকিক-আনন্দ-প্রদায়ক শ্রীপদশালী, ভিন্নকর্ম্মাশয় অর্থাৎ কর্ম্মবাসনা-নির্ম্মুক্ত প্রাণিগণের উত্তমগতি-প্রাপক এবং বেদান্তশাস্ত্রে "তন্ন কিং ন" ইত্যাদি বিচারক্রমে বিদ্বদ্‌গণকর্ত্তৃক সুমীমাংসিত ॥ ৩ ॥

বিপ্রমুখ্যৈঃ সদা বেদবাদোন্মুখৈঃ
সুপ্রতাপৈঃ ক্ষিতীন্দ্রেশ্বরৈশ্চার্চ্চিতম্ ।
অপ্রতর্ক্যৈক-সদ্বিদ্ গুণং নির্ম্মলং
সুপ্রকাশাজরানন্দ-রূপং পরম্ ॥ ৪ ॥

যিনি বেদবিচারে সুনিপুণ উত্তম-বিপ্রগণ ও মহাপ্রতাপশালী রাজরাজেশ্বরগণ-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, অচিন্ত্য-মহাজ্ঞানগুণ-সম্পন্ন, পরম-বিশুদ্ধ এবং পরম-প্রকাশশীল বৈকুণ্ঠানন্দ-স্বরূপ পরম-পুরুষ ॥ ৪ ॥

অত্যয়ো যস্য কেনাপি ন ক্বাপি হি
প্রত্যয়ো যদ্‌গুণেষূত্তমানাং পরঃ ।
সত্যসঙ্কল্প একো বরেণ্যো বশী
সত্যনুন্নৈঃ সদা বেদবাদোদিতঃ ॥ ৫ ॥

যাঁহার কোনকালেই কোনরূপেই বিনাশ নাই, যাঁহার গুণসমূহে উত্তম পুরুষগণের পরম বিশ্বাস, যিনি সত্যসঙ্কল্প, অদ্বিতীয়, বরেণ্য ও স্বতন্ত্র এবং সত্যপ্রেরিত পুরুষগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বেদবিচারমুখে পরিকীর্ত্তিত ॥ ৫ ॥

পশ্যতাং দুঃখ-সন্তান-নির্ম্মূলনং
দৃশ্যতাং দৃশ্যতামিত্যজেশার্চ্চিতম্।
নশ্যতাং দূরগং সর্ব্বদাপ্যাত্মগং
বশ্যতাং স্বেচ্ছয়া সজ্জনেষ্বাগতম্ ॥ ৬ ॥

যিনি দর্শনকারিগণের সর্ব্বদুঃখ বিনাশ করেন, যিনি ব্রহ্মা ও শঙ্কর-কর্ত্তৃক পরম-দর্শনোৎকণ্ঠাভরে অর্চ্চিত হন এবং যিনি আত্ম-বিনাশশীল জনগণের অগোচর, নিত্যকাল স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বেচ্ছাক্রমে সজ্জনগণের বশ্যতাপ্রাপ্ত ॥ ৬ ॥

অগ্রজং যঃ সসর্জ্জাজমগ্র্যাকৃতিং
বিগ্রহে যস্য সর্ব্বে গুণা এব হি।
উগ্র আদ্যোঽপি যস্যাত্মজাগ্র্যাত্মজঃ
সদ্গৃহীতঃ সদা যঃ পরং দৈবতম্ ॥ ৭ ॥

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অগ্রজাত উত্তমাকৃতি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার শ্রীবিগ্রহে সর্ব্বগুণই বিরাজমান, আদিদেব শ্রীরুদ্রও যাঁহার পুত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং যিনি নিরন্তর সজ্জনগণের জ্ঞাত বা লব্ধ পরমদেব ॥ ৭ ॥

অচ্যুতো যো গুণৈর্নিত্যমেবাখিলৈঃ
প্রচ্যুতোঽশেষদোষৈঃ সদা পূর্ত্তিতঃ।
উচ্যতে সর্ব্ববেদোরুবাদৈরজঃ
স্বার্চ্চিতো ব্রহ্ম-রুদ্রেন্দ্র-পূর্ব্বৈঃ সদা ॥ ৮ ॥

অশেষদোষ-নির্ম্মুক্ত যিনি নিখিল-গুণসমূহদ্বারা নিত্যকাল পরিপূর্ত্তি-নিবন্ধন অচ্যুতস্বরূপ, যিনি নিখিল বেদগণের উত্তমবিচারে 'অজ' নামে কীর্ত্তিত এবং ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণকর্ত্তৃক নিত্য-পূজিত ॥ ৮ ॥

ধার্য্যতে যেন বিশ্বং সদাজাদিকং
বার্য্যতেঽশেষদুঃখং নিজধ্যায়িনাম্।
পার্য্যতে সর্ব্বমন্যৈর্যদাঽপার্য্যতে
কার্য্যতে চাখিলং সর্ব্বভূতৈঃ সদা ॥ ৯ ॥

যিনি চতুর্ম্মুখ-প্রমুখ সকলকে চিরকাল ধারণ করেন, নিজ-ধ্যানরতগণের অশেষ দুঃখ বারণ করেন, অপরের পরিত্যক্ত অসাধ্য কর্ম্মের সাধন করেন এবং ভূতগণদ্বারা সর্ব্বদা বিশ্বসৃষ্টি করেন ॥ ৯ ॥

সর্ব্বপাপানি যৎসংস্মৃতেঃ সংক্ষয়ং
সর্ব্বদা যান্তি ভক্ত্যা বিশুদ্ধাত্মনাম্।

শর্ব্ব-গুর্ব্বাদি-গীর্ব্বাণ-সংস্থানদঃ
কুর্ব্বতে কর্ম্ম যৎপ্রীতয়ে সজ্জনাঃ ॥ ১০ ॥

ভজন-শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের সর্ব্ববিধ পাপরাশি যাঁহার স্মরণে সর্ব্বদা বিনষ্ট হয়, যিনি শিব-বৃহস্পতি-প্রমুখ দেবগণের স্থিতিপ্রদ এবং যাঁহার প্রীতির জন্য সজ্জনগণ সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ॥ ১০ ॥

অক্ষয়ং কর্ম্ম যস্মিন্ পরে স্বর্পিতং
প্রক্ষয়ং যান্তি দুঃখানি যন্নামতঃ।
অক্ষরো যোঽজরঃ সর্ব্বদৈবামৃতঃ
কুক্ষিগং যস্য বিশ্বং সদাজাদিকম্ ॥ ১১ ॥

যে পরমপুরুষে সম্যগ্‌ভাবে অর্পিত হইলে কর্ম্মসমূহ অক্ষয় হয়, যাঁহার নামোচ্চারণে দুঃখরাশি বিনষ্ট হয়, যিনি নিত্যকাল অজর অমৃত অক্ষয়বস্তু এবং চতুর্ম্মুখাদি এই বিশ্ব সর্ব্বদা যাঁহার কুক্ষিগত ॥ ১১ ॥

নন্দতীর্থোরু-সন্নামিনো নন্দিনঃ
সন্দধানাঃ সদানন্দদেবে মতিম্।
মন্দহাসারুণাপাঙ্গ-দত্তোন্নতিং
নন্দতাশেষ-দেবাদিবৃন্দং সদা ॥ ১২ ॥

হে মানবগণ! আপনারা 'আনন্দতীর্থ' এই উত্তমনামধারী ব্যক্তির আনন্দদায়ক হইয়া (সেই) সদানন্দময়, দেব শ্রীহরির প্রতি মতি ধারণপূর্ব্বক তদীয় মৃদুহাস্য-বিমিশ্রিত অরুণ কটাক্ষপাতদ্বারা প্রদত্ত উন্নতির অধিকারী দেবাদি অশেষ জীবগণকে সর্ব্বদা আনন্দিত করুন ॥ ১২ ॥

প্রশ্নোত্তর

দর্শন

১। প্রাকৃত, আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-দর্শনের বিভাগ কিরূপ?

"জগতে যত জীব আছেন, তাঁহারা অধিকারানুসারে প্রাকৃত, আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-ভেদে ত্রিবিধ। লোকে বলেন যে, দর্শন ছয় প্রকার; কিন্তু আমরা সেই সমস্ত দর্শনকে তিন প্রকারে বিভাগ করি অর্থাৎ প্রাকৃত-দর্শন, আধ্যাত্মিক-দর্শন ও অপ্রাকৃত-দর্শন। ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্ব্ব-মীমাংসা—ইহারা প্রাকৃত-দর্শন। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্য—এই তিনটী আধ্যাত্মিক-দর্শন। বেদান্ত স্বয়ং অপ্রাকৃত-দর্শন।" —'বিজ্ঞপ্তি' কুঃ কঃ

২। বিভিন্ন আচার্য্য-প্রচারিত বিভিন্ন দার্শনিক মতের সমন্বয় কোথায় ?

"কেবলাদ্বৈতবাদ, কেবল-দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ—এই সকল নামের বিবাদ-মাত্র। সমস্ত বাদের বাদত্ব দূর হইলে যে পরম সত্য থাকে, তাহা আমার অচিন্ত্য-শক্তি-পরিণামরূপ নিত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞান। ইহাই সর্ব্ববেদ-বাক্য ও মহাবাক্য-সম্মত।" —'ভাগ্যবজ্জীবলক্ষণং', শ্রীভাঃ মাঃ ১০।৪

৩। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ কেন ?

"শ্রীজীব গোস্বামী 'সর্ব্বসম্বাদিনী' গ্রন্থে এই মত-সিদ্ধান্তকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্বার্ক-মতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণব-জগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্ব-মতে যে সচ্চিদানন্দ-নিত্য-বিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদের মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব-সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মত-সকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক-ভেদে সম্প্রদায়-ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত শ্রীমধ্বের—'সচ্চিদানন্দ-নিত্যবিগ্রহ', শ্রীরামানুজের—'শক্তি-সিদ্ধান্ত', শ্রীবিষ্ণুস্বামীর—'শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত, তদীয়-সর্ব্বসত্ব' এবং শ্রীনিম্বার্কের—'নিত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত'কে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধ-মত (সিদ্ধান্ত) জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন।"

—শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

৪। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত কি শ্রুতি-সম্মত সার্ব্বদেশিক দার্শনিক সিদ্ধান্ত ?

"কেবল ভেদ বা কেবল অভেদবাদ তথা শুদ্ধাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এ সকলই শ্রুতি-শাস্ত্রের একদেশ-সম্মত হওয়ায় অন্যদেশ-বিরুদ্ধ; কিন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-মত (সিদ্ধান্ত) বেদের সর্ব্বদেশ-সম্মত-সিদ্ধান্ত, জীবের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার আস্পদ এবং সাধুযুক্তি-সম্মত।" —শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

৫। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বরূপতঃ সর্ব্ববাদি-সম্মত কেন ?

"অচিন্ত্য-ভেদাভেদাখ্য সিদ্ধান্তই সমস্ত ভক্তি-শাস্ত্রের সম্মত। ইহাতে যত যুক্তি করা যায়, ততই এই সিদ্ধান্তের সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চয়রূপে বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হয়। যুক্তি দুই প্রকার—স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ। বেদ, পুরাণ ও সমস্ত মহাজন-কৃত সিদ্ধান্ত ইহার পোষক; তাহারাই স্বপক্ষ। শ্রীশঙ্করাচার্য্যাদি শুষ্ক জ্ঞানবাদাচার্য্যগণ ইহার প্রতিপক্ষ। শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন,—'হে নাথ তোমার ও আমার ভেদ

অপগত হইলে আমি তোমার থাকিব, কিন্তু তোমাকে আমার বলিতে পারিব না।' এইরূপ প্রতিপক্ষ-যুক্তিও ভেদাভেদ-বাদের পোষক। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদি-সম্মত।" —বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

৬। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে 'অচিন্ত্য'-শব্দ বলা হইল কেন ?

"কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এবং কৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সসীম মানব-যুক্তিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া, এই নিত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বকে 'অচিন্ত্য' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।" —চৈঃ শিঃ ১।৫

৭। কেবলাদ্বৈতবাদই কি অদ্বয়-জ্ঞান ও বেদ-সম্মত ?

"অনেকে মনে করেন যে, কেবল অভেদবাদকে অদ্বয়জ্ঞান বলে; তাহা নয়। কেবল অভেদবাদ—সমস্ত বেদ-বিরুদ্ধ। বেদ অনেকস্থলে অভেদবাদ এবং অনেকস্থলে নিত্য-ভেদ উপদেশ করেন। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, অতএব কোন বিশেষ মতবাদ তাহাতে নাই। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন এই বিশ্ব ও জীবসকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্ হইয়াও তাঁহা হইতে ভেদ। দ্বৈত ও অদ্বৈত একই কালে সত্য; অতএব অদ্বৈত-তত্ত্বে জড় হইতে আত্মতত্ত্বের পার্থক্য আছে এবং আত্মতত্ত্বে অণুচৈতন্য জীব হইতে পরমেশ্বরের নিত্য পার্থক্য আছে। এই ভেদাভেদ-তত্ত্ব যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না। যখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অদ্বয়জ্ঞানসিদ্ধি হইয়া থাকে। দ্রষ্টৃ-স্বরূপ জীব সেই পরমতত্ত্ব হইতে কিছুই পৃথক্ দেখিতে পান না। যখন তিনি প্রাকৃত-দৃষ্টির বশীভূত, তখনই তাঁহার কেবল ভেদ-দৃষ্টি হয়। জড় একটী নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া চৈতন্য হইতে পৃথগ্-রূপে ভাসমান হয়;—ইহারই নাম দ্বৈতজ্ঞান।" —'বস্তুনির্দ্দেশ', সঃ তোঃ ২।৬

৮। সাত্বত আচার্য্যগণের প্রচারিত বিভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও তজ্জনিত অসম্প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক বিচার-বৈচিত্র্যের পরিপূর্ণতা কে বিধান করিয়াছেন ?

"শ্রীরামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য শুদ্ধ-দ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য দ্বৈতাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। চারি জনই শুদ্ধভক্তির প্রচারক। রামানুজ-মতে—চিৎ ও অচিৎ, এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। মধ্ব-মতে—জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশ-ভক্তিই তাহার স্বভাব। নিম্বাদিত্য-মতে—জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও

অভেদ; অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। বিষ্ণুস্বামি-মতে—বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য পৃথক্। এরূপ পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব সকলেই মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব। মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতাকে দূর করত বিজ্ঞান-শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।"　　—শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

৯। শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত কি গৌড়ীয়-মত-বিরুদ্ধ নহে?

"শ্রীমদ্রামানুজ স্বামীর সিদ্ধান্ত-সমূহ আমাদের গৌড়ীয়-প্রেম-মন্দিরের ভিত্তি-স্বরূপ"　　—'শ্রীঅর্থপঞ্চক', সঃ তোঃ ৭।৩

১০। শ্রীনিম্বাদিত্যের মত ও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত কি এক?

"অনেকে বলেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মত নিম্বাদিত্যের মতের সহিত সর্ব্ববিষয়ে এক; তাহা নয়। নিম্বাদিত্যের মত—দ্বৈতাদ্বৈত; কিন্তু গৌড়ীয়-মত —অচিন্ত্য-ভেদাভেদ।"　　—'শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য', সঃ তোঃ ৭ম বর্ষ

১১। দর্শন-শাস্ত্র রচনার ইতিহাস কি?

"ভারত-রচনার অনতিবিলম্বেই দর্শন-শাস্ত্র রচিত হয়। ভারতবর্ষে ছয়টী দর্শন প্রবলরূপে প্রচলিত আছে, অর্থাৎ ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, কণাদ, মীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। সমস্ত দর্শনশাস্ত্রই বৌদ্ধমত প্রচারের পর উৎপন্ন হইয়াছে। দার্শনিক ঋষিগণ আদৌ সূত্ররূপে নিজ-নিজ গ্রন্থ রচনা করেন। বৈদিক সূত্রসকল যেরূপ স্মরণের সাহায্যের জন্য উদ্ভূত হইয়াছিল, দার্শনিক সূত্রসকল সেরূপ নয়। ব্রাহ্মণেরা যখন বৌদ্ধদিগের প্রবল মতের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন, তখন প্রথমে বেদ শাস্ত্রের শিরোভাগ উপনিষৎসকলের যুক্তি-সাহায্যে স্বমত-স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধরা ক্রমশঃ সৌগত, মাধ্যমিক, যোগাচার প্রভৃতি স্বমতের দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা প্রথমে ন্যায়, পরে সাংখ্য ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে ছয়টী বিচার-শাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া সূত্ররূপে গ্রন্থ-রচনাপূর্ব্বক স্বশিষ্যেতর কাহারও হস্তে না পড়ে, এরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সময় হইতে আন্বিক্ষিকী বিদ্যারূপ কোন বৈদিক ন্যায় তাৎকালিক গৌতমঋষি-কর্ত্তৃক রচিত হইয়া প্রচলিত ছিল। কিন্তু আবশ্যক-মতে ঐ সামান্য গ্রন্থের স্থলে ব্রাহ্মণেরা গৌতমের নামে বর্ত্তমান অক্ষপাদ রচনা করেন। সৌগত-মত নিরসনার্থ গৌতম-সূত্রে যত্ন দেখা যায়। কণাদশাস্ত্র ন্যায়শাস্ত্রের অনুগত, সাংখ্য শাস্ত্রেও বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধ অনেক

সিদ্ধান্ত দেখা যায়। পাতঞ্জল-মতটী সাংখ্যেরই ন্যূনাধিক অনুগত। জৈমিনিকৃত মীমাংসা বৌদ্ধনিরস্ত কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষ-সাধন-মাত্র। বেদান্ত-শাস্ত্র যদিও সকলের কনিষ্ঠ, তথাপি ইহার মূল উপনিষৎ বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় পূর্ব্বোল্লিখিত আন্বিক্ষিকী বিদ্যারই রূপান্তর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব দর্শনশাস্ত্র সমুদয়ই খৃষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টের ৪০০ বৎসর পর পর্য্যন্ত এই ৮০০ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে।" —'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১২। বৌদ্ধ-দর্শনে নব-সিদ্ধান্ত কি কি?

"বৌদ্ধ-মতে 'হীনায়ন' ও 'মহায়ন' দুই প্রকার পন্থা। সে পন্থা-গমনের প্রস্থান-স্বরূপ নয়টী সিদ্ধান্ত; যথা—(১) বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বরশূন্য; (২) জগৎ অসত্য, (৩) অহংতত্ত্ব, (৪) জন্ম-জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্ব-লাভের উপায়, (৬) নির্ব্বাণই পরমতত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধ-দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ—মানব-রচিত, (৯) দয়াদি সদ্ধর্ম্মাচরণই বৌদ্ধজীবন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ,ম ৯।৪৯

১৩। ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের পাশ্চাত্যদেশীয় প্রসিদ্ধ শিষ্য কে কে?

"দর্শন-শাস্ত্র যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। দর্শন বস্তুতঃ বহুবিধ হইলেও স্থূল স্থূল বিষয়ের বিচারদ্বারা ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতে ষড়্‌দর্শন বলিয়া সেই ছয়টী শ্রেণী দেদীপ্যমানা। গ্রীসদেশেও সেই ছয়টী দর্শন সম্মানিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিশেষ গবেষণাদ্বারা গ্রীসীয়দেশীয় অধ্যাপক গার্ব্বে নির্ণয় করিয়াছেন যে, এরিষ্টটল্ গৌতমের ন্যায়-শাস্ত্রের শিষ্য, থেলিস্ কণাদের বৈশেষিক-শাস্ত্রের শিষ্য, সক্রেটীস্ মীমাংসা-শাস্ত্রে জৈমিনির শিষ্য, প্লেটো বেদান্ত-শাস্ত্রে ব্যাসের শিষ্য, পীথাগোরাস সাংখ্য-শাস্ত্রে কপিলের শিষ্য এবং জিনো যোগ-শাস্ত্রে পতঞ্জলির শিষ্য।" —'দর্শনশাস্ত্র', সঃ তোঃ ৭।১

১৪। পাতঞ্জল-দর্শনে কি শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের আলোচনা আছে?

"পাতঞ্জল-শাস্ত্রে কৈবল্যাবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্থূল ও লিঙ্গের কোন বিপরীত ভাব মাত্র, কিন্তু কোন চিত্তত্ত্বের আলোচনা তাহাতে লক্ষিত হয় না।"

—তঃ বিঃ ১ম অনুঃ ২৩

১৫। যোগশাস্ত্র কোন্ পদের যোগ্য?

"নিতান্ত জড় হইতে বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত যে-সকল অবান্তর অবস্থা আছে, যোগ-শাস্ত্র তন্মধ্যে একটী অবান্তর পদ।" —তঃ বিঃ ১ম অনুঃ ২৩

১৬। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের ভক্তিপর ব্যাখ্যা কিরূপ?

"মায়াবাদি-ভাষ্যকার বলিতে পারেন যে, 'তত্ত্বমসি'রূপ মহাবাক্যদ্বারা জীব ও

ব্রহ্মে সাক্ষাৎ অভেদত্ব স্থির হইতেছে। 'তৎ'-শব্দে তিনি, 'ত্বং'-শব্দে তুমি, 'অসি'-শব্দে হও—এই অর্থক্রমে তৎ যে ব্রহ্ম, তাহা তুমিই হও, অতএব তোমাতে ও তাঁহাতে অভেদ। কিন্তু স্বীয় ভক্ত-সম্প্রদায়ের মতবিৎ ভাষ্যকার ভেদ-নিরূপণার্থ 'তত্ত্বমসি'—এই বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। 'তৎ'-শব্দ—অব্যয়; 'তস্য'-শব্দের ষষ্ঠী লোপ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। 'তস্য ত্বম্ অসি'—এই শব্দের অর্থ তাঁহার তুমি। 'তস্য'-শব্দে ভেদ-প্রতীতি হয়। তুমি তদ্বস্তু হইতে পৃথক্‌কৃত হইতেছ। সুতরাং তুমি সেই ব্রহ্ম নও —এইরূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হইতেছে।"

—তঃ মুঃ ৬

১৭। ষড়্‌দর্শনকার সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে স্বীকার করেন কি? বিষ্ণুতত্ত্ব কি শুদ্ধ সগুণ?

"জৈমিন্যাদি মীমাংসকগণ বেদের মূল তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে 'কর্ম্মের অঙ্গ' করিয়া ফেলিয়াছেন। কপিলাদি নিরীশ্বর সাংখ্যকার প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৌতম ও কণাদাদি ন্যায় ও বৈশেষিকশাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্ব-কারণ বলিয়াছেন। সেইরূপ অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া দেখাইয়াছেন। পতঞ্জলি প্রভৃতি রাজযোগী তাঁহাদের যোগ-শাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে 'স্বরূপতত্ত্ব' বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল মতবাদ-পরায়ণ আচার্য্যগণ বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খণ্ড-ভাবে (খণ্ড-প্রতীতিময়) একটী একটী 'মত' স্থাপন করিয়াছেন। ষড়্‌দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে আলোচনাপূর্ব্বক তত্তন্মত খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসদেব ভগবৎ-প্রতিপাদক বেদসূত্র-সকল অবলম্বনপূর্ব্বক বেদান্তসূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেদান্ত-মতে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাকার। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে নির্গুণ এবং বিশেষস্থলে ভগবান্‌কে সগুণ' (ত্রিগুণময়) বলিয়া প্রতিপাদন করেন, বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু কেবল নির্গুণ বা ত্রিগুণাতীত নহেন; পরন্তু তিনি—অনন্ত চিদ্‌গুণরাশির আধার 'সগুণ' বিগ্রহ। মায়াবাদিগণের মতে পরম কারণ ঈশ্বর (বিষ্ণু) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ বিষ্ণুকে মানেন না, অথচ পরমত-খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন।"

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২৫।৪৫-৫৫

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

সব সময়েই কীর্ত্তন চাই। অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইলে কীর্ত্তন-সহযোগেই করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে হইবে এবং শ্রুত বাণী অন্য শুশ্রূষুর নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে, অশ্রদ্দধানের নিকট নহে। অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। আমি পাকা বৈষ্ণব, আমি বৈষ্ণব চিনিতে পারি, এইপ্রকার অহঙ্কার যখন হয়, তখন ভজন হইতে বিচ্যুতি ঘটে।

কীর্ত্তনদ্বারা নিজের ও অপরের মঙ্গলবিধান না হইলে অপস্মৃতি আসিয়া যাইবে। যদি শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করা হয়, তাঁহার নিকট শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে অপস্মৃতি বিদূরিত হয় এবং নিরন্তর কৃষ্ণের স্মৃতি হইয়া থাকে। আমার বাস্তব দেহ আছে—এই স্মৃতি যদি না জাগে, তাহা হইলে অপস্মৃতিই থাকিয়া গেল। সুতরাং বাস্তবদেহের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বাস্তবদেহের স্মরণশূন্যতা বাস্তব দেহপ্রাপ্তির বাধা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলে চিদানন্দ-স্মরণ পাওয়া যায়। বাস্তবদেহের—চিদ্দেহের চিদিন্দ্রিয়নিচয়দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইয়া থাকে। সর্ব্বদাই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে; তাঁহার সঙ্গফলে বাস্তবদেহের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

সাধুর সঙ্গে সর্ব্বদাই বাস করিতে হইবে। তাঁহার নিকট ভগবৎকথা শুনিতে হইবে। হরিকথা কীর্ত্তন করিলে অপরেও শুনিবে, সুতরাং কীর্ত্তনেই আত্মমঙ্গল ও শ্রবণকারীর মঙ্গল—নিজের উপকার ও পরোপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্ত্তনে ত্রিবিধ সেবা হইয়া থাকে—কার্ত্তনই হরিসেবা, নিজের শ্রবণে হরিসেবা, অপরকে শ্রবণসুযোগদানে হরিসেবা। তদ্ব্যতীত কীর্ত্তনপ্রভাবেই স্মরণ হইয়া থাকে; সুতরাং স্মরণের হরিসেবাও ঐ সঙ্গে হয়।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া কার্য্য করেন না। ভক্তের উদ্দেশ্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ। তাঁহার সকল কার্য্যের ফলই ভোগ করিবেন—ভগবান্। ভগবান্ প্রাকৃত দর্শনের অতীত, কিন্তু চিদিন্দ্রিয়বিশিষ্ট, মায়াবাদী ও গৃহব্রত—উভয়েই দুঃসঙ্গ। নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সাধুসঙ্গফলে প্রেয়োবিচার শ্রেয়ের সহিত মিলিত হয়; তখনই ভূতশুদ্ধি হয়। সাধুর নিকট মর্ম্মান্তিক আঘাত লাভ ব্যতীত জীবের প্রেয়োবিচার যায় না। সাধুসঙ্গে অনর্থ-

নিবৃত্তিক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। শ্রদ্ধা—সাধন, রতি—ভাব ও ভক্তি—প্রেমভক্তি। ভগবদ্ভক্তির উদয়ে মুক্তি আপনি উদিতা হয়।

তিনি প্রভু, ভোক্তা, আর আমি দাস, তাঁহার ভোগ্য—ইহাই ভক্তিদর্শনের বিচার। আমি নিজের চেষ্টায় জানিয়া লইব, দেখিয়া লইব—ইত্যাদি দুর্ব্বুদ্ধি। এইপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি কাটে কি-প্রকারে?—দিব্যজ্ঞানের উদয়ে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—প্রত্যেক স্থানের অণু-পরমাণুতে যে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান আছে, তিনি যে সর্ব্বত্রই অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত, তাহা ভক্তগণের দিব্যদর্শনে নিত্যকাল প্রতিভাত। কিন্তু জড় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় আসক্ত অভক্তসম্প্রদায়ের অদিব্য-চক্ষুতে তাহা দর্শনের বিষয় হয় না, ভক্তের দর্শনকেও তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না; তাই ভক্তবাক্য-সত্যকারী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব স্ফটিকস্তম্ভ হইতে তাঁহার আবির্ভাব লীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তের সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শনের সত্যতা স্বয়ং প্রমাণিত করিলেন।

হরিসেবার জন্য কথা বলিতে বলিতে হরিনাম করিতে কিছু আপত্তি নাই। কারণ হরিনাম ও হরিসেবার কথা একই বস্তু। কিন্তু হরিকথার ছলনায় বিষয়কথা হইলে অসুবিধা হইবে। যদি আমরা মনে করি—তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সত্যকথা বলিলে কেহ ভিক্ষা দিবে না, সেরূপ পাপিগণের নিকট হইতে যেন আমরা ভিক্ষা না চাই। যাহারা কিছুতেই সত্যকথা গ্রহণ করিবে না, সেইরূপ পাপিগণের কি সাধ্য আছে যে, তাহারা কৃষ্ণকে নৈবেদ্য প্রদান করিতে পারে? আর আমরাই বা কৃষ্ণের প্রকৃত উচ্ছিষ্ট না হইলে তাহা গ্রহণ করিতে যাইব কেন?

যিনি ভগবদনুশীলন করেন, তিনি জগতের কোন বস্তুর ধার ধারেন না। তিনি বিষয়ী, ধনী, নামজাদা লোক—কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না, তিনি কেবল সত্য কথা বলেন।

শ্রীনামভজনে মিলন-ভজন ও বিপ্রলম্ভ-ভজন উভয়ই আছে। শ্রীনাম সচ্চিদানন্দ বস্তু। তাঁহার ভজন কখনও শুষ্ক ব্যাপার হইতে পারে না। যাহারা নামাপরাধে আচ্ছন্ন—নামের কৃপা পায় নাই, তাহাদের নিকটই নামভজন শুষ্ক বলিয়া বিচারিত হইতে থাকে।

শ্রীগুরুকৃপা ও শ্রীকৃষ্ণকৃপা পৃথক্ নহে। কৃষ্ণ তাঁহার প্রেষ্ঠজনের সেবা ব্যতীত কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেবকর্ত্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। কৃষ্ণের প্রসাদ তাঁহার দ্বারাই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যাঁহাকে নিত্য সেবা করিতে হইবে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডবাসী নহেন।

ভগবান্ অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করেন। যিনি প্রকৃত

ভগবৎ-সেবক, তিনি কোন অবস্থাতেই বিচলিত না হইয়া সর্ব্বাবস্থাতেই কায়-মনো-বাক্যে ভগবানের সেবা করেন ; প্রাকৃত ভোগ অথবা ত্যাগপর চিন্তাস্রোতঃ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি মুক্ত ভূমিকায় অবস্থিত।

আমরা একটুও সময় নষ্ট করিব না। সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বসুখের আধার যে ভগবান্, তাঁহার বিষয় চিন্তা করিব—তাঁহার অনুশীলন করিব ; তৎফলে ভগবদ্দর্শনের বাধাগুলি সরিয়া যাইবে। আমরা চিরদিন এই পৃথিবীতে থাকিতে পারিব না। যাঁহারা ভগবানের সেবা চাহেন, তাঁহারা জগতের কিছু চাহেন না। তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন। জগতের মঙ্গলের জন্য—নিজের ভাবী মঙ্গলের জন্য নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবানের ভজনই কর্ত্তব্য।

জীব কখনও কৃষ্ণ-মায়াকে জয় করিতে পারে না। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গফলে সাধুগুরু-কৃপায় জীব মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। আর গুরুসেবা করিলেই সমস্ত বৈষ্ণবের ও শ্রীহরির সেবা হইয়া যায়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রই মায়ামুক্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা নিষ্কপটে করিলেই তাঁহাদের আর কোন ভয় থাকে না ; তাঁহারা অনায়াসে কৃষ্ণসেবা-লাভে সমর্থ হন। নিজের ইন্দ্রিয়সুখের জন্য জীবকুলের যে চেষ্টা, সেইটীই হইতেছে যত অনর্থের মূল। সেইটীকে প্রথম ছাড়িতে হইবে।

রাজা মুচুকুন্দের উক্তিই বাস্তবজ্ঞান

দৃষ্টিপাতমাত্র কালযবন ভস্মীভূত হইলে, রাজা মুচুকুন্দ মহা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির তেজে ধর্ষিতদৃষ্টি হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—

জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ।
ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি॥

হে রাজন্! আমার বহুসহস্র জন্ম, কর্ম্ম এবং নাম বর্ত্তমান রহিয়াছে ; উহাদের অসংখ্যত্ববশতঃ আমি নিজেও ইয়ত্তা নির্ণয়ে সমর্থ নহি।—

ইহাই বাস্তব ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম—নিরাকার, নিঃশক্তিক, নির্গুণ ইত্যাদি যাবতীয় বৈশিষ্ট্যহীন বলিয়া যে ধারণা মুচুকুন্দকে প্রদত্ত স্বীয় পরিচয়ে নিজমুখে সুষ্ঠুভাবে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি নামাদি বৈশিষ্ট্যহীন কেবলমাত্র এক না বলিয়া তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও নামাদি কেহই গণনাদ্বারা শেষ করিতে পারে না বলিলেন। এমন কি, সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং তিনিও তাহাদের গণনাদ্বারা ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহেন

বলিলেন। তাঁহার নাম-রূপ-গুণাদি নাই বা নাস্তি না বলিয়া তিনি "সন্তি" পদ উল্লেখ করত 'নাস্তি' ধারণাকে নিরস্ত বা খণ্ডন করিয়াছেন। অধিকন্তু কেবলমাত্র 'অস্তি' বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, "অনন্তত্বাৎ" পদদ্বারা নামরূপগুণাদি অনন্ত বলিয়া উল্লেখ করিলেন। আরও "হি" পদের উল্লেখদ্বারা উক্তিকে সুনিশ্চিত বলিয়াছেন।

কেবলমাত্র এই একটী শ্লোক বলিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তজ্জন্য অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পরবর্ত্তী শ্লোকের অবতারণা করিলেন।—

ক্বচিদ্রজাংসি বিমমে পার্থিবান্যুরুজন্মভিঃ।
গুণকর্ম্মাভিধানানি ন মে জন্মানি কর্হিচিৎ॥

যদি কোন পুরুষ কোন সময়ে পৃথিবীর ধূলিকণারও গণনা করিয়া থাকে, তথাপি বহুজন্মেও কখন আমার গুণ, কর্ম্ম, নাম বা জন্মের সংখ্যা করিতে পারিবে না। শ্লোকটিতে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অনন্তত্ব দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিলেন এবং তাহা গণনা করা পার্থিব ধূলিকণা গণনাকারীর পক্ষেও সম্ভব নহে বলিয়া জানাইলেন। নিজ নামরূপাদির নিত্যত্ব ব্যক্ত করিতে পুনরায় তৃতীয় শ্লোকটি উল্লেখ করিলেন।—

কালত্রয়োপপন্নানি জন্মকর্ম্মাণি মে নৃপ।
অনুক্রমন্তো নৈবান্তং গচ্ছন্তি পরমর্ষয়ঃ॥

অন্যের কা কথা, পরমর্ষিগণও আমার ত্রৈকালিক জন্ম এবং কর্ম্মসমূহ ক্রমশঃ গণনা করিলেও ঐ সকলের অন্তলাভে সমর্থ হন না।

"কালত্রয়োপপন্নানি" বাক্যদ্বারা তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির নিত্যত্ব প্রকাশ করাই অভিপ্রায়। কালত্রয় অর্থে অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই তিন কালেই বর্ত্তমান, অর্থাৎ ত্রিকালসত্য বা নিত্যসত্য বুঝায়। এই নামাদি কাহারও কল্পনা বা রচনা নহে—ইহা নিত্যসিদ্ধ। এতৎ সম্বন্ধে মহাজনগণও বলেন,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

অর্থাৎ—কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্য, মুক্ত ; কেন না, নাম-নামীতে ভেদ নাই।

মায়ামোহিত জীব ভগবান্ বা ব্রহ্মের নামরূপগুণলীলাদিকে অস্বীকার করে বা মিথ্যা বা কল্পনা বলিয়া বিচার করে। ভগবানকে তাহারা নিরাকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও মায়িক বলিয়া ধারণা করে। রাক্ষস ও অসুরগণই এইরূপ বিচার করেন বলিয়া শ্রীগীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। অসুরগণ তাঁহাকে মূল সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা মায়া প্রকৃতিকে (Natureকে)

সৃষ্টির একমাত্র কারণ বলিয়া বিচার করে। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজকে মূল সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াছেন।—

(ক) ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ (গীঃ ৯।১০)

(খ) মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ (ঐ ১৪।৩)

গ) পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। (৯।১৭)

(ঘ) সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ (১৪।৪)

(ঙ) অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ (৭।৬)

(চ) বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। (৭।১০)

(ছ) অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। (১০।৮)

এই সংস্কৃত শ্লোকগুলির অর্থ সহজবোধ্য, তথাপি সংস্কৃতানভিজ্ঞগণের ধারণা-সৌকর্য্যার্থে মর্ম্মার্থ যথাক্রমে প্রদত্ত হইল।—

(ক) হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতায় (কর্ত্তৃত্বাধীনে) আমার মায়াশক্তি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশ্ব প্রসব করে এবং এই সৃষ্ট বস্তুমাত্রই বিনাশশীল বলিয়া জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(খ) হে ভারত! মহত্তত্ত্ব-প্রসবকারিণী আমার প্রকৃতিতে আমি গর্ভাধান অর্থাৎ তটস্থাশক্তিকণস্বরূপ জীবরূপ বীজ (দূর হইতে ঈক্ষণদ্বারা) মায়ার গর্ভে নিক্ষেপ করি। তদ্দ্বারা ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবের জন্ম হইয়া থাকে।

(গ) আমি এই জগতের পিতা, মাতা কর্ম্মফলবিধাতা, পিতামহ প্রভৃতি।

(ঘ) হে কৌন্তেয়! দেবমনুষ্যাদি সমস্ত যোনিতে যে-সকল দেহ উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মরূপা প্রকৃতিই তাহাদের প্রসূতি এবং আমিই গর্ভাধানকারী পিতা।

(ঙ) আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির এবং সংহারের কারণ জানিবে।

(চ) হে পার্থ! আমাকে সমস্ত ভূতের সনাতন কারণ বলিয়া জানিবে।

(ছ) আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তিস্থান, আমা হইতে সমস্তই প্রবর্ত্তিত হয়।

ভগবানের বহুবিধরূপ নিত্য বর্ত্তমান। তিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহাদি অনন্ত চিন্ময় মূর্ত্তিতে বিরাজিত। প্রয়োজনানুসারে সেই সেই রূপে আবির্ভূত হইয়া সময়োপযোগী উদ্দেশ্য সাধন বা লীলা করিয়া থাকেন। তাঁহার বহুবিধ রূপের মধ্যে নরাকৃতি তনুই শ্রেষ্ঠ। পরন্তু তাঁহার সেই বিগ্রহ মনুষ্যের দেহের ন্যায় বদ্ধজীবের নিকট প্রতিভাত হইলেও তাহা মনুষ্যদেহের ন্যায় জড়পদার্থ বা ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুৎ-

ব্যোম্ বা পঞ্চভূতদ্বারা নির্ম্মিত নহে। মনুষ্যদেহের ন্যায় তাহা বিনশ্বরও নহে। তাহা সচ্চিদানন্দ বস্তু। তাহা রজঃ, তমঃ সংমিশ্রণশূন্য কেবল সত্ত্বগুণাত্মক নহে। তাহা বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃত, মায়াতীত, চিন্ময়। মায়ামোহিত মূঢ় ব্যক্তি তাঁহার এই সচ্চিদানন্দদেহকেও মনুষ্যদেহের ন্যায় প্রাকৃত, জড় বা ধ্বংসশীল জ্ঞান করিয়া তাঁহার চিন্ময় দেহের প্রতি অবজ্ঞান করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাঁহার বিগ্রহের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে অক্ষম হয়। তিনি যে সর্ব্বভূতের মহান্ ঈশ্বর, তাহা বুঝিতে পারে না।—

অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীতা ৯।১১)

আসুর ও রাক্ষস প্রবৃত্তির মনুষ্যগণের ইহাই প্রকৃতি বা স্বভাব। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া নিজের ও অপরের দেহে অবস্থিত পরমেশ্বরস্বরূপ ভগবানকে অত্যন্ত বিদ্বেষ করিয়া থাকে।—

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ (গীতা ১৬।১৮)

সেই বিদ্বেষী, ক্রূর, অমঙ্গলমূর্ত্তি ও নরাধম অসুরগণকে ঈশ্বর অনবরত আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ তাহারা দৈবভাবাপন্ন মঙ্গলময় সংসর্গ পায় না।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্। (গীতা ১৯-২০)

সেই মূঢ় জীবসকল এইরূপে বারবার অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করত তাঁহাকে না পাওয়ায় অর্থাৎ আধ্যক্ষিকজ্ঞানে ভগবানের মহত্ত্ব ও ঈশ্বরত্ব ধারণা করিতে অক্ষম হওয়ায় অধিকতর অধমগতি বা নিম্ন যোনিতে জন্মলাভ করে।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ (গীতা ৯।১২)

সেই মূঢ়গণের আশা সফল হয় না, তাহাদের কর্ম্মও বিফল হয়, তাহাদের জ্ঞানও নিষ্ফল হয় অর্থাৎ তাহাদের জ্ঞান বাস্তবজ্ঞান নহে—অজ্ঞান। তাহারা বিবেকহীন হইয়া মোহজনক তামস বা রাজস স্বভাবকেই প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার বর্ত্তমান জন্ম ও কর্ম্মের সংক্ষেপে বর্ণনমুখে বলিলেন,— যদ্যপি আমার নাম ও কর্ম্মাদি অনন্ত, তথাপি আমার বর্ত্তমান জন্মের ও

আনুসঙ্গিক ঘটনার কিছু বিষয় বলিতেছি।—ধর্ম্মের রক্ষার্থে ও অসুরদিগের বিনাশের জন্য ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আমি বর্ত্তমানে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকট হইয়াছি; তজ্জন্য আমাকে বাসুদেব বলে। কালনেমি, কংস, প্রলম্ব প্রভৃতি অসুরগণ আমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। সম্প্রতি তোমার দৃষ্টিপাতদ্বারা কালযবনকেও বিনাশ করিলাম। তোমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই আমি এই গুহামধ্যে আগমন করিয়াছি। তুমি পুরাকালে আমার অনুগ্রহলাভার্থে প্রচুর প্রার্থনা করিয়াছিলে। আমিও ভক্তের প্রতি স্নেহশীল। তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ কর।

বরান্ বৃণীষ্ব রাজর্ষে সর্ব্বান্ কামান্ দদামি তে।
মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্চিন্ন ভূয়োঽর্হতি শোচিতুম্॥

ভগবান্ বাসুদেব রাজা মুচুকুন্দকে কেবল 'রাজন্' বলিয়া সম্বোধন না করিয়া এক্ষণে 'রাজর্ষে' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তিনি রাজা হইয়াও ঋষি। ভগবান্ বলিলেন,—তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর; আমি তোমাকে যাবতীয় প্রার্থিত বিষয়ই প্রদান করিব। আমাতে শরণাগত কোন মানব পুনরায় শোকগ্রস্ত হইবার যোগ্য নহে। ভগবানের এই বাক্যের মধ্যে গূঢ় তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য উপাস্য তত্ত্বের বর শোকপ্রদ হইয়া থাকে। দেবতাদের প্রদত্ত মায়িক বস্তু স্বর্গসুখাদিও ধ্বংস হয় এবং তখন শোক আক্রমণ করে। "কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্"—বাক্যে তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্।
স্তুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্॥

—শ্লোকটিতেও একই তাৎপর্য্য প্রকাশিত। দেবতাগণ কেহই অবিনশ্বর বস্তু প্রদান করিতে সক্ষম নহেন। রাজা মুচুকুন্দকে দেবতাগণ পূর্ব্বেই তাহা জানাইয়াছেন। পাঠকগণের স্মরণ-সৌকর্য্যার্থে তাহা পুনরুল্লেখ করিতেছি।—

বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥

অর্থাৎ মুক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত বর আমরা তোমাকে দিতে পারি; কিন্তু মুক্তি-বর দিবার অধিকারী একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু। সবই এক, যে কোন দেবতার উপাসনা করিলেই হইবে—এই মতবাদ দেবতাদেরই বাক্যে খণ্ডিত হইয়াছে।

অন্য বরসমূহ ধ্বংসযোগ্য, সে কারণ তাহা শোকপ্রদ। যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিবার সুবুদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা মায়িক ধ্বংসশীল বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। তজ্জন্য বিষ্ণুর নিকট তাঁহারা কোনও মায়িক বস্তু প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা বিষ্ণুর শ্রীচরণসেবা ব্যতীত অন্য মায়িক বস্তু প্রত্যাখ্যান করেন।

স্বয়ং ভগবান্ করিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহার ভক্ত অন্য বর অস্বীকার করেন। অর্থাৎ শ্রীভগবানের বিশুদ্ধ ভক্তগণ নিজসুখার্থে সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (বিষ্ণুর ন্যায় ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), সামীপ্য (সমীপে বাস), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না।

"কাম লাগি কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪১)

কৃষ্ণতত্ত্বের উপাসনায় এই অসাধারণ গুণ।

'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি'—ন্যায়ানুসারে দেবতাগণে প্রপন্ন ও ভগবান্ বিষ্ণুতে প্রপন্নতার ভেদ বর্ত্তমান। দেবতাগণ ভোগাসক্ত, পরন্তু বিষ্ণু ভোগে অনাসক্ত। তজ্জন্য ভগবৎপ্রপন্ন জনগণও ধ্বংসশীল বস্তু বিনষ্ট হইলেও অনাসক্তি-গুণবান্ বিধায় শোকগ্রস্ত হন না। পরন্তু প্রেমরাজ্যের বিরহকে শোকজ্ঞান করিলে অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। বৈকুণ্ঠরাজ্যে ধ্বংস নাই, শোক নাই। তথায় ভোগ নাই, কেবলমাত্র সেবা বর্ত্তমান। মায়াবদ্ধ জীব বৈকুণ্ঠরাজ্যের রাসাদিলীলাকে তজ্জন্য ধারণা করিতে অক্ষম; তাহাকে কাম বিচার করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। বিরহকে শোকজ্ঞান করে।

রাজা মুচুকুন্দ ভগবৎপ্রপন্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্য ও পরিবারের প্রতি আসক্তি বা মোহ দূরীভূত হইয়াছিল। সে কারণ তিনি ভগবানের নিকট পুনরায় রাজ্যাদি মায়িক বস্তু প্রার্থনা করেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী উক্তিসমূহে ইহা সুপ্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাহাই সূচনামুখে প্রকাশ করিয়াছেন,—

ইত্যুক্তস্তং প্রণম্যাহ মুচুকুন্দো মুদান্বিতঃ।
জ্ঞাত্বা নারায়ণং দেবং গর্গবাক্যমনুস্মরন্॥

"গর্গবাক্যমনুস্মরন্" ও "মুদান্বিত"—এই শুকোক্তিদ্বয় বিশেষরূপ প্রণিধান-যোগ্য। রাজার মুদান্বিত হওয়ার কারণ কি? ইহাই শুকবাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। মহৎসেবা ব্যতীত বিমুক্তি বা প্রেমানন্দ লাভ হয় না।—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ (ভাঃ ৫।৫।২)

বঙ্গানুবাদ—পণ্ডিতগণ মহৎসেবাকেই বিমুক্তির দ্বার এবং যোষিৎ (নারী) দিগের প্রতি যাহাদের আসক্তি তাহাদিগের সঙ্গকেই তমোদ্বার (নরকের দ্বার) বলিয়াছেন। সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্রোধ, সুহৃদ এবং সাধুগণই মহৎ।

রাজার এইরূপ মহৎ গর্গঋষির সঙ্গলাভ হইয়াছিল এবং তাঁহার উপদেশবাক্য

তিনি 'অনুস্মরণ' অর্থাৎ নিরন্তর ও গর্গঋষির ভাবানুসারে স্মরণ করিতেন। সেই হেতু তিনি নারায়ণ তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান বা ধারণা লাভ করিয়াছিলেন এবং বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করত নারায়ণকে অনুভবজনিত তাঁহার প্রেমানন্দ লাভ হইয়াছিল। তখন রাজা ভগবানকে প্রেমভরে প্রণাম করত পরবর্ত্তী বাক্যে নিজ বিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কালযখন দুর্ভাগা; তাহার সাধুসঙ্গ বা মহৎ সেবার সৌভাগ্য না ঘটায় একই বাসুদেব তত্ত্বকে দর্শন করিয়াও তাঁহার প্রতি প্রেমলাভ হয় নাই; পরন্তু অসুর-সংসর্গে ভগবান্‌কে বিনাশযোগ্য জ্ঞান করত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল এবং সে "মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ" বাক্যের দৃষ্টান্ত হইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-প্রাতঃবন্দনা

সংসার-সাগর-উদ্ধার-কারণে,
কর্ণধাররূপে হন সর্ব্বক্ষণে;
বন্দি গুরুদেব কেশব-চরণ।
বন্দি গুরুদেব অভয়-চরণ ॥ ১ ॥
গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তন নামসুধা-পান,
প্রেমেতে বিহ্বল হারান চেতন;
বন্দি গুরুদেব কেশব-চরণ।
বন্দি গুরুদেব অভয়-চরণ ॥ ২ ॥
গোবিন্দ-পূজন করিতে সাধন,
নিযুক্ত করেন নিজ দাসগণ;
বন্দি গুরুদেব কেশব-চরণ।
বন্দি গুরুদেব অভয়-চরণ ॥ ৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত প্রসাদান্ন যত,
ভকতে ভুঞ্জায়া হন আনন্দিত;

বন্দি গুরুদেব কেশব-চরণ।
বন্দি গুরুদেব অভয়-চরণ ॥ ৪ ॥
শ্রীরাধাবিনোদ প্রেম আস্বাদন,
হয়েন সতৃষ্ণ সদা অনুক্ষণ ;
বন্দি গুরুদেব কেশব-চরণ।
বন্দি গুরুদেব অভয়-চরণ ॥ ৫ ॥
বিনোদ-লীলার করিতে সাধনে
গুরুদেব-সনে রত কুঞ্জবনে ;
বন্দি গুরুদেব কেশব-চরণ।
বন্দি গুরুদেব অভয়-চরণ ॥ ৬ ॥
হরিপ্রিয়তম শাস্ত্রে নিরূপণ,
প্রকাশিত হরি যাঁহা হ'তে হন ;
বন্দি গুরুদেব কেশব-চরণ।
বন্দি গুরুদেব অভয়-চরণ ॥ ৭ ॥
যাঁহার করুণা' কৃষ্ণ প্রাপ্ত হই,
অপরাধি হলে অনুগ্রহ নাই,
ত্রিসন্ধ্যা ভজন-সাধনেতে যেই ;
বন্দি গুরুদেব কেশব-চরণ।
বন্দি গুরুদেব অভয়-চরণ ॥ ৮ ॥
শ্রীগুরুবন্দনা যে করে কীর্ত্তন,
অনায়াসে পায় যুগল-চরণ ;
বন্দি গুরুদেব কেশব-চরণ।
বন্দি গুরুদেব অভয়-চয়ণ ॥

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

———

"গৌরনাগরী"—অপসম্প্রদায়

চিন্ময় মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ঔদার্য্যলীলার প্রাকট্য-বাসনায় তাঁহার নিত্য শ্রীগৌরলীলা প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়াছেন। নিত্য গৌরলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তভাব তাঁহার নিত্যলীলার চমৎকারিতা। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ নিত্য গৌরলীলা প্রপঞ্চে অবতারণ করাইয়া সেব্য কৃষ্ণের সেবা জীবের সুলভ করিয়াছেন। অধুনা প্রাচীন শুদ্ধভক্তগণের ভজনপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ নবীন পন্থাসমূহ উদ্ভাবন করিতে গিয়া রূপানুগ বা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের বিরোধী "নদীয়া-নাগরী বা গৌরাঙ্গ-নাগরী" নামক এক অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ-নাগরীভাবে গৌরাঙ্গের ঔদার্য্যের অপব্যবহার ও তাঁহাকে বিকৃত করা হয়। ভগবানের লীলা বিকৃতি বা বিপর্য্যয় কখনও ভক্তি নহে। স্বরূপ-শক্তিময় নিত্যলীলাধাম শ্রীনবদ্বীপে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের যে যে-লীলা প্রকটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অত্যন্ত কুৎসিৎ ও ব্যভিচারগ্রস্ত 'গৌরাঙ্গ-নাগরী' নামক কোন লীলা ছিল না বা থাকিতে পারে না। অবতারী গৌরসুন্দর যুদ্ধার্থ অস্ত্রশিক্ষা, লক্ষার্ব্বুদ-বনিতা-বিজয় বা ধন-বিলাসাদি-লীলা এই গৌরলীলায় প্রদর্শন করেন নাই, পরন্তু অন্যান্য অবতারেই সেইসকল লীলা দেখাইয়াছেন। শ্রীগৌরহরি ঔদার্য্যলীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু সম্ভোগলীলাদি ঔদার্য্যপ্রধান গৌরলীলার অভ্যন্তরে প্রদর্শন করেন নাই। গৌরনাগরী অপসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ তাঁহাকে লোকচক্ষে কলঙ্কিত করিবার মানসে তাঁহার লোকাদর্শ পূতচরিত্রে ব্যভিচারাদির আরোপ করেন, উহা তাহাদের অপরাধজনক চিত্তবৃত্তি বলিয়া জানিতে হইবে। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভের স্বরূপ-জ্ঞানাভাবে প্রাকৃত-সাহজিক লম্পট-সম্প্রদায় যে শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তভাব অঙ্গীকার বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহাকে সম্ভোগ-বিগ্রহ বলিয়া অবৈধভাবে সাজাইতে চাহে এবং নিজদিগকে "নদীয়া-নাগরী বা গৌরাঙ্গ-নাগরী" প্রভৃতি কাল্পনিক অভিধানে ভূষিত করিয়া নিত্য বিপ্রলম্ভ-রসের ভক্ত বা আশ্রয়জাতীয় ভাবের বিলোপ সাধন করিয়া যে দৌরাত্ম্য প্রকাশ করে, তাহাতে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন না। স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরসুন্দর সেইসকল প্রাকৃত ভোগপরায়ণ সাহজিকগণকে কৃপা করিবার পরিবর্ত্তে সুদূরে পরিবর্জ্জন করেন। কৃষ্ণলীলার সম্ভোগ-বিচার বিপ্রলম্ভ-রস-লীলাময়ের কৃষ্ণভক্তি বিনাশচেষ্টা, উহা গৌরবিদ্বেষ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

গৌরনাগরী মতবাদ—মায়াবাদ, অহংগ্রহোপাসনা, কামুকতা, প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতির মিশ্রণে একপ্রকার অপরাধময়ী অজ্ঞগণের চিত্তবৃত্তিগত ভাব। ইহা

গোস্বামী-মত ও বৈষ্ণব-শাস্ত্র-বিরোধী শাক্তেয় মতবাদ মাত্র। যাহাদের গৌরনামই কেবলমাত্র ভাল লাগে, অথচ রাধাকৃষ্ণ নাম তাদৃশ রুচিপ্রদ নহে, তাহারাই গৌরাঙ্গ-নাগরীভাবে মধুর (সম্ভোগ) রসে গৌরের উপাসনাই গৌরভক্তি বলিয়া মনে করেন। তাহারা বলেন,—"নাগরীভাবে গৌরের উপাসনা না করিলে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বতন্ত্র অবতারের সার্থকতা কি?" ঐরূপ কুমত পূর্ব্বে উদ্ভাবিত না হইলেও, কলিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব-পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে এইরূপ উৎকট ভাবাবলী প্রসারিত হইতেছে। শ্রীরূপানুগগণের দর্শনে শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলিততনুই শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌরহরি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া স্বীয় লীলান্তর-প্রাকট্যে ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণের সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত। শ্রীগৌরসুন্দরের মধুর রস আশ্রয়-জাতীয় বিচারে অধিষ্ঠিত। বিষয়জাতীয় বিচারে অধিষ্ঠিত থাকিলে "রাধাভাব-সুবলিত" এইরূপ কথিত হইত না, 'কৃষ্ণভাব-সুবলিত' এইরূপ উল্লেখ থাকিত। শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্যলীলার দোষ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কৃষ্ণলীলার ভাব-বিশৃঙ্খলা পোষণ করা সত্যপুষ্ট নহে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দররূপে আশ্রয়জাতীয় শ্রীমতী রাধিকাদি গোপীগণের যে হৃদয়ভাব তাহা ইহ জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয়জাতীয়-চেষ্টাযুক্ত হইয়া ভোক্তার অভিমানে 'লম্পট নাগরের' পরিচয় প্রদান করেন নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

স্বমাধুর্য্য রাধা-প্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে॥
গোপী-ভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২৭৬-২৭৭)।

উপরিউক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত আশ্রয়জাতীয় শ্রীমতী রাধিকাদি গোপীগণের যে হৃদয়ভাব, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিষয়জাতীয়-চেষ্টাযুক্ত হইয়া অর্থাৎ ভোক্তার অভিমানে পরস্ত্রী-দর্শনাদি দ্বারা 'লম্পট নাগরের' বৃত্তির পরিচয় দেন নাই। প্রাকৃত কামুক পরস্ত্রী-লম্পট সহজিয়া-সম্প্রদায় নিজ নিজ ঘৃণ্য কামপিপাসা ও ব্যভিচার জগদ্গুরু আচার্য্যের লীলাপ্রদর্শনকারী গৌরসুন্দরের স্কন্ধে আরোপ করিতে গিয়া বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীদামোদরস্বরূপ ও ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীচরণে অপরাধ বৃদ্ধি করে মাত্র। চৈঃ ভাঃ আদি ১৫ অঃ 'সবে পর-স্ত্রী প্রতি নাহি পরিহাস। স্ত্রী দেখিলে

দূরে প্রভু হন একপাশ ॥ এই মত চাপল্য করেন সবা-সনে। সবে স্ত্রী-মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টিকোণে ॥ স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণে না করিলা বিদিত সংসারে ॥ অতএব যত মহামহিম সকলে। 'গৌরাঙ্গ-নাগর' হেন স্তব নাহি বলে ॥ যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে। তথাপিহ স্বভাব সে গায় বুধগণে ॥' এই তিনটী পদ্যে সুস্পষ্টভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তবিরোধী দুর্নীতিপুষ্ট কল্পিত 'গৌরাঙ্গ-নাগরীবাদ' নিরস্ত হইয়াছে।"

জগতে স্ত্রীগণ—পুরুষ-ভোক্তা এবং পুরুষগণ—স্ত্রী-ভোগ্য। ভোক্তা ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা ভোগ্যসমূহকে ভোগ করেন। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই স্ব-স্ব-জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করে। সর্ব্বশাস্ত্রসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত স্ত্রী-সঙ্গ ও স্ত্রী-সঙ্গীকে সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করিয়া উহাকে নিষ্কপট ভগবৎসেবার প্রতিকূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে-স্থানে জীবের ভোগময়ী চিত্তবৃত্তি যোষিদ্‌ভোগে নিযুক্ত, সেইস্থলে সর্ব্বযোষিৎপতি কৃষ্ণের সেবা কিছুতেই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। গৌরসুন্দর তাঁহার হরিজনোচিত হরিভক্তিময়ী লীলায় প্রাকৃত স্ত্রীলোক-ঘটিত কোনপ্রসঙ্গই কোনপ্রকারে আলোচনা করিতেন না। কেহ যদি গৌরসুন্দরের নিকট স্ত্রী-ঘটিত গ্রাম্য-প্রসঙ্গ উত্থাপন বা আলোচনা করিতে আসিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি উহা বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিতেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, তিনি কখনই যোষিৎ সংক্রান্ত কোনপ্রকার গ্রাম্য-কথারই প্রশ্রয় দেন নাই। তজ্জন্য প্রভুর নিত্যসিদ্ধ স্তাবক মহাজন-সম্প্রদায় ও তাঁহাদের নিষ্কপট অনুগগণ—যাঁহারা তাঁহার স্তুতি-কীর্ত্তন গান বা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনও কোনপ্রকারেই গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুকে অবৈধ-'নাগর' আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া তাঁহার গুণ-মহিমা গান করেন নাই, করেন না বা করিবেন না। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ চৈঃ ভাঃ আদি ১৫।১৭ অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"প্রভু কোনদিনই সমাজ-বিগর্হিত অবৈধ লাম্পট্যের প্রশ্রয়-দাতা ছিলেন না। তাঁহার নৈতিকচরিত্র—অতুলনীয়, কিন্তু কপটতা আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমানকালে অনেক প্রাকৃত সহজিয়া জগদ্‌গুরু লোক-শিক্ষক গৌরসুন্দরকে নীতিরহিত পরদারাপহারী সাজাইবার যত্ন করেন। ইহা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধের বিষয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নৈতিক জীবনে বৈধ-পত্নীসহ হাস্য-পরিহাস ও ঘনিষ্ঠ ব্যবহারাদি দোষাবহ নহে, কিন্তু পরস্ত্রীর প্রতি ঐ প্রকার ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। প্রভু যে পরস্ত্রী-দর্শনে দূরে একপার্শ্বে অবস্থান করিতেন, নব-রসিক বা গৌরাঙ্গ-নাগরী প্রভৃতি অপ-সম্প্রদায় তাহার আদর করেন না; কিন্তু গৌরকিশোর তাদৃশ আদর্শই প্রদর্শন

করিয়াছেন।" যোষিৎসঙ্গ বা স্পর্শ—আচার্য্য বা প্রচারকের মৃত্যুর কারণ, অতএব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য, তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য মহাপ্রভু নিজ সেবক গোবিন্দকে বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৮৫)

মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীরাধিকার হৃদ্‌গতভাব গৃহীত হইয়াছে, সেই হৃদ্‌গতভাবে সংকীর্ত্তনে যোগদান ও নৃত্য-গীতাদিময় শ্রীবাস-অঙ্গনেই রাসস্থলীর লীলাবৈচিত্র্যে অবস্থিত। সে-স্থলে কল্পিতা 'কাঞ্চনা' প্রভৃতি নাগরীর কোন অধিকার নাই। শ্রীগৌরসুন্দর নাগরীগণের সহিত অবৈধ ভাবযুক্ত হইলেই যে তিনি 'সর্ব্বরস' হইবেন এবং রাধাকৃষ্ণ মিলিততনু থাকিলে তিনি 'অসর্ব্বরস' হইবেন ইহা অরসজ্ঞেরই কথা। গৌরসুন্দরের পরমৈশ্বর্য্যের অধীনে ঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে লীলাপ্রকটকালীন শ্রীবাসাদির পত্নীগণ প্রিয়াজীর কৈঙ্কর্য্যে অবস্থিতা ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার দাস্যে যে-সকল পুরুষভৃত্য সংকীর্ত্তনে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারাও কৃষ্ণসঙ্গিনীস্বরূপা হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি প্রচুর গৌরববোধে সেবোন্মুখ ছিলেন। শ্রীগৌরলীলা প্রকটকালে ভক্তপত্নীগণ, ভক্তমাতৃগণ, ভক্তসেবিকাগণ যে দুই প্রকারে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দাস্য করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু যাহারা গৌরাঙ্গনাগরী ভাবের প্রশ্রয় দেন, তাহাদিগকে অনর্থযুক্ত সম্ভোগবাদী ও মায়াবাদী-জ্ঞানে বর্জ্জন করাই শ্রীরূপানুগ গৌরভক্তগণের বিচার।"

শ্রীরূপানুগ গৌরভক্তগণের রাগাত্মিকা ব্রজদেবীর অভিমান নাই, পরন্তু তাঁহারা রাগানুগাভিমানী। তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীভগবানের সেবোপকরণ জানিয়া নিত্যকাল হৃষীকেশের সেবা করিয়া থাকেন, উহা অনাত্ম-প্রতীতিগত মানসিকভাব অথবা জড়রাজ্যের অচিদভিমানগ্রস্ত বদ্ধজীব-শরীরসম্পর্কিত নহে। পারকীয় ব্রজরমণীগণ যাঁহাদিগকে 'নাগরী' বলা হয়, তাঁহারা যেরূপ ভাবে শ্রীবার্ষভানবীর আদেশানুসারে হরিসেবা করিতে সমর্থ এবং তাঁহাদের স্বরূপগত পারকীয়ভাবে যেরূপ যোগ্যতা, সেই যোগ্যতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অনুগত পরিচারিকাগণের কোনও দিন থাকিতে পারে না। যিনি থাকিতে পারে বলেন, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া-সঙ্গিনীগণকে শাস্ত্রবিরোধিনী, মর্য্যাদালঙ্ঘিনী, কুব্জানুগতা, সমঞ্জসা-রতিবশবর্ত্তিণী, পতিতা রমণীরূপে কলঙ্কিত করেন। গৌর কখনও নাগর নহেন, যাঁহারা পারকীয় নদীয়া-নাগরের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সম্মিলনাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের রুচি প্রশংসার যোগ্য নহে।

উজ্জ্বলনীলমণি প্রমুখ গ্রন্থে ব্রজনাগরীগণের চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে ; শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়ে শ্রীগৌরসুন্দরের তাদৃশ লীলা-সাঙ্কর্য্যের অনুমোদন কেহ করেন নাই। যাঁহারা তৎপ্রয়াসী, তাঁহারা মহাজনানুগ নহেন—মহাজন-বিরোধী।

গৌরসুন্দরই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় রাজ্যের যাবতীয় নারীর একমাত্র বিধয় —স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাহা হইলেও কৃষ্ণের এই গৌরলীলায় 'নাগর' বলিয়া মহিমা-প্রচার বা স্তব করিবার কোন ভিত্তি নাই এবং তাহা গৌরকৃষ্ণ-সেবার অর্থাৎ সুসিদ্ধান্তের নিতান্ত বিরুদ্ধ। গৌরসুন্দর কখনও প্রাকৃত স্ত্রীগণের ভোগ্যবস্তু নহেন, এইজন্য তিনি গৌরনাগরীবাদের উপাস্যবস্তু হইতে পারেন না। বদ্ধজীবের স্ত্রী-বুদ্ধিতে গৌরসুন্দরের প্রতি ভোগ্যবিচার উপস্থিত হইলেও শ্রীগৌরহরি তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করেন না। গোপীজনবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সম্ভোগ-রসবিগ্রহ, কৃষ্ণের গৌরলীলা বিপ্রলম্ভময়ী। শ্রীকৃষ্ণলীলায় যেরূপ অপ্রাকৃত সম্ভোগ-রসের অভিনয় নিত্যকাল বর্ত্তমান, গৌরলীলায়ও তদ্রূপ সম্ভোগের পরিবর্ত্তে চিন্ময় বিপ্রলম্ভরসের নিত্যাবস্থিতি। তাই বুদ্ধিমান্ নিষ্কপট গৌরভক্তগণ মহাপ্রভুর কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিময় মহাভাবটিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহাকে সম্ভোগ-রসের কুমনঃ-কল্পিত নায়করূপে গড়িয়া তুলিয়া গৌরভোগী হইবার জন্য ব্যস্ত হন না। নির্ব্বোধ অবৈধ পরদার-বুভুক্ষা-লম্পট ভাগ্যহীন সম্প্রদায় তাহাদের গ্রাম্য প্রবৃত্তিবশতঃ শ্রীগৌর-সুন্দরকে ও তাঁহার সেবক-সেবিকা ভক্তগণকে 'কামুক' ও 'কামুকী' সাজাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া স্ব-স্ব দুর্ব্বুদ্ধি ও নির্ব্বুদ্ধিতা জ্ঞাপন করেন মাত্র। জগতে সেব্য-সেবক ভাব অবস্থিত। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং জীবকুলকে স্বীয় সেবকাভিমানের উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জীবের বদ্ধবুদ্ধি হইতে জড় সেব্যভাব অপসারিত করিয়াছেন, তজ্জন্য গৌরহরির অনুগত জনগণ তাঁহাকে 'নাগর' বলিয়া কল্পনা করিতে কখনও ইচ্ছা করেন না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

গৌরজন ও কর্ম্মবীর

গৌরজন ও কর্ম্মবীরের সঙ্গে তুলনাই চলে না, তুলনা করাটা সর্ব্বতোভাবে অযৌক্তিক ও অন্যায়। তবে যাঁহাদের হৃদয়ে গৌর-জনকে কর্ম্মবীরের প্রতিযোগী ক্ষুদ্র সংস্করণ বা তৎসমরূপে, কিংবা কর্ম্মবীর অপেক্ষা এক অঙ্গুলি উচ্চ দেখিবার অভিলাষ, তাঁহাদিগের চিন্তাস্রোতের কতটা মূল্য আছে, তাহা যাচাইয়া দেখিবার জন্যই ঐরূপ তুলনার অবতারণা।

জগতের লোকের 'ভোট' বা 'বাহবা' কুড়াইয়া কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের অভ্যুদয় হয়। গণমত কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের প্রতিমা গড়ে ও প্রাণ সঞ্চার করে; আবার তাহাদিগকে বিসর্জ্জনও করিয়া থাকে। এজন্যই কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরগণ গণমতের খাজাঞ্চী।

কোন কোন কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের জগদ্‌ব্যাপি-প্রতিষ্ঠা-সম্ভার দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, উহার আনুকরণিক সংস্করণ হওয়াই মানব জীবনের চরম সার্থকতা। হিট্‌লার, মুসোলিনী, ভিভেলেরা, রুজ্‌ভেল্ট, গান্ধী প্রভৃতি কর্ম্মবীরের; বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মবীরের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা দেখিয়া অনেকে মনে করেন,—"শ্রীচৈতন্যের ঐরূপ প্রতিষ্ঠা নাই, শ্রীচৈতন্যের কিঞ্চিৎ থাকিলেও তাঁহার অনুগত শ্রীস্বরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ বা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম, শ্রীবিশ্বনাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রমুখ গৌরজনের সেরূপ প্রতিষ্ঠার কোটি অংশের একাংশও নাই! পৃথিবীর সভ্যজাতির কম লোকেই তাঁহাদের খবর রাখেন, অথচ প্রত্যেক সভ্য জাতির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মুসোলিনী বা হিট্‌লারের নাম জানেন; অতএব শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যদাসগণের মূল্য খুব কম!" আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যদাসগণের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ (?) ও সহানুভূতিসম্পন্ন (?) হইয়া মনে করেন, যদি কোন প্রকারে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরগণের পঞ্চায়েতী সভার এক কোণে বা বিশ্ব-ভোজের নিমন্ত্রণোৎসবের পংক্তিতে শ্রীচৈতন্যজনগণকে কোনও একটী স্থান দিতে পারা যায়, তবেই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যদাসগণ কৃতকৃতার্থ হইয়া গেলেন, কিংবা স্থানদাতৃগণ কৃতকৃতার্থ হইলেন!!

আনাতোল ফ্রান্স্ (Anatole France) অথবা রোমারোল্যাঁ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাশালী সাহিত্যিক যদি সদয় হইয়া কোন ধর্ম্মবীরের চরিত্র লেখেন, কিংবা গণমতের ভোটে জয়ী কোন কর্ম্মবীর বা ধর্ম্মবীরের স্বীকার করেন,

তবেই আমরা সেরূপ ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে ধর্ম্মরাজ্যের দণ্ড মুক্ত-বিধাতা বলিয়া বর্ণন করিতে পারি! এই বিচারের অনুকরণ ও অনুগমন করিয়া শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার নিত্যদাসগণকেও ঐ সকল সাহিত্যিকের মসিযন্ত্রের কৃপাকটাক্ষে আনিবার জন্য আমরা ব্যর্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া থাকি!

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার নিজজনগণের অতিমর্ত্ত্য ভগবত্তায় ও গুরুত্বে, তাঁহাদের অতিমর্ত্ত্য স্বেচ্ছাতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসহীনতা ও প্রচ্ছন্ন মর্ত্ত্যবুদ্ধি হইতেই ব্যাসগুরুকে 'ভ্রান্ত' অথবা 'ছোট' বা 'কম' মনে করিয়া গুরুকে প্রচ্ছন্ন লঘু-বিচারে 'অভ্রান্ত' বা 'বড়' করিয়া গড়িবার চেষ্টা-রূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসার উদয় হয়। আমার গুরুকে (?) কর্ম্মবীরের আদর্শের অনুকরণে লোকের ভোটে 'বড়' করিয়া গড়িয়া 'আমি অতবড় কর্ম্মবীর গুরুর চেলা',—এই পরিচয় দিয়া আমার গুরুত্বের দুন্দুভি বাজাইব—এই প্রচ্ছন্ন পিপাসা হইতে গৌর ও গৌর-জনকে জগতের কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের আদর্শের সঙ্গে পাল্লা দিয়া বড় করিয়া গড়িবার সাধ হয়। বস্তুতঃ আমার ঐরূপ 'বড় করিয়া গড়া' বা 'ছোট করিয়া গড়া'—উভয় প্রকারের প্রতীকই আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের খাজাঞ্চী।

সভা-সমিতি, বিজ্ঞাপন, ঢাকঢোলের জোরে বহির্ম্মুখ-সমাজের অনুমোদনে যে বৈষ্ণবতার প্রতিমা গড়িয়া তোলা যায়, তাহাতে লোক-মনোহারী চাকচিক্য থাকিতে পারে, কিন্তু সে বৈষ্ণবতা মহাপ্রভুর কতটা প্রীতি উৎপাদন করিয়াছে, তাহা যে কষ্টিপাথরে দেখা যায়, তাহার অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

ব্রজবনেশ্বরী যাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, আর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীর কপট কৃপাপ্রার্থী সমগ্র মানবজাতি বা দেবতাজাতি যাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, এই উভয়কে গণমত-তৌলদণ্ডে মাপিলে এই বিশ্বে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীর দলের লোকেরই জয় হইবে। ব্রজবনেশ্বরী যাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম হয়ত' বহির্ম্মুখ সভ্য পৃথিবীর কোন সংবাদপত্রই প্রকাশ করে নাই; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকের কোন বিজ্ঞাপন-পত্রে তাঁহার নাম বাহির হয় নাই; বিরজা, ব্রহ্মলোক, এমন কি বৈকুণ্ঠের কোন ব্যক্তি, অধিক কি, দ্বারকার অতিমর্ত্ত্য সেবকগণও তাঁহাকে জানতে পারেন নাই। কিন্তু এক অদ্বিতীয় মূল আশ্রয়-বিগ্রহ যূথেশ্বরী ব্রজবনেশ্বরী তাঁহাকে নিজযূথে গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ গৌর-ভৃত্যগণকে কে চিনিবে? তাই ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা-ধন-রূপ-যশ-কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥

কলা-মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইলা যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে তাহা।
অহঙ্কার দ্রোহমাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত-ফল তার না জানয়ে পাছে॥
দেখি' মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ কর্ম্ম দোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখয়ে দুর্গতি॥
খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্টসিদ্ধিকে উপেক্ষি'॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে।

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩৩-২৪১)

বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর প্রমুখ গৌর-নিজজনগণ—যাঁহারা ব্রজবনেশ্বরীর যূথে নিত্য অবস্থিত, যাঁহারা স্বেচ্ছায় জগতে আসেন, স্বেচ্ছায় জগৎ হইতে চলিয়া যান, তাঁহাদের কথা জগতের কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরগণের ন্যায় বহির্ম্মুখ সমাজের গ্রাম্যবার্ত্তাবহে বহুল-প্রচারিত হয় নাই বলিয়া গৌর-নিজজনগণের—ব্রজবনেশ্বরীর অন্তরঙ্গ জনগণের মহত্ত্ব কম, যাহাদের এরূপ ধারণা আছে, তাহারাই কর্ম্মবীরত্বের বহুমাননকারী ভোগ ও ত্যাগ-পথের যাত্রী।

যাঁহাদের কর্ম্মের ধাতু প্রবল, তাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে বহির্ম্মুখ জগতের কৃপাপাত্র করিবার জন্য—কৃষ্ণবহির্ম্মুখ দ্বিপদপশুগণের দ্বারা "সংস্তুত" করাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। তাঁহারা নিজেরা বহির্ম্মুখ-সমাজের কৃপা-ভিখারী বলিয়াই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের হস্তে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিয়া বহির্ম্মুখ-সমাজের কৃপা ভিক্ষা করাইতে আগ্রহবিশিষ্ট!

কোন এক সময় এই শ্রেণীর ব্যক্তির চিন্তাস্রোতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, তাঁহারা কর্ম্মবীরের লোভনীয় আদর্শের অনুকরণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহস্মৃতি-সভায় বড় বড় নামজাদা বহির্ম্মুখ লোকের দ্বারা ঠাকুরের মহত্ত্বের সুপারিশপত্র সংগ্রহে যত্নপর হইয়াছিলেন। ঐরূপ এক সভায় কোন এক

প্রথিতনামা মহামহোপাধ্যায় সাহিত্যিক ব্যবহারিকভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিলেও সভার অন্তে ঠাকুর নরোত্তমের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন! ঐ সকল হোম্‌রা-চোম্‌রা নামজাদা ব্যক্তিগণের সুপারিশে গৌরজনের মহত্ত্ব বা কৃতিত্ব বৃদ্ধি হয় না; কতকগুলি বহির্ম্মুখ লোক একটা ভোগ্য সাধারণ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে আকৃষ্ট হইয়া নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে মাত্র। এই বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন আমাদের আচার্য্যদেব। তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সহিত ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-কীর্ত্তনমুখে সুমেধস্তিথি পালনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বিচার এই যে, জগতের বহির্ম্মুখ নামজাদা লোকের অনুমোদনে বা প্রত্যাখানে গৌরজনের মহত্ত্ব বর্দ্ধিত বা বিনষ্ট হইবে না। তবে ঐ সকল লোককে যথাযোগ্য লৌকিক মান দান করিয়া তাঁহাদের স্তাবক ও অনুগত সমশীল বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের মঙ্গল হইতে পারে। তাই গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের অনুমোদিত সভা-সমিতিতে গৌরজনের বাণীই কীর্ত্তিত হয়। বহির্ম্মুখ নামজাদা ভিন্ন ভিন্ন বক্তার মনোধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন চাট্‌নি ইন্দ্রিয়-রামিগণকে আস্বাদন করাইয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইবার জন্য কোন সভা শ্রীগৌড়ীয় মঠাচার্য্যের অনুমোদনে কোথায়ও আহূত হয় নাই।

সেদিন কোন এক বন্ধু বলিতেছিলেন,—যে-সকল বৈষ্ণবের গুণকীর্ত্তনের জন্য বড় বড় সভাসমিতি হয়, তাঁহাদেরই বৈষ্ণবতা অধিক। আমাদের বন্ধুর সেই বিচার আচার্য্যের বিচারের সহিত পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে বলিয়া জানাইতে বাধ্য হইলাম। কারণ, আচার্য্যের অনুগগণের মধ্যেই এরূপ বৈষ্ণবও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—যিনি অকপটে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন—যাঁহাকে ব্রজবনেশ্বরী স্বীয়গণে গণনা করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেরূপ বৈষ্ণবের সম্বন্ধে আদৌ কোন সাধারণ সভাসমিতি হয় নাই, গ্রাম্য সংবাদপত্রেও তাঁহার নাম বাহির হয় নাই, অথচ তিনি গৌরজনের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছেন, তিনি ব্রজবনে নিত্যস্থান লাভ করিয়াছেন।

গৌরজন ও গৌরজনানুগজনকে কর্ম্মবীর বা জাগতিক ধর্ম্মবীর সাজাইবার চেষ্টা তাঁহাদের পূজা নহে, উহা তাঁহাদের চরণে অপরাধ; উহাতে তাঁহাদের মহত্ত্ব বৃদ্ধি হয় না, বরং তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ মহত্ত্বকে নিজচক্ষে ও লোকচক্ষে আবৃত করা হয়। কাজেই আমাদের গুরুবর্গ বা তদনুগগণকে যেন আমরা কোনরূপে সমাজের কর্ম্মবীরগণের পাংক্তেয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া তাঁহাদের অকপট কৃপা ও সেবায় বঞ্চিত না হই।

———

কৃপাবতার

তোমার করুণা, কি দিব তুলনা,
অপার করুণাময়।
আমি না চাহিতে, মোরে আকর্ষিতে,
তুমি 'কৃষ্ণ' রসময়॥
তব দাস আমি, তুমি নিত্য স্বামী,
তব সেবা মোর কাম।
সেই সেবা ত্যজি', জড়ভোগে মজি',
ভুলেছি তোমার নাম॥
তোমার প্রকৃতি, সুচতুরা অতি,
তোমার সেবনে রত।
পাইয়া আমারে, তাপত্রয়ে জারে,
পে'তেছি যাতনা কত॥
নিত্য সুখ যাহে, উদাসীন তাহে,
দেখিয়া আমার গতি।
বহু রূপ ধরি', মোরে ভোক্তা করি',
হরি' লয় মোর মতি॥
ভোক্তা অভিমানে, তাহে ভোগ্যজ্ঞানে,
ভোগ-সুখে মত্ত হই।
ভোগ-অভিলাষ, করে ভোগ-দাস,
রিপু-ভোগ্য হঞা রই॥
রিপুর তাড়না, অশেষ যাতনা,
বলিতে না পারি আমি।
যার দুষ্টাদেশে, বান্ধি' আশাপাশে,
রে'খেছি দিবস যামি॥
আমার দুর্গতি, অগতির গতি,
হরিতে তুমি হে হরি।
অর্চ্চারূপ ধরি', বিশ্বে অবতরি',
এসেছ করুণা করি'॥

শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, মণিময়ী,
লেপ্যা, লেখ্যা, মনোময়ী।
আর ত' সৈকতী, অষ্টধা মূরতি,
একই স্বরূপে দয়ী॥
নামরূপে হরি, পুনঃ দয়া করি',
পতিতপাবন তুমি।
নাশি' জড় কাম, লহ নিজ-ধাম,
তব পদে নমি আমি॥
নাম চিন্তামণি, সর্ব্ব রস-খনি,
নিত্য শুদ্ধ রসময়॥
পূর্ণ মুক্ত ধন, ব্রজেন্দ্রনন্দন,
নাম-নামী ভেদ নয়॥
'নাম' 'অর্চ্চা' রূপে, আর ত' স্বরূপে,
না হয় বিভেদ কভু।
একই স্বরূপ, বিশ্বে দুই রূপ,
'রাজে চিদানন্দ বিভু॥
দুই রূপ ধরি', সর্ব্বপাপ হরি',
জীবের স্বরূপ-জ্ঞান।
করিছ প্রদান, করুণা-নিদান,
এমন কে আছে আন ??
গুরুরূপে আর, কৃপা-পারাবার,
'নাম' 'অর্চ্চা' বুঝাইতে।
আপন বিজ্ঞান, দেহ ভগবান্,
তুমি এই অবনীতে॥
তব দয়া গাই, হেন শক্তি নাই,
তোমার সেবক আমি।
কৃপা-অবতারে, দেহ ভক্তি মোরে,
আমার পালক তুমি॥

—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে কার্ত্তিকব্রত, দামোদরব্রত, ঊর্জ্জব্রত ও নিয়মসেবা পালন

বিগত ২৯শে বামন, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ, ৫ই শ্রাবণ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ মঠসমূহে শ্রীচাতুর্ম্মাস্য-ব্রত আরম্ভ হইয়া ৩০ দামোদর, ১লা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক আচার্য্যকেশরী নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী চিদ্বিলাস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধারাকে যথাযথভাবে আশ্রয় করত শ্রীসমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামীর পৌরহিত্যে ও আনুগত্যে এ বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আকর মঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে চাতুর্ম্মাস্যের অন্তিম মাস দামোদরমাসে কার্ত্তিকব্রত, দামোদরব্রত, ঊর্জ্জব্রত ও নিয়ম-সেবা পালিত হয়। এই ব্রতকালে শাস্ত্রবিহিত ভজনানুকূল বিবিধ নির্দ্দেশাদি পালন, বিশেষতঃ দামোদর মাসে কঠোরভাবে গ্রাম্যকথায় বৈরাগ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক অহোরাত্র শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য গোস্বামী গ্রন্থ পাঠ ও প্রচুর হরিকথা আলোচনায়, পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীবৈষ্ণবপদাবলী কীর্ত্তনদ্বারা এই ব্রতের সমাপ্তি হইয়াছে।

কার্ত্তিকব্রত বা দামোদর মাসে একমাসকালব্যাপী প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্ণে ও সায়াহ্নে শ্রীগ্রন্থপাঠ ও শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া শ্রীসমিতির কর্ত্তৃপক্ষ উৎসবে আগত ভক্তবৃন্দের প্রচুর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। প্রতিদিন শ্রীমঙ্গলারতির পর নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিধি পালিত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ এই নগর-সঙ্কীর্ত্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সুন্দরভাবে পরিক্রমার যাত্রিগণকে পরিচালনা করিয়াছেন।

এই দামোদরব্রত উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখামঠ হইতে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, মঠাশ্রিত ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণব ও গৃহস্থ ভক্তগণের প্রচুর সমাগম হইয়াছিল।

পরমপূজ্যপাদ সমিতির শ্রীআচার্য্যদেব, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম

মহারাজ, শ্রীমদ্ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ গোবিন্দ মহারাজ ও নূতন-পুরাতন ব্রহ্মচারীবৃন্দের উপস্থিতি ও সদাসর্ব্বদা হরিকথা পরিবেশনে, উৎসবে যোগদানকারী ভক্তবৃন্দ প্রচুরভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। বহুদিন পরে এত সুন্দর সেবা পরিচালনায় শ্রীমঠের গাম্ভীর্য্য অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠের আদি-অন্তে কীর্ত্তনে পূজ্যপাদ শ্রীমুকুন্দগোপাল দাস ব্রহ্মচারী প্রভুর আনুগত্যে কীর্ত্তনকারী ব্রহ্মচারিবৃন্দ বিশেষ উৎসাহিত হইয়া কীর্ত্তনদ্বারা শ্রোতৃ-মণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ পরিচালনায় পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণকৃপা প্রভুর আনুগত্যে শ্রীজনার্দ্দন প্রভু, শ্রীসদানন্দ প্রভু, শ্রীপাদ নীলাদ্রি প্রভু, শ্রীসচ্চিদানন্দ প্রভু ও অন্যান্য ব্রহ্মচারীবৃন্দের সেবাচাতুর্য্য স্মরণীয়।

শ্রীবিগ্রহগণের চিত্তাকর্ষক, ফুলের চূড়া ও মালা পরিবেশনায় শ্রীপাদ সুবলসখা ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ ক্ষীরোদশায়ী ব্রজবাসী প্রভুর সেবা-মাধুরী অনস্বীকার্য্য।

নৃত্য, গীত, খোল-করতাল বাদনে শ্রীসমিতির মৃদঙ্গবাদক শ্রীপাদ শিবপদ দাসাধিকারী প্রভুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ব্রহ্মচারীবৃন্দের সেবাসৌষ্ঠব উপেক্ষণীয় নহে।

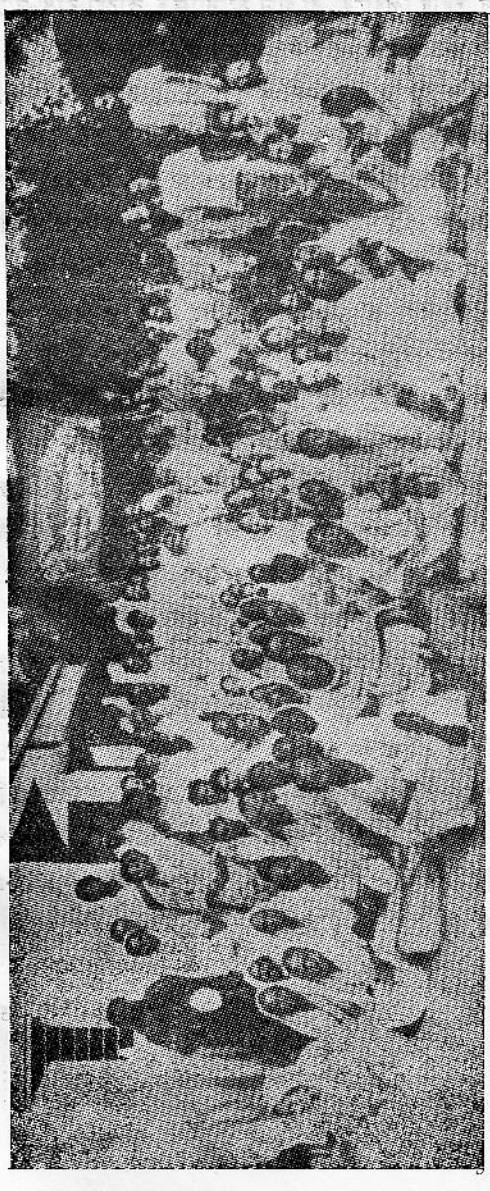
এই ব্রতমাসের উৎসব সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। সচরাচর এইরূপ উৎসব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীসমিতির কর্ত্তৃপক্ষ এইজন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দও ভাগ্যবান্।

অস্মদাচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবর কার্ত্তিক-ব্রত, নিয়মসেবা ও দামোদরব্রত-পালনের আবশ্যকতা ও ধাম পরিক্রমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও বক্তৃতামুখে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ভক্ত পাঠকবৃন্দের গোচরীভূত করিবার জন্য আমি এই ব্রতমাস উপলক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ২।১টী বাণী উল্লেখ করিতেছি।—

"এই ব্রত সুষ্ঠভাবে পালন করিলে ভগবান্ দামোদর হরি তাঁহার প্রিয়া শ্রীরাধারাণীর সহিত পরমপ্রীত হন। দামোদর-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে স্ব-স্ব গৃহ হইতে কোন তীর্থস্থানে গিয়া করা সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক। এ বিষয়ে বৈষ্ণবস্মৃতি 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তজ্জন্য প্রতিবৎসর উর্জ্জব্রত উপলক্ষে ভক্তগণকে নিত্য-নূতন তীর্থস্থানে ব্রত পালনের জন্য আহ্বান করা হয়।"

"অচিন্ত্যানন্ত শক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মাতা যশোদার দামবন্ধন স্বীকার

করিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ-বাৎসল্য প্রেম রস-নির্য্যাস সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করেন এবং জগতে নিজের ভক্তাধীনতার চরম পরিচয় প্রদান করেন। সেই পরম মনোহর



চাতুর্ম্মাস্য তথা দামোদর-ব্রত সমাপ্তি-দিবসে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবসহ শ্রীসমিতির বিভিন্ন মঠ হইতে সমাগত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও ব্রতে যোগদানকারী গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ

শ্রীদাম-বন্ধন-লীলা তিনি কার্ত্তিক শুক্লা প্রতিপদে প্রকটিত করেন। **পরমধন্য কার্ত্তিকমাস 'দামোদর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার ইহাই প্রধান হেতু।"**

"উর্জ্জব্রতে শ্রীরাধাদামোদরের প্রীতিবিধানই প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীমতী রাধারাণীকে উর্জ্জেশ্বরী বলা হয়। তজ্জন্যই শ্রীশ্রীদামোদরের প্রীতি-বিধানার্থ সত্যব্রত মুনি "নমো রাধিকায়ৈ তদীয় প্রিয়ায়ৈ" বাক্যটী সংযোজিত করিয়া রাধা-দামোদরের পূজা সম্পাদনই দামোদর-ব্রতের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞাপন করেন।"

"উর্জ্জোদর বলিলে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকেই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইবে।...শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বহুক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত উদ্‌যাপন নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষার অনুসরণ করিতে অসমর্থ, আমরা তাহাদিগকে 'শুদ্ধ বৈষ্ণব' শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না।"

"যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন না করিয়া, কেবলমাত্র 'উর্জ্জোদর' করিয়া থাকেন, তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের ভক্তিফল সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারেন না। ইহার দ্বারা চাতুর্ম্মাস্যের অনাদরই প্রকাশ পায়।"

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত, কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত বা নিয়মসেবা ব্রতোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ ব্রতারম্ভের প্রথম দিবস ১লা কার্ত্তিক বুধবার 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' হইতে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত, কার্ত্তিক-ব্রত, দামোদর-ব্রত পালনের বিধি-নিষেধাত্মক-নিয়মাবলী কীর্ত্তন করেন। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত বলেন,—ধামে বা তীর্থে কার্ত্তিক-ব্রত পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্যান্য গৌড়ীয় মঠে চাতুর্ম্মাস্য ও নিয়মসেবাদি ব্রতপালনের শিথিলতা দেখা যায়। কোথাও দেখা যায়, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী, শ্রীরামনবমী, শ্রীঅদ্বৈত-সপ্তমীর ব্রতোপবাস শাস্ত্রবিধি-মতে যথাযথ পালন না করিয়া মহামায়া দুর্গাদেবী ও শিবরাত্রির ব্রতোপবাস পালনে আগ্রহী। তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম তিনমাস ব্রত পালন না করিয়া নিয়মসেবাকেই ব্রত হিসাবে প্রাধান্য দিয়া থাকেন; যাহা জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আচার-প্রচারের বিরোধী। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

আশ্রিত

নিরাশ্রয় অবস্থায় কেহ থাকিতে পারে না। প্রত্যেক জীবই কাহারও না কাহারও আশ্রিত। আশ্রয় দুই প্রকার—একটী নিত্য, অপরটী অনিত্য। যে আশ্রয়ের নিত্যত্ব নাই, তাহাকে আশ্রয় বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে আশ্রয় নহে। এ জগৎ বা জগজ্জনই সেই অনিত্য আশ্রয়। আর নিত্য আশ্রয় বা চেতনের একমাত্র অবলম্বন—জগদীশ ও জগদীশজন। বদ্ধজীব আমরা বর্ত্তমানে বিশ্বকে আমাদের একমাত্র আশ্রয় মনে করিয়া কেবল বঞ্চিতই হইতেছি। এই দুঃখময় প্রপঞ্চে কোথাও আশ্রয় নাই। গোলোকাবতীর্ণ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মই সংসার-সমুদ্রে একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি ভবসমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার। এতদ্ব্যতীত আর রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই।

ভগবান্‌ই সর্ব্বাশ্রয়। ভগবানের শ্রীচরণেই আশ্রয় বা শরণ লইতে হইবে। ভগবচ্চরণ, ভগবৎপাদ, বিষ্ণুপাদ বা আচার্য্যপাদই সকলের একমাত্র আশ্রয়। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মই আশ্রয়বিগ্রহ—জীবকে আশ্রয় দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে অবতীর্ণ। এই আশ্রয়বিগ্রহের শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার কথা শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবের একমাত্র গতি। তিনিই বিশ্বে একমাত্র অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিবার অধিকারী। আমরা যেন কোনদিন এই আশ্রয়বিগ্রহের কথা ভুলিয়া অন্যকে আশ্রয় করিবার ইতরাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ না করি। তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের দ্বার চিররুদ্ধ থাকিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক হইতে হইবে এবং তাঁহার জন্যই জীবন ধারণ বা যাহা কিছু-কার্য্য করিতে হইবে। অপরের সহিত স্বতন্ত্রভাবে আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। যদি থাকে, তাহা মায়া ছাড়া আর কিছুই নহে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গব্যতীত, তাঁহার নিকট সর্ব্বক্ষণ কৃপাভিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই করেন না। তিনি সকলকেই শ্রীগুরুর সম্বন্ধে দর্শন করেন, কাহারও নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু গ্রহণ করেন না। গুরুদাস বৈষ্ণব নিজকে এবং সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের গুণ-কীর্ত্তন ব্যতীত—সকলকে আচার্য্যচরণে আকৃষ্ট করা ব্যতীত গুরুসেবক—নিত্যানন্দ-সেবকের অন্য কোন অভিলাষ বা কৃত্য নাই। তিনি শব নহেন, শ্রীগুরুগৌরকীর্ত্তনে অনন্যমুখ। ইহাই তাঁহার একমাত্র সাধন-ভজন। গুরুদাস নিজে মঙ্গলালয়

শ্রীগুরুদেবের সম্পূর্ণ অনুগত এবং অপরে যাহাতে শ্রীগুরুদেবের অনুগত বা আশ্রিত হইয়া পরমমঙ্গল লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য সতত অখিলচেষ্ট।

শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে আশ্রয় করিতে হইবে। ভগবানের কৃপায় এই গুরুর সন্ধান পাওয়া যাইবে। আবার গুরুদেবের কৃপায় নিষ্কপট জীব গুরুদাস বৈষ্ণব ও ভগবানের সন্ধান পাইবে। তখন বৈষ্ণবানুগত্যে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবার সৌভাগ্য পাইয়া জীব কৃতকৃতার্থ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মই বিশ্বের একমাত্র রক্ষক ও পালক। এ ভব-সংসারে আর কেহই রক্ষাকর্ত্তা নাই। যে প্রকৃত আশ্রয় পাইয়াছে, সে অসহায় নহে। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি' জানে।'—ইহাই তাহার হৃদ্‌গত-ভাব। শ্রীগুরুদেবের সহিত সম্বন্ধ হইলেই অপরের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ হইবে। সকলেরই পিতা একমাত্র শ্রীগুরুদেব। আমরা সকলে তাঁহারই পাল্যপুত্র, শিষ্য, সেবাভিখারী। এই গুরুপিতার প্রতি প্রীতি আমাপেক্ষা যাঁহার বেশী, আচার্য্যচরণে যাঁহার শ্রদ্ধা অচলা, যাঁহার সঙ্গ করিলে গুরুপাদপদ্মে বিশ্বাস, নিষ্ঠা, প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সজ্জনের সঙ্গ করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে গুরু-পাদপদ্মের কোন কথা নাই, যেখানে মাথাকে বাদ দিয়া মাথাব্যাথার কথা, সেখানে মঙ্গল হইবে না। মঙ্গলময়ের কথা না শুনিলে, মঙ্গলপ্রদাতার সন্ধান না পাইলে কোনও উপায়ে জীবনযাপনই আমাদের সার হইবে। কোনও উপায়ে জীবন-যাপন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। প্রতিমুহূর্ত্ত সেবাময় জীবন-যাপনই জীবনের সাফল্য। এই গুরু বা আচার্য্য বা আশ্রয় বস্তুটী শ্রীনিত্যানন্দ, অপর কেহ নহেন।

শ্রীগুরুদেব পরম করুণাময়। তাঁহার কৃপার অবধি নাই। আমরা মঙ্গল না চাহিলেও তিনি আমাদের মঙ্গল করিবার জন্য সতত উদ্বিগ্ন। এই শ্রীগুরুদেবের মহিমা-কীর্ত্তনে বর্ত্তমানে আমাদের রুচি না থাকিলেও আদরের সহিত তাঁহার গুণমহিমা শ্রবণ করিতে করিতেই তচ্চরণে আমাদের শ্রদ্ধা বা প্রীতি হইবে। আমরা নিষ্কপট হইলে নিষ্কপট গুরুসেবকগণ নিশ্চয়ই আমাদিগকে গুরুসেবার সন্ধান দিবেন, কত স্নেহ আদরের সহিত আমাদিগকে গুরুপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীগুরুপ্রীতি বিধান করিবেন। ভুলক্রমে যদি কেহ গুরুদাস বৈষ্ণবকে একমাত্র আশ্রয় মনে করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা হইতে তফাৎ হইতে চায়, তাহা হইলে গুরুসেবক তাহাকে সযত্নে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করেন। শ্রীগুরুসেবক কখনও কাহাকেও নিজসেবক-বুদ্ধি করেন না। তাঁহার সর্ব্বত্রই গুরুবুদ্ধি। আমি সেবক —শ্রীগুরুর নিত্য অযোগ্য ভৃত্য, শ্রীগুরুই একমাত্র আমার সেব্য এবং গুরুর সেবক-সূত্রে গুরুসেবকগণ আমার সেব্য বা পূজ্য—ইহাই গুরুদাসের বিচার। এই গুরু-

দাসত্বে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গুরুদাসাভিমানই তাঁহার সম্বল। এতব্যতীত ইতর কামনা গুরুদাসের নাই। এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা সকলেরই কাম্য। গুরুদাস সর্ব্বক্ষণ গুরুসঙ্গ করেন, গুরুর সঙ্গে থাকেন। তিনি গুরুসঙ্গ ছাড়া একদণ্ডও থাকিতে পারেন না। গুরুর জন্যই তাঁহার যাহা কিছু সব। গুরুসেবাই তাঁহার সত্তা।

শ্রীগুরুদেব সমস্ত বস্তু ও ব্যক্তিকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন; আর গুরুদাস বৈষ্ণব সকলকে গুরুসেবায় নিযুক্ত করিয়া দেন। তিনি সর্ব্বত্র গুরুর অবস্থান উপলব্ধি করেন। গুরুর অসাক্ষাতে বা অজ্ঞাতসারে তিনি কোন কাজ করেন না। তিনি জানেন—অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব সর্ব্বত্র অবস্থান করিয়া তাঁহার সকল কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেছেন, নব নব সেবায় প্রেরণা দিতেছেন, ইঙ্গিত করিতেছেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য গুরুর সন্তোষবিধান করিতেছে কিনা, তাহা তিনি সর্ব্বক্ষণ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করেন। বিমুখতা তাঁহার নাই, তাই তিনি গুরুপাদপদ্মের অবস্থিতিতে নিমজ্জিত থাকিয়া সেবোন্মুখচিত্তে সতত গুরুসেবায় নিযুক্ত। এই গুরুদাস যেমন শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রীতিবিশিষ্ট শ্রীভগবানের প্রতিও তাঁহার প্রীতি তদ্রূপই। গুরুতে প্রীতি আছে, কিন্তু ভগবানে প্রীতির অভাব—ইহা গুরুপ্রীতির নামে অন্য কিছু। কারণ গুরু ও কৃষ্ণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বা অঙ্গাঙ্গিভাবযুক্ত। সুতরাং একটী ছাড়িয়া আর একটীর সেবা হয় না। এক কথায় গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—এই তিনটীর প্রতিই প্রীতি যুগপৎ হওয়া স্বাভাবিক। ইহাই শুদ্ধা ভক্তি। তবে মূলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার কৃপাই সব, নতুবা সব চেষ্টা বৃথা। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণার আশ্রয় লাভ করেন, জাগতিক অনাশ্রিত জীবনের ক্লেশকর অনুভূতি তাঁহাদিগকে আর ক্লেশ দিতে সক্ষম হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকৃতই আশ্রয়বিগ্রহ বলিয়া জীব তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিলে নিজ জীবনের প্রকৃত সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারে—সংসারসমুদ্রে নিরুদ্দিষ্ট ভ্রমণ হইতে অবসর লাভ করে।

———

পরলোকে শ্রীযুক্ত বাসুদেব নন্দী

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের প্রিয় বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার মাননীয় শ্রীবাসুদেব নন্দী মহাশয় গত ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, (ইং ২৩।১।৯৪) বুধবার শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চমী-তিথিতে আমাদিগকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া সজ্ঞানে পরলোক গমন করিয়াছেন।



শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ নির্ম্মাণকালে পরিদর্শনরত ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত বাসুদেব নন্দী

তিনি ১৯৩৮ সালের ২৯শে এপ্রিল বর্দ্ধমান জেলার ফলহরি গ্রামে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীদাশরথী নন্দী ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং মাতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী নন্দী ছিলেন একজন শান্ত স্বভাবের মহিলা। বাল্যকালেই তিনি তাঁর মাতুলালয় ৯/২, রতন নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৪ এ আসেন এবং উল্টাডাঙ্গা ইউনাইটেড্ হাইস্কুলে ভর্ত্তি হন। উল্টাডাঙ্গা হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর তিনি L.B.S. পরীক্ষা দেন। L.B.S. পাশ করিবার পর কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন সিটি আর্কিটেক্ট্ শ্রীদীনেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ে সান্নিধ্যে আসেন এবং ইঞ্জিনীয়ারিং এর সমস্ত গূঢ় কলাকৌশল আয়ত্ব করেন। তাঁহাকে সর্ব্বদা এই কাজে সহায়তা করিতেন চতুর্থও পঞ্চম দশকের আর এক স্বনামধন্য L.B.S. শ্রীমাখনলাল পাল মহাশয়ের কন্যা রেবা পাল। পরবর্ত্তিকালে তিনিই বাসুদেববাবুর সহধর্ম্মিণী হন।

এছাড়াও প্রখ্যাত স্থপতি মিঃ জে. লোচন মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীসমরেন্দ্র লোচন মিত্র (L.B.A.) মহাশয়ের (বাপীদা) সান্নিধ্যে আসেন এবং বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে নৈপুণ্য লাভ করেন। এবম্বিধ উপযুক্ত পরিবেশ তাঁহার

শিল্পী মনের দুয়ার খুলিয়া দেয়। ফলে তাঁহার নাম-যশ ছড়াইয়া পড়ে এবং একজন কৃতি ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

তাঁহার বিনয়ী ও নম্র স্বভাব সকলকে মুগ্ধ করিত। তিনি একজন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা চরিত্রের লোক ছিলেন। অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে তৎপর ছিলেন তিনি। যে কাজ করা শক্ত, হইবে না বলিয়া অনেকে ছাড়িয়া দেন, সেই পরিত্যক্ত কাজকেও তিনি অনায়াসে বাস্তবে রূপ দিতেন। আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও উপযুক্ত সৎ পরামর্শ দান তাঁর দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহাকে কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হয় নাই, কারণ তিনি নিজেই একটী প্রতিষ্ঠান। কলিকাতা কর্পোরেশনের স্থপতি-বিভাগে বহুল প্রচারিত একটী নাম—'বাসুদা'। আত্মীয়-পরিজন, মজুর, মিস্ত্রি, কর্ম্মচারী, ঠিকাদার সবাইয়ের একান্ত আপন, কাছের মানুষ—'বাসুবাবু'।

বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে ও বিদ্যালয়ে যেমন তিনি শ্রম দান করিয়াছেন, ঠিক তেমন বহু গোপন দানও (অর্থ) করিয়াছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। তাঁহার সর্ব্বশেষ অক্ষয় কীর্ত্তি হল আমাদের 'শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ'।

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ নির্ম্মাণ করিবার সময় স্বল্পকালের জন্য তাঁহার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইলেও তিনি যেভাবে আমাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে কখনও আলাদা কিছু ভাবিতে পারি নাই বা তিনি ভাবিতেও দেন নাই। যখন তখন তাঁর কাছে গিয়াছি বা ডাকিয়াছি, হাসিমুখে তিনি আসিয়াছেন এবং পরামর্শ দিয়াছেন। শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ যখন তাঁহাকে শ্রীমঠের নির্ম্মাণকার্য্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তখন তিনি শ্রীভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদ বলিয়া হাসিমুখে তাহা গ্রহণ করেন এবং নিজ দায়িত্বে নির্ম্মাণকার্য্যও প্রায় সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্রীমঠের প্রবেশদ্বারের কার্য্য তিনি শেষ করিতে পারেন নাই এবং নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিতে পারিবেন না। তাঁহার অনুগামীরা মন্দিরের কার্য্য সম্পূর্ণ করিবেন ঠিকই, কিন্তু শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে তাঁহার অনুপস্থিতি শূন্যতার সৃষ্টি করিবে।

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম তথা শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে ও তাঁহার সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে আগামী ১৬ই পৌষ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ (ইং ১।১।১৯৯৫) রবিবার শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠে পরলোকগত শ্রীবাসুদেব নন্দী মহাশয়ের স্মৃতিকল্পে একটী সভার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত দিবসে তাঁহার পরিবারবর্গ ও অনুগামী জনগণকে উক্ত সভায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হইতেছে।

পরিশেষে মঙ্গলময় শ্রীভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা—বাসুদেববাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা রেবা নন্দী ও কন্যা কুমারী পিয়ালী নন্দী এবং আত্মীয়বর্গের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক।

—শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—এন্‌ভিডি-৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৪০১ ; ১৬।১২।৯৪

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ; ৫ই ফাল্গুন, ১৪০১ (ইং ১৮।২।৯৫) শনিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ৭ই ফাল্গুন (ইং ২০।২।৯৫) সোমবার পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীব্যাস পূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদিপঞ্চক, আচার্য্য পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—৫ই ফাল্গুন, শনিবার—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজনগীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বক্তৃতা।

৬ই ফাল্গুন, রবিবার—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বৈষ্ণবীয় দয়া ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা।

৭ই ফাল্গুন, সোমবার—পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্পর্কে ভাষণ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৪৬শ বর্ষ | ২৭ নারায়ণ, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ ২৯ পৌষ, শনিবার, ১৪০১, ইং ১৪/১/৯৫ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(৯)

অতিমত তমোগিরি-সমিতিবিভেদন
পিতামহ-ভূতিদ গুণগণ-নিলয়।
শুভতম-কথাশ্রয় পরম সদোদিত
জগদেক-কারণ রাম রমা-রমণ॥ ১॥

হে অতিপূজিত! অজ্ঞান-গিরিপক্ষ-ভেদন! চতুর্ম্মুখৈশ্বর্য্যপ্রদ! গুণগণনিলয়! পরম-মঙ্গল-কথাশ্রয়! নিত্যপ্রকাশ! জগদেককারণ! রমাকান্ত! পরমপুরুষ! রাম॥ ১॥

বিধি-ভবমুখ-সুর-সতত-সুবন্দিত
রমা-মনোবল্লভ ভব মম শরণম্ ॥ ২ ॥

হে ব্রহ্ম-শঙ্করাদি-সুরগণ-নিত্য-বন্দিত! রমা-হৃদয়বল্লভ! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥

অগণিত-গুণগণময়-শরীর হে
বিগত-গুণেতর ভব মম শরণম্ ॥ ৩ ॥

হে অগণিত-গুণগণময়-বিগ্রহ! সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্ত! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

অপরিমিত-সুখনিধি-বিমল সুদেহ হে
বিগত-সুখেতর ভব মম শরণম্ ॥ ৪ ॥

হে অপরিমিত সুখাশ্রয়-বিশুদ্ধবিগ্রহ! সর্ব্বদুঃখ-বিনির্ম্মুক্ত! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥

প্রচলিত-লয়জল-বিহরণ-শাশ্বত
সুখময় মীন হে ভব মম শরণম্ ॥ ৫ ॥

হে তরঙ্গিত-প্রলয়-সলিল-বিহারিন্! নিত্যসুখময়! মীনবর! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

সুর-দিতিজ-সুবল-বিলুলিত-মন্দর-
ধর পর কূর্ম্ম হে ভব মম শরণম্ ॥ ৬ ॥

হে সুরাসুর-সৈন্য-কম্পিত-মন্দর-গিরিধর! পরমপুরুষ! কূর্ম্ম! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥

সগিরিবর-ধরাতলবহ সুসূকর
পরমবিবোধ হে ভব মম শরণম্ ॥ ৭ ॥

হে পর্ব্বত-ধরাতলোদ্ধারক! পরম-জ্ঞানময়! মহাবরাহ। আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

অতিবল-দিতিসুত-হৃদয়-বিভেদন
জয় নৃহরে ভব মম শরণম ॥ ৮ ॥

হে মহাবল-দৈত্যরাজ-হৃদয়-বিদারক! নৃসিংহ! আপনার জয় হউক। আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥

বলিমুখ-দিতিসুত-বিজয়-বিনাশন
জগদবনাজিত ভব মম শরণম্ ॥ ৯ ॥

হে বলি-প্রমুখ দানব-বিজয়-বিনাশন! জগৎপালক! অজিত! (বামন!) আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ৯ ॥

অবিজিত-কু-নৃপতিসমিতি-বিখণ্ডন
রমাবর বীরপ ভব মম শরণম্ ॥ ১০ ॥

হে অপরাজিত! দুষ্ট-ক্ষত্রমণ্ডল-বিনাশন! রমাকান্ত! বীরপালক! (ভৃগু-রাম!) আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১০ ॥

খরতর-নিশিচর-দহন পরামৃত
রঘুবর মানদ ভব মম শরণম্ ॥ ১১ ॥

হে প্রবল-নিশাচর-বিনাশন! পরমামৃত-স্বরূপ! মানদ! রঘুবর! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১১ ॥

সুললিত-তনুবর বরদ মহাবল
যদুবর পাথপ ভব মম শরণম্ ॥ ১২ ॥

হে সুললিত পরমবিগ্রহ! বরদ! মহাবল! পার্থপালক! যদুবর! (শ্রীকৃষ্ণ) আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১২ ॥

দিতিসুত-মোহন বিমল-বিবোধন
পরগুণ বুদ্ধ হে ভব মম শরণম্ ॥ ১৩ ॥

হে অসুর-বিমোহন! বিমল-বিজ্ঞানময়! পরমগুণ! বুদ্ধ! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৩ ॥

কলিমল-হুতবহ সুভগ-মহোৎসব
শরণদ কল্কীশ হে ভব মম শরণম্ ॥ ১৪ ॥

হে কলি-পাপ-দহন! সজ্জনানন্দন! শরণদায়ক! কল্কিদেব! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৪ ॥

অখিলজনি-বিলয় পরসুখ-কারণ
পর-পুরুষোত্তম ভব মম শরণম্ ॥ ১৫ ॥

হে সর্ব্বসৃষ্টি-সংহারকর! পরম-সুখকারণ! পরমপুরুষোত্তম! আপনি আমার আশ্রয় হউন ॥ ১৫ ॥

ইতি তব নুতিবিধ সততরতের্ভব
সুশরণমুরু-সুখতীর্থ-মুনের্ভগবন্ ॥ ১৬ ॥

হে ভগবন্! আপনি আপনার ঈদৃশ উত্তম-স্তুতি-বিষয়ে নিত্যানুরক্ত আনন্দ-তীর্থমুনির পরমাশ্রয় হউন ॥ ১৬ ॥

প্রশ্নোত্তর

ঐতিহ্য

১। ইতিহাস ও কালজ্ঞানের আবশ্যকতা কি?

"ইতিহাস ও কালজ্ঞান, ইহারা অর্থশাস্ত্র-বিশেষ। যুক্তিদ্বারা ইতিহাস ও কালের বিচার করিলে ভারতের অনেক উপকার হইবে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ পরমার্থ-সম্বন্ধেও অনেক উন্নতির আশা করা যায়। প্রাচীন বিশ্বাস-নদীতে যুক্তিস্রোত সংযোগ করিলে ভ্রমরূপ বদ্ধ শৈবাল-সকল দূরীভূত হইয়া পড়িবে ও কালক্রমে অযশোরূপ পূতিগন্ধ নিঃশেষিত হইলে ভারতবাসীদিগের বিজ্ঞানটী স্বাস্থ্য লাভ করিবে।"

—'বিজ্ঞাপন', কৃঃ সঃ বাং ১২৮৬

২। শ্রীজগন্নাথের মন্দির কাহার নির্ম্মিত? পুরীর নীলাচল নাম হইবার কারণ কি? পুরী কত প্রাচীন?

"The temple was erected by Raja Ananga Bhimdeb about 800 years ago in place of another one, then in a state of dilapidation. In old accounts we find this temple styled Niladri or Blue Hill. From this it appears that the formar temple which was probably raised by the emigrating Raja Indradyumna was a blue or dark coloured one. Otherwise we cannot account for the name Nilachala unless we take it for granted that the name was after the Nilgiri Hills, a small range which runs through this province from one end to the other. The Utkalkhanda in the Puranas, the Niladri Mahodadhi, and the Matla Panjee (an account regularly kept by the temple officers) declare that Jagannath is a very ancient institution amongst the Hindus. Whatever may be the value of the authorities quoted, we are inclined to believe that Puri was considered sacred even at the time when the Puranas were written, because we find in Wilson's copy of the Vishnu-Purana that one Kandu Rishi resorted to a place called Purushottama for the purpose of divine contemplation. At all events Raja

Indradyumna, to whom the whole affair is generally ascribed lived a long time before Raja Vikramaditya, the contemporary of Augustus Ceasar of Rome. We are sure, that Puri is not so old as Benaras and Gaya, of which repeated mention is made in all the Puranas and the Mahabharata, yet it is not a place of recent origin created after the commencement of the Christian era"

—'The Temple of Jagannath at Puri' September 15, 871.

৩। আধুনিক পণ্ডিতগণের বিচারে ভারতের ইতিহাস কয়প্রকার অধিকারে বিভক্ত ?

অধিকারের নাম	নামের তাৎপর্য্য	যত বৎসর ছিল	আরম্ভ খ্রীঃ পূঃ
১। প্রাজাপত্যাধিকার	ঋষিদিগের নিজ শাসন	৫০	৪৪৬৩
২। মানবাধিকার	স্বায়ম্ভুবমনু ও তদ্বংশের শাসন	৫০	৪৪১৩
৩। দৈবাধিকার	ঐন্দ্রাদি শাসন	১০০	৪৩৬৩
৪। বৈবস্বতাধিকার	বৈবস্বত-বংশের শাসন	৩৯৬৫	৪২৯৩
৫। অন্ত্যজাধিকার	আভীর, শক, যবন, খস, অন্ধ্র প্রভৃতির শাসন	১২৩৩	৭৯৮
৬। ব্রাত্যাধিকার	আর্য্যভূত নূতন জাতির শাসন	৭৭১	৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ
৭। মুসলমানাধিকার	পাঠান ও মোগল-শাসন	৫৫১	১২০৬
		৬২২০	খ্রীষ্টাব্দ
৮। ব্রিটিশাধিকার	ব্রিটনদেশীয় রাজপুরুষ-দিগের শাসন স্থল		১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৪। কোন্ সময়ে বেদ গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় ?

"প্রাজাপত্যাধিকারে কোন গ্রন্থ রচনা হয় নাই। তখন কেবল কতিপয় সুশ্রাব্য শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। সর্ব্বাদৌ প্রণবের উৎপত্তি। লিখিত অক্ষরের তৎকালে সৃষ্টি হয় নাই। একাক্ষরে অনুস্বার-যোগমাত্রই তখনকার শব্দ ছিল। মানবাধিকার আরম্ভ হইলে অক্ষরদ্বয়-সংযোগপূর্ব্বক 'তৎ সৎ' প্রভৃতি শব্দের প্রাদুর্ভাব হইল। দৈবাধিকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ-যোজনপূর্ব্বক প্রাচীন মন্ত্র-সকল রচিত হয়। ঐ সময়ে

যজ্ঞ সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ গায়ত্রী প্রভৃতি প্রাচীন ছন্দের আবির্ভাব হইতে লাগিল। সায়ম্ভুব মনুর অষ্টম পুরুষে চাক্ষুষ মনু; তাঁহার সময়ে মৎস্যাবতার হইয়া ভগবান্ বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন—এরূপ আখ্যায়িকা আছে। বোধ হয়, ঐ সময়েই বেদের ছন্দঃসকলও অনেক মন্ত্রে রচিত হয়; কিন্তু সে-সমুদয়ই শ্রুতিরূপে কর্ণ হইতে কর্ণে ভ্রমণ করিত, লিখিত হয় নাই। এইরূপ বেদ-সকল অনেকদিন পর্য্যন্ত অলিখিত অবস্থায় থাকায় এবং ক্রমশঃ মন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অনায়ত্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে কাত্যায়ন, অশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ বিষয়-বিচারপূর্ব্বক শ্রুতি-সকলের সূত্র রচনা করিয়া কণ্ঠস্থ করিতে সহজ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পরেও অনেক মন্ত্রাদির রচনা হইল। যখন বেদ অতি বিপুল হইয়া উঠিল, তখন যুধিষ্ঠির রাজার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শ্রীব্যাসদেব একাকার বেদকে বিষয়-বিচারপূর্ব্বক চতুর্ভাগে বিভক্ত করত গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ঐ কার্য্য ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ ব্যাস-শিষ্য ঋষিগণ ক্রমশঃ বেদ-সকলের শাখা এমত বিভাগ করিলেন যে, অল্পায়াসে লোকে বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিল।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৫। রামায়ণ-গ্রন্থ কোন্ সময় রচিত হয়?

"রামায়ণ-গ্রন্থ কাব্য-মধ্যে পরিগণিত হইলেও তাহাকে ইতিহাস বলা যায়। এই গ্রন্থ বাল্মীকির রচিত। বাল্মীকি ঋষি রামচন্দ্রের সমকালীন ছিলেন। যে রামায়ণ বাল্মীকির নামে এখন প্রচলিত আছে, তাহাই বাস্তবিক বাল্মীকির সম্পূর্ণ রচনা, এমত বোধ হয় না। নারদ-বাল্মীকি-সংবাদ ও লবকুশের রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ কীর্ত্তন ইত্যাদি বিচার করিলে বোধ হয়, ঐ গ্রন্থ-মধ্যে রামচরিত্র-সূচক অনেক শ্লোক বাল্মীকি-কর্ত্তৃক রচিত হইয়া লব-কুশ-কর্ত্তৃক পরিগীত হয়, পরন্তু তাহার অনেকদিন পরে অন্য কোন পণ্ডিত-কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া লিপিবদ্ধ হয়। উহার বর্ত্তমান আকৃতি মহাভারত রচনার পরে প্রচারিত হইয়াছে অনুমান করি; যেহেতু জাবালিকে তিরস্কার করিবার সময় রামচন্দ্র তাঁহার মতকে তুষ্ট শাক্য-মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমান কলেবরটী খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৫০০ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে, অনুমান করিতে হইবে।

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৬। মহাভারত সম্বন্ধে তথ্য কি?

"মহাভারত শ্রীব্যাসদেবের রচিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ব্যাস যুধিষ্ঠিরের সময়ে বেদ-বিভাগ-পূর্ব্বক 'বেদব্যাস'-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎকর্ত্তৃক ভারত-রচনা হইয়াছিল; বলা যাইতে পারে না। কেন না, ভারতে

জন্মেজয় প্রভৃতি পরবর্ত্তী রাজাদিগের বর্ণন আছে। বিশেষতঃ মহাভারতে মানব-শাস্ত্রের উল্লেখ থাকায় মহাভারতের বর্ত্তমান কলেবর খ্রীষ্টের পূর্ব্ব সহস্র বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হওয়া অনুমিত হয়। ইহাতে স্থির হয় যে, বেদব্যাস ভারত-গ্রন্থের কোন আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই ব্যাসান্তর-কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া পরে মহাভারত নামে প্রকাশ হয়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৭। বর্ত্তমান মনুসংহিতা কোন্ সময় রচিত হয় ?

"সকল স্মৃতি-গ্রন্থের প্রধান ও প্রাচীন মনুসংহিতা। মনুসংহিতা যে মনুর সময় রচিত হইয়াছিল, ইহা কুত্রাপি কথিত হয় নাই। যৎকালে মনু প্রবল হইয়া উঠিলেন, তখন প্রজাপতিগণ মনু-সন্তানদিগকে ভিন্ন শ্রেণী করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিয়দ্দূরে মনুর আশ্রমপদ বর্হিষ্মতী নগরী স্থাপন করাইলেন। তৎকাল হইতে প্রজাপতিরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা অর্পণ করত মনুকে ক্ষত্ররূপে বরণ করিলেন। এই স্থলে ব্রাহ্মণেতর ভিন্ন বর্ণের বীজ-পত্তন হইল। মনুও শীলতা-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রাধান্য প্রদান করত ভৃগ্বাদি ঋষিদিগের নিকট বর্ণধর্ম্মের ব্যবস্থা বর্ণন করেন; তাহাতে ঋষিগণ বিশেষ অনুমোদনপূর্ব্বক মানব-ব্যবস্থাকে স্বীকার করেন। ঐ ব্যবস্থা তৎকালে লিখিত ছিল না। কালক্রমে যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদ উপস্থিত হইল, তখন পরশুরামের সময় ঐ ব্যবস্থা-প্রাপ্তপদ কোন ভার্গবের দ্বারা শ্লোকরূপে পরিণত হইল। ঐ সময়ে বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ব্যবস্থাও তাহাতে সংযোজিত হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রায় ৬০০ বৎসর পরে পূর্ব্বগত পরশুরামের পদস্থ অন্য কোন পরশুরামের সাহায্যে বর্ত্তমান মানব-গ্রন্থ রচিত হয়।"

—উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৮। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের আদিম ইতিহাস কি ?

"যে সময়ে ভারতবর্ষে নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ-জনিত জড়ানন্দ মত অত্যন্ত প্রবল ছিল, যখন অপ্রাকৃত-তত্ত্বপরিপূর্ণ বেদশাস্ত্রকে কেবল ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া, নিরীশ্বর কর্ম্মবাদকে বৈদিক-মত বলিয়া জড়বাদী বিপ্রগণ সামান্য যজ্ঞাদির দ্বারা ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ ও মরণান্তে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরা ও অমৃত-সম্ভোগসুখ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন জড়ানন্দে অসন্তুষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব শাক্যসিংহ একদা শারীর-দুঃখের অপরিহার্য্যতা পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক নির্ব্বাণ-সুখ-সাধক বৌদ্ধ-বাদকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেও যে কেহ কেহ ঐ প্রকার নির্ব্বাণবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু শাক্যসিংহের সময় হইতে ঐ প্রকার বাদ বহুজনকর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ায়, তাঁহাকে আদি প্রচারক বলিয়া বৌদ্ধেরা

স্বীকার করিয়াছেন। কেবল শাক্যসিংহ নহে, তৎকালে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে বৈশ্যকুলোদ্ভব জিন-নামক কোন পণ্ডিত বৌদ্ধ মতের সদৃশ আর একটী মত প্রচার করেন। ঐ মতের নাম জৈন-মত। জৈন-মত ভারতেই আবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ-মত পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চীন, তাতার, শ্যাম, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।" —তঃ বিঃ

৯। কোন্ অধিকারে কোন শাস্ত্রের প্রচার হয়?

শাস্ত্রের নাম	কোন্ অধিকারে প্রচারিত হয়?
১। প্রণবাদি লক্ষণ সাঙ্কেতিক শ্রুতি	প্রাজাপত্যাধিকারে
২। সম্পূর্ণ শ্রুতি গায়ত্রাদিচ্ছন্দ	মানব দৈব ও কিয়দংশ বৈবস্বতাধিকারে
৩। সৌত্র শ্রুতি	বৈবস্বতাধিকারের প্রথমার্দ্ধে
৪। মন্বাদি স্মৃতি	বৈবস্বতাধিকারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে
৫। ইতিহাস	বৈবস্বতাধিকারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে
৬। দর্শন শাস্ত্র	অন্ত্যজাধিকারে
৭। পুরাণ ও সাত্বত-তন্ত্র	ব্রাত্যাধিকারে
৮। তন্ত্র	মুসলমানাধিকারে

—'উপক্রমণিকা'; কৃঃ সং

১০। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় কোন্ সময় হয়?

"আর্য্যদিগের যে-যে তীর্থ ছিল, ঐ সকল স্থান বৌদ্ধপ্রায় হইয়া গেল। এমত কি, ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের প্রায় সকল চিহ্নই লুপ্ত হইতে লাগিল। যখন এই প্রকার উপপ্লব অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল, তখন খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ দলবদ্ধরূপে বৌদ্ধ-বিনাশের যত্ন পাইতে লাগিলেন। তৎকালে ঘটনাক্রমে কৃতবিদ্য ও মহাবুদ্ধিশালী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কাশীনগরে ব্রাহ্মণদিগের সেনাপতি হইয়া উঠিলেন। ইঁহার কার্য্য আলোচনা করিলে ইঁহাকে পরশুরামের অবতার বলিয়া বোধ হয়।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১১। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের কি উপকার সাধিত হইয়াছিল।

"বৌদ্ধ-নাম দূরীভূত করিয়া শঙ্করাচার্য্য ভারতের কিয়ৎপরিমাণে সাংসারিক উপকার করিয়াছেন; যেহেতু পুরাতন আর্য্য-সমাজ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছিল; তাহা নিবৃত্তি হইল। বিশেষতঃ আর্য্য-গ্রন্থ-মধ্যে বিচার-পদ্ধতি প্রবেশ করাইয়া

আর্য্যদিগের মনের গতির পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন ; এমত কি, তাঁহার প্রদত্ত বেগ-দ্বারা আর্য্যদিগের বুদ্ধি নূতন নূতন বিষয়-বিচারে সমর্থ হইয়া উঠিল।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১২। পৃথিবীর সর্ব্ব সভ্যজাতি কোন্ সময় ভারতবাসীকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত ?

"যে সময় এইরূপ প্রকৃত সংস্কার প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই ভারতের যশঃসূর্য্য মধ্যাহ্ন-রবির ন্যায় অত্যন্ত প্রভাববান্ ছিল। সর্ব্বজাতি তখন ভারতবাসীদিগকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত। ইজিপ্ট্ (মিশর), চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা সে-সময় ভারতবাসীর নিকট সশঙ্কচিত্তে উপদেশ গ্রহণ করিত।"

—চৈঃ শিঃ ২।৩

১৩। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দেশ, প্রাচীন সভ্য জাতি, সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও সনাতন ধর্ম্ম কি ? সেই ধর্ম্ম কোন্ সময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণ-কলেবর হয় ?

"ভারতবর্ষ অপেক্ষা পুরাতন সভ্যদেশ নাই—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত ; আর্য্য জাতি অপেক্ষা পুরাতন সভ্য জাতি আর নাই। ইহা পাশ্চাত্ত্য গর্ব্বিত পুরুষেরা স্বীকার না করিলেও সর্ব্বকালে সত্য বলিয়া গণিত হইবে। সেই আর্য্যজাতির প্রথম বাস—ভারতে। ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতিদিগের সময়ে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। কশ্যপ—একজন প্রজাপতি। তাঁহার দৌহিত্রের পুত্র প্রহ্লাদ ; তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে 'বৈষ্ণবচূড়ামণি', বলা হইয়াছে। মনুপুত্র ধ্রুবকেও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ব্রহ্মার প্রথম সন্তানদের মধ্যে চতুঃসন ও নারদও—পরম বৈষ্ণব। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্ম অপেক্ষা পুরাতন ধর্ম্ম আর জগতে নাই। সেই বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে করিতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণকলেবর হইয়াছিল।"

—'পদরত্নাবলী', সঃ তোঃ ২।৯

১৪। মৃতদেহ সংরক্ষণ-ব্যবস্থার প্রণালী কে শিক্ষা দেন ? কেন এই ব্যবস্থা প্রচলিত হইল ?

"ছান্দোগ্যে প্রজাপতির নিকট ইন্দ্র ও বিরোচনের তত্ত্বশিক্ষা-লাভের যে আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিরোচন ম্লেচ্ছবুদ্ধির স্থূলতাক্রমে এই জড়দেহকে আত্মা বলিয়া স্থির করত মৃত্যুর পর জড়দেহের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তদীয় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাহার ইজিপ্ট্ দেশীয় শিষ্যগণ সেই শিক্ষাক্রমে 'মামি' অর্থাৎ মৃতদেহ-সংরক্ষণ-প্রথা স্বদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই প্রথা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যান্য ম্লেচ্ছখণ্ডে কবর দিবার বিধি হইয়াছে।"

—'দর্শন-শাস্ত্র', সঃ তোঃ ৭।১

১৫। কোন্ সময় দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে বুদ্ধির প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হয় ?

"সপ্তম শতাব্দী হইতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যেরূপ বুদ্ধির প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতা দেখা যায়, অন্যত্র সেরূপ নহে। শঙ্কর, শঠকোপ, যামুনাচার্য্য, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বাচার্য্য—এই সকল এবং আর আর অনেক মহা-মহা পণ্ডিত ঐ সময় হইতে ভারতের দক্ষিণ বিভাগের নক্ষত্র-স্বরূপ উদিত হন।" —'উপক্রমণিকা'. কৃঃ সং

১৬। বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য্য কোন্ মতে শারীরক-ভাষ্য রচনা করেন ?

"বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য্য ইঁহারাও বৈষ্ণব-মতের কিছু কিছু ভিন্ন আকার স্থাপন করত স্ব-স্ব মতে শারীরক ভাষ্য রচনা করিলেন।"

—উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

"হরেকৃষ্ণ" নাম নিয়ামক বা প্রভু। আর কর্ণ নিয়ম্য ও বশ্য। কর্ণ যেখানে নিয়ামক বা প্রভু হইতে চাহে, সেখানে নামশ্রবণ বা কীর্ত্তনশ্রবণ হয় না। হরি-কীর্ত্তনকে যে কর্ণ ভোগ করিতে বা মাপিয়া লইতে চাহে, সেইরূপ কর্ণের বৃত্তির দ্বারা হরিকীর্ত্তন বা হরিনাম শ্রুত হয় না। সেই বৃত্তির নামই—অপরাধ। আমরা সেব্য—এই বিচারই অচিদ্‌জ্ঞান। আর আমরা অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবানেরই সর্ব্বতোভাবে ভোগ্য—এই উপলব্ধিই চিন্ময়জ্ঞান। ভগবদ্দর্শন-কথার অর্থ—**Cent per cent engagement of the senses in the service of the Divine Personality or Absolute.**

কীর্ত্তন জিনিষটী শ্রবণের উপর নির্ভর করে। কেবল সুর, তাল, মান লয়ের কসরৎ—যাহা লোকের ইন্দ্রিয়মাত্র তৃপ্ত করে, তাহা কীর্ত্তন নহে। কীর্ত্তন, ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রত্যেক তন্ত্রীতে আপনাকে ঐক্যতানে ঝঙ্কৃত করিবে। যিনি সব ভেজাল জিনিষগুলিকে চুরি করিয়া মানুষের মঙ্গল করেন, তিনিই হরি। হরিকথা যত শুনা যাইবে, ততই সুবিধা হইবে। হরি কখনও অনিত্য বস্তুকে হরণ অর্থাৎ আত্মসাৎ করেন না। তিনি ভেজাল জিনিষকে সরাইয়া দিয়া নির্ম্মল চিদানন্দ সত্তাকে আত্মসাৎ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা যেস্থলে আছেন, তাহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে—যদি তাঁহারা সাধুগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল থাকেন। হরিকথা-শ্রবণে প্রত্যেকেরই মঙ্গল লাভ হইতে পারে। পরমেশ্বরের প্রীতিসন্ধানের নামই ভক্তি, বদ্ধজীবের প্রীতিসাধন ভক্তি নহে। অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামানুশীলনই কৃষ্ণানুশীলন। কৃষ্ণানুশীলনকারীর বাণী অনুক্ষণ কর্ণে শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রবণের দ্বারাই মঙ্গল হইবে।

আমাদের মনকে রোজ দু'শ ঝাঁটাপেটা করিতে হইবে। কেননা আমাদের মন তৃণাদপি সুনীচ হইতেছে না। ইহার মূল কারণ—আমরা সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে চাহি না। লীলার অন্তর্গত পরিকর। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ-লীলার অন্তর্গত পদার্থ। লীলাই পূর্ণ। লীলায় প্রবেশই পূর্ণবিচার। লীলার অনুকূল কি কি?—রাধাকুণ্ড, কুঞ্জকুটীর, গোবর্দ্ধন, কলিন্দনন্দিনী, মানসগঙ্গা প্রভৃতি। মনুষ্যজীবনের চরম তাৎপর্য্য ও সার্থকথা এই যে, ঐ সকল বস্তুকে লীলার অনুকূল-রূপে দর্শন। সেই দর্শন বঞ্চিত হইলেই সংসার। রাধাকুণ্ড, কুঞ্জকুটীর, গোবর্দ্ধন ও যমুনা প্রভৃতি লীলানুকূল, সেবানুকূল বস্তুসমূহকে যখনই সংসারের জিনিষ বলিয়া ভুল হয়, তখনই সংসার আসিয়া গ্রাস করে।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নাম, ধাম ও কামের সেবা করাই কর্ত্তব্য। যাহারা বৈষ্ণবানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষবাদী হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা অধোক্ষজের সেবা করেন না।

যিনি হরিনাম না করেন, তিনি ভোগ ত্যাগে আসক্ত হইয়া পড়িবেন। হরিনাম না করিলে জীবের নিশ্চয়ই ভোগ হইয়া যাইবে। এক মিনিট কালও হরিভজন না করিলে সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িতে হইবে। নিষ্কিঞ্চন ভক্তের পদধূলিকে মুকুট করিতে না পারিলে আমাদের কখনই সুবিধা হইবে না। কৃষ্ণ-ভক্তের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইতে না পারিলে মায়া আমাদিগকে সংসারকূপে ফেলিয়া দিবে।

তৃণাদপি সুনীচ হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে। যিনি কীর্ত্তন করেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। কীর্ত্তিত বিষয় শ্রবণই শিষ্যের বিচার। শ্রীগুরুমুখের কীর্ত্তন শ্রবণেই সেইসকল কথা হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। আমিও তাই শিষ্যের মত এইসকল শ্রবণ করিবার অধিকারী হইয়াছি। ভগবান্ ও ভগবানের ভক্তের নিকট কি করিয়া দৈন্যসহকারে যাইতে হয়, কি করিয়া তাঁহাদের স্তুতি গান করিতে হয় ও তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে হয়, শ্রবণমুখে তাহা শিক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কি করিয়া নিজে অমানী হইয়া অন্য লোককে মান দিতে হয়, সর্ব্বপ্রকার

নিশ্চেষ্টতাকে স্তব্ধ করিয়া শ্রীভগবান্ ও ভক্তের উদ্দেশ্য কিরূপ স্তুতিগান করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিবার বিষয়।

আমাদের জন্মজন্মান্তর হউক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের ধূলি হইয়া শ্রীরূপানুগপদ্ধতি অনুগমন করিতে পারি। স্বীয় অযোগ্যতার উপলব্ধিরূপ দৈন্যই ইহার মূল। আমি অযোগ্য—এই বিচার যদি স্বতঃ পরতঃ আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের শোভা লক্ষ্য করিতে পারিব।

চেতনবৃত্তিতে মনোধর্ম্ম নাই। শ্রীচৈতন্যভক্তের শ্রীচৈতন্যের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। জগতের লোকের অন্যান্য কাজ পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ কখনও জগতের অন্যান্য লোকের ন্যায় হিংসার কথা বলেন না। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ আমাদের মঙ্গল বিধান করিতে সচেষ্ট, কিন্তু আমরা তাহাতে বাধাপ্রদানে যত্নবান্; প্রথম বাধা আমাদের স্থূলদেহ, দ্বিতীয় বাধা দেওয়ার যন্ত্র আমাদের মন।

রাজা মুচুকুন্দের উক্তিই বাস্তবজ্ঞান (২)

প্রেমান্বিত রাজা মুচুকুন্দ ভগবান্ বাসুদেব-কর্ত্তৃক ইচ্ছামত বরলাভের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াও তাহা প্রত্যাখ্যানমুখে তাঁহার বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছেন।—

বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশ মায়য়া ত্বদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্।
সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ॥

হে ঈশ, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই আপনার মায়ায় বিমোহিত অর্থাৎ মোহ বা অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অনর্থ বা অবাস্তবকে বাস্তব-জ্ঞান করত আপনাকে সেবা করে না, পরন্তু পরস্পর বঞ্চিত হইয়া সুখেচ্ছায় দুঃখজনক গৃহে আসক্ত হইয়া থাকে।

লব্ধ্বাজনো দুর্ল্লভমত্র মানুষং কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতির্গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ॥

মনুষ্যেতর জন্ম হইতে কর্ম্মচক্রে অনায়াসে বিনা চেষ্টায় দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম ও অবিকলাঙ্গ শরীর লাভ করিয়াও আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের সেবা করে না, পরন্তু ধ্বংসশীল দেহাদিতে মতিনিবিষ্ট করত পশুর ন্যায় অন্ধকূপে (দীর্ঘকাল অব্যবহৃত কূপ) পতিত হয়, অর্থাৎ গৃহকে অন্ধকূপ-সদৃশ ভয়ঙ্কর জ্ঞান না করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে ও আসক্ত হইয়া থাকে।

মমৈষ কালোঽজিত নিষ্ফলো গতো রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ।
মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোশভূষাসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া॥

হে অজিত, দেহকে আমি জ্ঞান করত পুত্র, স্ত্রী, কোষ ও রাজ্যে আসক্ত এবং রাজসম্পদে অভিমত্ত হইয়া দুরন্ত চিন্তায় এতাবৎকাল নিষ্ফলে অর্থাৎ বৃথায় অতিবাহিত করিয়াছি।

কলেবরেঽস্মিন্ ঘটকুড্যসন্নিভে নিরূঢ়মানো নরদেব ইত্যহম্।
বৃতো রথেভাশ্বপদাত্যনীকপৈর্গাং পর্য্যটংস্ত্বাগণয়ন্ সুদুর্ম্মদঃ॥

এতাবৎকাল ঘটকুড্যতুল্য জড় দেহে 'আমি নরশ্রেষ্ঠ'—এই অভিমানে রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক এবং সেনাপতিগণদ্বারা পরিবৃত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে আপনাকে চিন্তা না ক'রয়া অতিশয় মদমত্ত ছিলাম।

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ॥

হে ভগবন্, যাহারা নিরন্তর "এই কার্য্যের পর অমুক কার্য্য করিব" এইরূপ মনোরথ পরম্পরায় নিতান্ত অসাবধান হইয়া বিষয়লালসাযুক্ত এবং বিষয়প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় অত্যধিক লোভগ্রস্ত হয়, নিত্যপ্রবুদ্ধ, কালরূপী আপনি—ক্ষুধাতুর সর্পের সহসা মূষিকাক্রমণের ন্যায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকেন।

যতদিন জীব স্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে, ততদিন নিজক্ষুদ্রত্ব ও তুচ্ছত্ব সে বুঝিতে সক্ষম হয় না। সে রজোগুণে উন্মত্ত হইয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করে। সে তাহার অণুত্ব ভুলিয়া বিভুত্বের অভিমান করে এবং অশেষ কামনাযুক্ত হইয়া কামনাপূরণে ব্যস্ত থাকিয়া দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মকে সার্থক করিতে পারে না। ভক্ত-কবিগণ নিরন্তর ইহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।—

অশেষ কামনা, হৃদিমাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভ পরায়ণ।
লোভমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসাগর্ব্ব বিভূষণ॥
কুলধন পাঞা, উন্মত্ত হইয়া,
আপনাকে জান বড়।
শমনের দূতে, ধরি' পায়ে হাতে,
বাঁধিয়া করিবে জড়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহোপদেশ তাহার কর্ণগোচর ও গ্রাহ্য হয় না।

অণুস্বরূপ তাহার বিভুত্বের অভিমান যে মহা দম্ভ তাহা সে বুঝিতে অক্ষম হইয়া আসুরিক ধারণার "সোঽহম্", "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বাক্যে সদা রমণ করিতে চেষ্টা করে। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ"—এই সত্য বেদবাক্য তাহার বোধগম্য হয় না। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়ঃ নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥" বদ্ধজীব জড়াভিমানে নিজকে যত বৃহৎ বলিয়া ধারণা করুক না কেন ভগবান্ তাহার সমস্ত অভিমান কালস্বরূপে বিধ্বংস করিয়া থাকেন। যে দেহকে কেন্দ্র করিয়া তাহার এই মিথ্যা অভিমান, সেই দেহের গতি বর্ণন করিয়া রাজা মুচুকুন্দ বলিলেন।—

পুরা রথৈর্হেমপরিষ্কৃতৈশ্চরন্ মতঙ্গজৈর্বা নরদেবসংজ্ঞিতঃ।
স এব কালেন দুরত্যয়েন তে কলেবরো বিট্কৃমিভস্মসংজ্ঞিতঃ॥

পূর্ব্বে যে দেহ সুবর্ণমণ্ডিত রথ অথবা গজসমূহদ্বারা বাহিত হইয়া ভ্রমণকালে রাজ-সংজ্ঞায় অভিহিত হয়, সেই দেহই আপনার দুরতিক্রমণীয় কালগতিতে বিষ্ঠা, কৃমি বা ভস্মসংজ্ঞায় কথিত হইয়া থাকে।

দশদিক্‌বিজয়ী মহাবলশালী রাজা বলিয়া অভিমানও যে মিথ্যা তাহা এক্ষণে সপ্রমাণ বর্ণন করিতেছেন। সে দিগ্বিজয়ী বলিয়া অভিমানী কিন্তু নিজেন্দ্রিয়গুলিকে জয় করিতে সক্ষম না হওয়ায় বানরের ন্যায় জীবনযাপন করে।—

নির্জিত্য দিক্‌চক্রমভূতবিগ্রহো বরাসনস্থঃ সমরাজবন্দিতঃ।
গৃহেষু মৈথুন্য সুখেষু যোষিতাং ক্রীড়ামৃগঃ পুরুষ ঈশ নীয়তে॥

হে ভগবন্, যিনি নিখিল দিঙ্‌মণ্ডল বিজয়ান্তে সংগ্রামশূন্য অবস্থায় উত্তম সিংহাসনে অবস্থিত হইয়া আত্মসদৃশ রাজগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত হয়েন, তাদৃশ পুরুষও মৈথুন্যসুখপর গৃহে কামিনীগণের ক্রীড়ামৃগের ন্যায় আজ্ঞাকারী হইয়া থাকেন।

করোতি কর্ম্মাণি তপঃসুনিষ্ঠিতো নিবৃত্তভোগস্তদপেক্ষয়াদদৎ।
পুনশ্চ ভূয়াসমহং স্বরাড়িতি প্রবৃদ্ধতর্ষো ন সুখায় কল্পতে॥

যাহারা অতিশয় বিষয়ভোগলালসাগ্রস্ত, তাহারা "আমি জন্মান্তরে ইন্দ্রত্ব লাভ করিব"—এইরূপ সঙ্কল্পবশবর্ত্তী হইয়া ঐহিক ভোগশূন্য অবস্থায় তপস্যায় নিযুক্ত হওয়ায় সুখানুভবের অবসরই প্রাপ্ত হয় না।

রাজা মুচুকুন্দ এতদ্বারা তাহাদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন। "অতি লোভে তাঁতি নষ্ট"—ন্যায়বাক্যই রাজার বক্তব্য।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥

হে অচ্যুত, এইরূপে সংসরণশীল ব্যক্তির যৎকালে বন্ধনদশার শেষ হয়, তখনই সৎসঙ্গম ঘটিয়া থাকে এবং যখন সৎসমাগম হয় তখনই সাধুজনের পরমগতিস্বরূপ, নিখিল কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা আপনার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই মুক্তি লাভ হয়।

জন্ম ও মৃত্যু অতীব যন্ত্রণাদায়ক। বদ্ধজীব স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিয়াও তাহা হইতে নিষ্কৃতির চেষ্টা করে না। তাহার এই মোহাচ্ছন্নতা মোহমুক্ত জীবের সঙ্গব্যতীত সম্ভব নয়। মোহাচ্ছন্ন জীবের সংসর্গে মোহ দূরীভূত হয় না, পরন্তু তাহা বর্দ্ধিতই হয়। পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন ও সমাজ যদি মোহগ্রস্ত হন, তবে তাহাদের সঙ্গফলে মোহ অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; মোহ অপনোদিত হয় না।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

যাহারা গৃহব্রত অর্থাৎ মৈথুন্যসুখকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া বিচার করে, সেই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহার পুত্রকন্যাদিগকে মৈথুন্যসুখই যে মনুষ্য জন্মের সার্থকতা তাহাই উপদেশ বা শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। পরন্তু মৈথুন্যসুখই যে চরম অমঙ্গল তাহা শিক্ষাদান করেন না। যে সমাজ বা দেশ এই মৈথুন্যসুখকেই সমাদর করে তাহারা কিরূপ মোহাচ্ছন্ন তাহা সুধী ব্যক্তিগণই উপলব্ধি করেন। এই ভারতবর্ষ অধুনা বহির্ভারতের দুঃসঙ্গ হইতে এই মৈথুন্যসুখকেই চরম সুখ বলিয়া গণনা করিতেছে। তজ্জন্যই ঋষিদের সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া পাশ্চাত্ত্য সমাজব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় বা শিক্ষাকেন্দ্রে ব্রহ্মচর্য্য সেই কারণে বাধ্যতামূলক না করিয়া তাহার উৎসাদন করা হইয়াছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া চিৎকার করিতেছে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি এবং ঋষিদের ব্যবস্থার পুনঃ প্রচলন না করিয়া গর্ভপাতরূপ মহাপাপকর্ম্মকে বাধ্যতামূলক করিয়াছে। তাহার বধির কর্ণে এবং মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধিতে ইহার ভয়ঙ্কর বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও শাস্ত্রের বাণী প্রবেশ করে না। পরন্তু অধিকতর মৈথুন্যসুখাদির ব্যবস্থা করিয়া সমাজসেবা বলিয়া গর্ব্বানুভব করিতেছে। টেলিভিশন প্রভৃতির ব্যাপক প্রচার ও পরিবার পরিকল্পনা তাহারই যথেষ্ট নিদর্শন। ইহা যে সমাজকে তমিস্র নরকভাগী করিতেছে তাহা সমাজকল্যাণকারীদের কর্ণগোচর ও বুদ্ধিগম্য হইতেছে না। তাহাদের প্রবর্ত্তিত বিবাহ-ব্যবস্থার নারকীয় পরিণতিতেও তাহারা বিন্দুমাত্র ভীত নহে। তাহারা যখন ভগবানের বাণীকেও আগ্রহ্য করিতেছেন, তখন মনুষ্যের চিৎকারে তাহাদের কিছুই ক্ষতি নাই। তাহারা কি গীতাশাস্ত্রের নিম্নলিখিত বাণীর সমাদর করিবেন?

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥

(গীঃ ১।৪০-৪৩)

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ, অধর্ম্মের দ্বারা অভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়। হে বার্ষ্ণেয়, কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। কুলে সংমিশ্রণ হইলে কুলনাশকগণ নরকগামী হয় এবং শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণও নরকে পতিত হন। এই সমস্ত বর্ণসঙ্করকারক দোষের দ্বারা কুলনাশকগণের সনাতন বর্ণধর্ম্ম কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়।

রাজা মুচুকুন্দ বলিলেন—এই মোহাচ্ছন্ন সংসারদশা সৎ বা সাধু সমাগম ব্যতীত কখনও দূরীভূত হয় না। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য বা শ্রেষ্ঠত্ব কি? ইহার ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য্যই কেবলমাত্র তাহা নহে। তাহার শ্রেষ্ঠত্বের মুখ্য কারণ ভারতবর্ষ সাধুগণ অধ্যুষিত ও সাধু প্রভাবিত। সাধুগণই ইহার গর্ব্বের এবং গৌরবের মুখ্য বস্তু। পাশ্চাত্ত্য বা বহির্ভারতের অনুকরণ ও অনুসরণজনিত বৈজ্ঞানিক কলকারখানার উন্নতিদ্বারা ভারতের গৌরব প্রচার করা সমীচীন নহে। ইহার আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রচার্য্য-বিষয়। বিমুক্তি বা প্রেমভক্তিই ভারতের অসাধারণ বা বিশ্ববন্দিত শ্রেষ্ঠত্ব। সেই বিমুক্তির অধিকারী বা পাত্র প্রকৃত মহৎ বা সাধুগণ। তাঁহাদের সঙ্গব্যতীত কাহারও সংসারদশা বা যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা প্রভৃতি এককথায় ত্রিতাপ দূরীভূত হইতে পারে না। সমস্ত বিশ্ব এই কারণেই ভারতের মুখাপেক্ষী। ধন-সম্পদের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াও তাহারা জ্বালা-যন্ত্রণায় অধিকতর কাতর। বিশ্বের অন্যত্র কোথাও এই প্রেমবস্তুর গন্ধমাত্রও নাই। সর্ব্বত্রই কামের তাণ্ডব। হায় ভারত! আজ তুমিও সেই কামের তাণ্ডবকেই উন্নতি জ্ঞান করত তাহারই প্রচলন করিতেছ! প্রেমাবতার মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের অবদানকে অবহেলিত করিয়া সমাজসেবার নামে কামের সম্প্রসারণ তোমার কর্ত্তব্য নহে। জন্ম-মৃত্যুরূপ দাবানল হইতে কোন্ পথে সুষ্ঠুভাবে রক্ষা হয়, তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ বিস্মৃত হইলে কল্যাণলাভ সম্ভবপর নহে। তাঁহার শিক্ষাষ্টকই ভারতের প্রকৃত গৌরব।—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥ ১ ॥
নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥
ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥
যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ ৭ ॥
আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই শিক্ষাষ্টকের যে ভাবার্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই আমাদের পরমাদরনীয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

———

অভক্তে মহদ্‌গুণ অসম্ভব

প্রাকৃত গুণ-দোষের সংমিশ্রণে এই পার্থিব জগৎ নির্ম্মিত, গুণের সহিত দোষ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রাকৃত গুণে গুণান্বিত হইলেও কোন ব্যক্তি প্রাকৃত দোষের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না। রূপসম্পন্ন ব্যক্তি গুণহীন হইলে তাঁহার প্রতি কেহই আকৃষ্ট হন না। যেমন শিমূল ফুল দেখিতে অতি মনোহর হইলেও তাহাতে গন্ধ অর্থাৎ গুণ না থাকিবার ফলে কেহই তাহাকে আদর করেন না, তেমনই রূপসম্পন্ন ব্যক্তি রূপচ্ছটায় দশদিক আলোকিত করিয়াও মাকাল ফল হইলে লোকে তাহাতে প্রীতিযুক্ত হন না। কথায় বলে,—"অগুণস্য হতং রূপম্" অর্থাৎ 'নির্গুণ ব্যক্তি রূপবান্ হইলেও তাহার রূপ বৃথা।' রূপযুক্ত অথচ গুণশূন্য ব্যক্তির দ্বারা প্রথমে কেহ আকর্ষিত হইলেও পরে সম্পূর্ণরূপে তাহার মোহ ঘুচিয়া যায়। রূপসম্পন্ন ব্যক্তির প্রাকৃত কোন গুণ নাই ইহাও আবার অতি অবাস্তব কথা। কারণ অত্যধিক প্রাকৃত দোষের দ্বারা স্বল্প পরিমাণ প্রাকৃত গুণ আচ্ছাদিত হয় বলিয়াই বহির্দৃষ্টিতে রূপসম্পন্ন ব্যক্তির প্রাকৃত কোন গুণ নাই বলিয়া অনুভূত হয়। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার স্বল্প পরিমাণ হইলেও প্রাকৃত সদ্‌গুণ রহিয়াছে।

প্রাকৃত জগতে মায়াবদ্ধ জীবগণ যে প্রাকৃত সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির আদর করিবে —তাহা ত' অতি স্বাভাবিক কথা। তাঁহাদের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ দৃষ্টিতে গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত মহদ্‌গুণসমূহ পরিদৃষ্ট কিরূপে হইবে? তাঁহারা যাহাদিগকে মহৎ ব্যক্তির আখ্যায় আখ্যায়িত করেন, তাঁহাদের দ্বারা কোনকালে জগতের কোন মঙ্গলময় কার্য্য সাধিত হয় না। যাঁহারা কৃষ্ণসেবোন্মুখী হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবলমাত্র মহদ্‌গুণের প্রকৃত মূল্যায়ন করিতে পারেন। "গুণী গুণং বেত্তি" অর্থাৎ 'অপ্রাকৃত গুণী ব্যক্তিই অপ্রাকৃত গুণবাণের গুণ বুঝিতে পারেন।' যেরূপ যেইস্থানে পণ্ডিত ব্যক্তি নাই, সেইস্থানে মূর্খ ব্যক্তিও পণ্ডিত বলিয়া পূজিত হয়, যেই দেশে বৃক্ষ নাই তথায় এরণ্ড বৃক্ষও বৃক্ষমধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে; তদ্রূপ যেইস্থলে গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত গুণসমূহ প্রকাশিত হয় নাই, সেইস্থলে প্রাকৃত সদ্‌গুণসমূহই বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন পচা আদার ঝাল বেশী হইয়া থাকে, তেমনই প্রাকৃত সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইবার ফলে অধিক পরিমাণে মায়াগ্রস্ত হইয়া থাকে।

যাবতীয় সদ্‌গুণাবলী নিত্যভাবে বৈষ্ণবেই দেখিতে পাওয়া যায়। অবৈষ্ণবে সদ্‌গুণসমূহের স্থায়িভাবে অবস্থান অসম্ভব। প্রত্যক্ষের বাজারে গণগড্ডালিকার স্রোতে

ভাসমান অক্ষজ জনগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূর্খকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, ঘোর পরাধীনতাকে পরম স্বাধীনতা, নিকৃষ্ট গোদাসগণকে শ্রেষ্ঠ গোস্বামী এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থান্ধতাকে সর্ব্বাপেক্ষা উদার প্রতিপন্ন করিতে গিয়া জনমানসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। সাধারণ জনগণ বিভ্রান্তিকেই সঠিক নির্দ্ধারণ করিয়া প্রকৃত সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণের স্বভাব এই যে, তাহারা কপটতা করিয়া নিজেদের জন-সেবক, দাতা, ধার্ম্মিক, উদার, বুদ্ধিমান্, সমাজ-সেবক, দেব-পূজক প্রভৃতি বহু মায়িক গুণে গুণবান্ জাহির করিতে গিয়া ভগবানের সম্পত্তি ষোল আনাই আত্মসাৎ করিবার মতলব করেন। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি আকাঙ্ক্ষার অগ্নি হৃদয়ে লুক্কায়িত রাখিয়া নিজেদের সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তির পরিচয়ে পরিচিত করিবার প্রচেষ্টা অত্যন্ত ঘৃণার্হ। দরিদ্র-সেবা, সমাজ-সেবা, দেশ-সেবা, পশু-পক্ষী-সেবা, শরীর-সেবা, পিতা-মাতার সেবা প্রভৃতি বিশেষ গুণ বলিয়া জগতে আদর লাভ করিলেও পারমার্থিক জগতে এই গুণসমূহের কানাকড়িও মূল্য নাই। দরিদ্র-সেবা প্রভৃতির মধ্যে কৃষ্ণপ্রীতির লেশমাত্র নাই, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকায় অমঙ্গলজনক। 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম', 'জীবে দয়া কর', 'সদা সত্য কথা বলিও', 'চুরি করা মহাপাপ' প্রভৃতি বহু সম্মানিত জাগতিক নীতিসমূহও কৃষ্ণভক্তিকে অনুসরণ না করিলে মূল্যহীন হইয়া যায়। 'লবণ ছাড়া তরকারীর বিস্বাদের' ন্যায় কৃষ্ণভক্তিহীন প্রাকৃত সদ্‌গুণসমূহ বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে মাত্র। বহির্বিষয়সুখে সতত ধাবমান প্রাকৃত সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে মহৎ বা সজ্জনগণের গুণরাশির কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

(ভাঃ ৫।১৮।১২)

"ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি যাঁহার নিষ্কাম সেবাপ্রবৃত্তি বা অহৈতুকী ভক্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত সকল দেবতাই তাঁহাতে সম্যগ্‌রূপে (নিত্যকাল) অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগরত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা যে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত, তাহাতে মহদ্‌গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?"

প্রাকৃত সদ্‌গুণ, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, ভাষা, বুদ্ধি বা জাতি—এই সকল মহানুভব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির কারণ নহে। অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন,

সর্ব্বগুণান্বিত গুণবান্ পণ্ডিত হইয়াও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যভাগবতের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুন্দর দেহ, যৌবন ও আভিজাত্য —এই ছয়টী সাধুব্যক্তিদিগেরই গুণ। কিন্তু এই ছয়টীই আবার অসাধুব্যক্তিগণের নিকট বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। ঐ সকল গুণের দ্বারা অভিমান বৃদ্ধি হওয়ায় অসাধুগণের বিবেকজ্ঞান লুপ্ত হয়। সুতরাং তাহারা অভিমানদৃপ্ত হইয়া মহজ্জনের তেজ দর্শন করিতে পারে না।" অসুর বালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতেও পাওয়া যায়,—"নির্ম্মল (নিষ্কাম) ভক্তির দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরি যেরূপ প্রীতি লাভ করেন ; দান, তপস্যা, শৌচ ও ব্রতাদির দ্বারা তদ্রূপ প্রীত হন না, কেন না শ্রীহরিভজন ব্যতীত অন্য যাহা কিছু তাহা সকলই বিড়ম্বনামাত্র।" রাজা পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীল শুকদেবের উক্তির মধ্যেও পাওয়া যায়,—"কি তপস্বী, কি দানশীল, কি যশস্বী, কি মন্ত্রবিৎ, কি সদাচারী পুরুষগণ—ইহারা কেহই যাঁহার নিকট স্ব-স্ব অনুষ্ঠানাদি সমর্পণ না করিয়া কোনপ্রকারেই মঙ্গললাভ করিতে পারে না, সেই (নিত্য কীর্ত্তনীয়) মঙ্গলময় শ্রীহরিকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।" শ্রীনৃসিংহ-দেবের প্রতি ভক্ত প্রহ্লাদের স্তবেও যাওয়া যায়,—"আমার মনে হয়—ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, কান্তি, প্রতাপ, শারীরিক বল, উদ্যম, প্রজ্ঞা ও অষ্টাঙ্গ যোগ ইত্যাদি দ্বাদশটী গুণ পরমপুরুষের আরাধনার বিষয়ে যোগ্য নহে, যেহেতু ভগবান্ শ্রীহরি কেবলা ভক্তিপ্রভাবেই গজেন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

জল যেরূপ মীনগণের অভীষ্ট বস্তু, সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্মসেবাও তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হওয়া উচিত। মহদ্‌ব্যক্তিও যদি সেই শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসক্ত হন, তাহা হইলে জগতে যে মহত্ত্ব প্রসিদ্ধ আছে, তিনিও সেই তুচ্ছ পার্থিব মহত্ত্বই ধারণ করেন—যথার্থ মহত্ত্ব তাঁহাতে কিছুতেই থাকে না। 'নুন খাই যার, গুণ গাই তার'—এই নীতি অবলম্বনে সাময়িক উপকারকের গুণগানে মত্ত থাকিলে তাহাতে নিজের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। হরি-গুরু-বৈষ্ণব সর্ব্বসদ্‌গুণের আকর, তাঁহাদের গুণগান কীর্ত্তন জীবের মহানুভবতার পরিচায়ক।

ভক্তিদ্বারা বশীভূত হইয়া ভগবান্ ও তাঁহার পরিকর দেব-মুনিগণ স্ব স্ব গুণের সহিত ভক্তে বর্ত্তমান থাকায় ভক্তিরই সদ্‌গুণদাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। বৈষ্ণবের লৌকিক বৃত্তিগত সমাচারে দুইটী বিষয় লক্ষিত হয় ; প্রথমতঃ তিনি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর নিত্য-সেবকাভিমানী এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি যোষিৎসঙ্গী নহেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব-

গণ অপ্রাকৃত সদ্‌গুণদ্বারা বিভূষিত হইলেও মায়াবদ্ধ জীবসকল তাহা জড়বুদ্ধিদ্বারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মহাভাগবতের ২৬টী সদ্‌গুণের মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতাই মুখ্য। এই সদ্‌গুণ ভগবানে ও ভক্তে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—

সর্ব্ব মহা গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে॥
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭২-৭৭)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যত্রও পাওয়া যায়,—

সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃ-গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর॥
সবার সম্মানকর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-শূন্য তাঁর চিত॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ প্রকাশ।
সে-সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৮।৫৪-৫৭)

এই প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণে দেবর্ষি নারদ ধর্ম্ম-ব্যাধকে বলিয়াছেন,—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥
অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃশুদ্ধিস্তপঃ শান্ত্যাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনম্॥

"হে ব্যাধ! তোমাতে যে অহিংসাদি গুণসকল হইবে, ইহা অদ্ভুত নয়। যেহেতু যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা স্বভাবতঃ পর-পীড়নে বিরত। অন্তঃশুদ্ধি ও বহিঃশুদ্ধি তথা তপ ও শান্ত্যাদিগুণসকলও হরিসেবা-কামনাযুক্ত পুরুষকে স্বয়ং আশ্রয় করে।" কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্যান্য সদ্‌গুণসমূহ বৃথা। তাই শ্রীল ভক্তি-

বিনোদ ঠাকুর সজ্জনতোষণী ৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"ভক্তি হইলে সদ্‌গুণ অনায়াসে উপস্থিত হইবে। কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্‌গুণ হইলেও যে পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত সমস্ত সদ্‌গুণেরও মাহাত্ম্য নাই। কৃষ্ণভক্তিবিহীন সদ্‌গুণসম্পন্ন জীবের জীবন বিফল বলিয়া জানিবেন।"

ভক্তগণকে সদ্‌গুণরাশি সংগ্রহের জন্য পৃথক্‌ভাবে চেষ্টা করিতে হয় না, উহা স্বয়ংই উদিত হয়। কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে ভক্তের মধ্যে অজস্র সদ্‌গুণসমূহের উদয় হয়। শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করিলে অনর্থনাশ ও সদ্‌গুণোদয় অতি শীঘ্রই হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গেই জীবের সদ্‌গুণরাশির আবির্ভাব সম্ভবপর; নতুবা কেবল নৈতিক ও যোগাদি মার্গে সদ্‌গুণরাশি সংগ্রহের প্রচেষ্টা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সজ্জনতোষণী ৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —"যোগাভ্যাসে যে যম, নিয়ম, প্রত্যাহার শিক্ষার প্রথা আছে, তাহা কষ্টকল্প, বহুকালব্যাপী এবং অনেক অবান্তর ব্যাঘাতদ্বারা প্রতিহত হয়। যে-পর্য্যন্ত ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা হয় নাই, সে পর্য্যন্ত জীবের যোগমার্গীয় গুণ সাধনের শ্রেয়তা দেখা যায়। অতএব উদিতশ্রদ্ধ পুরুষের সাধুসঙ্গে কেবল ভজন প্রয়াসেই সমস্ত গুণগণ উদয় হইবে। যোগমার্গে বা নৈতিকমার্গে গুণাভ্যাস হয়, তাহাতে ভক্তের প্রয়োজন নাই। তত্তন্মার্গে লব্ধগুণ পুরুষসকল ভক্তিহীন হইলে কুরূপা স্ত্রীর অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় সুন্দর শোভা লাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যদি সাধুকৃপায় ভক্ত্যুন্মুখী শ্রদ্ধা কোন ভাগ্যক্রমে লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই উত্তমা ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন সন্দেহ নাই।"

"আমি বড় পণ্ডিত, বড় বাহাদুর, বড় গুণী, বুদ্ধিমান, বক্তা, গায়ক; আর সকলে মূর্খ, নির্ব্বোধ, কিছু বলিতে পারে না"—এইরূপ চিন্তাধারা চরম অমঙ্গলের কারণ। ইহাতে, কেবলমাত্র পরচর্চ্চা থাকিবার ফলে কৃষ্ণে অনুরাগের কোন সম্ভাবনা থাকে না। পরচর্চ্চা ছাড়িয়া হরিচর্চ্চা করিলে জীবের মঙ্গললাভ সম্ভব হয়। ভগবদ্‌-বৈমুখ্যতা কোন ক্রমে আদরণীয় নহে। শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইয়াছেন,—যাবতীয় পাণ্ডিত্য, ধারণা ও সম্পদ্‌সমূহ হরিসেবায় নিযুক্ত করিলেই জীবের পরমমঙ্গল লাভ হয়। প্রাকৃত সদ্‌গুণসমূহ কালের প্রভাবে বিনষ্ট হইবে কিন্তু কৃষ্ণভক্তিযুক্ত সদ্‌গুণ-সমূহ চিরকাল অচলা থাকিবে। তাই জাগতিক সদ্‌গুণসমূহ সংগ্রহের চেষ্টায় রত না থাকিয়া ভগবদনুশীলন করিলে জীবের মহত্ত্ব পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বোধায়ন মহারাজ

শ্রীগুরুতত্ত্ব

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে শ্রীগুরুকে 'চৈতন্যের দাস' বলিয়া আবার তাঁহারই প্রকাশবিগ্রহরূপে বর্ণন করিয়াছেন, অথবা বলিয়াছেন গুরুই কৃষ্ণের রূপ বা গুরুরূপেই কৃষ্ণ ভক্তগণকে কৃপা করিয়া থাকেন—ইহাতে আপাতবিরোধীভাব বলিয়া এই ধারণা হয় যে—শ্রীগুরু একই সময়ে কিভাবে 'ভক্ত বা চৈতন্যের দাস' এবং 'কৃষ্ণের প্রকাশ বিগ্রহ' বা 'কৃষ্ণরূপ' হইবেন?

প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তিশাস্ত্রানুসারে শ্রীগুরুদেব যদি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্তই হন, তাহা হইলে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বা আবির্ভাব বলিয়া মনে করিবার উদ্দেশ্য কি? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যে গুর্বষ্টকে লিখিয়াছেন,- "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।" বা শাস্ত্রাদিতে তাঁহাকে যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি?

আর একটী বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য। চৈঃ চঃ ১।২।১৫ পয়ারে বলা হইয়াছে,—

"কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার ও প্রকাশ।
কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস॥"

পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপের বিশেষত্ব এই যে, ইঁহারা স্বরূপতঃ একই তত্ত্ববস্তু, শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন। গুরুতত্ত্বকে ইহাদের অন্তর্ভুক্ত না করার হেতু এই যে, গুরু স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ নহেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত। "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।" কিন্তু, "তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"—ইহার অর্থ কি?

শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বরূপেই আত্মপ্রকট করিয়াছেন কিন্তু শ্রীগুরুরূপে আত্মপ্রকট করেন নাই। পঞ্চতত্ত্বের ন্যায় শ্রীগুরু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে অবতীর্ণ হন নাই। তাহা হইলে শ্রীগুরুদেব যে কৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ বা প্রকাশ-বিগ্রহ ইহার অর্থ কি?

শ্রীগুরুদেব পঞ্চতত্ত্বের শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দের মধ্যে গণিত এবং গৌর-পার্ষদরূপেও পরিগণিত। এজন্যই আমার গুরু চৈতন্যের দাস। কিন্তু গুরুরূপে যখন কোন শিষ্যকে দীক্ষা দেন, তখন তাঁহার শুদ্ধোসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গুরুশক্তি সঞ্চারিত করিয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করেন -গুরুকে দীক্ষাদানের শক্তি দান করেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণই জগদ্‌গুরু। কিন্তু সাক্ষাদ্‌ভাবে কৃষ্ণ কাহাকেও দীক্ষা দান করেন না। শুদ্ধভক্তের মাধ্যমে তাঁহার গুরুশক্তিকে শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করেন

এবং গুরুকে দীক্ষাদানের শক্তি দান করেন। তাঁহার প্রিয়তম ভক্তরূপ গুরুর চিত্তে দীক্ষাদানকালে শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিরূপেই কৃষ্ণ গুরুতে বিলাস করেন, বা গুরুর মধ্যে প্রকাশিত হন এবং গুরুদেবও সেই শক্তির প্রভাবেই দীক্ষাদানে সামর্থ্য লাভ করেন বলিয়া সেই শক্তিকেই মূলতঃ গুরু বলা যায়। এজন্য বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে বিলাস করেন, গুরুর দেহ ধারণ করিয়া বিলাস করেন না।

গুরু ও কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই ধারণা স্পষ্ট না হইলেই গুরু কৃষ্ণ এক হইয়া যাইবে এবং অপসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ভজনে পতন ঘটিবে।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীগুরুতে বিলাস করেন বা প্রকাশিত হন, তেমনই রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দর পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীগুরুতে বিলাস করেন এবং শিষ্যকে অনুগ্রহ করেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের পঞ্চতত্ত্বের বিলাস ভক্তরূপে ভক্তরূপ, স্বয়ংরূপ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ—শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্ত অবতার—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, ভক্ত—শ্রীবাস, ভক্তশক্তি—শ্রীগদাধর।

স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজে ভক্তরূপে সেবা করিয়া জগদ্‌গুরুরূপে জগতে সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং তিনিই শ্রীগুরুতে সেবকবিগ্রহরূপে বিলাস করিয়া শিষ্যকে সেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন। ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ জ্ঞানময় 'জ্ঞান-দাতা সম্বিদ্‌বিগ্রহ।' তিনি শ্রীগুরুতে সম্বিদ্‌বিগ্রহরূপে বিলাস করিয়া শিষ্যকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। তিনিই বলদেবরূপে গুরুতে বিলাস করিয়া শিষ্যকে ভজন-বল সঞ্চার করেন এবং যাহার ফলে শিষ্য আত্মতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানের দ্বারা ভজনে অগ্রসর হইতে পারে।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গুরুশক্তিতে অবতীর্ণ হন প্রেমের ভাণ্ডারীরূপে শিষ্যকে কৃষ্ণপ্রেম দান করিবার জন্য। শ্রীগুরুকৃপাতে শিষ্য পূর্ণ যোগ্যতা অর্জ্জন করিলে শ্রীরাধাশক্তি গদাধর হ্লাদিনী-বিগ্রহরূপে বা সেবক-বিগ্রহরূপে শিষ্যকে স্বরূপে অবস্থিত করাইয়া সেবামৃত দান করেন।

শ্রীগুরুদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। একারণে পঞ্চতত্ত্বের শ্রীবাস শক্তি শ্রীগুরুর মাধ্যমে শিষ্যকে অভিধেয়-তত্ত্ব—ভক্তি দান করেন।

এইভাবে পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনতত্ত্বরূপ সমগ্র গুরুশক্তি সঞ্চারিত করিয়া শিষ্যকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ।
কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস॥"

কিন্তু শ্রীগুরুদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ হইলেও শিষ্যের দৃষ্টিতে কিভাবে বিরাজিত থাকিবেন?

"তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের শ্লোকে বলা হইয়াছে,—"আচার্য্যকে (গুরুকে) আমি (শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়াই জানিবে ; কখনও তাঁহার অবমাননা করিবে না ; মনুষ্য-বুদ্ধিতে কখনও তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবে না ; কারণ গুরু সর্ব্বদেবময়।" শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই প্রমাণ অনুসারে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন মনে করাই উচিত, এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত বলিয়া মনে করিবার হেতু কি ?

হরিভক্তিবিলাসের (৪।১৩৪) অর্চ্চন-বিধিতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, —"প্রথমে শ্রীগুরুদেবকে পূজা করিয়া তাহার পরে আমার পূজা করিবে ; এইরূপ যে করে সেই ব্যক্তিই ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ; অন্যথা তাহার সমস্তই নিষ্ফল হয়।"

এই প্রমাণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই গুরুদেবকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করার যে আদেশ, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীগুরু কৃষ্ণবৎ পূজ্য।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

তত্ত্বতঃ শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্ত হইলেও শিষ্য তাঁহাকে ভগবানের আবির্ভাব বিশেষ বলিয়াই মনে করিবেন। সাধারণ জীব বলিয়া মনে করা দূরের কথা, ভক্ত বা প্রিয়তম ভক্তরূপে মনে করিলেও শিষ্যের গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি জন্মিবার সম্ভাবনা, ইহা মহা অপরাধজনক। অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিকটে ভগবদাবির্ভাব বিশেষই। একমাত্র শ্রীগুরুদেবের যোগেই শ্রীভগবানের গুরুশক্তি শিষ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া শিষ্যকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানই গুরুশক্তির মূল আশ্রয়, তিনিই সমষ্টিগুরু ; কিন্তু শ্রীভগবান্ সাক্ষাদ্‌ভাবে কাহাকেও দীক্ষাদি দেন না। ভজনার্থীকে কৃপা করেন প্রিয়তম ভক্তের মাধ্যমে গুরুশক্তি সঞ্চারিত করিয়া। একারণে কৃষ্ণকৃপায়গুরু মেলে, আর গুরুকৃপায় কৃষ্ণ মেলে। শ্রীগুরুদেবের যোগে শ্রীকৃষ্ণের গুরুশক্তি আবির্ভূতা হন বলিয়া শিষ্যের পক্ষে শ্রীগুরুদেবও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষই। শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়-ভগবান্ আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ বা সেবক-ভগবান্। এ কারণেই—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

—শ্রীমতী মায়া সরকার, বসিরহাট (উঃ ২৪ পরগণা)

গুরু-সেবক কুরেশ

আচার্য্য শ্রীরামানুজের চরিত্র-প্রসঙ্গে তদীয় শিষ্য-রত্ন কুরেশের গুরু-ভক্তির আদর্শ-গাথা শুনিতে পাই। কাঞ্চিপুরের প্রায় একক্রোশ পশ্চিমে 'কুর-অগ্রহার' নামক স্থানের ভূস্বামী বলিয়া উক্ত ভক্তপ্রবর "কুরেশ" নামে খ্যাত ছিলেন। কুরেশ বাৎস্যগোত্রীয় ধনাঢ্য ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অণ্ডাল-নাম্নী এক পরমা সুশীলা সহধর্ম্মিণীর পাণিগ্রহণ করেন। কুরেশের বিপুল ঐশ্বর্য্য অতিথি-সৎকারাদি সৎকার্য্যেই নিয়োজিত ছিল। কুরেশ বাল্যকালেই শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের (শ্রীরামানুজাচার্য্যের) দর্শন-সৌভাগ্যলাভ করিয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তির পাত্ররূপে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মণদেশিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, কুরেশ সস্ত্রীক আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং প্রায় সর্ব্বদাই আচার্য্যের সন্নিধানে অবস্থান-পূর্ব্বক আচার্য্যের বাণী শ্রবণ ও আচার্য্যের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। কুরেশের অতুলনীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ও অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। এককথায় জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই চারিটী বিষয় একাধারে কুরেশে দেদীপ্যমান থাকিলেও ঐ সকল তাঁহার ভগবৎসেবার সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছিল।

কুরেশ বিচার করিলেন, কেবল সাধারণ অতিথি সেবা, দীন-সেবা প্রভৃতিতে অর্থ নিযুক্ত হইলে তাহাতে অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার সাধিত হয় না অর্থাৎ উহাদ্বারা একান্ত জগন্মঙ্গল বা পরমার্থ-লাভ ঘটে না। ঐরূপ কার্য্য বিষয়ী কর্ম্মিগণের চমৎকারিতা উৎপাদন করিতে পারে; কিন্তু ভগবৎসেবা, লক্ষ্মীপতির পূজা, বিশেষতঃ লক্ষ্মীপতির ভক্তগণের পূজায় অর্থনিয়োগই অর্থের যথার্থ সদ্ব্যবহার। ইহা বিচারপূর্ব্বক কুরেশ কাঙ্গালের বেশে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব-নিবেদনার্থ শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন।

পারমার্থিক ইতিহাস পাঠকগণ জানেন যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য বোধায়নবৃত্তানুসারী শ্রীভাষ্য রচনা করেন। কাশ্মীর-দেশান্তর্গত সারদাপীঠে বোধায়নবৃত্তি গুপ্তভাবে সংরক্ষিত আছে সংবাদ পাইয়া শ্রীভাষ্য রচনা করিবার পূর্ব্বে আচার্য্য শ্রীরামানুজ প্রিয় শিষ্য কুরেশকে লইয়া সারদাপীঠে (বর্ত্তমান ব্রিজব্রহ্মো) গমন করেন। মহর্ষি-বোধায়ন-রচিত বৃত্তি ও তদনুসারিণী ব্যাখ্যা প্রভৃতি প্রচারিত হইলে কেবলাদ্বৈতমতবাদ চিরতরে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে বিচার করিয়া সারদাপীঠের তদানীন্তন কেবলাদ্বৈতবাদিগণ, ঐ পুঁথিটি কীটদষ্ট ও বিনষ্ট হইয়াছে—শ্রীরামানুজের নিকট এরূপ অসত্যোক্তি প্রচার করেন।

শ্রীরামানুজ তিনমাসকাল পরিশ্রমের পর সারদাপীঠে উপনীত হইয়াছিলেন।

বোধায়নবৃত্তি সংগৃহীত না হইলে তাঁহার ভাষ্য রচনাই সম্ভব হইবে না, শ্রীল যামুনাচার্য্যের আজ্ঞা ও মনোঽভীষ্ট-পরিপালন অসম্ভব হইবে; সুতরাং তাঁহার (শ্রীরামানুজাচার্য্যের) জীবনধারণ বৃথা,—এইরূপ বিচার করিতে করিতে ক্ষুণ্ণমণা হইয়া শ্রীরামানুজ একদিন সারদাপীঠে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সারদাদেবী (শ্রীসরস্বতী) স্বয়ং বোধায়নবৃত্তি হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরামানুজের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে ঐ পুঁথি লইয়া শ্রীরামানুজ ও কুরেশকে স্থান পরিত্যাগের আদেশ করিলেন। রামানুজ সারদাপীঠের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কোন কথা প্রকাশ না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কুরেশের সহিত সারদাপীঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

শ্রীরামানুজ ও কুরেশ চলিয়া যাইবার কয়েক দিবস পরে সারদাপীঠে কেবলাদ্বৈতবাদিগণ গ্রন্থাগারে বোধায়নবৃত্তি পুঁথিটি অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ঐ পুঁথিটি তথায় দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে কতিপয় দ্রুতগামী বলবান্ পুরুষ দিবারাত্র দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে একমাস পরে পথিমধ্যে শ্রীরামানুজ ও কুরেশের সাক্ষাৎ পাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে পুঁথিটি কাড়িয়া লইলেন এবং সারদাপীঠে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইলেন।

এবার শ্রীরামানুজের আর দুঃখের অবধি রহিল না। তাঁহার চিরাভীপ্সিত গুরু-সেবা—শ্রীযামুনাচার্য্যের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ—বুঝি চিরতরে ব্যর্থ হইল, ইহা ভাবিয়া আচার্য্য যতিরাজ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। গুরুপ্রাণ কুরেশ তখন গুরুদেবকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—"প্রভো! আপনি চিন্তা করিবেন না। কাশ্মীর হইতে যাত্রা করিয়া অবধি এই একমাসকাল প্রতিরাত্রে আপনার বিশ্রামের পর আমি বৃত্তিটি পাঠ করিতাম। ইহাতে সমগ্র বোধায়নবৃত্তিটি আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। আমি কয়েক দিবসের মধ্যেই ইহা অটুট লিখিয়া ফেলিতেছি।"

যতিরাজ শ্রীরামানুজ কুরেশের বাক্য শ্রবণে যেন নষ্ট সম্পত্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন এবং যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। বোধায়নবৃত্তি লেখা শেষ হইলে কুরেশের সহিত যতিরাজ শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অন্যান্য শিষ্যগণের নিকট এই সকল বৃত্তান্ত বলিলেন এবং কুরেশের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতঃপর আচার্য্য শ্রীরামানুজ প্রিয় শিষ্য কুরেশকে তাঁহার লেখক করিয়া শ্রীভাষ্য রচনা আরম্ভ করিলেন। কুরেশ গণেশের ন্যায় আচার্য্যের সমগ্র ভাষ্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া সুবৃহৎ ভাষ্য লিখিয়া ফেলিলেন।

যে-সময়ে বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ রামানুজের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত

হইতেছিল, সেই সময়ে চোলরাজ্যের অধিপতি কৃমিকণ্ঠ নিজ রাজধানী কাঞ্চিপুরে অবস্থান করিয়া সমগ্র চোলরাজ্যকে শৈব-মতে আনয়নের প্রবল চেষ্টা করিতেছিল। চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ সচ্ছাস্ত্র-পরিপন্থী ভবব্রতধর পাষণ্ডপন্থীর আদর্শ ছিল। যথার্থ দৈবপ্রকৃতি বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবোত্তম শিবকে বিষ্ণুর প্রিয়তম ও অভিন্নাত্মারূপে দর্শন করেন। আর অদৈব সম্প্রদায় সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরমেশ্বর বিষ্ণুর ন্যায় তদধীন শিবাদি দেবতাকেও স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপে কল্পনাপূর্ব্বক গীতা-ভাগবতাদি সৎশাস্ত্রের পরিপন্থী পাষণ্ডমতাবলম্বী হইয়া থাকে। চোলাধিপতি কৃমিকণ্ঠ মনে করিল,—যদি কোন-প্রকারে পরম প্রতিভাশালী রামানুজকে পাষণ্ড শৈবমতে (অর্থাৎ শিবকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপে কল্পনাকারীর মতে – শিবকে বৈষ্ণবোত্তমরূপে পূজা 'পাষণ্ডমত' নহে) আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র চোলরাজ্যে শৈবমতের স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা সঙ্কল্প করিয়া কৃমিকণ্ঠ কতিপয় ক্রূরপ্রকৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে রামানুজের নিকট প্রেরণ করিল। ঐ সকল রাজপুরুষ শ্রীরামানুজকে অবিলম্বে কাঞ্চিপুরে গমনার্থ রাজাদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

গুরুপ্রাণ কুরেশ একান্তে শ্রীরামানুজাচার্য্যকে বলিলেন যে,—তিনি (কুরেশ) বিশ্বস্ত লোকমুখে শুনিয়াছেন, কৃমিকণ্ঠ আচার্য্যের প্রাণ সংহার করিবার জন্যই আচার্য্যকে কাঞ্চিপুরে আহ্বান করিয়াছেন। কারণ, শ্রীরামানুজের প্রাণসংহার ব্যতীত চোলরাজ্যে পাষণ্ড-মত প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। অতএব আচার্য্যের কিছুতেই কাঞ্চিপুরে যাওয়া উচিত নহে। অথচ কাঞ্চিপুরে না গেলেও অসুর প্রকৃতি নৃশংস চোলরাজের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব। এরূপ সঙ্কটে গুরুসেবৈকজীবাতু কুরেশ আচার্য্যের চরণে নিবেদন করিয়া বলিলেন,—"প্রভো! জগতে আপনার অবস্থান সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলসেতু; কারণ, আপনার শ্রীপাদপদ্মসেবাই ভগবৎপাদ-মূলে গমনের একমাত্র রাজকীয় পথ। অতএব আপনি অনুমতি করুন,—আপনার পরিবর্ত্তে এই নির্ঘৃণ্য নরাধম কৃমিকণ্ঠের রাজদরবারে গমন করুক। আপনি আমার শুভ্র বসন পরিধানপূর্ব্বক অন্য দ্বার দিয়া শ্রীরঙ্গমে গমন করুন এবং আমি কাষায় বস্ত্র ও ত্রিদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক চোলরাজের প্রেরিত রাজপুরুষগণের অনুগমন করি। আর কালবিলম্বের অবসর নাই, নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।" আচার্য্য শ্রীরামানুজ বিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক অর্থাৎ তাঁহাকে শ্রীযামুনাচার্য্যের অনেক মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ-সেবা সম্পন্ন করিতে হইবে চিন্তা করিয়া এবং ভবিষ্যতে কুরেশের গুরুসেবার আরও উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত প্রকাশার্থ কুরেশের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া অনতিবিলম্বে তিনি কুরেশের বেশ ধারণপূর্ব্বক দ্রুতপদে মঠ হইতে পশ্চিমাভিমুখে বনোদ্দেশে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দাদি শিষ্যবর্গও ক্রমে ক্রমে আচার্য্যের অনুগমন করিলেন।

এদিকে কাষায়বস্ত্র-পরিহিত ত্রিদণ্ড-ধৃক্ কুরেশ রাজপুরুষগণের সহিত কাঞ্চিপুরে কৃমিকণ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলে কৃমিকণ্ঠ ছদ্মবেশী কুরেশকে যতিরাজ রামানুজ বলিয়াই অবধারণ করিল এবং রামানুজ তাহার আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে কৃমিকণ্ঠের পিশাচগ্রস্তা ভগ্নীর আরোগ্য বিধান করিয়াছিলেন জানিয়া ও তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়া রামানুজ-বেষী কুরেশকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহার সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিল। কৃমিকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করিল,—'মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি?' রামানুজবেশী কুরেশ বলিলেন,—"মনুষ্য কেন, আব্রহ্মস্তম্ব সকল জীবেরই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবাই একমাত্র কর্ত্তব্য।" ইহা শ্রবণমাত্রেই কৃমিকণ্ঠ ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল যে,—"মহাকাল শিবের হস্তে কালক্রমে বিষ্ণুও বিনষ্ট (?) হয়। সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর শিবকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি দুর্ব্বল বিষ্ণুর উপাসনা করে ও তাহার ভক্ত-নামধারী ভণ্ডদের সেবা করে, তাহার ন্যায় মূর্খ আর কেহ নাই। অতএব আপনি এখনই শৈবমতে দীক্ষিত হউন। আমার পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করুন; শৈবদীক্ষা গ্রহণ না করিলে আপনার নিস্তার নাই।"

রামানুজবেষী কুরেশকে একাকী প্রাপ্ত হইয়া শৈব-মতাবলম্বী সচ্ছাস্ত্র-পরিপন্থী পণ্ডিতম্মন্যগণ অনেকপ্রকারে নির্য্যাতিত করিবার চেষ্টা করিলেও কুরেশের সুদার্শনিক-সিদ্ধান্তে তাহারা শতসহস্রবার বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে কৃমিকণ্ঠ অসহিষ্ণু হইয়া কুরেশকে বলিল,—"ওহে কুতার্কিক যদি প্রাণে বাঁচিতে চাও, তাহা হইলে বল, 'শিবাৎ পরতরোনাস্তি' অর্থাৎ শিব হইতে আর শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।" কুরেশ নির্ভীক হৃদয়ে বলিলেন,—"দ্রোণমস্তি ততঃ পরম্" অর্থাৎ শিব হইতে দ্রোণ অধিক। এখানে 'শিব' ও 'দ্রোণ' পরিমাণবাচক শব্দ।

ইহা শুনিয়া চোলরাজ কৃমিকণ্ঠের ক্রোধাগ্নি আরও দ্বিগুণতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। কৃমিকণ্ঠ রাজপুরুষদিগকে আজ্ঞা করিল,—"এখনই দুরাত্মার চক্ষু-দুইটী উৎপাটন কর। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে আমার ভগ্নীর উপকার করিয়াছে বলিয়া কেবল ইহাকে প্রাণে সংহার করিও না।"

রাজাদেশে ক্রূরপ্রকৃতি রাজপুরুষগণ কুরেশের চক্ষু দুইটী উৎপাটন করিয়া ফেলিল। কুরেশ এইরূপ কঠোর পরীক্ষার মধ্যেও একান্ত সহিষ্ণুতার সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন। কুরেশ এইরূপ বিপদের মধ্যে একটুকুও বিচলিত না হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোক বিচার করিতে করিতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে অধিকতর গাঢ়ভাবে কায়মনোবাক্য সংলগ্ন করিলেন এবং রাজপুরুষগণকে বলিলেন,—"তোমরা আমার যথার্থ বান্ধব, যেহেতু যে চক্ষুর্দ্বয় সতত

আমাকে জাগতিক রূপজ-মোহে প্রলুব্ধ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সৌন্দর্য্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিত, তোমরা আমার সেই ভোগময় চক্ষুকে নষ্ট করিলে। পরমেশ্বর বিষ্ণু তোমাদের মঙ্গল করুন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা আমার দিব্য নয়ন উন্মীলন করিয়া দিলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব।" রাজপুরুষগণ কুরেশের অত্যদ্ভুত সহিষ্ণুতা ও অহিংস প্রকৃতি দর্শন করিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইল। তাহারা পথস্থ একটী ভিক্ষুককে ডাকিয়া আদেশ করিল,—'তোকে কিছু অর্থ দিতেছি, তুই এই অন্ধ সাধুটির হাত ধরিয়া ইহাকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া যা।' ভিক্ষুকের সহিত কুরেশ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া পৌঁছিলেন। এদিকে কিছুদিনের মধ্যে পাষণ্ড কৃমিকণ্ঠ এক উৎকট ভীষণ-যন্ত্রণাদায়ক, দীর্ঘকালস্থায়ী অস্পৃশ্যরোগে আক্রান্ত হইয়া অকথ্য যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

আচার্য্য-সেবার মূর্ত্ত আদর্শ কুরেশ সহধর্ম্মিণী অণ্ডাল ও পুত্র পরাশরের সহিত শ্রীরঙ্গম্ হইতে 'কৃষ্ণাচল' নামক স্থানে আগমনপূর্ব্বক কিছুকাল ভগবৎসেবার্থ তথায় বাস করিলেন এবং আচার্য্যের শ্রীপাদপদ্ম-ধূলি-গ্রহণার্থ 'কৃষ্ণাচল' হইতে 'যাদবাদ্রি'তে গমন করিলেন। আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বীয় পদপ্রান্তে ছিন্ন কদলীবৎ পতিত প্রিয়শিষ্য কুরেশকে ভূতল হইতে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশেষ আশীর্ব্বাদ ও তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামানুজ কুরেশকে বলিলেন,—"বৎস! তুমি কাঞ্চিপুরে গমনপূর্ব্বক শ্রীবরদরাজের নিকট চক্ষুর জন্য প্রার্থনা কর। ইহা আমার একান্ত অভিলাষ।" কুরেশ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় কাঞ্চিপুরে গমন-পূর্ব্বক শ্রীবরদরাজ বিষ্ণুর নিকট নিজের দৈহিক চক্ষুর জন্য প্রার্থনা না করিয়া দিব্যচক্ষু প্রার্থনা এবং নিজ-চরণে অপরাধী অর্থাৎ তাঁহার চক্ষু উৎপাটনকারিগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যাদবাদ্রিস্থ আচার্য্য শ্রীরামানুজ যখন লোকমুখে শুনিতে পাইলেন যে, কুরেশ নিজচক্ষু প্রার্থনা না করিয়া নিজশত্রুকুলের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন, তখন তিনি জনৈক শিষ্যদ্বারা কুরেশকে বিশেষভাবে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন—"বৎস, কুরেশ! তুমি কেবল নিজ আনন্দলাভের জন্য শত্রুকুলের মঙ্গল প্রার্থনায় কৃতকৃত্য হওয়ায় স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছ। তুমি জান,—তোমার দেহ, মন, আত্মা সকলই আমাতে সমর্পিত ও আমার সম্পত্তি; সুতরাং তুমি আমার সুখ-বিধানের জন্য শ্রীবরদরাজের নিকট তোমার নয়নদ্বয় প্রার্থনা কর। কারণ, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখ-প্রার্থনাই যথার্থ সেবা।"

এবার আচার্য্যের আদেশে ও তাঁহার সুখেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই কুরেশ শ্রীবরদ-রাজের নিকট নয়নদ্বয় ভিক্ষা করিবামাত্র পুনরায় পূর্ব্ববৎ চক্ষুর্দ্বয় লাভ করিলেন এবং হরিগুরুপাদপদ্ম-সৌন্দর্য্য-দর্শনে চক্ষুকে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। আচার্য্য রামানুজের

শিষ্যশ্রেষ্ঠ কুরেশের এই অত্যদ্ভুত গুরুসেবার কথা জগতে প্রকাশিত হইবামাত্র সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীরামানুজাচার্য্যের পাদপদ্মে অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন। নিত্যমুক্ত ভগবৎপার্ষদ আচার্য্য শ্রীরামানুজও শিষ্য-গৌরব-প্রচারার্থ সর্ব্বসমক্ষে উদ্ধ্ববাহু হইয়া নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শ্রীচরণযুগল-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ; কারণ কুরেশ যখন শত্রুগণকেও মুক্তিদানে সমর্থ হইয়াছেন, তখন তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমিও হরিভজনে কৃতার্থ হইব।" জগতে এইরূপ অকৃত্রিম গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধই কাম্য। নিরপেক্ষ চক্ষুষ্মান্ হইলে এই ঘোর তর্কযুগেও এইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুসেবার আদর্শ প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়।

———

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শুভাবির্ভাব-বাসরে

কুসুমাঞ্জলি

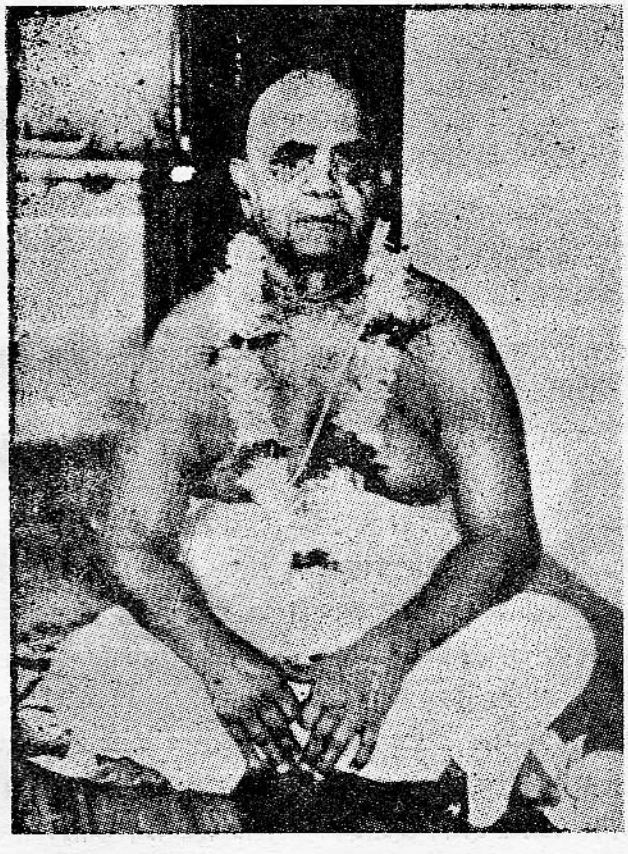
জয় জয় গুরুদেব শ্রীভক্তি বামন।
তব শ্রীচরণে অধম লইল শরণ॥
আজিকার শুভদিনে এ শুভ তিথিতে।
আবির্ভাব হ'লেন জীব নিস্তারিতে॥
ধন্য তব মাতা-পিতা, ধন্য তব খেলা।
ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ গুরুরূপ-লীলা॥
কি ফুলে পূজিব তব চরণ-কমলে।
বন্দনা করি আজ নয়নের জলে॥
সর্ব্বত্র বিদিত যাঁ'র নামে হয় কু-নাশন।
হেন গুরুদেবের মহিমা না যায় বর্ণন॥
যবে তিনি মাতার সনে এলেন গৌড়দেশ।
প্রভুপাদ দেখি' তাঁ'রে দেন নাম-উপদেশ॥
নবম বর্ষের শিশু কিবা তাঁ'র জ্ঞান।
সুবিচার দেখি' সবে করেন কৃপা দান॥
অন্ন-ব্যঞ্জন শাক-পাতায় উদর নাহি ভরে।
তথাপি সেবায় যে সবার মন জয় করে॥
জাগতিক বিদ্যা কিছু করিয়া সমাপন।
অল্পদিনে বেদবিদ্যা করেন অধ্যাপন॥

শ্রীকেশবের প্রিয় তিনি হলেন সবার মাঝে।
সিংহ-বিক্রম দিলেন তাঁরে কঠোর জীবন বুঝে ॥
জীবের নিস্তার লাগি' গুরুরূপ ধরি'।
সর্ব্বত্র প্রচার করেন ন্যায়-দণ্ড ধরি' ॥
সর্ব্বত্র বেদান্তের নিশান দিলেন উড়াইয়া।
নাম শুনি' পাপী-তাপী পলায় দৌড়াইয়া ॥
শব্দব্রহ্ম-নাম তাদের কর্ণে যে পৌঁছায়।
উলটিয়া আইসে সে নাম লইতে ধায় ॥
অদোষদরশী তিনি কৃপা করি' দান।
হরিনাম সঙ্গে লয়ে উদ্ধারিতে যান ॥
অপরাধশূন্য হয়ে লয় যেই জন।
সে-জন উদ্ধার হয়ে যায় ইষ্টস্থান ॥
একে একে সবে উদ্ধার হয়ে যায়।
এ অধম কাঁদিয়া কুল নাহি পায় ॥
কত কত মঠাদি যে করিলেন স্থাপন।
গ্রন্থাদি লিখন তাঁ'র মধুর ভাষণ ॥
অন্তরালে থাকেন তিনি রাধা-ভাব লঞা।
অন্তরঙ্গ ভক্তসনে বিনোদ-কুঞ্জে যাইয়া ॥
দেহ চিন্তা না করেন, দায়িত্ব জীবন সারা।
প্রচার করিছেন তিনি বেদান্তের ধারা ॥
গোপীনাথের চরণে এ অধম করয়ে প্রার্থনা।
এদেহ লইয়া গুরুদেবের ঘুচাও যন্ত্রণা ॥
ভজন-সাধন-আরাধনায় নাহি মন।
বিদ্যা-বুদ্ধিহীন মুঁই শাস্ত্রে নাহি জ্ঞান ॥
যদি কৃপা করি' শ্রীচরণে স্থান দেন একবার।
তবে উদ্ধার হবে এ পামর কাঁদে বারবার ॥
অগুরু-চন্দন-সুগন্ধি পুষ্পে অর্ঘ্য সাজাই।
প্রতি জন্মে যেন তোমায় গুরুরূপে পাই ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থী—
—শ্রীনীলমাধব দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের তিরোধান

বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত প্রিয়তম সেবক পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজ গত ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ, ইং ৫।১২।৯৪, সোমবার, প্রাতঃ ৬-১৫ মিনিটে সুভাষপল্লী, খড়্গপুরস্থ (মেদিনীপুর) স্বীয় শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ আশ্রমে (শ্রীগৌড়ীয় মঠে) সেবকগণকে গভীর বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নবিনোদজীউর সেবানন্দ-মানসে দেহরক্ষা করেন।



শ্রীল মহারাজের অপ্রকটের কিছুক্ষণের মধ্যেই মাদ্রাজে চিকিৎসাধীন থাকাকালে দাসাধম বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম টেলিফোন মারফত তাঁহার নির্যাণ-সংবাদ পায়। অত্যন্ত দুঃখিত, মর্ম্মাহত ও বিরহবেদনা প্রাপ্ত হইলেও শ্রীল মহারাজের সমাধিদান, বিভিন্ন

মঠে বিরহ বার্ত্তাজ্ঞাপন ও বৈষ্ণবগণকে আহ্বানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশাদি দিতে বাধ্য হই। শ্রীল মহারাজের বয়োজ্যেষ্ঠ সতীর্থ সন্ন্যাসীবর্গের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার দেহরক্ষার সংবাদ পাইয়া দুঃখ করিয়া বলিতে থাকেন,—"আমাদের অপেক্ষা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়াও শ্রীল জনার্দ্দন মহারাজ তাঁহার স্বাভীষ্ট সেবায় মহাপ্রয়াণ করিলেন, আমরা পড়িয়া রহিলাম।" শ্রীল জনার্দ্দন মহারাজের সহিত একত্রে মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে হরিভজনের বিশেষ সুযোগ লাভ হইলেও আজ তাঁহার অপ্রকটে অশেষ অভাব অনুভূত হইতেছে।

মঠ-জীবনের প্রারম্ভে তিনি জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের নিকট শ্রীনাম ও দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রবল উৎসাহের সহিত একনিষ্ঠভাবে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে রত ছিলেন। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার তাঁহার সতীর্থগণকে, এমনকি তাঁহার পরিচিত যে কোন ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিত। বিভিন্ন সন্ন্যাসিগণের সহিত প্রচার-পার্টিতেও তাঁহাকে যাইতে হইত। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত দৈনিক "শ্রীনদীয়া প্রকাশ", সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়", পাক্ষিক "শ্রীগৌড়ীয়" প্রভৃতি পারমার্থিক পত্রিকার Editorial Board-এ থাকিয়া তিনি বিভিন্ন প্রকারের সেবাকার্য্যাদি করিতেন।

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা আবিষ্কারের পর শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনে সেবা পরিচালনায় সেবকগণের মধ্যে মতদ্বৈধতা ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা কোর্টের (আইনের) আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। এমতাবস্থায় শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত শ্রীল প্রভুপাদের প্রাচীন ও অভিজ্ঞ সন্ন্যাসীবর্গ (ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাদিসহ) মেদিনীপুর-সহরে গিয়া মানিকপুরে "শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ" স্থাপন করেন। তথায় শ্রীগৌর-রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠা হইবার পর নিত্য-সেবাপূজা, পাঠ-কীর্ত্তন-প্রচারাদি বিপুলভাবে চলিতে থাকে। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ সর্ব্বজন-সম্মতিক্রমে উক্ত মঠের মঠরক্ষক পদে বৃত হন। তখন আমাদের শ্রীপাদ অনন্তরাম দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উক্ত মঠরক্ষকের অন্তরঙ্গ সেবক রূপেই বিভিন্ন সেবা সম্পাদন করিতেন। তিনি মঠের সেবার নিমিত্ত বার্ষিক চাঁদা ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে উক্ত ব্রহ্মচারীজীর সহিত দাসাধমের পুনরায় একত্রে দেড় বৎসর কাল অবস্থানের সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহার সহজ-সরল অমায়িক ব্যবহার আমাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব দান করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমরা দুইজনে ভক্তিগ্রন্থ আলোচনায় উৎসাহিত হইয়া মেদিনীপুরের বিভিন্ন রাজা-মহারাজাদির লাইব্রেরীর সহায়ক-সদস্যরূপে একনিষ্ঠভাবে গ্রন্থাদি আলোচনার

সুযোগ পাইয়াছিলাম। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা ও অবতারিত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য ও ষড়্‌গোস্বামীবর্গ যে-সকল শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহা শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ ও Research (গবেষণা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাহাতে আমরা উভয়ে স্থির করিলাম—"প্রাচীন ও প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থাদির যাহা কিছু পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে তাহার অধিকাংশই কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত সম্প্রদায়, চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদী ও জীব-ব্রহ্মৈকবাদিগণের দ্বারাই সম্পাদিত, সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদিতে গুরুবর্গের পরমারাধ্য, জীবন-সর্ব্বস্ব, প্রেমাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনাম ও মহিমা-মাহাত্ম্য সুকৌশলে ও সযত্নে ?) পরিহার করিয়াছেন।। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্ব্বাদে আমাদের উভয়ের মধ্যে এইরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, যাহা পরবর্ত্তিকালেও আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে জাগরূক ছিল।

অতঃপর কোন কারণে মঠরক্ষকের স্নেহের নীড় ছিন্ন করিয়া শ্রীপাদ অনন্তরাম দাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত বিদগ্ধ পণ্ডিত শিরোমণি পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে সাত্বত-বিধানানুযায়ী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-জীবন জনার্দ্দন মহারাজ"রূপে পরিচিত হন। তিনি পৃথক্‌ভাবে খড়্গপুরস্থ সুভাষ-পল্লীতে শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ আশ্রম (শ্রীগৌড়ীয় মঠ) স্থাপন করেন ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নবিনোদজীউ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নিত্য সেবাপূজা ও প্রচারাদি করিতে থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত শ্রীল জনার্দ্দন মহারাজের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার কনিষ্ঠ সতীর্থ-ভ্রাতারূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ-মমতায় বশীভূত হইয়া কয়েকবারই খড়্গপুরস্থ মঠে তাঁহার ইচ্ছাপূরণের জন্য শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠানে সেবক-গণসহ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ শনিবার দিবসে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে শ্রীল জনার্দ্দন মহারাজের অদম্য উৎসাহে তাঁহার আশ্রমে বিরাট্‌ভাবে সারস্বত-ধারায় শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতামুখে শ্রীল গুরু-মহারাজ বলেন,—"পূজ্যপাদ জনার্দ্দন মহারাজের অনুষ্ঠিত ব্যাসপূজার আদর্শ প্রত্যেক ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীরই গ্রহণীয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত এবং শ্রীল প্রভুপাদের সংগৃহীত শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়াই কেবলমাত্র নিজ নিজ চরণযুগলে যাহারা পুষ্পাঞ্জলি ও অর্ঘাঞ্জলি গ্রহণ

করিয়াই ব্যাসপূজা সম্পন্ন করিতেছেন, তাহারা ব্যাসপূজার আনুসরণিক না হইয়া আনুকরণিক হইয়া পড়িয়াছেন।"

পরে "১৫ই ফাল্গুন, ১৩৬৫, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫৯ বৃহস্পতিবার হইতে ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, রবিবার পর্য্যন্ত খড়্গপুর-সহরের অন্তর্গত সুভাষপল্লীস্থ উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথিপূজা (ব্যাসপূজা) ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নবিনোদ-জীউর নবমন্দিরে শুভবিজয় উপলক্ষে বিরাট্ উৎসব সুসম্পন্ন হয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী সপার্ষদ উক্ত দিবস-চতুষ্টয় থাকিয়া এই মহদনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন।"

শ্রীল জনার্দ্দন মহারাজ সুভাষপল্লী, খড়্গপুরস্থ স্বীয় আশ্রমে শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপূজা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতেন। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীহরিকথা বিতরণ, আরাত্রিক দর্শন, পরিক্রমা ও নিজাভীষ্ট শ্রীরাধা-নয়নবিনোদা-নন্দের অষ্টকালীয় সেবাচিন্তা, দৈনন্দিন স্তব-স্তোত্র পাঠ ও গোস্বামি-গ্রন্থাদি আলোচনার নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার সতীর্থ ও পরিচিত বৈষ্ণবগণ তাঁহার মঠে আহূত, অনাহূত হইয়া আসিলেও তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহাদের সেবাচিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের সেবাযত্নে কোনরূপ ত্রুটী না হয়, এইজন্য সেবকগণকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবার নির্দ্দেশ দিতেন। এইরূপ বৈষ্ণব ও ভক্ত পরিচর্য্যার আদর্শ খুবই দুর্ল্লভ। তিনি কাহারও প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তাঁহার সর্ব্বদা সহজ-সরল বালকোচিত ব্যবহার ও নিষ্কপট দৈন্য বৃদ্ধ-বালক, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকেই মুগ্ধ করিত। ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য কি জিনিষ, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। তাঁহার স্মিত-হাস্য ও স্নেহময় মধুর বাক্য সকলকেই সমানভাবে আকর্ষণ করিত। আচার-বিচার, আহার-বিহারাদিতে তাঁহার বিশেষ সংযম ছিল। "কায়মনোবাক্যে প্রাণীমাত্রে উদ্বেগ না দিবে। পরোপকারে নিজ সুখ পাশরিবে॥"—তিনি এই বাক্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ছিলেন। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশায় তাঁহার অনীহা সর্ব্ব-কালেই লক্ষ্য করা গিয়াছে।

শ্রীমন্মমহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের কথা ও গুরুপাদপদ্ম শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধা সকলকেই আকর্ষণ করিত। তাঁহাকে খড়্গপুর সহরের সন্নিহিত পাঁচরুলিয়া, পোঃ-রাখাজঙ্গল নামক স্থানে শ্রীমঠ-মন্দির

স্থাপনার্থে স্থানীয় কোন ভক্তিমতী মহিলা তাঁহাকে বেশ কিছু জমি দান করেন। তথায় তিনি মঠবাসী সেবকগণ ও ভক্ত-গৃহস্থগণের আর্থিক সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতায় "শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ "স্থাপন করেন। জয়পুর হইতে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীবিগ্রহাদি আনাইয়া তথায় সেবাপূজাদির প্রবর্ত্তন করেন। নবনির্ম্মিত সেবকখণ্ডাদি চালু হইলেও নাট্যমন্দিরসহ শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণ শুভবিজয় ও অধিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি ব্রজ-বিজয় করেন। তাঁহার ইচ্ছা ও নির্দ্দেশানুযায়ীই তিনি উক্ত মঠে সমাধিস্থ হন ও তাঁহার দৈনন্দিন সেবাপূজা চলিতে থাকে। এতদুপলক্ষে তাঁহার প্রিয়সেবকগণের দ্বারা আহূত ও ব্যবস্থাপিত বিরহ-সভায় বাংলার তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থিত মঠ-মন্দির হইতে আগত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী যোগদান করিয়া তাঁহাদের অন্তরের আর্ত্তি জ্ঞাপনমুখে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ১৬।১২।৯৪, শুক্রবার হইতে ১৮।১২।৯৪, রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় যাবৎ প্রত্যহ বিরহসভায় তাঁহার গুণ-মুগ্ধ সতীর্থ ও বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে ভাষণাদি প্রদান করেন। শ্রীল মহারাজের প্রিয়সেবকগণের দ্বারা সমাগত গুরুবৈষ্ণবগণ বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তাঁহাদের ঐকান্তিক সেবা-চেষ্টা নিশ্চয়ই উক্ত মঠদ্বয়কে সঞ্জীবিত ও গৌরবের শিখরে স্থাপন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীল জনার্দ্দন মহারাজ প্রতি বৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-পরিচালিত শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা এবং শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীল গুরু-মহারাজের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পদার্পণ করিতেন। তদুপলক্ষে তিনি অনর্গলভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যতা, গৌর-ব্রজধামের অভিন্নতা ও তন্মাহাত্ম্য, শ্রীরূপানুগ ভজন-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি পঞ্চমুখে কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধান বিশেষ করিয়া উক্ত পরিক্রমা দিবসসমূহে উপস্থিত ভক্তকুলকে বিরহকাতর করিবেন।

"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ।"

—জনৈক বিরহী

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন গোস্বামী মহারাজের

অপ্রকটলীলা-স্মরণ-মহোৎসব-বাসরে এ দীনের

ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

হে জগদ্‌গুরো !

গোলোক হইতে এলে, এ অবনী মণ্ডলে,
নাম-প্রেম বিতরণ তরে।
শুদ্ধ ভক্তে কৃপা করি, নাম প্রেম দান করি,
মাতাইলে জগৎ সংসারে ॥ ১ ॥

গোলোকবিহারী হরি, তব চিত্তে বাস করি,
তব দ্বারে সেবা প্রকাশিলা।
স্থানে স্থানে স্থাপি মঠ, সেবা কৈলে নিষ্কপট,
দুর্গত জনেরে আশ্রয় দিলা ॥ ২ ॥

আজিকে এ উষাকালে, রাধারাণী কৃপা কৈলে,
ত্যজিলেক পৃথ্বী গুণরাজ।
এ বারতা শুনি সবে, মর্ম্মাহত হয় তবে,
কেঁদে উঠে ভকত সমাজ ॥ ৩ ॥

তোমার সেবক যিনি, মহাভাগ্যবান্ তিনি,
রাধিকার মাল্য দিল গলে।
তোমার মূরতি হেরে, বাক্য তার নাহি স্ফুরে,
বক্ষ ভাসে নয়নের জলে ॥ ৪ ॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে, ওগো প্রভু কোথা গেলে,
এ বিধির কেমন বিধান।
ওগো প্রভু দয়াময়, কথা কও কথা কও,
কেমনে বা রাখি এ পরাণ ॥ ৫ ॥

শুনি সেই ক্রন্দন, ছুটে আসে ভক্তগণ,
বাক্যরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়।

কাঁদিয়া উঠিল সবে,　　মত্ত হাহাকার রবে,
তব পদযুগল জড়ায় ॥ ৬ ॥
তোমার অভয় পদ,　　করি নিজ সম্পদ,
একে একে উঠে ভক্তগণ।
তোমারে সমাধি দিল,　　মহাপুণ্য সেবা কৈল,
প্রচারিল তোমার নির্যাণ ॥ ৭ ॥
আজি মনে পড়ে সবে,　　করিতে বিজয় যবে,
নবদ্বীপে দেবানন্দ মঠে।
তব দরশন লোভে,　　মঠবাসী ভক্ত সবে,
মধুকর সম আসি জোটে ॥ ৮ ॥
তুমি ভক্তিজীবন জন দীন,　　মোর গুরু শ্রীবামন,
দুহে ছিলে অভিন্ন হৃদয়।
ছেড়ে গেলে আজি প্রভু,　　দেখা না পাইব কভু,
তাই অশ্রু ঝরে হতাশায় ॥ ৯ ॥
তোমার অতুল স্নেহ,　　পাইয়াছে যবে যেহ,
জিনিল এ ভব অবহেলে।
তোমার করুণা যাতে,　　সেহ নাম-প্রেমে মাতে,
বৈকুণ্ঠেতে যায় অন্তকালে ॥ ১০ ॥
এ বিরহ-সভা মাঝে,　　শ্রীগুরু-বৈষ্ণব 'রাজে,
মিনতি করিয়া বলি প্রভু।
ক্ষমি মোর অপরাধ,　　পুরাও মনের সাধ,
সাধুসঙ্গ না ছাড়াও কভু ॥ ১১ ॥
তোমার সমাধিতলে,　　পুষ্প-চন্দন-মাল্যদলে,
অর্ঘ্য দিল ভকতের দল।
এ অধম 'সুধানিধি',　　কেঁদে মরে নিরবধি,
কৃপা করি লহ আঁখিজল ॥ ১২ ॥

- শ্রীসুধা নিধি দাসাধিকারী,
গ্রাঃ+পোঃ—খঞ্চি (মেদিনীপুর)

ভোক্তাভিমানই বৈমুখ্য

সেবকের বৃত্তি ভক্তি। সেবক শরণাগত। শরণাগতের লক্ষণে কর্তৃত্ব বলিয়া কোন কথা নাই। শরণাগত কিঙ্কর। তিনি আদেশবাহী। ভগবানই কর্ত্তা বা প্রভু। ভগবানের ইচ্ছানুসরণ বা আদেশ-পালনই শরণাগত সেবকের কৃত্য। ভক্তি দাস্যময়। ভক্তিতে প্রভুত্বের লেশমাত্র নাই। প্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতাময় প্রচেষ্টাই সেবকের ধর্ম্ম। প্রভুর সুখবাসনাই সেবা। সেখানে নিজ সুখের কোন কথা নাই। নিজসুখবাসনা অভক্তি। তাহা ভোগ। ভোগ বা প্রভুত্ব কৃষ্ণেরই একচেটিয়া। তিনিই সকলের সেবা গ্রহণ করেন।

ভক্তিতে কর্ত্তৃ-অভিমানী নাই। ভক্ত সেবক-অভিমানী। তাঁহার সর্ব্বত্র সেবা-দর্শন, আর কৃষ্ণের সর্ব্বত্র ভোগ্যদর্শন। ভক্তের হৃদয়ে সেবাকাঙ্ক্ষা প্রবল, আর ভগবানের হৃদয়ে নিয়তবর্দ্ধনশীল ভোগাকাঙ্ক্ষা—প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা। যাঁহার প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা আছে, তিনি ভক্ত নহেন। তিনি অন্যাভিলাষী, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী—'কিছু'র ভিখারী। ভক্তের সেবাতেই সুখ, আর ভগবান্ সুখ পান প্রভুত্ব করিয়া, সেবা গ্রহণ করিয়া—ভোগ করিয়া। ভগবান্ ব্যতীত অপরের পক্ষে লেশমাত্রও ভোগ বা প্রভুত্ব মৃত্যুজনক ও পরম দুঃখকর।

ভক্তি বা সেবা প্রগতিময়ী। কৃষ্ণের ভোগাকাঙ্ক্ষা যেরূপ নিত্যনবায়মান, প্রবর্দ্ধনশীল, ভক্তের সেবাকাঙ্ক্ষাও তদ্রূপ নিত্যনবায়মান, প্রবর্দ্ধনশীল। কৃষ্ণের ভোগে যেরূপ তৃপ্তি নাই, ভক্তের তদ্রূপ সেবায় তৃপ্তি নাই। জীবের পক্ষে ভোগাকাঙ্ক্ষাই প্রগতিশীলতা-পথে ভীষণ বাধা। জীব বস্তুতঃ সেবক—কিন্তু যখনই যে দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজকে সেব্য বা ভোক্তৃ-অভিমান করে, তখনই যে কৃষ্ণমায়ার চাতরে পড়িয়া যায়। তখনই তাহার সেবাগতি স্তব্ধ হইয়া যায়। যতদিন জীবের এই প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকে, ততদিন জীব কষ্ট পায়। শাস্ত্র বলেন,—"কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বাঁধিল॥"

কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণের সেবা ভুলিয়া না যাওয়া কৃষ্ণ-সেবকাভিমানী জীবের স্বরূপাভিমান। ভোক্তৃ-অভিমান বা সেব্য-অভিমানই জীবের পক্ষে বিরূপের কদর্য্য অভিমান। এই বিরূপাভিমান জীবের অনাদি-বহির্ম্মুখতা। জীবের পক্ষে ভোগের প্রতি সাম্মুখ্যই—মায়ার প্রতি সাম্মুখ্যই ভগবদ্-বৈমুখ্য; আর মায়ার প্রতি বৈমুখ্যই ভগবৎসাম্মুখ্য। সুতরাং ভগবৎসাম্মুখ্যের প্রথম উপায় মায়ার প্রতি বৈমুখ্য। শাস্ত্র বলেন,—"মায়ারে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥"

ভগবৎসাম্মুখ্যলাভের পর ভগবৎপাদপদ্ম-সাক্ষাৎকারই প্রয়োজন। এই সাক্ষাৎকার ভজনের দ্বারাই লাভ হয়।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ । নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৪৬শ বর্ষ | ২৮ মাধব, সঙ্কর্ষণ, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ | ২শ সংখ্যা
৩০ মাঘ, সোমবার, ১৪০১, ইং ১৩/২/৯৫

সানুবাদং

শ্রীমদ্-দ্বাদশ-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্-আনন্দতীর্থ-মধ্বাচার্য্যপাদ-বিরচিতম্]

(১০)

অবন শ্রীপতিরপ্রতিরধি কেশাদিভবাদে ।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১ ॥

হে জগৎপালন! শঙ্করপ্রমুখ সৃষ্টির আদিকারণ! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি শ্রীপতি, আপনার প্রতিযোদ্ধা কেহ নাই। আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১ ॥

সুর-বন্দ্যাধিপ সদ্বর ভরিতাশেষগুণালম্ ।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ২ ॥

হে সুরগণ-বন্দনীয়! অধীশ্বর! সত্তমত্তম! পরিপূর্ণ-সকল-গুণালঙ্কৃত! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ২ ॥

সকল-ধ্বান্ত-বিনাশক পরমানন্দ-সুধাহো।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৩ ॥

হে নিখিল-ধ্বান্ত-বিনাশন! পরম-সুখামৃত-হবনকারিন্! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৩ ॥

ত্রিজগৎপোত সদার্চ্চিত-চরণাশাপতিধাতো।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৪ ॥

হে ত্রিলোকপোত (ত্রিলোকের উদ্ধারক নৌকাস্বরূপ)! নিত্যপূজিতপদ! দিক্‌পালগণ-ধারক! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৪ ॥

ত্রিগুণাতীত বিধারক পরিতো দেহি সুভক্তিম্।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৫ ॥

হে ত্রিগুণাতীত! হে পরমধারক! আপনি সর্ব্বতোভাবে উত্তমভক্তি প্রদান করুন। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৫ ॥

শরণং কারণ-ভাবন ভব মে তাত সদালম্।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৬ ॥

হে প্রভো! সর্ব্বকারণকারণ! আপনি সর্ব্বদা আমার সুশরণ হউন! হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৬ ॥

মরণ প্রাণদ পালক জগদীশাব সুভক্তিম্।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৭ ॥

হে মৃত্যুরূপ! হে প্রাণদ! হে পালক। হে জগদীশ! আমার উত্তমভক্তি রক্ষা করুন। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৭ ॥

তরুণাদিত্য-সবর্ণক-চরণাব্জামলকীর্ত্তে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৮ ॥

হে নব-সূর্য্যারুণ-চরণকমল! বিমলকীর্ত্তে! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৮ ॥

সলিল-প্রোথ সরাগক-মণিবর্ণোচ্চ-নখাদে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ৯ ॥

হে সলিল-ধৌত উত্তম রক্তিমাবিশিষ্ট মণির ন্যায় সমুজ্জ্বল উন্নতনখাগ্রযুক্ত! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ৯ ॥

কজতূণীনিভ-পাবন বরজঙ্ঘামিতশক্তে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১০ ॥

হে অমিতবল! প্রভো! আপনার উত্তম জঙ্ঘাযুগল পদ্মপুষ্পের তূণ-আকার (আধারযুগলসদৃশ) ও পরমপাবন। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১০ ॥

ইভহস্তপ্রভ-শোভন-পরমোরুস্থলমালে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১১ ॥

হে করিশুণ্ডসম-পরমমনোহর-উরুযুগলযুক্ত! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১১ ॥

অসনোৎফুল্ল-সুপুষ্পক-সমবর্ণাবরণান্তে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১২ ॥

হে প্রভো! আপনার পরিহিত বসন পীত-শালতরুর প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১২ ॥

শতমোদোদ্ভব সুন্দর বরপদ্মোত্থিতনাভে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥১৩ ॥

হে প্রভো! আপনার নাভিদেশে ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান-স্বরূপ পরম মনোহর পদ্মের উদ্ভব হইয়াছে। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১৩ ॥

জগদম্বামল সুন্দরগৃহ বক্ষোবর যোগিন্।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১৪ ॥

হে প্রভো! আপনার বক্ষোদেশ জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর পরমমনোহর বাসগৃহ। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১৪ ॥

জগদাগৃহক-পল্লবসম-কুঞ্জে শরণাদে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১৫ ॥

হে জগদাবরণপল্লব-সদৃশ! কুঞ্জে আদিশরণ! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১৫ ॥

দিতিজান্তপ্রদ চক্র-দরগদাযুগ্‌বরবাহো।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১৬ ॥

হে দৈত্যবিনাশন! চক্র-শঙ্খ-গদাযুক্ত-ভুজশালিন্! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১৬ ॥

পরমজ্ঞান-মহানিধিবদন শ্রীরমণেন্দো।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১৭ ॥

হে প্রভো! আপনার শ্রীমুখ পরমজ্ঞানের উত্তম-আধার (অর্থাৎ বেদরাশির প্রকাশক), আপনি লক্ষ্মীদেবীর আনন্দ-বর্দ্ধন-চন্দ্রমা। হে করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১৭ ॥

নিখিলাঘৌঘ-বিনাশক পরসৌখ্যপ্রদদৃষ্টে।
করুণাপূর্ণ বরপ্রদ চরিতং জ্ঞাপয় মে তে ॥ ১৮ ॥

হে নিখিল-পাপরাশি-বিনাশন! পরম-সুখপ্রদ-দৃষ্টে! করুণাপূর্ণ! বরপ্রদ! আপনি আমাকে ভবদীয় চরিত জ্ঞাপন করুন ॥ ১৮ ॥

পরমানন্দ-সুতীর্থ-মুনিরাজো হরিগাথাঃ।
কৃতবান্নিত্য-সুখপূর্ণৈক পরমানন্দপদৈষী ॥ ১৯ ॥

নিত্য-সুপূর্ণ-অদ্বিতীয়-পরমানন্দ-পদপ্রাপ্তির অভিলাষী শ্রীআনন্দতীর্থ মুনিবর এই শ্রীহরি-স্তুতিগাথা প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কৃত

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

(তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত)

এবং

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত

প্রেম-প্রদীপ

(পারমার্থিক উপন্যাস)।

প্রশ্নোত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১০ পৃষ্ঠার পর]

১৭। কোন্ সময় হইতে সাত্বত আচার্য্যগণ প্রত্যেকে বেদান্তাদি চারিটী গ্রন্থের ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করেন ?

"শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সকলেই একটী একটী গীতা ভাষ্য, বেদান্ত-ভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটী মত তখন জনগণের হৃদয়ে জাগরূক হইল যে, কোন একটী সম্প্রদায় স্থির করিতে হইলে উপরোক্ত চারিটী গ্রন্থের ভাষ্য থাকা আবশ্যক। উক্ত চারিজন বৈষ্ণব হইতে শ্রীবৈষ্ণব প্রভৃতি চারিটী সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।" —'উপক্রমণিকা', কৃঃ সঃ

১৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তিকালে কোন্ কোন্ পার্ষদ-ভক্ত স্বদীয় মনোঽভীষ্ট প্রচার করেন ?

"চৈতন্য-মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সাহায্যে রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথদ্বয়, রামানন্দ, স্বরূপ ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সম্বন্ধ-তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অভিধেয়-তত্ত্বে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করত কার্য্য সংক্ষেপ করিয়াছেন এবং প্রয়োজন-তত্ত্বে ব্রজরস আস্বাদন করিবার অত্যন্ত সরল উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।" —'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

১৯। মনোহর সাহী, গরাণহাটি ও রেণেটি—এই তিনটী গান-পদ্ধতির ইতিহাস কি ?

"শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য কাটোয়া-প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদেশটি মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম —'মনোহরসাহী' গান। শ্রীনরোত্তম দাস—রাজসাহী জেলার গরাণহাটি বা গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরি গ্রামের অধিবাসী। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—'গরাণহাটি' গান। শ্রীশ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গীত পদ্ধতিকে 'রেনেটি' গান বলা যায়। শ্রীজীব-গোস্বামী গানাচার্য্যদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য শ্রীনিবাসাচার্য্যকে 'প্রভু'-পদ, শ্রীনরোত্তমদাসকে 'ঠাকুর'-পদ এবং শ্রীশ্যামানন্দকে 'প্রভু'-পদ দিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী-পরমোদার-স্বভাব ও গুণগ্রাহী। আচার্য্য-প্রভু—ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে প্রভু-পদ দেওয়ার কোন আপত্তি ছিল না।"

—'সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস', সঃ তোঃ ৬।২

২০। মালাধর বসু গুণরাজ খাঁনের ইতিবৃত্ত কি ?

"আদি-কবি গুণরাজ খাঁন মহাশয় তেরশত পঁচানব্বই শকাব্দায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ-প্রণয়নে নিযুক্ত হন এবং চৌদ্দশত দুই শকাব্দায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন। ইহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুর বঙ্গভাষায় কিছু কিছু রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কোন কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহাদের রচিত কতকগুলি অসংলগ্ন গীত-মাত্র আমরা দেখিতে পাই। চৌদ্দশত শকের পূর্ব্বে রচিত কোন বঙ্গভাষার কাব্য আমাদের চক্ষুগোচর হয় নাই। বিলাতী লোকেরা যেরূপ চসারকে মান্য করেন, আমরা কাব্যসম্বন্ধে ইঁহাকে (গুণরাজ খাঁকে) তদ্রূপ মান্য করি। এই পুস্তকের অভাব থাকিলে কোন বঙ্গীয় পুস্তকালয়কে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। অধিকন্তু এই গ্রন্থ পারমার্থিক লোকদিগের পক্ষে পরম আদরণীয়। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুণরাজ খাঁন মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের দশম-একাদশ স্কন্ধের সাধারণের আদরণীয় অনুবাদরূপে এই গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রয়াছে। তন্নিবন্ধন এই গ্রন্থের যে কি মাহাত্ম্য, তাহা এই ক্ষুদ্র উপক্রমণিকায় আমরা বলিতে পারি না। বৈষ্ণব-জগতে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র পূজনীয়। যে-গ্রন্থ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়) পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, সে-গ্রন্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে যে কত আদর লাভ করিবে, তাহা আমাদের বলা বাহুল্য।

বঙ্গীয় সম্রাট্ আদিশূর বৌদ্ধধর্ম্ম-দূষিত বঙ্গদেশে আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি না দেখিতে পাইয়া কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটী সুব্রাহ্মণ ও পাঁচটী সুকায়স্থ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চজন কায়স্থের মধ্যে সুসভ্য ও সরলমতি দশরথ বসু মহাশয় গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারই বংশের ত্রয়োদশ পর্য্যায় শ্রীগুণরাজ খাঁন উৎপন্ন হন। ইঁহার প্রকৃত নাম—শ্রীমালাধর বসু। গৌড়ীয়-সম্রাট্-দত্ত উপাধি—'গুণরাজ খাঁন'। ইঁহার চৌদ্দটী পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসু, উপাধি—সত্যরাজ খাঁন। তস্যপুত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরামানন্দ বসু। রামানন্দ বসু—পঞ্চদশ পর্য্যায়। ১২৯২ সালের শীতকালে আমরা শ্রীকুলীন-গ্রাম-পাটে বিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক বসু মহাশয়দিগের বাটী হইতে এই কুলজী সংগ্রহ করিয়াছি। তথায় জানিতে পারিলাম যে, শ্রীমালাধর বসু মহাশয় অতি প্রসিদ্ধ ধনশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার গড় ও দেবালয়াদি দর্শন করিলে বোধ হয় যে তাঁহার রাজশ্রী অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী ছিলেন।" —"উপক্রমণিকা", শ্রীকৃঃ বিঃ

২১। অতিবাড়ী-সম্প্রদায় ও বিষকিষণের ইতিহাস কি ?

উড়িষ্যায় জগন্নাথদাসের একটা দল আছে। তাহারা অতিবাড়ী। শুনা আছে যে, জগন্নাথ প্রথমে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় হরিদাস ঠাকুরের চেলা হয়। পরে শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া মায়াবাদ আশ্রয় করায় মহাপ্রভু তাহাকে "অতিবাড়ী" বলিয়া ত্যাগ

করেন। অতিবাড়ীর দল বঙ্গদেশের বাউল-দলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ও বিস্তৃত। ঐ দলের কতকগুলি জালপুথি আছে। তাহাতে লেখা আছে যে, চৈতন্য আবার প্রকাশ হ'বেন। সেই অছিলায় কয়েকজন দুষ্ট লোক কেহ চৈতন্য, কেহ ব্রহ্মা, কেহ বলদেব, কেহ কৃষ্ণ—এরূপ উদয় হইতে লাগিল। বিষকিষণ নামক একজন খণ্ডায়েৎ কিছু যোগবল লাভ করিয়া আপনাকে মহাবিষ্ণু বলিয়া প্রকাশ করিল। সর্দাই পুরের চটির এক ক্রোশ অন্তরে একটী জঙ্গলে সে আপন দলবল লইয়া মন্দির সংস্থাপন করিতে লাগিল। অতিবাড়ীদের মালিকাতে লেখা ছিল,—'মহাবিষ্ণু বিষকিষণ গুপ্তরে অছি নাহি জানে আন, ১৪ই চৈত্ররে রণ হব।' তখন মহাবিষ্ণু চতুর্ভুজ দেখাইবেন। এই কথার প্রচার হইলে অনেক ব্রাহ্মণ-শাসন হইতে ব্রাহ্মণী-সকল তাহার সেবা করিতে আসিত। ভৃঙ্গারপুরের চৌধুরীর রমণীদের কোন বিভ্রাট্ হওয়ায় তথাকার পুরুষগণ কমিশনার রেভেন্স সাহেবকে জানায়। ওয়ালটন্ সাহেব আমাকে পাঠাইলে আমি রাত্রিযোগে সেই জঙ্গলে গিয়া মহাবিষ্ণুর (?) সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহার ইংরাজ রাজত্ব-ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা বাহির করিলাম। *** পুরী গিয়া মহাবিষ্ণুর (?) বিচার আরম্ভ হইল। অনেকদিন বিচারের পর আমি তাঁহাকে দেড় বৎসরের কয়েদ দিলাম। তাহার জটা কাটা গেলে তাহার উপাসকগণ তাহাকে প্রতারক বলিয়া ছাড়িয়া গেল।"

—ঠাকুরের আত্মচরিত

২২। শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ স্বল্পাকারে কি তথ্য প্রদান করিয়াছেন?

"শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ দৃষ্টিপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া আমরা প্রভুর অনেক লীলা-স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছি। সেই সমস্ত বিবরণ ভক্তবৃন্দের সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি। সর্ব্বাগ্রে আমরা মহাপ্রভুর পল্লীর স্থানটি নির্দ্দেশ করিতেছি। *** শ্রীকবি-কর্ণপুর লিখিয়াছেন যে, নবদ্বীপধাম শ্রীগঙ্গাদেবীর দ্বারা পরিবৃত। তন্ত্রেও এই কথা লেখা আছে। খড়িয়া বলিয়া যে নদী গোয়াড়ির নিকট দিয়া স্বরূপগঞ্জের নিকট ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম বাগ্‌দেবী বা জলঙ্গী। অতি পূর্ব্বে বাগ্‌দেবী হরিশপুরের নিকট মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিয়া দেবপল্লীর নিকট দিয়া ভালুকা নামক নগর স্পর্শ করত গোয়ালপাড়া গ্রামের নিকট ভাগীরথীতে পড়িতেন। গঙ্গাদেবীর মন্দাকিনী-স্রোতঃ যখন শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বাগ্‌দেবী মায়াপুরের একপার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রাপ্ত হইলেন। বাগ্‌দেবীর ভাগরথী প্রাপ্তিকালে-শ্রীমায়াপুরের অনেক অংশ বিনষ্ট-প্রায় হইয়া যায়। সেই সময় ভগ্নগৃহ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া ও বৃদ্ধ শিব

লইয়া কুলিয়া গ্রামের চরে নূতন গ্রাম পত্তন করেন। সেই নূতন গ্রামই বর্ত্তমান নবদ্বীপ-নগর। নূতন গ্রামে মহাপ্রভুর লীলাস্থান কিছুই নাই। স্থানটী নবদ্বীপান্তর্গত বৃন্দাবনের-পুলিন। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-গ্রন্থে যে মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখিবেন যে, একটী মধ্যবর্ত্তী চক্র আছে। সেই চক্রস্থ সমস্ত ভূমি অন্তর্দ্বীপ, স্বল্প স্বল্প দুই খণ্ড ভূমি ভাগীরথীর অপর পারে পড়িয়াছে। ** সেই মায়াপুর গ্রামেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নিবাস-ভূমি ছিল, বাগ্-দেবীর আক্রমণে প্রায় লণ্ড-ভণ্ড হইয়া গিয়াছে। মায়াপুরের একাংশে মাত্র নর-নিবাস আছে। ঐ অংশটী বল্লালদীঘির দক্ষিণ কোণ। ** আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া এবং কোনপ্রকার গোপ্য ইঙ্গিত-অনুসারে তাৎকালিক গঙ্গাতীর স্থির করিতে পারিয়াছি। মায়াপুরের দক্ষিণাংশে যে খড়বন পরিলক্ষিত হয়, তৎসমীপে 'শিবের ডোবা' নামক একটী দীর্ঘ জলধারা এখনও প্রবাহিত আছে। ঐ জলধারার তীরে দাঁড়াইয়া গঙ্গানগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, একটী নদীতীর-প্রায় ভূমি মায়াপুরের একান্ত হইয়া গঙ্গানগরাভিমুখে গিয়াছে। ** শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের কৃত আদিকীর্ত্তন-বর্ণনে যে ভূচিত্র প্রাপ্ত হই, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ —

গঙ্গা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোণা ঘাটে, নাগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া॥

এখন এই পর্য্যন্ত বক্তব্য যে, তীর-ভূমি দিয়া চলিলে বারকোণা ঘাট ও নাগরিয়া ঘাটের স্থানটী অধিক দূর নয়। নাগরিয়া-ঘাটটী পূর্ব্ব-নদীয়া-নগরের প্রধান-বাজারের নিকটে ছিল, সেই বাজার বল্লালদীঘির একটু পশ্চিমাংশে ছিল। এই সকল কথা ভাবিয়া শ্রীশ্রীমায়াপুর এবং মহাপ্রভুর জন্ম ও লীলাস্থানগুলি অনুসন্ধান করিলে ভক্ত-বৃন্দ অবশ্যই তাহা পাইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কুলিয়ার চরবাসী আখড়াধারী বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে জানিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন না। তজ্জন্যই ভক্ত-যাত্রিগণের এত দুর্ভাগ্য।" —'শ্রীনবদ্বীপধাম', বিঃ পঃ

২৩। বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল নবদ্বীপ-সহর যে কোলদ্বীপ, তাহার প্রমাণ কি?

"বঙ্গদেশের অনেক স্থানে কুলিয়া-নামে এক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বর্ত্তমান আছে। যে কুলিয়ার বিষয়ে আমরা বিজ্ঞাপিত হইয়াছি, সেই কুলিয়া জগতের মধ্যে একটী

অতুল্য স্থান-বিশেষ ; কেননা ইতিহাস সেই কুলিয়াকে বিশেষ সম্মান করিয়া উক্তি করিয়াছেন। সেই কুলিয়ার নাম—শ্রীপাট কুলিয়া। সেইখানে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ-প্রভু সাত দিবস অবস্থিতি করিয়া চাপাল-গোপাল নামক মহাপরাধ-দণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপ-নিবাসী একজন অধ্যাপককে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সেইখানে 'মহেশ্বর-বিশারদের জাঙ্গাল"-নিবাসী দেবানন্দ-নামক একটী ভাগবত-বেত্তা পণ্ডিতের ভক্তাপরাধ মার্জ্জনপূর্ব্বক পবিত্র করিয়াছিলেন। সেইখানে কৃষ্ণানন্দ নামক তন্ত্রবিৎ কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহারোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এবম্ভূত তীর্থাবতংস কুলিয়া-নগরী কোথায়, ইহা স্থির করিতে গেলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের বিরচিত গ্রন্থালোচন ব্যতীত অন্য উপায় কি থাকিতে পারে ?

কুমারহট্ট হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্রগ্রামে কয়েক বৎসর হইল 'কুলিয়া পাটের মেলা' বলিয়া একটী মেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর পৌষ-মাসে সেই মেলায় কলিকাতা ইত্যাদি নগর হইতে বহুজন গিয়া থাকেন। এই গতিকে সামান্য সামান্য লোকের নিকটে কুলিয়ার নাম উচ্চারণ করিলে ঐ গ্রামকে কুলিয়া বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বা দেবানন্দের পাট বলিয়া যে কুলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে এবং প্রেমদাস বাবাজীকৃত চন্দ্রোদয়-ভাষানুবাদে উল্লিখিত আছে, সেই কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপ ষোলক্রোশ পরিধির মধ্যে অবশ্য বর্ত্তমান থাকিবে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে—

কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসিমণি।
সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহাধ্বনি॥
সবে গঙ্গা-মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনিমাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥
বাচস্পতির গ্রামেতে যতেক লোক ছিল।
তার কোটী কোটী গুণে সকল বাড়িল॥
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।

*　　*　　*　　*

ঐ গ্রন্থে অন্যস্থলে নিত্যানন্দ-প্রভুর নবদ্বীপে থাকার সময় এইরূপ বর্ণনা আছে,—

থালাছড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, মধ্যখণ্ডে, প্রথম অধ্যায়ে ;—

কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপালবিপ্রেরে ক্ষমা শ্রীবাস-অপরাধ॥
পাষণ্ডী-নিন্দুক আসি' পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি' তারে দিলা কৃষ্ণপ্রেমে॥

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে মহাপ্রভুর কুলিয়া-আগমনটি অনুক্রমে বিস্তার করেন নাই। এইজন্য তাঁহার বর্ণনায় কুলিয়া-গ্রাম কোন্ স্থানে তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা না করিলে বুঝা যায় না। তিনি মধ্যখণ্ড, ১৬শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, পানিহাটীতে রাঘবপণ্ডিতের ঘর হইয়া কুমারহট্টে শ্রীবাসকে দর্শনপূর্ব্বক কাঞ্চনপল্লীতে শিবানন্দসেনের ও বাসুদেব দত্তের গৃহে পদার্পণ করত বাচস্পতি-গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই বাচস্পতির গৃহ যে বিদ্যানগর, তাহা আমরা পরে দেখাইব। বাচস্পতির গৃহ হইতে লোকভিড়ের কষ্ট নিবারণের জন্য কুলিয়া-গ্রামে মাধবদাসের গৃহে আসিয়া সাত দিবস রহিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই শান্তিপুর ও তথা হইতে রামকেলি গমনের যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্থান-সকলের ক্রমপর্য্যায় নাই, যেহেতু তিনি নিজেই কহিতেছেন,—

শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশদিন বাস।
বিস্তারি কহিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
অতএব ইহা তার না কৈলু বিস্তার।
পুনরুক্তি হয়, গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥

স্পষ্ট বোধ হইতেছে,—কবিরাজ গোস্বামী সকল কথা পর্য্যায়ক্রমে বর্ণন করিলেন না। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনের উপর নির্ভর করিয়া রাখিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন,—

গঙ্গাস্নান করি' প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া॥
পূর্ব্বাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ আইলা প্রভু—এই তাঁর মর্ম্ম॥
মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা-ঘাট নিজ-বাড়ীর সমীপ॥

এই বর্ণনে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, কুলিয়া-গ্রাম নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত। কেবল একগঙ্গা পার এবং তথা হইতে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের মায়াপুরস্থ ঘর দেখা যায়। তাঁহার ঘরও বারকোণা-ঘাটের নিকট। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিত আছে,—

'ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতবাট্যামভ্যাযযৌ। ততোঽদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া-নামগ্রামে মাধবদাসবাট্যামুত্তীর্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনৈব চলিতবান্।'

এই কথাগুলি পাঠে বোধ হয় যে, নবদ্বীপ দুই পারে হইলেও তৎকালে গঙ্গার পূর্ব্বপারে নবদ্বীপ-নামক বিপুল গ্রাম বর্ত্তমান ছিল এবং কুলিয়া-গ্রাম তাহার সাক্ষাৎ পশ্চিম পারে ছিল।

শ্রীচৈতন্য-চরিত-কাব্যে বিংশতিসর্গে লিখিত আছে যে, শ্রীরামের বাটী হইতে রাত্রিযোগে কাঞ্চনপল্লী-গ্রামে বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দসেনের গৃহে একরাত্র থাকিয়া শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপের অপর পারে কোন গ্রামে গিয়া থাকিলেন যথা,—

অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারেগঙ্গং পশ্চিমে ক্বাপিদেশে।
শ্রীমান্ সর্ব্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈর্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে॥

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং কুলিয়া-নগর গঙ্গার পশ্চিম-পারে। কেবল গঙ্গা মধ্যে থাকায় নবদ্বীপ-নগর হইতে কুলিয়া-নগর এক ক্রোশের অধিক হইবে না।

এই সকল গ্রন্থকারের বর্ণন পাঠ করিলে নিশ্চয় বুঝা যায় যে, কাঁচনাপাড়ার তিন মাইল পূর্ব্বে যে কুলিয়া লক্ষিত হয়, তাহা কোনক্রমেই দেবানন্দাদির অপরাধ-ভঞ্জনের পাট হইতে পারে না। বস্তুতঃ কুলিয়া প্রাচীন নবদ্বীপের নিকট-বাহিনী গঙ্গার পশ্চিম-কূলে এককোশ-মধ্যে অবস্থিত ছিল। আবার সাতকুলিয়া বলিয়া যে গ্রামটী আছে, তাহা প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে তিন-চারিক্রোশ দূরে গঙ্গার পূর্ব্বপারেই আছে। সে গ্রামও অপরাধ-ভঞ্জনের পাট হইতে পারে না; কেন না, সে-স্থানে কখনও কোন নগর ছিল এবং প্রধান প্রধান লোকের ঘর ছিল,—এরূপ কোন জনশ্রুতি মাত্রও পাওয়া যায় না। এস্থলে আমাদের গঙ্গার পশ্চিম পারে প্রাচীন নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামকে কুলিয়া বলিয়া স্থির করিতে হইবে। অবশ্য গঙ্গার প্রবাহ-পরিবর্ত্তনে সেই কুলিয়া-নগরের অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিতে পারে; তথাপি তাহার কোন অংশ এবং জনশ্রুতি তাহার পরিচয় দিবে, সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিতেছি যে, বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে কুলিয়া গ্রাম অধিক দূর নহে; কেননা, মহাপ্রভু কুলিয়া গ্রামে গিয়াছেন শুনিবা-মাত্র বাচস্পতি ক্ষণেকের মধ্যে কুলিয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং কুলিয়ায় যাইতে তাঁহাকে পার হইতে হয় নাই। সুতরাং কুলিয়া ও বিদ্যানগর এক পারে এবং দুই এক মাইলের মধ্যে স্থিত, এরূপ স্থির করিতে হইবে। এখন দেখুন, বিদ্যাবাচস্পতির বাটী কোথায়?

শ্রীচৈতন্যভাগবতে—'সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম।'

ঐ মধ্যখণ্ডে, ২১শ অধ্যায়ে—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু-বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি—নিত্যানন্দ গদাধর॥
একদিন প্রভু করে নগর ভ্রমণ।
চারিদিকে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥
সার্ব্বভৌম-পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ॥

এই বর্ণনে আমরা জানিতেছি যে, মহেশ্বর বিশারদ—সার্ব্বভৌম ও বিদ্যা-বাচস্পতির পিতা ছিলেন। যে জাঙ্গালের উপর তাঁহার ঘর ও টোলবাড়ী ছিল, সেই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহ ও ভাগবতের টোল ছিল। সে-কালে গঙ্গাদেবী মহৎপুর বা মাতাপুরের নিকট হইয়া মাউগাছি জান্নগর ইত্যাদি গ্রাম স্পর্শ করিয়া তথা হইতে বিশারদের জাঙ্গালকে পশ্চিম-পারে ফেলিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর চলিয়া গঙ্গানগর হইয়া শ্রীমায়াপুরের নিকট হইতে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখ হইয়া কুলিয়ার তীরে তীরে, কুলিয়ার গঞ্জ দিয়া দক্ষিণে প্রবাহমানা ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি পূর্ব্বে কোনও সময়ে গঙ্গার ধারা কুলিয়া গ্রামের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণাভিমুখে বহমানা ছিলেন। মহেশ্বর বিশারদের সময় ঐ ধারাটী শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। শুষ্ক হইলেও ঐ ভূমিটী আজ পর্য্যন্ত জোল, খাল, বিল, কুশ, কাঁটা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। তথায় গৃহ করিয়া বর্ষাকালে থাকিবার যোগ্যতা ছিল না বলিয়া করেকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাৎকালিক নবদ্বীপের দেওয়ান-বাজারের অপর পার হইতে একটী জাঙ্গাল বাঁধিয়া বিদ্যানগর-গ্রামে একটী ছোট গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে গঙ্গার তীরে-তীরে গঙ্গানগর ছাড়িয়া বেছপ্পর (সোজা) আতপপুরের মধ্য দিয়া দেওয়ানের বাজারের ঘাট পার হইয়া বিশারদের জাঙ্গালে যাইতে হইত। ঘাট পার হইয়াও জাঙ্গালে উঠিতে অনেক কাঁটা খোঁচা পার হইয়াও যাইতে হইত। বিদ্যাবাচস্পতির বাটী যে বিদ্যানগর, ইহাতে আরও অনেক প্রমাণ আছে। এইজন্যই নবদ্বীপ হইতে লোক-সকল বিশারদের জাঙ্গাল যাইতে বন, জল, কণ্টক, অরণ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু কুলিয়া যাইতে সেরূপ হয় নাই। প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে কুলিয়া-নগরে যাইতে

কেবল একগঙ্গা-মাত্র পার হইতে হইয়াছিল। বিদ্যানগর-গ্রাম যদিও পূর্ব্বে 'বিশারদের জাঙ্গাল' বলিয়া পরিচিত ছিল, তথাপি বিদ্যাবাচস্পতির মাহাত্ম্য-বলে ঐ গ্রাম পরে বিদ্যানগর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হয়। এখনও গঙ্গার পশ্চিম পারে কুলিয়ারগঞ্জ বলিয়া একটী স্থান আছে। সেই স্থানটীকে কেহ কেহ 'কোলেরগঞ্জ' বলে। গ্রামের অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং গঙ্গার প্রবাহ-পরিবর্ত্তনে প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিমাংশটা কুলিয়ার সহিত এক হইয়া যাওয়ায় কুলিয়ার অনেক অংশ নবদ্বীপের সহিত মিলিত হইয়া নবদ্বীপ হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা আছে, তাহা পরে বলিব। কুলিয়া ও পাহাড়পুর বলিয়া দুইটী গ্রাম লাগালাগি ছিল। সেই কুলিয়া-গ্রাম এখনকার নবদ্বীপ এবং এই নবদ্বীপকে কুলিয়ার পাট, দেবানন্দের পাট ও অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলিতে কোন আশঙ্কা নাই।

—'অপরাধ-ভঞ্জনপাট কুলিয়া কোথায়?' সঃ তোঃ ৭।২

২৪। বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা কখন ও কোথায় সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয় এবং উহার উদ্দেশ্য কি?

"গত ৩০শে বৈশাখ (বাং ১২৯২, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৩৯৯) কলিকাতা নগরীতে 'বিশ্ববৈষ্ণবসভা' সংস্থাপিত হইয়াছিল। **বিবিধ উপায়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উন্নতি করাই এই সভার উদ্দেশ্য।** সভার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী বিশ্ববৈষ্ণব-কল্পাটবী'তে লিখিত আছে। সভার যত্নে ভগবল্লীলা-সম্বন্ধী নানা চিত্রপট প্রস্তুত হইতেছে এবং একটী 'বৈষ্ণব ডিপজিটরী' সংস্থাপিত হইয়াছে। অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত সভাগার, চৈতন্য-মন্দির ও মুদ্রা-যন্ত্রালয় সংস্থাপিত হয় নাই বটে, কিন্তু মহাপ্রভু ত্বরায় তাহার সংযোগ করিয়া দিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।"

—'বৈষ্ণবসভা তথা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার', সঃ তোঃ ২।১, বাং ১২৯২, ইং ১৮৮৫

২৫। বিশ্ববৈষ্ণবসভা ও বৈষ্ণবসভা কখন সম্মিলিতা হন?

"কলিকাতা কাঁসারিপাড়া, সরকার্সলেনে ঐ সভার (বিশ্ববৈষ্ণবসভার) সাধন-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। গত ১৪ই আষাঢ় শনিবারে সভার একটী প্রকাণ্ড অধিবেশন হয়। ২৩শে আষাঢ় তারিখের দৈনিক পত্রিকায় সভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সভার সহকারী-সম্পাদক শ্রীযুত লালমোহন দত্ত মহাশয়ের প্রযত্নে সভার সমস্ত ব্যাপার উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে।* * *

লিখিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় হরিসাধন-সমাজ ও বৈষ্ণব-সভা উক্ত সভার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, বৈষ্ণবসভা ঐ সভায় সম্পূর্ণরূপে মিলিত হয় নাই। ঐ সভার মঙ্গল-

সাধনে বৈষ্ণব-সভার বিশেষ যত্ন আছে বটে, কিন্তু কিছুদিন বিশ্ববৈষ্ণব-সভার কার্য্যসমূহ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া বৈষ্ণবসভা তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইবেন না। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সভা এক বৎসরের অধিক হইল সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সময় হইতে বিশ্ববৈষ্ণব-সভার জন্মদিন স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-সভা একটু পৃথক্ থাকিবেক। সে যাহা হউক, উভয় সভার উদ্দেশ্যও এক, তখন উত্তমরূপে গঠিত হইলেই বিশ্ববৈষ্ণবসভা তৎপূর্ব্বজাত বৈষ্ণব-সভার সহিত অচিরকাল-মধ্যেই মিলিত হইবে,—এইরূপ আশা করা যায়।"

—সঃ তোঃ ২।৭, বাং ১২৯৩ 'বিশ্ববৈষ্ণব-সভা'

—জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

যেখানে কেবলমাত্র নিত্যসত্তা—অবিনাশী সত্ত্ব, সেই জিনিষটিকে লক্ষ্য ক'রেই 'বসুদেব' বলা হয়। সেখানে কালক্ষোভ্য ধর্ম্মের যোগ্যতা নাই, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে যে বস্তুটি প্রকাশিত হন, তিনিই বাসুদেব। বিশুদ্ধসত্ত্বময় আধার বা ভূমিকায় যাঁ'র প্রাকট্য, তিনিই বাসুদেব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রলেই সেই বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যায়—ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্রাদিও যে বস্তুর অন্ত পান না। তিনি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। দ্বাদশরসে তার সেবা হ'য়ে থাকে। তাঁর অবতারগণ পূর্ণরসের সেব্য ন'ন। যিনি পরিপূর্ণভাবে তাঁর সেবা করেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আরাধ্য। যিনি সকল অবতারের মূল আশ্রয়; অর্থাৎ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি বৈভব-অবতারসমূহ যাঁ'র অংশকলা, ইঁহাদের সকলের ভগবত্তা যাঁ'তে, সেই অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। বৃন্দাবনে তাঁ'র লীলার পরমচমৎকারিতা ও পূর্ণতা প্রকাশিত হ'য়েছে।

যে কাল পর্য্যন্ত জীবের ভগবানে অবিমিশ্র সেবাবৃত্তি উদিত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত তা'র কোন কৃষ্ণজ্ঞান হয় নাই, জান্‌তে হ'বে। কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবাই যে একমাত্র কৃত্য, যতদিন পর্য্যন্ত ইহা আমরা উপলব্ধি কর্‌তে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বঞ্চিত।

শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু অর্থাৎ তিনি মানবের ভোগ্যবস্তু নহেন। অপ্রাকৃত

কৃষ্ণজ্ঞান কেবল সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন। নতুবা কৃষ্ণতত্ত্ব জাগতিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, বিচারশক্তি প্রভৃতি কোন কিছুর দ্বারাই আংশিকভাবেও জানা যায় না। পরম করুণাময় কৃষ্ণ তাঁহার পরিকরের সহিত এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন— ভাগ্যহীন জীবের সে বিচার আসে না। ভগবানের সেবার জন্য অবিমিশ্র চেষ্টা না করা পর্য্যন্ত এ-সকল কথা উপলব্ধি হয় না। মিশ্র চেষ্টাতে ভগবদ্বস্তুর উপলব্ধি হয় না। আমরা আত্মার নিত্যা বৃত্তি যে ভক্তি, যদি তা'র সন্ধান না পাই, যদি তদ্দ্বারা নিত্যবস্তুর সেবা না করি, তা'হ'লে সত্যবস্তুর সন্ধান ক'র্‌লাম না—প্রেয়পথকে বহুমানন ক'রে নরকের পথে ধাবিত হ'লাম মাত্র। যদি কোনদিন কোন কার্ষ্ণের নিকট আমরা পৌঁছ্‌তে পারি, তা'হ'লে সুবিধা হতে পারে।

'যিনি সর্ব্বদা হরিসেবা-তৎপর, তাঁহার সঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু করিব না, হরিভজনই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা এবং কালবিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই হরিভজন আরম্ভ করিব',—এইরূপ দৃঢ় উৎসাহ ও নিশ্চয়তা লইয়া আমাদিগের মনুষ্যজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। আমরা যদি কাল-বিলম্ব করি, তবে অন্য লোকে আমাদের নিকট আসিয়া দুষ্ট পরামর্শ দিবার সুযোগ ও সময় পাইবে।

মানুষ কি এতই মূর্খ যে, 'কৃষ্ণভজন ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন কর্ত্তব্য থাকিতে পারে'—এইরূপ বিচার করে, এইরূপ কল্পনা করিয়া দুর্ল্লভ পরমার্থপ্রদ মনুষ্যজীবনকে অকাতরে নষ্ট করে। জীবের কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কখনও কোন কৃত্য নাই। আপনারা নিরন্তর হরিভজন করুন, সর্ব্বজীবকে হরিভজনে নিযুক্ত করুন, সকল জীবের চেতনবৃত্তির নিকট হরিভজন করিবার কথা কীর্ত্তন করুন। জীবের, অজীবের কৃষ্ণপাদপদ্মে অবস্থানই একমাত্র সার্থকতা। সমস্ত পরিহার করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে চেতনের বৃত্তি নিযুক্ত করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-কথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতন-বিগ্রহের কথা শুনিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজেকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব দেহ-গেহ-পুত্র-কলত্র, কায়-মনো-বাক্য —যথাসর্ব্বস্বদ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোল-আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই।

অনুশীলন চাই, মায়ার অনুশীলন নহে—মনোধর্ম্মের অনুশীলন নহে—আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। আমরা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অনুশীলনের জন্য ব্যস্ত নই। চতুর্থবর্গেরও অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণিত হয়—ভগবৎপ্রেমার কাছে। ভগবানের সুখ হইতেছে কি না ইহার মূল অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া আবশ্যক।

যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিব, প্রত্যেক নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, প্রত্যেক হস্ত-সঞ্চালনে, প্রত্যেক কথায় যেন কৃষ্ণের অনুশীলন করিতে পারি। অনুশীলনটী সেব্যপুরুষের সেবার জন্য করিতেছি, না নিজের দেহ-মনের খানিকটা ভাগ সেখানে বসাইবার চেষ্টা করিতেছি—এ বিষয়ে সাবহিত হওয়া আবশ্যক। সাধুর প্রসঙ্গ থেকে একমুহূর্ত্ত অন্য কোন বিষয়ে ধাবিত হইলে অনুশীলন হইবে না।

আমরা যদি সত্য সত্যই নিজের মঙ্গল করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হই আর সত্য সত্য পরের মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গল করিবেন। অন্য লোককে ফাঁকি দিলে নিজেই ফাঁকিতে পড়িতে হইবে। জগতে একজন ব্যক্তিও যদি আমার নিকট হইতে অকৈতব সত্যের সন্ধান জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আমাকে এত আশীর্ব্বাদ করিবেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার প্রতি চরম মঙ্গল বর্ষণ করিবেন। ভগবান্ আমার পার্থিব সকল সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া আমার প্রভূত মঙ্গল করিয়া দিতে পারেন।

শব্দব্রহ্মের সেবাতেই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেবই সেই শব্দব্রহ্মের দাতা। যাঁহার নিত্যানন্দে প্রতীতি হইয়াছে, তিনি শব্দব্রহ্মের কৃপাপাত্র। তর্কপন্থায় বাস্তবজ্ঞান লভ্য নহেন। **Transcendental Sound** এর **the only basis is a pure heart** বদ্ধ অবস্থায় ভগবান্‌কে **Dependant** করিতে হইবে না, মুক্তাবস্থায় ভগবান্ স্বেচ্ছায়ই **Dependant** হইয়া পড়েন।

"সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্"

(সাধুমুখ-বিগলিত ভগবানের কথা)

শ্রীমন্মহাপ্রভু রসপরাকাষ্ঠা স্বয়ং আস্বাদন ও সর্ব্বোত্তম অধিকারীদের পরমানন্দ-বর্দ্ধন এবং সর্ব্ববিধ সাধকগণের অধিকারানুযায়ী মঙ্গলবিধান-হেতু স্বীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।" প্রশ্নটী অতীব গম্ভীর ও ব্যাপক। ইহা কেবল সাধনভক্তি ও সাধ্যভক্তিকে

বুঝাইলেও তাহাতেই ইহা সীমিত নহে। যাহা সাধনের দ্বারা লভ্য হয় না অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ, এমন কি নিত্যসিদ্ধা ব্রজদেবীদের সাধারণী প্রেমাতেও ইহা সীমাবদ্ধ হয় নাই। অতুলনীয়, অসীম, অনন্ত প্রসারিণী প্রেমাকেই প্রধানরূপে লক্ষ্য করিয়াছে —তাহাই প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতার বাক্যভঙ্গীতে বিশেষভাবে পরিব্যক্ত। যদ্যপি প্রশ্নটীর মধ্যে "সাধ্য" পদটীর উল্লেখ বর্ত্তমান, তথাপি সাধ্যাতীত নিত্যসিদ্ধ, এমনকি অনন্যসিদ্ধ যে মহাভাব-শিরোমণি, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের গূঢ় উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নোদ্ধৃত অংশে তাহাই সুপ্রকাশিত।—

প্রভু কহে,—আগে কহ, শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্বামৃত নদী বহে তোমার মুখে॥
চুরি করি' রাধারে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥
রাধা লাগি' গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি,—রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥
রায় কহে,—তবে শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি' বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥
কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥
ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণ-খিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥
এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি॥
শতকোটি গোপীসঙ্গে রাস-বিলাস।
তার মধ্যে এক-মূর্ত্ত্যে রহে রাধা-পাশ॥
সাধারণ-প্রেমে দেখি সর্ব্বত্র 'সমতা'।
রাধার কুটিল প্রেমে হইল 'বামতা'॥
অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥
ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি'।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈলা হরি॥

সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিত্তে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া কাহাঁ রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হৈয়া॥
শতকোটি গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥
প্রভু কহে,—যে লাগি' আইলাম তোমা-স্থানে।
সেই সব রসতত্ত্ব হইল মোর জ্ঞানে॥
এবে জানিলুঁ সাধ্য-সাধন নির্ণয়।
আগে আর আছে কিছু, শুনিতে মন হয়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে প্রশ্ন—"সাধ্য-নির্ণয়", অর্থাৎ যে ভক্তি সাধনদ্বারা লাভ করা যাইতে পারে, তাহার সীমা বা অবধি এই পর্য্যন্ত। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্য-লীলার যে মুখ্য উদ্দেশ্য, যাহা সাধনভক্তির বহির্ভূত ব্যাপার, তাহা আস্বাদন-লোলুপ হইয়া মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়কে জ্ঞাপন করিলেন,—"আগে আর আছে কিছু, শুনিতে মন হয়"। এতদুত্তরে শ্রীরামানন্দ রায় বলিলেন,—

রায় কহে,—ইহা আমি কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহাও, সেই কহি বাণী॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক-পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি॥

শ্রীরায় রামানন্দ প্রভুর এই বাক্যগুলি কি "দৈন্যোক্তি"? না তাহাতে সত্যতা বর্ত্তমান আছে? সত্যই কি ইহা রামানন্দ রায়ের অধিকার-বহির্ভূত! সত্যই তাহা কি শ্রীরাধারাণীর নিজস্ব সম্পদ এবং তাঁহার যে-পরিমাণ কৃপা হয় সেই পর্য্যন্তই অন্যের জানিবার ক্ষমতা?—এই বিষয়টি অধিকারীদিগেরই বিচার্য্য।

এক্ষণে আমাদের অধিকারান্তর্গত শিরোণামা সম্পর্কিত বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেছি।—

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায় রামানন্দের মুখে সাধ্য-তত্ত্বের নির্ণয় সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি শ্রবণ করত প্রথম পাঁচটী (কর্ম্ম ও জ্ঞানাধিকারের) শ্লোককে 'এহো বাহ্য' অর্থাৎ

কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্পর্কিত শ্লোকের গতি বাহ্য অর্থাৎ মায়িক-জগতে সীমাবদ্ধ ; তাহা বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে উন্নয়ন করিতে অযোগ্য বলিয়াছেন। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এবং 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি'—শ্লোক দুইটী যথাক্রমে কর্ম্ম ও জ্ঞানের উন্নত অবস্থা প্রকাশ করিলেও, তাহা মায়াতীত বৈকুণ্ঠে প্রবেশাধিকার প্রদান করে না—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার।

অতঃপর শ্রীরায়রামানন্দ প্রভু—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

শ্লোকটী উল্লেখ করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

'এহো হয়,—আগে কহ আর'।

অর্থাৎ, এই শ্লোক-বর্ণিত অধিকার লাভ করিলে জীব মায়িক জগৎ অতিক্রম করত বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়।

শ্লোকার্থ :—যাঁহারা নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের চেষ্টাকে দূরে পরিত্যাগ করত সৎসঙ্গে অবস্থিত হইয়া, সাধুমুখনিঃসৃত ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কায়মনোবাক্যে সৎকার করেন অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আচরণ করেন, ভগবান্ অন্যের অর্থাৎ—কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগীদের অজেয় হইলেও, ঐরূপ ভজনকারীর প্রেমের অধীন হইয়া থাকেন।

উদ্ধবের প্রতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ (ভাঃ ১১।১৪।২০)

গোপীগণের প্রতিও তিনি বলিয়াছেন,—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥
(ভাঃ ১০।৩২।২২)

বঙ্গানুবাদ—হে গোপীগণ! আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও প্রেমময়। তোমরা দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, তজ্জন্য আমি দেবতাদিগের ন্যায় দীর্ঘায়ু লাভ করিলেও তাহাদ্বারা তোমাদের প্রত্যুপকার সাধন করিতে সক্ষম হইব না ; অতএব তোমরা নিজ নিজ সাধুকৃত্যদ্বারা প্রত্যুপকৃত হও।

ব্রহ্মাজী-কর্ত্তৃক উচ্চারিত এই "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" স্তবটীতে তিনটী বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (১) সাধুসঙ্গে অবস্থান, (২) নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানকে দূরে পরিত্যাগ, (৩) সাধুমুখনিঃসৃত ভগবানের কথা শ্রবণাদি।

বিচার্য্য বিষয় এই যে,—'ভগবানের কথা'—ইহাতে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত। গোপীগণও বলিয়াছেন,—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

(ভাঃ ১০।৩১।৯)

গোপীদের উচ্চারিত "তব কথা" বাক্যের উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণের নিজমুখ হইতে উচ্চারিত কথা'। শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত কথাগুলিও যদি পাঠক বা বক্তার মুখ হইতে নির্গত হয়, তবে তাহা গোপীদের উদ্দিষ্ট হইবে না। তাহা গোপীদের অমৃত প্রদান করিতে সক্ষম হইবে না, পরন্তু তাহা বিরহাত্মকরূপে অমৃতের পরিবর্ত্তে মৃত্যুস্বরূপ ক্লেশদায়ক হইবে। ব্রহ্মাজীর উক্তিতে গোপীদের ভাবের অভিব্যক্তি নাই।

ব্রহ্মাজীর উদ্দিষ্ট বিচারগুলিই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার উক্ত "ভবদীয়বার্ত্তা" বলিতে শাস্ত্রে বর্ণিত বা আচরণশীল সাধুর মুখোচ্চারিত ভগবৎ-কথাকে লক্ষ্য করে। ইহা আচরণবিহীন ব্যক্তির মুখনির্গত ভগবানের কথাকে বুঝায় না। এমন কি, শাস্ত্রগ্রন্থও আচরণবিহীন হওয়ায়, তাহা আচরণশীল সাধুর সমকক্ষ ফল প্রদানে সক্ষম হয় না। এই কারণে শাস্ত্র ও সাধু একই কথা বলিলেও শাস্ত্রাপেক্ষা আচরণশীল সাধুর বাক্য অধিকতর বীর্য্যবতী ও কার্য্যকরী। শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষা প্রকৃত আচরণশীল সাধুর মাহাত্ম্য অধিক—সর্ব্বত্রই শ্রুত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাজীও সেই কারণে 'সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্' কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।২১)

'স্থানে স্থিতাঃ' বাক্যেও সাধুর সঙ্গে অবস্থান করত ভগবৎকথা শ্রবণাদির অনুষ্ঠানকে লক্ষ্য করিয়াছেন। যেহেতু—

অসৎসঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়।
যদি করিবে কৃষ্ণনাম তবে সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ বলিতে দুঃসঙ্গ-ত্যাগ আবশ্যিক বুঝিতে হইবে। ইহাই স্পষ্টভাবে অন্যত্র বর্ণিত দেখা যায়।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

এই বাক্যে প্রথমেই দুঃসঙ্গকে দূরে ত্যাগ করিবার উপদেশ আছে। কিন্তু বাহ্যতঃ ত্যাগ হইলেও মানসিক-ত্যাগ সর্ব্বপক্ষে সম্ভবপর হয় না। ঐ মানসিক ত্যাগ সাধুসঙ্গফলে সম্ভব হইবে—ইহাই "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ" বাক্যের অভিপ্রেত। সাধুগণ নিজবাণীদ্বারা ঐ মানসিক দুঃসঙ্গকে মনোব্যাসঙ্গকে বিদূরিত করিয়া থাকেন। 'উক্তিভিঃ' অর্থে কেবল অন্বয়-বাক্য বুঝায় না; ব্যতিরেকবাক্যও বুঝিতে হইবে। সেই কারণ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥
"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগেষু চ ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥"

(ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৫)

অনুবাদ—সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই যাহার সঙ্গক্রমে নষ্ট হইয়া যায়, সেই শোচ্য, আত্মবিনাশকারী, অশান্ত, মূঢ়, যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগ অসাধুর সঙ্গ কখনই করিবে না। স্ত্রীসঙ্গে এবং স্ত্রী-সঙ্গিসঙ্গে যেরূপ সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, অন্য-প্রসঙ্গে জীবের তদ্রূপ সর্ব্বনাশ হয় না। বিশেষতঃ বৈরাগী বা গৃহত্যাগী বৈরাগ্যবেশধারী হইলে তাহার প্রতি ক্ষমা নাই।

বৈরাগী হইয়া করে স্ত্রী-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ মুই তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭-১২০)
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ (ভাঃ ৯।১৯।১৫)

এহেন স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির অশ্রুপাতকে প্রেমজ্ঞান করা দুর্ব্বলতা ও মূঢ়তা। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী, বিশেষতঃ বৈরাগ্যবেষধারীর অশ্রুপাত অতীব মারাত্মক, তাহা কখনই আদরণীয়, প্রশংসনীয় বা গ্রহণীয় নহে।—ইহাই জীবগোস্বামিপ্রভুর উক্তি :—

নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্যাভাসবিনাপি স্যু কম্পাশ্রুপুলকাদয়॥

স্বভাবতঃ কোমল স্বভাব অথবা পেশাদার অভিনেতার অভ্যাসসিদ্ধ অশ্রু-কম্প-পুলকাদিকে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। তাহা কখনও গ্রহণযোগ্য নহে; তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

হরিকথা জীবকে পবিত্র করে। তাহা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত বদ্ধজীবের মুক্তি ও প্রেমলাভ কখনই সম্ভব নহে। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের বাণী। কিন্তু এই হরিকথা জ্ঞানপাপী, অবৈধ পরস্ত্রীসঙ্গী, বিশেষতঃ ভণ্ড বৈরাগ্যবেশধারীর মুখ হইতে বহির্গত হইলে তাহা কখনই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে। তাহা শ্রবণ করিলে সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধপানবৎ মৃত্যু বা পতন অবশ্যম্ভাবী। ইহাই বিশেষভাবে সতর্ক করিতে "সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্" উক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, আচার্য্য শ্রীশঙ্কর-প্রচারিত নির্ব্বিশেষ-চিন্তা অবৈদিক, মিথ্যা বা মায়া। এই বিচারে সর্ব্বনাশ হয়।—

"জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেইত পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই হয় যম দণ্ড॥
মায়াবাদী—কৃষ্ণে অপরাধী।"

এইজন্য মায়াবাদ-জ্ঞান অথবা নির্ব্বিশেষজ্ঞানের প্রয়াস দূরে নিক্ষেপ করিবার কথা উক্ত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ—"ভবদীয়বার্ত্তা" বাক্যে শ্রীব্রহ্মা ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অনুশীলনের উপদেশ করিয়াছেন। ইহা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষীর

মুখোচ্চারিত হইলে শ্রোতব্য নহে। তাহা সম্মুখোচ্চারিত অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের মুখ-নিঃসৃত হওয়া প্রয়োজন। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি-মিশ্র অশুদ্ধ ভক্তিদ্বারা প্রেমলাভ হয় না; একমাত্র শুদ্ধভক্তিদ্বারাই প্রেম লভ্য হইয়া থাকে।—

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)
শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ)

বঙ্গানুবাদ—অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই; তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা আবৃত নহে।

"শ্রুতিগতাং" বাক্যের অভিপ্রায়ও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং" বাক্যদ্বারা শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। অধুনাবিষ্কৃত টি, ভি, প্রভৃতি যন্ত্রাদিতে বহু বিষয় শ্রবণ ও দর্শন করার সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু যাহারা ইহাতে ভগবৎকথাদি পরিবেশন করিতেছেন, তাহারা বৈষ্ণব এবং সচ্চরিত্র না হইলে তাহাদের দ্বারা পরিবেশিত হরিকথা অভিনয় বা নকল বলিয়া বিবেচ্য। অভিনেতাগণের চারিত্রিক দোষ তাহাদের অভিনীত প্রসঙ্গমধ্যে বা হরিকথামধ্যে সংমিশ্রিত থাকে। উদাহরণ-স্বরূপে "সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ" উক্ত হইয়াছে। শুদ্ধ দুগ্ধ এবং সর্পোচ্ছিষ্ট-দুগ্ধ বাহ্যতঃ একই গুণসম্পন্ন মনে হইলেও, বস্তুতঃ তাহা বিপরীত গুণযুক্ত। বর্ণবিচারে তাহা বোধগম্য না হইলেও, গুণবিচারে তাহা প্রকাশ পায়। সর্পোচ্ছিষ্ট-দুগ্ধপানে শরীর পুষ্ট হওয়ার পরিবর্ত্তে নষ্ট হইয়া থাকে। তদ্রূপ অসাধু-মুখনিঃসৃত ভগবানের কথাও প্রেম-প্রদানের পরিবর্ত্তে কামাদিই প্রদান করে। সেই হেতু তাহার শ্রবণাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। এমন কি, টেপ-যন্ত্রে ধৃত শব্দের অবিকলতা বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা 'সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্' বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাহাতেও ইন্দ্রিয়-তর্পণকর নানাবিধ শব্দাদি মিশ্রিত করিয়া রোচক করা হইয়া থাকে। হরিকথা সাধুমুখ-নিঃসৃত হওয়াকালে সাধুর শরীরে প্রকাশিত প্রেমজনিত অশ্রু-কম্পাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবগুলি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, পরন্তু টেপযন্ত্রে তাহা দর্শন ঘটে না। সাধুমুখনিঃসৃত শব্দ—শব্দব্রহ্ম; তাহা

"অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ"। টেপ-শব্দকে "অভিন্নত্বান্নামনামিনো" জ্ঞান করা মিথ্যা। যশোমতী-মাতার আহ্বান-শব্দ শ্রবণ করত কৃষ্ণ ধাবিত হইয়া মাতৃক্রোড়ে সমাগত হন। মাতার ঐ আহ্বান-শব্দকে টেপ-যন্ত্রে ধারণ করত বাজাইলে কৃষ্ণ কি উপস্থিত হইবেন? কৃষ্ণ টেপের ঐ শব্দকে 'নকল' বলিয়া অবশ্যই বুঝিতে সক্ষম হইবেন। প্রকৃত সাধুমুখোচ্চারিত শব্দকেই শব্দব্রহ্ম এবং নকলশব্দকে শব্দসামান্য বলা হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পরমোন্নত পার্ষদ ভক্তগণের মুখোচ্চারিত হরিনাম বা হরিকথা বদ্ধজীব, এমন কি বন্য পশুপক্ষীকেও প্রেমদান করিয়াছে। ঝারিখণ্ডের পথে ও অন্যত্র ইহা বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ হরিনাম শ্রবণ করত দাক্ষিণাত্যের গ্রাম হইতে গ্রামান্তর প্রেমাপ্লুত হইয়াছিল। কিন্তু প্রেমহীন নকল হরিনাম বা টেপশব্দ বা শব্দসামান্যদ্বারা প্রচারকার্য্যকে সমজ্ঞান করা অসঙ্গত। ইহা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ও ঢঙ্গবিপ্রের নৃতরূপে প্রকৃষ্ট ভিন্ন।

"শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্" বাক্যেও একই তাৎপর্য্য প্রকাশিত। পরীক্ষিত মহারাজ তাহা শ্রবণ করত যে গতিলাভ করিয়াছেন, সেই ভাগবতগ্রন্থ পাঠ করিয়াও 'তৎক্ষণাৎ' সেই গতিলাভ কেন হয় না? "পাদৌ যদীয়ৌ"-শ্লোকদ্বারা দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক ভাগবতকে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শাব্দিক অবতার। কিন্তু **Visualized sound** বা শব্দসামান্যকে শব্দব্রহ্ম বলিলে সঙ্গত হয় না। প্রেসে মুদ্রিত কাগজ ও সাধুমুখনিঃসৃত তত্ত্ব এক নহে। সম্মুখনিঃসৃত তত্ত্বকথাই ভাগবত, তাহাই শব্দব্রহ্ম। টেপযন্ত্রে ধৃত বা **Visualized sound** শব্দব্রহ্ম নহে। শ্রীবিগ্রহ চিন্ময়, কিন্তু ভাস্কর-নির্ম্মিত প্রতিমা চিন্ময় নহে। অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখোচ্চারিত নাম শব্দব্রহ্ম, কিন্তু অনধিকারী শিষ্যের মুখোচ্চারিত নাম শব্দসামান্য।

এই চিন্ময় বস্তুকে 'শ্রুতিগতাং' বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা কর্ণব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের অযোগ্যতা প্রকাশ পাইয়াছে। অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেব শিষ্যের কর্ণেন্দ্রিয়েই তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত শব্দব্রহ্ম শ্রীনাম প্রদান করেন। শ্রুতি বা কর্ণদ্বারা বেদশাস্ত্র গ্রাহ্য হয় বলিয়া বেদের একটী নাম শ্রুতি। মুদ্রণযন্ত্রে প্রকাশিত বেদগ্রন্থ চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারা গ্রাহ্য হইলেও তাহা 'শ্রুতি' শব্দের তাৎপর্য্য রক্ষা করে না। শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয় প্রদান করিতে দ্বিতীয় শ্লোকটীতে "শুশ্রূষুভিঃ" পদটী ব্যবহৃত হওয়ার একই তাৎপর্য্য।

বৈকুণ্ঠরাজ্যে বা বৈকুণ্ঠবস্তুতে অধিকারলাভ জড় বা প্রাকৃত অনুশীলনদ্বারা নিরস্ত করিবার জন্যই "সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্" বাক্যটী উচ্চারিত হইয়াছে। শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই এই বিচার লক্ষীভূত হয়।—

'মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং', 'বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্', 'তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত', 'বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা'—ইত্যাদি বাক্যগুলিতে একই তাৎপর্য্য।

প্রতিপক্ষে একলব্য-চরিত্রে যে সিদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অপ্রাকৃত পরব্রহ্ম বা পরমার্থ বস্তুতে নহে। তাহা প্রাকৃত অস্ত্রবিদ্যাক্ষেত্রে সম্ভব হইয়াছে।

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্রতরঙ্গ।

শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর এই বাক্যেও একই শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। 'পাণ্ডিত্যান্তে ভাগবত বুঝন না যায়', 'ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া'—প্রভৃতি বাক্য একই তাৎপর্য্য প্রকাশ করে।

'শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাতো আদৃতো বানুমোদিতঃ' বাক্যে অনু (ন) পদের সংযোগ রহিয়াছে। সুতরাং গুরুবৈষ্ণববাক্যকে অনাদর করত, তাঁহার আদেশকে অগ্রাহ্য করত উন্নতাভিমান বা প্রেমাশ্রুবর্ষণ লোকরঞ্জনকর হইলেও, তাহাকে উন্নতাধিকার বা প্রেমাত্মক বিবেচিত হয় না। একলব্যের ইহাই গুরুভক্তি। 'সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্' বাক্যটীতে ইহা সুস্পষ্ট।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে কার্ত্তিকব্রত, দামোদরব্রত, ঊর্জ্জব্রত ও নিয়মসেবা পালন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজা শ্রীরাধা-দামোদর-ব্রত মাসের শুভারম্ভেই শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও সমিতির শাখা-মঠসমূহে বিপুল সমারোহ ও উদ্দীপনার সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। শ্রীল মহারাজের ২৬শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবে প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম সন্ত গোস্বামী মহারাজ ও পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন গোস্বামী মহারাজ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলীর কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিয়া বক্তৃতামুখে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সমিতির বর্ত্তমান

আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজও শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুণগান কীর্ত্তন-মুখে "বিরহ ও মিলন" একই তাৎপর্য্যপর বলিয়া শাস্ত্রালোচনার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা সমাপন করেন। এই বিরহ-মহোৎসব-উপলক্ষে আগন্তুক মাত্রকেই আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণে হরিতোষণী-বৃত্তির প্রচুর আবাহন সমিতির কালজয়ী ক্রিয়া-কলাপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ শ্রীশ্রীদামোদর-ব্রত, কার্ত্তিক-ব্রত ও নিয়মসেবা-ব্রত উপলক্ষে ১লা কার্ত্তিক, ৩০ পদ্মনাভ, ৫০৮ গৌরাব্দ, বুধবার হইতে ১২ কার্ত্তিক ১৪০১, ১১ দামোদর রবিবার পর্য্যন্ত দ্বাদশ দিবসকাল শ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতে চাতুর্ম্মাস্য-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, কার্ত্তিকব্রত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, ব্রতের কাল নির্ণয়, অকরণে প্রত্যবায়, ব্রতের বর্জ্জনীয় বিষয় ও যমদীপ-দান প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। "শ্রীদামোদরাষ্টকম্" ১ম শ্লোক হইতে ৬ষ্ঠ শ্লোক পর্য্যন্ত পাঠ ও বক্তৃতামুখে শ্রীরাধাদামোদরের লীলা বর্ণন করেন। শ্রীল বামন গোস্বামী মহারাজজীর বক্তৃতার সারসংকলন বর্ণন করিতে যত্নশীল হইতেছি।—

কাল নিরূপণ—"আষাঢ় শুক্ল দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্ল দ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ॥ (বরাহপুরাণ)

অকারণে প্রত্যবায়—
যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ)

বর্জ্জনীয়— শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥ (হঃ ভঃ বিঃ)

শ্রীযমদীপদান—কার্ত্তিক কৃষ্ণপক্ষে তু ত্রয়োদশ্যাং নিশামুখে।
যমদীপং বহির্দ্দদ্যাকপমৃত্যুর্বিনশ্যতি॥
মৃত্যুনা পাশদণ্ডাভ্যাং কালঃ শ্যামলয়া সহ।
ত্রয়োদশ্যাং দীপদানং সূর্য্যজঃ প্রীয়তামিতি॥ (হঃ ভঃ বিঃ)

চারিযুগে চারিনাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব কলিযুগের প্রসঙ্গে বলিলেন,—কলিকালকে ধন্য কলি বলা হয়।

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গ পরং ব্রজেৎ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১)

চারিযুগের নাম :—

সত্যযুগে— নারায়ণঃ পরাবেদাঃ নারায়ণ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণঃ পরামুক্তিঃ নারায়ণ পরাগতিঃ॥

ত্রেতাযুগে— রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

দ্বাপর যুগে— হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

কলিযুগে— হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নামের মাহাত্ম্যই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম, এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৪)
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)
কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥ (চৈঃ চঃ)

ভক্তগণের আক্ষেপ—পঞ্চতত্ত্বের আবির্ভাবকালে আমার জন্ম হয় নাই। কৃষ্ণ-ভক্তের অহংকার তাঁহারা ভক্তের দাস। তাঁহাদের দৈন্যভাব—"ত্বদ্ ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃতস্য-ভৃত্য" ইত্যাদি শ্লোক উল্লেখ করিয়া মহারাজজী ভক্ত-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে বলিলেন,—

অল্প করি না মানিহ দাস হেন নাম।
অল্পভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্॥
'বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ।
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ॥'
ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ (ভাঃ)
ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব।
ন চ লক্ষ্মীর্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম॥ (আদিপুরাণ)

দামবন্ধন-লীলা প্রসঙ্গে বলিলেন,—ভগবানের সেবা ছাড়া, ভগবানকে বশে আনা যায় না। নাম-সেবা ও ভক্ত-সেবা দুইই করিতে হইবে। উভয়েই একে অপরের পরিপূরক। মা-যশোদার বিশুদ্ধ বাৎসল্যময়ীসেবা। বসুদেব-দেবকীর ঐশ্বর্য্যভাব।

কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥ (চৈঃ চঃ)
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্। (ভাঃ)
হরাব ভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বাহিঃ।
(ভাঃ)

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"—আমার পূজা অপেক্ষা, আমার ভক্তের পূজা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।

মন চঞ্চল একে বশে আনিতে হইবে, গীতার শ্লোক উল্লেখ করিয়া মহারাজ বলিলেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ (৬।৩৪)
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে ॥ (৬।৩৫)
কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তু নঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদ নৃত্যং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥ (ভাঃ ১১।২৮।৪)
'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব 'মনোধর্ম্ম'।
এই ভাল এই মন্দ—এই সব ভ্রম ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪)

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তবৃন্দকে শিক্ষাদানছলে বলিলেন,—

"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।"

সংসার-ধর্ম্ম পালনই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। মনকে বশে আনিবার জন্যই কিছু বিধি-নিষেধের আলোচনা শাস্ত্র করিয়াছেন। মনকে বশে আনিবার উপায়:শাস্ত্র বলিলেন,—"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" দুর্ব্বল লোক হরিভজন করিতে পারে না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"।

নীতিশাস্ত্র বলিলেন,—"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,—'কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥ (৭।৬।১)

সময় সঙ্কীর্ণ। যে কোন মুহূর্ত্তে যম আসিয়া আহ্বান করিবেন। আমরা কেহই **contract** করিয়া আসি নাই। অতএব, এক্ষণে ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

"ওরে মন, ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম-মরণ-জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল' সার॥
ধন-জন-পরিবার, কেহ নহে কভু কার,
কালে মিত্র, অকালে অপর॥"
"একবার ভাব মনে,
কে তুমি, কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথায় এলে।
কিবা কাজ করে গেলে, যাবে কোথা শরীর পতনে॥"

শ্রীল মহারাজজী বক্তৃতামুখে বহু শাস্ত্রোপদেশ দিয়াছেন ভক্তচরিত্র গঠন করিবার জন্য। যাঁহারা দুর্ব্বল তাঁহারা হরিভজন করিতে পারেন না, অথচ সমাজে একটী কথা চালু হইয়াছে যে, যাঁহারা দুর্ব্বল তাঁহারই হরিভজন করে। ভয়ে ভগবানে ভক্তি করেন। এ সব কথা আদৌ সত্য নহে। যাহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার করেন না, তাহাদেরই এইসব প্রলাপোক্তি। যাহাদের সাহস আছে, তাহারাই হরিভজনে অগ্রসর হয়, তাহারা ভয়ে ভগবানের ভজন করেন না, ভক্তিদ্বারাই ভগবানের ভজন করেন। শাস্ত্র বলিলেন,—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া"। ভক্তের আত্মবল লাভ হয় বলদেব প্রভুর বলে। অচিন্ত্য-চিদ্‌বল একমাত্র বলদেব প্রভুই ধারণ করেন, সেইহেতু তিনি 'বলদেব'। সেই বলদেব প্রভুর আনুগত্য যাঁহারা করিবেন, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকারী হইবেন।

গুরু-নিত্যানন্দতত্ত্বই বলদেব তত্ত্ব অথবা বলদেব তত্ত্বই শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ তত্ত্ব।

"সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে॥ (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল মহারাজজী বলিলেন,—জগতের ক্রিয়াকলাপ তাৎকালিক। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শব্দসামান্য নহে, 'শব্দব্রহ্ম', অপরিসীম ক্ষমতা ধারণ করেন। মহাজনগণ গাহিয়াছেন,—"কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।" এই তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, নিজ-বল-চেষ্টার দ্বারা জানা যাইবে না। "নিজ-বল-চেষ্টা-প্রতি ভরসা ছাড়িয়া। তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥" শাস্ত্র বলিলেন,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ (ভঃ রঃ সিঃ)
"অসাধু সঙ্গে ভাই 'কৃষ্ণনাম' নাহি হয়।
'নামাক্ষর' বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥" (প্রেমবিবর্ত্ত)

ভক্তচরিত্র সম্বন্ধে গীতা বলিলেন,—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ (১০।৯)

শ্রীমদ্ভাগবত,—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ (৩।২৯।১৩)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,—

"আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥ (৪।২০৪)

কান্নার দ্বারাই ভগবানকে আকর্ষণ করা যায়। মহাপ্রভু বলিলেন,—"সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু। যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু ॥"

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥"

(পদ্যাবলী)

"অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥"

(কৃষ্ণকর্ণামৃত)

শ্রীকৃষ্ণবিরহে মহাপ্রভুর করুণ-বিলাপ,—

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা করোঁ কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২।১৫-১৬)

নিখিল বিশ্ব যাঁহার বশীভূত, সেই ভগবান্ হরি আজ মা যশোদার (নিজের ভক্ত) বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

"দৃষ্টা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ব-বন্ধনে।"
"নেমং বিরিঞ্চি ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গ-সংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥"

অন্যত্র, ভক্তবাক্য রক্ষার্থে আমার এই বন্ধন-লীলা। দেবর্ষি নারদ আমার প্রিয় ভক্ত। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধা ক্রিয়াঃ।" "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।" ইত্যাদি বহু শাস্ত্রোক্ত শ্লোক উল্লেখ করত শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্ত ও ভগবানের প্রচুর মহিমা কীর্ত্তনপূর্ব্বক উপস্থিত ভক্তবৃন্দের আনন্দ-

বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীল মহারাজজী বলিলেন,—শ্রীনারদঋষি একজন শ্রেষ্ঠ কবিরাজ বা বৈদ্য। শ্রীকৃষ্ণ তদপেক্ষা বড় কবিরাজ। কুবের পুত্রদ্বয়কে শ্রীনারদ-ঋষি 'যমলার্জ্জুন বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হউক'—এই অভিশাপদ্বারা একইসঙ্গে নলকুবের ও মণিগ্রীব এবং জগজ্জীবের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। কারণ অর্জ্জুন বৃক্ষের বাকল্ বা ছাল জীবের পরম উপকারী ঔষধ।

দেবতারা ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা হইতে বঞ্চিত। কিন্তু ভগবানের ভক্ত-প্রসাদে অসম্ভব সম্ভব হয়। স্বয়ং কৃষ্ণের পাদপদ্মস্পর্শে ভক্তিলাভ করিয়া (দেবত্ব হইতে ভক্তত্ব) উত্তরদিশি বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

মহারাজজী—"যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ..." শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিলেন এঁরা ভগবানকে ধরিতে পারেন নাই। অহঙ্কারের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। আন্তরিকতা, কৃপাপ্রার্থনা, সাধন-প্রচেষ্টা, ভগবানের বশ্যতা স্বীকার এই সমস্ত গুণই শ্রীভগবান্ প্রাপ্তির উপায়। চাহিদা নাই, সেই হেতু ভগবানকে পাই নাই। গীতায় ভগবান্ বলিলেন,—'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥' "অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ। অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥" সেবার দ্বারা দুই প্রকার ফল হয়। (১) দেবতাদি সেবাদ্বারা ধন বিত্ত ইত্যাদি ও (২) ভগবানের সেবাদ্বারা দৈন্য, জড়-দারিদ্র কৃপালাভ হয়। অতএব আমাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য ছাড়িলে চলিবে না। আনুগত্যহীন ধর্ম্ম যাজনদ্বারা বিপথগামী হইয়া পড়িতে হইবে। প্রভুপাদের বাণী "সকলের একমাত্র প্রভু একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণ এবং আমি সকলের দাস ও সেবক"—এই কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। "কৃষ্ণসেবা সর্ব্বক্ষণ কর্ত্তব্য, ইহাতে যেন ভুল না হয়। বৈষ্ণবসেবা তদপেক্ষা অধিকতর অপরিহার্য্য।"

"শ্রীরাধাদামোদর" প্রসঙ্গে শ্রীল মহারাজজী প্রশ্ন তুলিলেন,—রাধাদামোদর কি কার্ত্তিক মাসের অধিদেবতা? উত্তরে তিনি বলিলেন,—না। কার্ত্তিক মাসের অধিদেবতা দামোদর লক্ষ্মীপতি নারায়ণ (বিষ্ণু)—লক্ষ্মীদামোদর। শ্রীরাধাদামোদর চাতুর্ম্মাস্যের অধিদেবতা। ইনি দ্বিভুজ, শ্যামসুন্দর, বংশীধারী। এই রাধাদামোদরই আমাদের আরাধ্য বস্তু। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিলেন,—'আমি ত' স্বানন্দ-সুখদবাসী। রাধিকামাধব-চরণদাসী॥" "রাধাপক্ষ ছাড়ি', যে-জন সে-জন, যে-ভাবে সে-ভাবে থাকে। আমিত' রাধিকা পক্ষপাতী সদা, কভু নাহি হেরি তাকে।"

"রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র পরমাণ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৯৬)

মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৬৯)
"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

সত্যব্রত মুনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রিয় শ্রীরাধারাণীকে প্রণাম করিতেছেন,— "নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ।
নমোঽনন্ত-লীলায় দেবায় তুভ্যম্॥"

শ্রীল মহারাজজী শ্রীরাধারাণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া রাধারাণীর সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'একটী কথা বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন। গর্গসংহিতা ও গোস্বামীবর্গের গ্রন্থে রাধাতত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাধারাণী কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা বা হলাদিনী শক্তি। রাধাতত্ত্ব গুরুগম্ভীর-তত্ত্ব, অত্যন্ত গোপনীয় তত্ত্ব। সকলের প্রবেশ সম্ভবপর নহে। "তৎরাসে ধারণাৎ রাধা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।" শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহারা বৈষ্ণবের আনুগত্যে বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা রাধারাণীর নাম ও তাঁহার গণের নামও পাইয়া থাকিবেন।

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং, ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণ-বিষক্তমানসাঃ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং, গোবিন্দ! দামোদর! মাধবেতি॥

বিরহকাতরা সেই গোপীগণ চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কাউকে তাঁহারা জানেন না। লজ্জা ছাড়িয়া তাঁহারা চিৎকার করিয়া বলিতেছেন,—হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! তুমি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ—তুমি এত নিষ্ঠুর—এইভাবে তাঁহাদের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে আশ্বাসবাণী দিলেন,—

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎ স্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ।" (১০।৮২।৪৪)
'ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্ব সাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যামাভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥'

শ্রীল মহারাজজী পরিশেষে রাধারাণী সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত করিলেন।

'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥'

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন : নব-৪০০৬৮

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) ।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শুভাশীর্ব্বাদে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ২০শে ফাল্গুন, ১৪০১ (ইং ১২।৩।৯৫) রবিবার হইতে ৩রা চৈত্র, ১৪০১ (ইং ১৮।৩।৯৫) শনিবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠি, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন, শুভস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—৩০শে মাঘ, ১৪০১ .

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির **"সাধারণ-সম্পাদক"**-এঁর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৭শে ফাল্গুন (ইং ১২।৩।৯৫), রবিবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২৮শে ফাল্গুন (ইং ১৩।৩।৯৫), সোমবার ;—(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—ঋতুপুর।

৩। ২৯শে ফাল্গুন (ইং ১৪।৩।৯৫), মঙ্গলবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ৩০শে ফাল্গুন (ইং ১৫।৩।৯৫), বুধবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)।

৫। ১লা চৈত্র (ইং ১৬।৩।৯৫), বৃহস্পতিবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ২রা চৈত্র (ইং ১৭।৩।৯৫), শুক্রবার ;—**শ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ৩রা চৈত্র (ইং ১৮।৩।৯৫), শনিবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব** (**মহাপ্রসাদ বিতরণ**)।

জ্ঞাতব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন ও ২৬শে ফাল্গুন (ইং ১১।৩।৯৫) শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ মঠে আসিলে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগে **"শ্রীপত্রিকা"** গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ৩০·০০ টাকা ও ষাণ্মাষিক ১৭·০০ টাকা এবং আজীবন সদস্যপক্ষে ১০০১·০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বিদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি.পি.তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য।

৩। যে কোনও সময়ে **"শ্রীপত্রিকা"**র গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।**

৫। **"শ্রীপত্রিকা"র কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি **"শ্রীপত্রিকা"**য় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক'** শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা **কার্য্যালয়,** শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ; ২৮, হালদার বাগান লেন; কলিকাতা-৭০০ ০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যাশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-রচিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা-গ্রন্থাবলী, ৯। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার-দীপিকা, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১২। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১৩। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৪। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৫। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৬। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৭। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ১৮। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ১৯। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২০। উদ্ধারের পথ, ২১। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২২। শ্রীমনঃশিক্ষা, ২৩। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৪। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ), ২৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী, ২৬। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য, ২৭। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-কণ্ঠহার, ২৮। Shri Chaitanya Mahaprabhu, ২৯। The Bhagavat, ৩০। Nam-Bhajan, ৩১। Life Story of Impersonalism (Mayavad) or Victory of Vaishnavism (Vaishnava Vijaya), ৩২। The Vedanta, ৩৩। Vaishnavism, ৩৪। Rai Ramananda।

entral Regd. No. R.N. 5111/57
ostal Regd. No. W.B./NDA-13

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত
শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্রসমূহ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ — তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ — চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)।
শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ — কংসটীলা, মথুরা পোঃ (মথুরা), ইউ.পি.।
শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ — দানগলি, বৃন্দাবন পোঃ (মথুরা) ইউ.পি.।
শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ — রাণাপতঘাট, বৃন্দাবন পোঃ (মথুরা) ইউ.পি.।
শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ — সন্ন্যাস রোড, কঙ্খল পোঃ (হরিদ্বার) ইউ.পি.।
শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ — গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ (পুরী) উড়িষ্যা।
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ — ২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ — গোলকগঞ্জ পোঃ (ধুবড়ী), আসাম।
শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ — অরবিন্দ লেন, পোঃ ও জেলা কোচবিহার।
শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র — রান্দিয়াহাট পোঃ (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ — শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ (জলপাইগুড়ি)।
শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ — আশুতিয়াবাড় পোঃ (মেদিনীপুর)।
শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ — সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ (বর্দ্ধমান)।
শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ — বাসুগাঁও পোঃ (কোকড়াঝাড়) আসাম।
শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ — তুরা পোঃ (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়।
শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ — মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি পোঃ (দার্জিলিং)।
শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ — মাথাভাঙ্গা পোঃ (কোচবিহার)।
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী — মণিপুর, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম — গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয় — দেয়ারাপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

BOOK-POST

SL. NO.

To

From :—

SHRI GOUDIYA-PATRIKA OFFICE
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, Halder Bagan Lane
Ph. : 33-897